আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি

দরসে তিরমিযী

(চতুর্থ খণ্ড)

সম্পাদনা

আল্লামা আবদুল কুদ্দুস (দা.বা.)

মুহ্তামিম ও শাইখুল হাদীসঃ ঢাকা নগরীর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাপীঠ
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা
খলীফাঃ ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য বুযুর্গ
আল্লামা আবরারুল হক সাহেব (রহ.) এবং
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.)

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ ❒ মে ২০১১

দরসে তিরমিযী (প্রথম খণ্ড)

মূল ❒ আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি

অনুবাদ ❒ মুহসিন আল জাবির
(মুহাদ্দিস- বাঘারপাড়া মুহিউসসুন্নাহ্ কওমী মাদরাসা যশোর;
লেখক ও গবেষক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

প্রকাশক ❒ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার **লাইব্রেরী**, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, **বাংলাবাজার**, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-33-3162-5

মূল্য ❒ ৫৪০.০০ টাকা

অর্পণ

হজরত ওসমান রা.
হে জিন্নুরাইন! আল্লাহ আপনার ওপর
রহম করুন।

বৈশিষ্ট্যাবলি

* দরসে তিরমিযীর সংগে পূর্ণ মিল রেখে ছাত্রবোধ অনুবাদ করা হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য দেওয়া হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* দরসে তিরমিযী ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে জটিল স্থানগুলোতে আপত্তি জবাব কিংবা প্রশ্নোত্তরে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।
* হাদিসের নম্বর দেওয়া হয়েছে।
* শিরোনামের নম্বর দেওয়া হয়েছে।
* অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদের সংগে সংগে মতনের পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে।

بأسمه تعالى

সম্পাদকের কথা
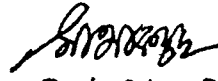
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد! فقد قال الله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وقال عليه الصلوة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ أما بعد–

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের জন্য দ্বীনের শিক্ষাকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এখন উলামায়ে কিরামের দ্বারা বাংলা ভাষার মাধ্যমেও দ্বীনের অনেক খেদমত নিচ্ছেন।

'তিরমিযী শরীফ' গ্রন্থখানা রচনা-কাল থেকেই অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহের সংগে সংগে তার অনন্যতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোর মতো তারও রয়েছে আলাদা গুণ- আলাদা বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রহমতে সেই গুণ আর বৈশিষ্টগুলোর জোরেই হয়তো কিতাবখানা আমাদের দরসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থগুলোর একটিও এই 'তিরমিযী শরীফ'।

কিতাবখানার গুণ আর বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েই হয়তো পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. কিতাবখানার উপর লিখেছেন 'দরসে তিরমিযী'র মতো একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানা ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদরাসার ছাত্রদের অনেকেই উর্দু ভাষায় দুর্বল হওয়ার কারণে এই অমূল্য গ্রন্থখানা থেকে পূর্ণ উপকৃত হতে পারছেন না বলেই জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হোসাইন এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে 'আনোয়ার লাইব্রেরী' নামে একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। সেখান থেকেই দরসে তিরমিযীর বাংলা বের করছেন। অনুবাদের কপিখানা আমি নিজে দেখেছি। আমি আশা করি দরসে তিরমিযীর এই বাংলা অনুবাদখানা সবার জন্য উপকারী হবে।

সবার উপকারার্থে আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থখানাকে কবুল করুন। আমীন।

১০/০৪/২০১১ইং

আবদুল কুদ্দুস
১০/০৪/২০১১ইং

আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা,
বাংলাদেশের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়-এর মহা পরিচালক,
বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের চেয়ারম্যান,
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম, হযরতুল আল্লাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.)-এর

দোয়া ও বাণী

الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا . والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى رحمةً للناس وآتاه الحكمة وجوامع الكلم وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد–

অস্থায়ী এ পৃথিবীতে মানুষ চিরদিন টিকে থাকার জন্য আসেনি। কারণ তাকে স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাকে প্রেরণ করা হয়েছে অস্থায়ী বসবাসে শুধুই আল্লাহর উপাসনা করার জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা একেক যুগে একেকজন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানব জাতিকে তার উপাসনা রীতি জানিয়ে দেওয়ার জন্য। এই সিলসিলায় সর্বশেষ যিনি এসেছেন, তিনি হলেন- আখেরী নবী, সরদারে দু'জাহান হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছেন শান্তির বার্তা আল কোরআন এবং তাঁর সুন্নাত আল হাদীস। তাই কোরআনের সংগে সংগে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআনের সংগে সংগে মুসলিম জ্ঞানী-গুণীগণ তাই যুগ যুগ ধরে হাদীসের সেবাও করে আসছেন। কেউ মাদরাসা-মকতবে বসে দরস্ ও তাদরীসের মাধ্যমে আর কেউ বা লেখালেখির মাধ্যমে। হাদীসের প্রধান তাসনীফাতগুলোর মধ্যে 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি جامع। এতে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক হাদীস রয়েছে যা হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোতে সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই হাদীসের ছাত্রদের কাছে গ্রন্থখানার গুরুত্ব রয়েছে অনেক বেশী। আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ حل করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অপরিসীম। সে দিকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র, আলেম সমাজ ও জনসাধারণসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন এবং এর সংগে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যেন রহমত করেন আর বেশী বেশী দিনের খেদমত করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আহ্মদ শফী
০১/০৪/২০১১ইং

পীরে কামেল, হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.) এর সুযোগ্য সাহেবজাদা, কুমিল্লা বরুড়ার বিখ্যাত মাদরাসা 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম' এর শাইখুল হাদীস ও মোহ্তামীম হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মো. নোমান (দা. বা.) এর

বাণী ও দোয়া

ان الحمد لله والصلوة لاهلها اما بعد فقد قال الله تعالى لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأواالحدود ما استطعتم.اما بعد-

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া- তিনি আমাদের প্রতি করুণা করে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এর মতো একটি দ্বীনী বিদ্যাপীঠ তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন দরস ও তাদরীসের নতুন একটি পথ- 'দরসে নেযামী'। যে পথ ধরে ভারত উপমহাদেশে প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে অগণিত আলেম-ওলামা এবং অসংখ্য রাহবারে দ্বীন। এখানে দরস ও তাদরীসের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের সর্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্ব অর্জন করা যায়।

এই দরসে নেযামীতে হাদীসের অনেক মূল্যবান কিতাবাদি দরস্ দেওয়া হয়। তার মধ্যে جامع الترمذي বা 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি 'جامع'। এতে জমা করা হয়েছে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক আহাদীস ও আছারসমূহ। হাদীসে নববীর পাঠকদের জন্য হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোর মতো এই কিতাবখানাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও মুফতী আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা মূল্যবাণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ 'حل' করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অনেক। তাই বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা তৈরি করে আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি- আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র ও আলেম সমাজসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন। আরো দোয়া করি- তিনি যেন এর সংগে সংশ্লিষ্ট লেখক, সংকলক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অন্যান্য সকলের প্রতি রহমত করেন এবং অধিক পরিমাণে দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দান করেন। আমীন।

প্রভুর নামে...

শুরুর কথা

الحمد لله رب العلمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم واله اصحابه اجمعين.

হে আল্লাহ! হে রহমান! হে রহিম! হে রাব্বুল আলামিন! সমস্ত প্রশংসা শুধুই তোমার। তোমার জন্য আমার সকল উপাসনা। আমার দিবস-রজনীর স্তুতি বন্দনা। তুমি অনন্ত, তুমিই অনাদি। তোমার গুণগান গায় সমস্ত মাখলুক। তুমি তো মহান। পাখিদের কণ্ঠে শুনা যায় তোমারই গান।

হে রাসূলে আরাবি! শ্রেষ্ঠ মানব, আখেরি নবী! তোমার কদম মোবারকে আমার লাখোকোটি সালাম। আমি এক অধম। আমি পাপী। আমি বড় অবুঝ। ব্যর্থ চেষ্টা করেছি তোমার পবিত্র হাদিসের সেবায় নিজেকে জড়াতে। শুধু প্রভুর কাছে আমার জন্য কিঞ্চিৎ সুপারিশের আশায়। আমি তোমাকে ভালোবাসি। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি! বলতে পারো তুলনাহীন এক অনন্য ভালোবাসা।

হে রাসূলের প্রিয় সাহাবি আর তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনগণ! তোমাদের জন্য তো এ-ই যথেষ্ট যে, তোমাদের বন্ধু রাসূলে আরাবি বলে গিয়েছেন, 'খায়রুল কুরুনি ক্বারনী, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালূনাহুম, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালূনাহুম...।

হাদিসের বিশাল রত্নভাণ্ডার আমাদের সামনে আজও রয়েছে। কোরআনের পরেই তো হাদিসের স্থান। হাদিস হলো কোরআন বা ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ ব্যাখ্যা-ভাণ্ডার। রাসূলের জীবনচরিত। সুতরাং যে বিদ্যা শিক্ষা করা ইসলামে ফরজ, তার মধ্যে হাদিস-বিদ্যাও রয়েছে। এটাও আমাদের জন্য শিক্ষা করা ফরজ। তাই আমরা হাদিস অধ্যয়ন করি। এ নিয়ে গবেষণা করি। হাদিসের অনেক কিতাবই তো রয়েছে। তিরমিযী শরিফ তার নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। চিরকাল থাকবে। দরসে তিরমিযী নামে তারই ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন পাকিস্তানের মুফতি আল্লামা তাকি উসমানি সাহেব। লেখকের এই কিতাবটি সাধারণ-অসাধারণ সবার কাছেই প্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কওমি মাদরাসার ছাত্রদের কাছে। তিরমিযী পড়া মানেই তো তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ দরসে তিরমিযী সংগে থাকবেই। কিতাবটি মূল ভাষা উর্দু হওয়ার কারণে অনেকে অনেক কিছুই তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন না। তাই আমরা চেষ্টা করেছি একে সহজ বাক্যে বাংলায় ভাষান্তর করতে। আল্লাহ যেটুকু তৌফিক দিয়েছেন তা-ই পেরেছি। অনুবাদ করার সময় গ্রন্থটিকে ছাত্রদের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। জটিল মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো ছাত্ররা যেন সহজেই বুঝতে পারে। সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই অনুবাদের কাজের সংগে যারা জড়িত তাদের মধ্যে মাওলানা মুহসিন আল জাবির, মাওলানা ওসমান গণী, মাওলানা মুরশিদুল হাসান শামীম এবং মাওলানা শামসুদ্দিন সাদি সাহেব অন্যতম। প্রভুর কাছে তাদের কল্যাণ কামনা করছি। বিশেষ করে আমার স্নেহের ভাতিজা মোস্তফা কামাল তো এর ব্যবস্থাপনা কর্মে অনেক শ্রম দিয়েছে। আল্লাহ তার কল্যাণ করুন।

আমি আশা করি এই অনুবাদটি তিরমিযী শরিফ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে। আল্লাহ তায়ালা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

কিছু কথা

মাওলানা মুহাম্মদ তাকি উসমানিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সেবার সংগে সংগে বছরের পর বছর জামিয়া দারুল উলুম করাচিতে হাদিসের উঁচু পর্যায়ের গ্রন্থ জামে তিরমিযীর দরস দিয়ে আসছেন। হজরতের ক্লাসের তাকরির প্রতি বছরের ছাত্ররা নিজেদের কপিতে লিখে নেওয়ারও নিয়ম করেছিলো। বিভিন্ন বছরের বিষয়গুলোকে বিন্যাস, এগুলোর প্রয়োজন মাফিক তত্ত্বানুসন্ধান ও টীকার কাজও দারুল উলূম করাচির গর্ব করার মতো উস্তাদ জনাব মাওলানা রশিদ আশরাফ সাইফি করছেন। মাশাআল্লাহ! এ পর্যন্ত সে দরসি তাকরিরগুলোর তিনটি বিন্যস্ত খণ্ড সংকলিত হয়ে ছাপা হয়েছে।

১৪১৬ হিজরির দাওরায়ে হাদিসের ছাত্ররা স্বীয় উস্তাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা তাকি উসমানি সাহেবের কাছে আবেদন করলো যেনো তিরমিযী শরিফের ابواب البيوع অধ্যায় হতে বছরের শুরুতেই পড়ানো হয় এবং তাতে বর্তমান যুগের ইলমি প্রয়োজন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের আধুনিক লেনদেনগুলোর ওপর পর্যাপ্ত আলোচনা করে ছাত্রদের উপকৃত করেন। অন্যথায় যদি নিয়ম মাফিক দরসের তরতিব থাকে, তাহলে এ সমস্ত আলোচনা সাধারণত বছরের শেষে হয়ে থাকে। তখন ছাত্রদের পড়া বেশি হওয়ার কারণে আধুনিক বিষয়াবলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। এসব বিষয়ে হজরতজি হতে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে না।

হজরত সাদরে ছাত্রদের এ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তিরমিযী শরিফের ابواب البيوع অধ্যায় হতে পড়ানো শুরু করেন। তবে তিনি এসব অনুচ্ছেদে সে সব তাফসিলও পরিহার করেছেন যেগুলো অতীতের দরসগুলোতে আলোচনা হতো এবং যেগুলো বিভিন্ন লিপিবদ্ধ কপি হতে বিন্যাসও করা হয়েছে। যাতে আধুনিক জ্ঞান এবং এ যুগের চাহিদার ওপর প্রশান্তিদায়ক পর্যায়ে আলোচনা করার জন্য সময় বেশি পাওয়া যায়।

তাই ابواب البيوع অধ্যায়ের এসব আধুনিক বিষয়গুলো ইফতা বিভাগের সংগী জনাব মাওলানা আনওয়ার হোসাইন সযত্নে রেকর্ড করেছেন। তখন আমি এসব বিষয় লিপিবদ্ধ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি। যার ফলে এক বছরের মধ্যে এসব বিষয় লিপিবদ্ধ হয়ে কপি আকারে বাজারে এসেছে।

কিন্তু এসব কপি আমার খারাপ লেখার সুস্পষ্ট দলিল ছিলো, তাই দাওরায়ে হাদিসের ছাত্রদের জন্য এগুলো হতে উপকৃত হওয়া কষ্টকর হচ্ছিলো, তাই তারা দাবি তুললো, যাতে এগুলোকে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। যাতে এর লাভ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ হয়। তবে এসব পাণ্ডুলিপিকে গ্রন্থাকারে রূপদানে একটি প্রশ্ন ছিলো যে, ابواب البيوع অধ্যায়ের আগে অনুচ্ছেদগুলোর বিষয় দরসে তিরমিযী নামে জনাব মাওলানা রশিদ আহমদ সাইফির তাহকিক ও তাখরিজ সহ তিন খণ্ডে ছেপে বাজারে এসেছে। ابواب البيوع অধ্যায়ের আলোচনার তাহকিক ও তাখরিজ এখনো অব্যাহত আছে। সুতরাং যদি এসব বিষয় দরসে তিরমিযী নামেই ছাপা হয়, তাহলে এতে বিষয়টি গোলমাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই আমি হজরত মাওলানা তাকি উসমানি সাহেবের সংগে পরামর্শ করলাম তিনি একটি উত্তম পরামর্শ দিলেন যে, এসব বিষয় তাকরিরে তিরমিযী নামে ছাপা হোক। যাতে দরসে তিরমিযীর ধারাবাহিকতা স্বস্থানে অব্যাহত থাকে।

সারকথা, হজরতের এই দরসি তাকরিরের প্রথম বৈশিষ্ট্য, এটি হাদিস শরিফ হতে উৎসারিত বর্তমান যুগের আধুনিক বিষয়াবলি সম্বলিত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, হজরতের ইলহামি শব্দগুলো হুবহু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নিজের পক্ষ হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়নি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, যেখানে কোরআনের আয়াত এসেছে সেগুলোর বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, তিরমিযী শরিফের হাদিসগুলোর তাখরিজ করে দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো, যে হাদিসের অধীনে কোনো ফিকহি আলোচনা করা হয়েছে সেসব ফিকহি আলোচনা ইসলামি আইনের অনেক বিখ্যাত এবং কোথায় কোথায় রয়েছে তার সূত্র দেওয়া হয়েছে।

যাতে কোনো ছাত্র ইচ্ছা করলেই বিস্তারিত সেসব বরাতের সাহায্যে নিতে পারে। এসব হাওয়ালার অর্থ এই নয় যে, হুবহু এ কথাগুলোই সেসব কিতাবে আছে।

এ কিতাবে আরেকটি নতুন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, হাদিস ও মাসায়িল তাখরিজ পৃষ্ঠার নিচে না লিখে প্রতিটি হাদিস ও মাসআলার শেষে শুধু নম্বর লেখা হয়েছে। কিতাবের শেষে হাদিস ও মাসায়িল তাখরিজ নামে আলাদা পৃষ্ঠায় সেসব সূত্র ক্রমানুসারে লিখে দেওয়া হয়েছে। যাতে কিতাবের বর্ণনাধারা অটুট থাকে।

তাখরিজে হাদিস ও মাসায়িলের পূর্ণাঙ্গ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, মাওলানা সাজ্জাদ আহমদ ফয়সালাবাদী ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ফয়সালাবাদি। আমি তাদের অন্তরের অন্তস্থল হতে শুকরিয়া আদায় করছি। মাওলানা আনওয়ার হোসাইন সাহেবেরও আমি শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি এসব তাকরির লিখে আমার জন্য এগুলো ছেপে বের করে দেওয়ার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, প্রিয় ভাই মাওলানা আবদুর রহমান মায়মানেরও। সে এ কিতাবটির পুরোটাই সম্পাদনা করেছেন; উপকারি পরামর্শ দিয়েছে। সংগে সংগে ছোট ভাই জনাব ওলিউল্লাহ মায়মানেরও কথাও বলছি, সে কম্পোজ ও ছাপার পূর্ণাঙ্গ কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করেছে।

ছাত্রদের প্রতি আমার আবেদন, তারা যেনো উস্তাদে মুকাররম হজরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকি উসমানি মু. আ.কে অবশ্যই স্মরণ রাখেন এবং অধমকেও না ভুলেন। এ কিতাব তৈরিতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও যেনো মনে রাখেন।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মায়মান
দারুল ইফতা, দারুল উলূম করাচি
১৪-১১-১৪১৯

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

বেচা-কেনা প্রসঙ্গ (২২৯)

أَبْوَابُ الْبُيُوْعِ

প্রথম পাঠ

বেচা-কেনা প্রসঙ্গ (২২৯)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ–১ : সংশয়মূলক জিনিস বর্জন করা

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِــ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذٰلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِيْ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ أَنْ يُّوَاقِعَ الْحَرَامَ - كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَّرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يُّوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.

১২০৯। অর্থ : হজরত নো'মান ইবনে বশির রা. বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হালাল জিনিস স্পষ্ট, হারাম জিনিসও স্পষ্ট। হালাল হারামের মাঝে কিছু সংশয়যুক্ত জিনিস রয়েছে। অনেকে জানে না, এটা হালালের অন্তর্ভুক্ত না হারামের। সুতরাং যে লোক নিজের দীন এবং আবরু রক্ষার্থে এ সব বস্তু পরিহার করবে, সে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্য হতে কোনো কিছুতে লিপ্ত হবে, সে শীঘ্রই সুস্পষ্ট হারামেও লিপ্ত হবে। যেমন সে লোক যে কোনো সম্রাট কিংবা নেতার মালিকানাধীন চারণভূমির আশ পাশে নিজের পশু চরাবে, সে শীঘ্রই সে চারণভূমিতে প্রবেশ করবে। সাবধান! সব সম্রাটের একটি নিজস্ব চারণভূমি থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার চারণভূমি হলো সে সব বস্তু, যেগুলোকে তিনি হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

হিমা কাকে বলে?

আগের যুগে হিমা বলা হতো, সে চারণভূমিকে যেটিকে কোনো গোত্রনেতা কিংবা কোনো দেশের সম্রাট বা শাসক নিজের জন্য বিশেষিত করে নিতো এবং এই ঘোষণা দিতো যে, "এই চারণভূমিতে অন্য কারও পশু চরানোর অনুমতি নেই।" পক্ষান্তরে এমন চারণভূমি বানানোর পদ্ধতি এই হতো, যে এলাকায় সে নেতা বা সম্রাট নিজের জন্য চারণভূমি বানাতে চাইতেন, সেখানে কোনো উঁচু টিলার ওপর চলে যেতেন এবং নিজের সংগে উচ্চস্বর বিশিষ্ট একটি কুকুর নিয়ে যেতেন। সেখানে সে কুকুরটিকে ঘেঁউ ঘেঁউ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো। তারপর সমাপ্তি স্থান পর্যন্ত কুকুরের ঘেঁউ ঘেঁউ আওয়াজ পৌছতো, ততোটুকু পর্যন্ত সে নেতার নির্ধারিত চারণভূমি হয়ে যেতো। তারপর সাধারণ লোকদের তাতে প্রবেশের ও তাদের জীব পশু চরানোর অনুমতি হতো না।

কিন্তু যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, তিনি এই প্রথা সমাপ্তি করতে গিয়ে ঘোষণা দিলেন,[১] لَا حِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিত অন্য কেউ ভবিষ্যতে নিজের জন্য নির্ধারিত চারণভূমি বানাতে পারবে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য নির্ধারিত চারণভূমি বানানো যেতে পারে। বাইতুল মাল ব্যতিত অন্য কারও জন্য কিংবা ব্যক্তিগত কারও জন্য কেউ এমন নির্ধারিত চারণভূমি বানাতে পারবে না।

এই হাদিসের দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাচ্ছিলেন, যেমনভাবে বর্বরতার যুগে নেতাদের চারণভূমি হতো এবং সাধারণ লোকের জন্য তাতে নিজ পশু জানোয়ার চরানোর অনুমতি থাকতো না, ফলে সাধারণ লোক এই ভয়ে নিজ পশু সে চারণভূমির আশ পাশেও চরাতো না, যে, যদি কোনো জানোয়ার ভুলক্রমে এই চারণভূমিতে চলে যায়, তবে সে নেতা কিংবা সম্রাটের শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে, এমনভাবে সন্দেহযুক্ত জিনিসে লিপ্ত হওয়াও অনুরূপই, যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত চারণভূমির আশ-পাশে অবস্থান নেওয়া, যাতে আশংকা রয়েছে যে, কখনও হারাম জিনিসে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিযোগ্য হয়ে যায় কি না? ইমাম আবু দাউদ রহ. তো বলেছেন, এ হাদিসটি এক তৃতীয়াংশ।

সংশয়যুক্ত বস্তু হতে বাঁচার আদেশ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বাঁচার যে নির্দেশ দিয়েছেন, কখনও এই আদেশটি হয় ওয়াজিব বা কখনও মোস্তাহাবের পর্যায়ে পড়ে। যদি একজন আলেম কিংবা মুজতাহিদ কোনো জিনিসের বৈধতা অবৈধতা তথা হালাল হারাম সংক্রান্ত যাচাই বাচাই করেন যে, এটি হালাল না হারাম? আর এই তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে তার সামনে উভয় প্রকার দলিলাদি আসে। অনেক দলিল দ্বারা, এটি বৈধ প্রমাণিত হয়। আর অনেকটি দ্বারা বুঝা যায়, এটি হারাম এবং তুলনামূলক বিচার করলে মনে হয় উভয় দিকের দলিলাদি সমান এবং বিশুদ্ধ। কোনো দিকের প্রাধান্য পায় না। আর সে জিনিসটি হলো সংশয়যুক্ত। সুতরাং তখন সে মুজতাহিদের উচিত, হারামের দিককে প্রাধান্য দিয়ে এর অবৈধতার সিদ্ধান্ত দেওয়া। কেনোনা, এ অবস্থায় সংশয়পূর্ণ জিনিস হতে বাঁচার আদেশ ওয়াজিব এর পর্যায়।

কিংবা একজন সাধারণ ব্যক্তি কোনো মাসআলাতে দু'জন আলেমের ফতওয়া নিলেন। একজন আলেম জায়েজের ফতওয়া দিয়েছেন, অন্যজন না জায়েজের ফত্ওয়া দিয়েছেন। এখন এ সাধারণ ব্যক্তির কাছে যদি এ দু'জন আলেমের মধ্য হতে কোনো একজনের ইলম ও তাকওয়ার ওপর বেশি নির্ভরশীলতা হয়, তবে তখন এই সাধারণ ব্যক্তির জন্য এই আলেমের ফতওয়ার ওপর আমল করা ওয়াজিব, যার ওপর তার বেশি আস্থা রয়েছে। তবে তার দৃষ্টিতে যদি উভয় আলেম নিজ ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সমান হন, তবে তখন এই সাধারণ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হলো সে আলেমের ফত্ওয়ার ওপর আমল করবে, যিনি না জায়েজের ফতওয়া দিয়েছেন। কেনোনা, এ অবস্থায় বিষয়টি সংশয়যুক্ত জিনিসের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো। এটি এমন সংশয়যুক্ত জিনিস, যা হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

কখনও কখনও আবার সন্দেহযুক্ত জিনিস হতে বেঁচে থাকা মোস্তাহাব। যেমন, যদি কোনো মাসআলায় হারাম হালালের দলিলাদি পরস্পর বিরোধী হয়, আর হালালের পক্ষের দলিলাদি হারামের দলিলাদির তুলনায় অধিক শক্তিশাল, তখন একজন আলেম ও মুফতি হালালের দলিলাদি প্রাধান্য লাভ করার কারণে হালালের ফতওয়া দিবেন। তবে এর তো হারাম হওয়ার দিকেও কিছু দলিলাদি রয়েছে, তাতে মাসআলাটি সন্দেহযুক্ত হয়ে

---

[১]. বোখারি : কিতাবুল ঈমান- باب فضل من استبرأ لدينه, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুজারাআত- باب اخذ الحلال وترك الشبهات।

গেছে, আর এ ধরনের সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বাঁচা মোস্তাহাব। সুতরাং তাকওয়ার দাবি হলো, একজন মানুষ তা হতে বিরত থাকবে এবং হারামের ওপর আমল করবে।

ইংরেজি কালির আদেশ

হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. ফতওয়ার ব্যাপারে সাধারণ লোকদের জন্য বেশির চেয়ে বেশি সহজ করার চেষ্টা করতেন। তবে নিজের আমলের ক্ষেত্রে অবলম্বন করতেন কঠোর দিক। একারণে যখন ইংরেজি কালির প্রচলন আরম্ভ হলো, যেটি আমরা এখন কালির কলমে ব্যবহার করে থাকি, তখন সে কালি ব্যবহার করা বৈধ না অবৈধ -এ মাসআলা সৃষ্টি হলো। কেনোনা, এ কালিতে স্প্রীট থাকে, আর স্প্রীটে থাকে এলকোহল। যেটি শরাবেরই একটি প্রকার। আর শরাব তো একটি অপবিত্র জিনিস। সুতরাং স্প্রীটও অপবিত্র হবে। আর স্প্রীট দ্বারা তৈরি কালিও অপবিত্র হওয়া উচিত। সুতরাং এই কালি ব্যবহার করা অবৈধ হওয়ার কথা।

হজরত থানভি রহ. এই মাসআলা সম্পর্কে তাত্ত্বিক গবেষণা করে একটি বিস্তারিত ফতওয়া লিখলেন, তিনি লিখলেন, এলকোহল স্প্রীটে থাকে সেটি চার প্রকার শরাবের মধ্য হতে কোনো একটি দ্বারা তৈরি হয় না। না এটি খেজুরের তৈরি, না আঙুরের। তাই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী এ কালি অপবিত্র নয়। সুতরাং তা ব্যবহার করা বৈধ। এটি কোনো কাপড়ে লাগলে সে কাপড়ও অপবিত্র হবে না। তবে হজরত থানভি রহ. যিনি প্রায় এক হাজার গ্রন্থ রেখে গেছেন, সারা জীবন তিনি এ কালি ব্যবহার করেননি। বরং কালি কলমও ব্যবহার করেন নি। সব সময় কাঠের তৈরি কলম এবং দেশিয় কালি ব্যবহার করতেন এবং সব গ্রন্থ এগুলো দ্বারাই লিখেছেন। এদিকেই হজরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নেযুক্ত হাদিস দ্বারা ইশারা করেছেন-৩ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ। "সন্দেহযুক্ত বস্তু ছেড়ে সন্দেহমুক্ত বস্তু অবলম্বন করো।"

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الرِّبٰوا

অনুচ্ছেদ-২ : সুদ খাওয়া প্রসংগে (২২৯)

عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَضِـــ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ.

১২১০। **অর্থ** : হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদি কারবারের সাক্ষী এবং সুদি কারবারের লিখকের প্রতি লা'নত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

এই হাদিস হতে জানা গেলো, সুদের লেনদেন করা যেমন অবৈধ এবং হারাম, তেমন সুদের ব্যাপারে দালালি করা কিংবা সুদের হিসাব কিতাব লেখাও অবৈধ। এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করেই ফতওয়া দেওয়া হয় যে, বর্তমানে ব্যাংকে চাকরি করা অবৈধ। কেনোনা, এর ফলে মানুষ কোনো না কোনো পর্যায়ে সুদি লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে।

وَكَاتِبَهُ সুদ লেখক

এর বিস্তারিত বিবরণে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, সুদ লেখক দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তি যে সুদের চুক্তির সময় সুদ ইত্যাদির হিসাব লিখে উভয় চুক্তিকারির মধ্যকার চুক্তিতে সহায়তা করে, সে এই সতর্কবাণীর নিচে পড়বে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি সুদের চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় এই হিসাব কিতাব না লেখে তা চুক্তির পর লেখে যখন সে অতীত কালের সমস্ত হিসাব, কার্যক্রম এবং প্রতিবেদন ইত্যাদি করে, তাহলে এ ব্যক্তি এই সতর্কবাণীর আওতাধীন হবে না যদিও এর অধীনে সুদের হিসাব নিকাশও তাকে লেখতে হয়। সারকথা, এই হিসাব-কিতাব দ্বারা সুদের চুক্তিতে সহায়তা হয় না। যদি এই তাফসিলকে সামনে রাখা হয়, তাহলে এর দ্বারা সে সব লোকের জটিলতা দূর হতে পারে, যাদের কাজ হলো, একাউন্টস এবং অডিট ইত্যাদি তাদের বিভিন্ন ফার্মে, প্রতিষ্ঠানে এবং কোম্পানির পূর্ণ বছরের হিসাবপত্র লিখতে হয় এবং তার চেকিং করতে হয়। এতে তাদের সুদ ইত্যাদি যার চুক্তি কোম্পানি করে, সেগুলো লেখতে হয়; কিন্তু তাদের এই লেখা শুধুমাত্র একটি বাৎসরিক রিপোর্ট এবং কার্যক্রমের মর্যাদা রাখে। এর ফলে কোম্পানির সুদি লেনদেনে কোনো সহযোগিতা হয় না। সুতরাং তারা এই সতর্কবাণীর আওতাধীন না।

ব্যাংকের চাকরি করা অবৈধ কেনো?

অবশ্য এর ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ব্যাংকে চাকরি করা অবৈধ কেনো? কারণ, আজকাল তো সব জায়গা হতে টাকা পয়সা ব্যাংকের মাধ্যমেই আসে। কোনো কিছুই সুদমুক্ত নয়। সুতরাং তাহলেতো সব কিছুই হারাম হওয়া উচিত।

এর জবাব হলো, শরিয়ত প্রতিটি জিনিসের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এতোটুকু পর্যন্ত বৈধ। এর পরে অবৈধ। সুতরাং ব্যাংকে চাকরি অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, তাতে সুদি লেনদেন হয়। আর যে ব্যক্তি ব্যাংকের চাকুরে সে কোনো না কোনো পর্যায়ে সুদি লেনদেনে সহযোগিতা করে। আর কোনো পাপের কাজে সহযোগিতা করা কুরআনে কারিমের ইরশাদ অনুযায়ী হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'গুনাহ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো না।' (সূরা মায়িদা-২)

সুতরাং এ কারণে ব্যাংকে চাকরি করা হারাম। বাকি রইল যেসব টাকা পয়সা আমাদের কাছে ব্যাংকের মাধ্যমে পৌঁছে, সুতরাং সব পয়সাই হারাম হওয়া উচিত। যদি ব্যাংক হতে পয়সা বৈধ এবং হালাল পদ্ধতিতে আসে তবে সেসব পয়সা ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই। আর যদি অবৈধ ও হারাম পদ্ধতিতে আসে তবে সেগুলো ব্যবহার করাও হারাম হবে।

কোরআনের সুদ ও হাদিসের সুদ

رِبَوا : رِبَوا শব্দটির আভিধানিক অর্থ আসে অতিরিক্ত। শরিয়তের পরিভাষায় এটি পাঁচ ধরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয় দু'টি অর্থে। ১. رِبَوا الْفَضْلِ ২. رِبَوا النَّسِيْئَةِ। প্রথমটির সংজ্ঞা হলো هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطِ فِيْهِ الْاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ তথা এমন ঋণ, যার মধ্যে সময় ও ঋণ গ্রহীতার ওপর অতিরিক্ত সম্পদের শর্ত থাকে। এটাকে رِبَوا الْقُرْاٰنِ ও বলা হয়। আর رِبَوا الْفَضْلِ এর সংজ্ঞা হলো, সমজাতীয় দুটি জিনিসের পারস্পরিক লেনদেনের সময় কমবেশ করা। এটাকে رِبَوا الْحَدِيْثِ ও বলা হয়। কেনোনা, প্রথম প্রকার সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে কোরআনে করিম, আর দ্বিতীয় প্রকার সুদকে হাদিস শরিফ।

সাধারণ সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ দুটিই হারাম

কিছু লোক প্রশ্ন করে, কোরআনে কারিমে শুধু চক্রবৃদ্ধি সুদকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণ সুদকে হারাম করেনি এবং তারা দলিল পেশ করে কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত দ্বারা-

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রাস করো না।" (আলে ইমরান- ৩০)

আয়াতে ربوا এর সংগে আরোপিত হয়েছে اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً তথা চক্রবৃদ্ধির শর্ত। আর নিষেধাজ্ঞা এসেছে শর্তের ওপর। সুতরাং শুধু সে সুদই নিষিদ্ধ হবে, যাতে সুদের অর্থ মূল পুঁজি হতে ন্যূনতম পক্ষে দ্বিগুণ হবে। তবে তাদের এই দলিল সঠিক নয়। কেনোনা, اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً এই শর্ত ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে ইহতেরাজি নয়; বরং এসেছে দৈবাৎক্রমে। আর এই শর্তটি সম্পূর্ণ এমন যেমন কোরআনে কারিমের আরেকটি আয়াতেও বলা হয়েছে, لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا তথা আমার আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করো না। (বাক্বারা -৪১)

যদিও এই আয়াতে ثَمَنًا قَلِيْلًا শর্তারোপ রয়েছে, তাসত্ত্বেও কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এই আয়াতের এই অর্থ করেন না, "কোরআনের আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা অবৈধ কিন্তু বেশি মূলে বিক্রি করা বৈধ।" এই শর্তটি যে দৈবাৎক্রমে হয়েছে, এর দলিলাদি নিম্নেযুক্ত-

১. কোরআনে কারিমের আয়াত- يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সুদ বর্জন কর তোমরা যদি ঈমানদার হও।' (বাক্বারা-২৭৮)

ما শব্দটি এই আয়াতে ব্যাপক যেটি সুদের সর্বপ্রকার তথা কম বা বেশি সব পরিমাণকেই শামিল করে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে এই ঘোষণা দিয়েছেন- الربوا موضوع كله واول ربوا اضعه ربوا العباس بن عبد المطلب فهو موضوع كله "সমস্ত সুদ পরিত্যক্ত। সর্বপ্রথম যে সুদ আমি পরিত্যাগ করলাম সেটি হলো আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এগুলো সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হলো।"[২]

كله শব্দটি এই হাদিসে সবপরিমাণ সুদ হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল।

৩. হজরত আলি রা. হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبٰوا তথা যে ঋণ লাভ টেনে আনে সেটি সুদ।[৩]

نفعا শব্দ এর দলিল যে, সব পরিমাণের লাভই (সুদই) হারাম। এই তাফসিল দ্বারা বুঝা গেলো, ওপরে আয়াত শরিফে اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً এর শর্ত ইহতেরাজি নয়; বরং হয়েছে ঘটনাক্রমে।

---

[২] সহিহ্ মুসলিম : কিতাবুল হজ্জ-باب حجة النبة صلي الله عليه وسلم, আবু দাউদ : কিতাবুল মানাসিক- باب صفة حجه النبي صلي الله عليه وسلم

[৩] ইলাউস সুনান : ১৪/৫১২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৫৬৮।

যুদ্ধের ঘোষণা

কোরআনে কারিমে সুদ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর অর্থ অকাট্য এবং সুদি লেনদেনকারিদের ব্যাপারে যে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে এতো কঠোর সতর্কবাণী অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে আসেনি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর বকেয়া সুদ পরিহার করো। যদি তোমরা পূর্ণ ঈমানদার হও। যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা শুনে নাও। (বাক্বারা - ২৭৮-২৮৯)

এই আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, যদি তোমরা সুদি লেনদেন বর্জন না করো, তাহলে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করো।

এখনকার প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সুদ কি হারাম নয়?

আজকের বিশ্ব ফেঁসে আছে সুদের চক্করে। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বুনিয়াদই প্রতিষ্ঠিত সুদের ওপর। সমস্ত ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে চলছে। সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের ভিত্তিতে হচ্ছে। বড় বড় পুঁজিপতি এবং বড় বড় কোম্পানিগুলো ব্যাংক হতে সুদের ওপর ঋণ নিচ্ছে এবং কায় কারবার চালাচ্ছে এর দ্বারা।

তাই মুসলিম বিশ্বে এমন কিছু লোক তৈরি হয়েছে, যারা দাবি করে যে, বর্তমান ব্যাংকগুলোর সুদ সে সুদ নয়, যেটি কোরআনে করিম হারাম সাব্যস্ত করেছে। যেমন এক ব্যক্তির কাছে খানাপিনার কিছু থাকতো না। লোকটি ক্ষুধার্থ অবস্থায় কোনো বিত্তশালীর কাছে যেতো এবং তাকে গিয়ে বলতো, আমি ক্ষুধার্থ, আমাকে কিছু টাকা পয়সা ঋণ দিন। যাতে স্ত্রী-সন্তানদের খানা খাওয়াতে পারি। জবাবে বিত্তশালী ব্যক্তি বলতো, আমি সুদের ওপর ঋণ দেবো। সুতরাং তুমি প্রতিশ্রুতি দাও যে, এই ঋণের সংগে এ পরিমাণ সুদ আদায় করবে। স্পষ্ট বিষয় যে, এটা ছিলো জুলুমের ব্যাপার। একজন মানুষ ক্ষুধার্থ। তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনার কাছে ঋণ কামনা করছে। তখন আপনি তার কাছে সুদ চাচ্ছেন। অথচ আপনার মূল দায়িত্ব ছিলো নিজের পক্ষ হতে তার ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করা, তাকে ঋণ দিয়ে উল্টা তার কাছ হতে সুদ দাবি করা নয়। এমন সুদ সম্পর্কে কোরআনে করিম বলেছে, যদি তোমরা তা বর্জন না কর, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা।

বলা যেতে পারে, এক ব্যক্তির ঘরে একজন লোক মরে আছে। তার কাছে কাফন দাফনের পয়সা নেই। লোকটি আরেকজনের কাছে গিয়ে তার কাছ হতে ঋণ চায় মৃতের কাফন-দাফনের ব্যবস্থার জন্য। এ সুযোগে ঋণদাতা দাবি করে, আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ঋণ দেবো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি এ পরিমাণ সুদ আদায় করবে না। স্পষ্ট বিষয়, এমন ক্ষেত্রে সুদ দাবি করা মানবতার বিপরীত ব্যাপার ছিলো। কোরআনে করিম এ জন্য এ ধরণের সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে।

বাণিজ্যিক লোনের ওপর সুদ

বর্তমান সময়ে ব্যাংকের যে সুদের ব্যাপার, তাতে ঋণগ্রহীতারা গরিব-গোরাবা হয় না, যাদের কাছে খাওয়ার কিছু নেই এবং যাদের কাছে মৃতের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার মতো টাকা পয়সা নেই। এমন গরিব গোরাবাদের তো ব্যাংক ঋণই দেয় না। যদি আমরা এবং আপনার মধ্য হতে কেউ ব্যাংক হতে ঋণ নিতে যায়, তাহলে ব্যাংকের লোকজন আমাদেরকে মেরে বের করে দিবে; বরং ব্যাংক হতে ঋণগ্রহীতা হন বড় বড় পুঁজিপতি ও বিত্তশালী লোকজন, যারা ক্ষুধা নিবারন এবং কাফন দাফনের জন্য ঋণ নেয় না। বরং তাদের উদ্দেশ্য হয়,

ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে এই টাকা পয়সা স্বীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটিয়ে এর দ্বারা আরো উন্নয়ন সাধন ও অধিক মুনাফা অর্জন। যেমন- ১০০০০০ (এক লাখ টাকা) ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে এটাকে পরিণত করবে ২০০০০০ (দুই লাখ) টাকায়।

অন্যদিকে ব্যাংক হতে যে টাকা পয়সা পুঁজিপতি ঋণ গ্রহণ করে, সেগুলো জনসাধারণের পয়সা, যারা নিজের উপার্জন হতে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এই টাকা পয়সা ব্যাংকে আমানত রূপে রেখে দিয়েছে। সুতরাং যে পুঁজিপতি ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করছে, যদি তার কাছে দাবি করা হয়, এই ঋণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে মুনাফা অর্জন করবেন, এই মুনাফা হতে শতকরা এতো পার্সেন্ট আপনারা ব্যাংককে সুদ হিসেবে আদায় করবেন, তাহলে তাতে কি অত্যাচার হবে? আর সে যুগে যে সুদের প্রচলন ছিলো তাতে ঋণ গ্রহীতাদের ওপর অত্যাচার হতো। কোরআনে করিম তাই এ সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোর সুদ হারাম নয়।

আবার এ কথাটি এভাবেও বলা যায়, এক ধরণের ঋণ হলো যেটি মানুষ গ্রহণ করে স্বীয় ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য। এমন ঋণকে বলা হয় "ছরফি করজ" বা ব্যয়ঋণ। আরেক ধরণের ঋণ হলো, যেটা মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করা ও মুনাফা অর্জন করার জন্য গ্রহণ করে। এমন ঋণকে বাণিজ্যিক ঋণ কিংবা উৎপাদনমূলক ঋণ বলে। যারা সুদের বৈধতার প্রবক্তা, তাদের বক্তব্য হলো, কোরআনে করিম শুধু ব্যয়ঋণ হিসেবে গৃহীত সুদকে হারাম বলেছে। বাণিজ্যিক ঋণের ভিত্তিতে গৃহীত সুদ এই হারামের পর্যায়ভুক্ত হয় না।

সুদের বৈধতার দলিল

সুদকে যারা বৈধ বলেন, তারা কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন,

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন। আর সুদকে করেছেন হারাম।" (বাক্বারা : ২৭৫)

এই আয়াতে الربو। শব্দটি মু'আররাফ বিললাম। আলিফ লামের মধ্যে আসল হলো নির্দিষ্ট বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হওয়া। সুতরাং ربو। শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট সুদ উদ্দেশ্য হবে। যেটি বর্বরতার যুগে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিলো। তৎকালীন যুগে শুধু ব্যয়ঋণ এবং এর ওপর সুদ নেওয়ার প্রচলন ছিলো। বাণিজ্যিক ঋণ ও এর ওপর সুদ গ্রহণের প্রচলন তখন ছিলো না। আর যে জিনিস তখন প্রচলিতই ছিলো না, সেটাকে কোরআনে করিম কি ভাবে হারাম সাব্যস্ত করতে পারে। সুতরাং সুদ হারাম হওয়ার প্রয়োগ শুধু ব্যয়ঋণ হিসেবে গৃহীত সুদের ওপরই হবে, বাণিজ্যিক ঋণের ভিত্তিতে গৃহীত সুদের ওপর নয়।

সুদের বৈধতার পক্ষে যারা

এটি এমন একটি দলিল, যা বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকজনের পক্ষ হতে পেশ করা হয়েছে। যার ফলে বলা হয়েছে যে, ব্যাংকের সুদ বৈধ। এমনকি মিসরের বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতি তথা বড় মুফতি সাহেবও ব্যাংকের সুদ হালাল হওয়ার ফত্ওয়া দিয়েছেন। আর এই ফত্ওয়ার কারণে গোটা আরব জগতে শোরহাঙ্গামা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর চর্চা হয়েছে। তা ছাড়া ইসলামি বিশ্ব ছাড়া প্রতিটি এলাকায় কেউ না কেউ এই অবস্থান গ্রহণকারি দাঁড়াচ্ছে। ফলে ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আরবে মুফতি আব্দুহু এবং রশিদ রেজাও এই অবস্থান গ্রহণকারি। পাকিস্তানের ড. ফজলুর রহমানের অবস্থানও এটাই ছিলো। বিচারপতি কাদীরুদ্দিন এর বৈধতার ওপর একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। যদি কেউ গভীরভাবে না দেখে, তাহলে বাহ্যত বৈধতার প্রবক্তাদের দলিল অন্তরের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে যে, যদি একজন পুঁজিপতি ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে মুনাফা অর্জন করে, তাহলে তার হতে সুদ দাবি করাতে কি অত্যাচার ও অপরাধ হয়? ফলে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণি এই দলিল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভিড়ে যান তাদের কাতারে।

হাকিকতের ওপর আদেশ লাগে পদ্ধতির ওপর নয়

বাস্তবতা হলো, বৈধতার প্রবক্তাদের দলিল মারাত্মক বিভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের দলিলের সুগরা কুবরা (প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশ) উভয়টি ভুল। তাদের প্রমাণের সুগরা হলো, নববী যুগে বাণিজ্যিক সুদের প্রচলন ছিলো না। আর কুবরা হলো, যে বস্তু নববী যুগে প্রচলিত ছিলো না, সেটিকে হারাম বলা যায় না। এই সুগরা কুবরা উভয়টি ভ্রান্ত। সুতরাং তাদের দলিল সত্যের মাপকাঠির বাইরে।

প্রথমে কুবরা সম্পর্কে বুঝুন, এটি ভুল। দেখুন, মূলনীতি হলো কোরআন কিংবা হাদিস যখন কোনো জিনিসের ওপর হালাল বা হারামের আদেশ লাগায়, তখন এই আদেশ সে জিনিসের কোনো বিশেষ রূপের ওপর লাগায় না। বরং সে বস্তুর হাকিকতের ওপরই প্রদান করে। সুতরাং যেখানে সে বাস্তবতা তথা বাস্তবতা পাওয়া যাবে, সে আদেশ আসবে সেখানে।

শরাবের কথাই ধরুন। শরাব যখন হারাম হয়েছিলো, তখন তৎকালীন লোকেরা স্বীয় বাড়িতে আঙুরের শীরা নিজ হাতে বের করে এটাকে পঁচিয়ে মদ তৈরি করতো। সুতরাং বর্তমান যুগে যদি কেউ বলতে আরম্ভ করে যে, যেহেতু তৎকালীন যুগে লোকজন স্বহস্তে বাড়ি ঘরে শরাব তৈরি করতো এবং স্বাস্থ্যরক্ষার মূলনীতিসমূহের প্রতি লক্ষ রাখা হতো না, সেহেতু শরাবকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। যেহেতু বর্তমান যুগে উন্নত-শানদার মেশিনারির মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত মূলনীতির প্রতি লক্ষ রেখে অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে শরাব তৈরি করা হয়, সেহেতু বর্তমান যুগের শরাবকে হারাম বলা যাবে না। স্পষ্ট বিষয়, এই দলিল সম্পূর্ণ বোকামি। কেনোনা, শরিয়ত শরাবের কোনো বিশেষ পদ্ধতিকে হারাম সাব্যস্ত করে নি। বরং এর বাস্তবতাকেই হারাম সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং যে জিনিসে শরাবের সে বাস্তবতা তথা বাস্তবতা পাওয়া যাবে, সেটি হারাম হবে। চাই এর বিশেষ পদ্ধতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। সুতরাং বর্তমানে যদি কেউ বলতে শুরু করে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় হুইসকি, বিয়ার, ব্রান্ডি বিদ্যমান ছিলো না, সুতরাং এগুলো হারাম নয়। স্পষ্ট বিষয় যে, এটি ভ্রান্ত বক্তব্য। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে যদিও এই নামে এই রকম শরাব ছিলো না, কিন্তু এর বাস্তবতা তথা নেশাজাত পানীয় বিদ্যমান ছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন এই বাস্তবতাটিকেই। এবার বস্তুত এই বিষয়টি না হাওয়া হারাম হয়ে গেছে সব সময়ের জন্য। সেটা কোনো যুগে যে কোনো নামেই হোক না কেনো।

একটি মজার ঘটনা : গান বাদ্য হারাম না হওয়া

একবার হিন্দুস্তানের এক গায়ক হজ্জে গিয়েছিলো। হজ্জ হতে অবসর হয়ে মক্কা মুকাররামা হতে মদিনা মুনাওয়ারায় যাচ্ছিলো। তৎকালীন যুগে পথিমধ্যে অবস্থানের বিভিন্ন স্থান হতো। এই গায়ক লোকটিও রাত্রি যাপনের জন্য এক স্থানে অবস্থান করলো। কিছুক্ষণ পর সে স্থানে এক আরব গায়কের আগমন ঘটলো। আরব গায়ক সেখানে বসে আরবিতে গান বাদ্য আরম্ভ করলো। তার স্বর ছিলো ভীষণ খারাপ। ভারতীয় গায়কের কাছে তার স্বর ভীষণ খারাপ ও ভীতিকর মনে হলো। যখন সে গান বাদ্য বন্ধ করলো, তখন ভারতীয় গায়ক তাকে বললো, আজকে আমার এ কথা বুঝে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গান বাদ্য কেনো হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের বেদুইনদের গানবাদ্যই শুনেছিলেন। যদি তিনি আমার গান শুনতেন, তাহলে কখনও তা হারাম সাব্যস্ত করতেন না।

তবেতো শূকরও হালাল হওয়া চাই!

তখন প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে লোকজন বলে, ভাই! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এই জিনিসটি এবং এই আমলটি এ ধরণের হতো, তাই তিনি এটিকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। তবে বর্তমানে

এ কাজটি এভাবে হয় না, তাই এটি হারাম নয়। এমনকি যারা বলার তারা এই পর্যন্ত বলেছে যে, শরিয়ত শূকরকে এ জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছিলো যে, তৎকালীন যুগে শূকর অপবিত্র ও ময়লা থাকতো, নাপাক খেতো, এগুলো প্রতিপালন হতো দুর্গন্ধময় ময়লা পরিবেশে। তবে বর্তমানেতো অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এগুলোর প্রতিপালন হয়, এগুলো লালন পালনের জন্য উঁচু পর্যায়ের উন্নতমানের ফার্ম তৈরি করা হয়। সুতরাং বর্তমানে এগুলো হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই। এগুলো হালাল হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সুদ সম্পর্কে এটাই বলা হয় যে, যদি এই বাণিজ্যিক সুদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে হতো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে এটাকে হারাম সাব্যস্ত করতেন না। এর জবাব প্রথমেই প্রদান করা হয়েছে যে, শরিয়ত যে জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করে তার হারাম সাব্যস্ত করে। এর বিশেষ কোনো রূপ ও পদ্ধতিকে হারাম সাব্যস্ত করে না। অনুরূপভাবে সুদেরও বাস্তবতাকেই হারাম সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং যে খানেই সে বাস্তবতা বিদ্যমান হবে সেখানে হারামের হুকুম হবে। চাই এ সুদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রকৃতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বিদ্যমান থাক বা না থাক।

সুদের বাস্তবতা

এবার দেখতে হবে যে, সুদের বাস্তবতা কী? যেটাকে শরিয়ত হারাম সাব্যস্ত করেছে এবং এই বাস্তবতা বর্তমান যুগের বাণিজ্যিক সুদে পাওয়া যায় কীনা? বস্তুত সুদের বাস্তবতা হলো, কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত ঋণের ওপরে সিদ্ধান্ত করে কোনো প্রকার অতিরিক্ত কিছু দাবি করা। যেমন, আমি এক ব্যক্তিকে একশ টাকা ঋণ দিলাম, এর সংগে এই সিদ্ধান্ত করে নিলাম যে, এক মাস পর তোমার কাছ হতে একশ' পাঁচ টাকা ফেরত নিবো, তাহলে এটা সুদ। অবশ্য যদি সিদ্ধান্ত না করি; বরং আমি তাকে এমনিতেই একশ টাকা ঋণ দিলাম, কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের সময় খুশিমনে এক শ' পাঁচ টাকা ফেরত দিলো, তবে এটা সুদ নয়।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত, তিনি যখন কারও কাছে ঋণী হতেন এবং পাওনাদার ঋণের তাগাদা করতো, তখন তিনি তার ঋণ কিছু বেশি সহকারে ফেরত দিতেন, তাঁর মন জয়ের জন্য। তবে যেহেতু আগ হতেই এই অতিরিক্ত অংশ সিদ্ধান্তকৃত হতো না, সেহেতু এটি সুদ হতো না। হাদিসের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়, "হুসনুল কাজা " বা উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ। বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যন্ত বলেছেন, إِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা উত্তম রূপে ঋণ আদায় করে।[8]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সিদ্ধান্ত করে অতিরিক্ত আদায় করাতো সুদ এবং সিদ্ধান্ত না করে অতিরিক্ত আদায় করা সুদ নয়; বরং উত্তম পরিশোধ। সারকথা, যেহেতু সুদের ওপরযুক্ত বাস্তবতা বর্তমান ব্যাংকগুলোর বাণিজ্যিক সুদে পাওয়া যায়, সেহেতু বাণিজ্যিক সুদও হারাম হবে। ওপরযুক্ত বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের দলিলের কুবরা (কিয়াসের দ্বিতীয় অংশ) ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো।

রাসূল সা. এর সময়ে বাণিজ্যিক প্রসার

তাদের প্রথম বক্তব্য ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বাণিজ্যিক সুদ বিদ্যমান ছিলো না। এটিও ভুল। কেনোনা, আরবের যে সমাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটেছিলো, তাতেও বর্তমান যুগের আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সবগুলোর বুনিয়াদ বিদ্যমান ছিলো। যেমন- আজকাল

---

[8] বোখারি : কিতাবুল ইসতিকরাজ- باب حسن القضاء।

যৌথ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলোকে বলা হয় "জয়েন্ট স্টক কোম্পানি"। এ সম্পর্কে মনে করা হয়, এটি চৌদ্দশত শতাব্দীর উদ্ভাবন। এর আগে এর অস্তিত্ব ছিলো না। তবে আমরা যখন আরব ইতিহাস উঠিয়ে দেখি তখন পরিলক্ষিত হয় যে, আরবের প্রতিটি গোত্রই হতো একেকটি স্বতন্ত্র জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। কেনোনা, প্রতিটি গোত্রের বাণিজ্যিক পন্থা হতো গোত্রের সব সদস্য স্বীয় একেকটি দিরহাম একেকটি দিনার এনে এক জায়গায় একত্রিত করতো। তারপর এই অর্থ দলের লোকজন সিরিয়া গিয়ে তা দ্বারা বাণিজ্যিক মালামাল ক্রয় করে আনতো। আপনি বাণিজ্যিক দলগুলোর নাম শুনে থাকবেন, তারা এ কাজই করতো। কোরআনে কারিমে রয়েছে, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. (সূরা কুরাইশ : ১)

শীত গ্রীষ্মকালের যে সব সফরের উল্লেখ এই আয়াতে রয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য এই তিজারতি দল, যারা শীতকালে ইয়ামানের দিকে এবং গরমকালে শামের দিকে সফর করতো, তাদের কাজ ছিলো, এখানে মক্কা মুকাররামা হতে মাল আসবাব নিয়ে সেখানে বিক্রি করতো। আর সেখান হতে বাণিজ্যিক উপকরণ এনে মক্কা মুকাররামায় বিক্রি করতো। এসব দলের মধ্যে অনেক সময় একেক ব্যক্তি স্বীয় গোত্র হতে দশ লক্ষ দিনার ঋণ গ্রহণ করতো। স্পষ্ট বিষয় যে, তারা এই ঋণ খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজনের জন্য কিংবা কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য গ্রহণ করতো না। বরং বাণিজ্যিক উদ্দেশেই গ্রহণ করতো।

আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক দল

আবু সুফিয়ান যে বাণিজ্যিক দলের সংগে সিরিয়া হতে মক্কা মুকাররামা আসছিলেন, যার ওপর মুসলমানগণ আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে মুসলমান এবং কাফেরদের মাঝে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, এই দল সম্পর্কে মুহাদ্দিসীন এবং সিরাত বিশেষজ্ঞগণ লিখেছেন- لَمْ يَبْقَ قُرَشِيٌّ وَلَا قُرَشِيَّةٌ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ إِلَّا وَبَعَثَ بِهِ فِي الْبَعِيْرِ অর্থাৎ, যে কুরাইশ নারী পুরুষের কাছে এক দিরহামও ছিলো সে ওই বাণিজ্যিক দলে প্রেরণ করেছিলো। এতে বুঝা যায় যে, এসব গোত্র এমনভাবে যৌথ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। রেওয়ায়াতগুলোতে এসেছে যে, বনু মুগিরা ও বনু সাকিফের মাঝে পরস্পরে গোত্রীয়ভাবে সুদি লেনদেন হতো। এক গোত্র অপর গোত্র হতে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতো। অপর গোত্র ঋণ প্রদান করতো। এক গোত্র সুদ দাবি করতো অপর গোত্র এ সুদ আদায় করতো। এগুলো সব বাণিজ্যিক ঋণ হতো।

সর্বপ্রথম মওকুফ সুদ

হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজ্জের সময় সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,

وَرِبَوا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبَوا اَضَعُهُ رِبَوا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ

"আজকের দিনে জাহেলিয়াতের সুদ পরিহার করা হলো। সর্ব প্রথম যে সুদ আমি পরিহার করছি, সেটি হলো হজরত আব্বাস রা. এর সুদ। তা সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেওয়া হয়েছে।" যেহেতু হজরত আব্বাস রা. লোকদেরকে সুদের ওপর ঋণ দিতেন, সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজকের দিবসে অন্যদের দায়িত্বে আব্বাস রা.-এর যে সুদ রয়েছে সেগুলো আমি খতম করে দিচ্ছি। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এসেছে, সে সুদ হতো দশ হাজার মিসকাল স্বর্ণ পরিমাণ। এক মিসকাল প্রায় চার মাশা হতো। আর দশ হাজার মিসকাল স্বর্ণ কোনো মূলধন হতো না। বরং এটি ছিলো সে সুদ যেগুলো মূল অর্থের ওপর আবশ্যক হতো। এর ফলে অনুমান করুন যে, যে ঋণের ওপর দশ হাজার মিসকাল স্বর্ণ শুধু সুদ আসে, এগুলো কি শুধু খানাপিনার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য নেওয়া হয়েছিলো? স্পষ্ট বিষয়, এ ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিলো শুধু বাণিজ্যিক উদ্দেশে।

সাহাবা যুগে ব্যাংকিং নিয়মের একটি দৃষ্টান্ত

صحيح বোখারির কিতাবুল জেহাদে রয়েছে, হজরত জুবায়র ইবনে আওয়াম রা. নিজের কাছে সম্পূর্ণ এমন একটি ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন যেমন বর্তমান যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা হয়ে থাকে। লোকজন তাঁর কাছে আমানত হিসেবে বিরাট বিরাট অংকের অর্থ জমা রাখার জন্য আসতো। তিনি তাদেরকে বলতেন, لَا وَلٰكِنَّ هُوَ السَّلَفُ অর্থাৎ, এটি আমানত নয়; বরং ঋণ। অর্থাৎ, এই অর্থ আমি তোমাদের কাছ হতে ঋণ হিসেবে নিচ্ছি। এটি আমার দায়িত্বে ঋণ। তবে তিনি এমন করতেন কেনো?

ফাতহুলবারিতে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর কারণ এই লিখেছেন যে, ঋণের পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের লাভ ছিলো। যারা আমানত রাখতেন তাদের তো এই লাভ ছিলো যে, যদি এই অর্থ আমানত হিসেবে রাখা হতো, তবে তখন হেফাজত সত্ত্বেও যদি এই অর্থ ধ্বংস হয়ে যেতো কিংবা চুরি হয়ে যেতো, তাহলে এর জরিমানা হজরত জুবায়র রা. এর ওপর আসতো না। কেনোনা, আমানতের জরিমানা হয় না। পক্ষান্তরে ঋণের অর্থ যদি ধ্বংস বা চুরি হয়ে যায় তাহলে এর জরিমানা ঋণ গ্রহীতার ওপর আসে। সুতরাং আমানত যারা রাখেন, তাদের এই লাভ হলো যে, তাদের অর্থ সংরক্ষিত হয়ে গেলো। সংগে সংগে হলো জামানত। অপর দিকে হজরত জুবায়র রা. এর এ লাভ হলো যে, তাঁর এই এখতিয়ার অর্জিত হলো যে, তিনি সে অর্থ যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারেন কিংবা বাণিজ্যিক কাজে লাগাতে পারেন। কেনোনা, যদি সে টাকা আমানত হতো, তখন শুধু আমানতের অর্থ বাণিজ্যিক কাজে লাগানো অবৈধ। যখন হজরত জুবায়র রা. এর ইন্তেকাল হয়, তখন তাঁর সাহেবজাদা হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. তাঁর ঋণের হিসাব করলেন। তিনি বলেন, فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُوْنِ فَوَجَدْتُهُ اَلْفَيْ اَلْفٍ وَمِائَتَيْ اَلْفٍ "যখন আমি তাঁর দায়িত্বে অবশ্য আদায়যোগ্য ঋণের হিসাব করলাম, তখন তার অংক দাঁড়ালো বাইশ লাখ দিনার।" স্পষ্ট বিষয় যে, এতো বিশাল অংকের ঋণ ছিলো বাণিজ্যিক। সাধারণ ব্যয় ঋণ ছিলো না। এর দ্বারা বুঝা গেলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিলো।

আরেকটি দৃষ্টান্ত

তারিখে তাবারিতে হজরত উমর ফারুক রা. এর খেলাফত যুগের অবস্থার বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে যে, হজরত আবু সুফিয়ান রা. এর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা রা. হজরত উমর রা. এর কাছে এসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে ঋণ দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হজরত উমর রা. ঋণের অনুমতি দিয়ে দেন। তিনি ঋণের অর্থ দ্বারা কালব অঞ্চলে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এর দ্বারা পরিষ্কার স্পষ্ট বিষয় যে, এ ঋণ ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিংবা মৃতকে কাফন-দাফনের জন্য নেওয়া হয়নি। বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিলো। অনুরূপ আরো বহু উদাহরণ নববী যুগে ও সাহাবা যুগে বিদ্যমান রয়েছে। আমি তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

ওপরযুক্ত তাফসিল দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, এমন বলা সম্পূর্ণ ভুল যে, রাসূলের কালে বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণ করা হতো না। বরং বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সুদ হারাম ঘোষণার পর তাদের ওপর সুদি লেনদেন মওকুফ করে দেওয়া হয়েছিলো। সুতরাং যারা বাণিজ্যিক সুদকে বৈধ বলেন, তাদের যে দলিল পেশ করা হয়েছে, এর সুগরা কুবরা (আপাদ মস্তক কিয়াস) উভয়টি ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো।

সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের আরেকটি দলিল

যারা সুদের বৈধতার প্রবক্তা তাদের পক্ষ হতে আরেকটি দলিল পেশ করা হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য কিংবা খাদ্য পানীয়ের জরুরত পূর্ণ করার জন্য ঋণ চায় এবং ঋণ দাতা ঋণ দেওয়ার আগে তার কাছে সুদ দাবি করে, তবে এটি অত্যাচার ও বেইনসাফির ব্যাপার এবং অমানবিক আচরণ; কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে ঋণ চায় ঋণের এই টাকা ব্যবসা বাণিজ্যে খাটিয়ে অধিক হতে অধিকতর মুনাফা অর্জনের উদ্দেশে যদি তার কাছে সুদ দাবি করা হয় তবে এটা কোনো জুলুমের ব্যাপার নয়। এই দলিলের সমর্থনে তারা পেশ করেন কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত,

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ. (البقرة– ٢٧٩)

অর্থাৎ, যদি তোমরা সুদ হতে তাওবা করে নাও, তাহলে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের হক্ব। তোমরাও অত্যাচার করো না। তোমাদের প্রতিও যেনো অত্যাচার না করা হয়। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো অত্যাচার। আর এই অত্যাচার শুধু ব্যয় সুদে পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক সুদে পাওয়া যায় না। সুতরাং উচিত বাণিজ্যিক সুদ হারাম না হওয়া।

ইল্লত বা কারণ এবং হেকমতের মাঝে পার্থক্য

তাদের এই দলিলে কয়েকটি ভুল রয়েছে। প্রথম বিভ্রান্তি হলো, এই প্রমাণে অত্যাচারকে সুদ হারাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ অত্যাচার প্রতিহত করা সুদ হারাম হওয়ার কারণ নয়; বরং এর হেকমত। আদেশ নির্ভর করে কারণের ওপর, হেকমতের ওপর নয়। এর একটি সহজ উদাহরণ বুঝুন, আপনি দেখে থাকবেন যে, সড়কগুলোর ওপর সিগন্যাল লাগানো থাকে। তাতে থাকে তিন রংয়ের বাতি ১. লাল ২. হলদে ৩. সবুজ। যখন লাল বাতি জ্বলে তখনকার নির্দেশ হলো, থামো! আর যখন সবুজ বাতি জ্বলে তখনকার নির্দেশ হলো, সামনে অগ্রসর হও! সিগন্যালের এই ব্যবস্থা তাই কায়েম করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ট্রাফিক সুব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দুর্ঘটনা রোধ করা যায়। এক্সিডেন্টের আশংকা নূন্যতম পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়। এতে যে বলা হলো, "লাল বাতি জ্বললে থেমে যাও" -এটি আদেশ। আর লালবাতি এ হুকুমের ইল্লত বা কারণ। আর এর মাধমে দুর্ঘটনা রোধ এ হুকুমের হেকমত। এবার এক ব্যক্তি রাত বারোটা বাজে গাড়ি চালিয়ে সিগন্যালের কাছে পৌছে দেখলো, লাল বাতি জ্বলছে। তবে চার দিকে কোনো গাড়ি এবং ট্রাফিক আসছে না। সংঘর্ষ ও দুর্ঘটনার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। তখন যদিও এ হুকুমের হেকমত পাওয়া যাচ্ছিলো না। তবে তা সত্ত্বেও এর ড্রাইবারের জন্য গাড়ি থামানো প্রয়োজন। কেনোনা, থামার হুকুমের যে কারণ তথা লাল বাতি জ্বালাও সেটি এখানে বিদ্যমান। সুতরাং যদি সে গাড়ি নিয়ে না থামে, তাহলে আইন বিপরীত আচরণের অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

মদ হারাম হওয়ার তাৎপর্য

এমনিভাবে শরিয়তের যতো বিধি আদেশ রয়েছে, সেগুলোতে আদেশ নির্ভর করে কারণের ওপর, হেকমতের ওপর নয়। পার্থিব আইন কানুনেও এ মূলনীতি কার্যকর। শরয়ি আইনেও এ মূলনীতি অব্যাহত। শরাব সম্পর্কে কোরআনে করিম বলে,

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ؟ (المائده : ٩١)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার একটি হেকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, এর ফলে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং মানুষ এর কারণে আল্লাহর জিকির হতে গাফেল হয়ে পড়ে। এবার যদি

কেউ বলতে আরম্ভ করে যে, শরাব এবং জুয়া তখনই হারাম যখন এর ফলে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আর যদি শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়, তাহলে হারাম নয়। স্পষ্ট বিষয় যে– এই দলিল সঠিক নয়। কেনোনা, শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া মদ জুয়া হারাম হওয়ার হেকমত, কারণ না।

বর্তমানে তো অনেকে বলে যে, শরাব শত্রুতা সৃষ্টির পরিবর্তে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। তাই বর্তমানে যখন দুই বন্ধু পরস্পরে মিলিত হয় তখন শরাবের পেয়ালা বিনিময় হয় এবং এটা এর নিদর্শন হয় যে, আমাদের উভয়ের মাঝে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে এক কবি বলেন–

پیمانہ وفا بر سر پیمانہ ہوا

প্রথম "পায়মানা" দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য চুক্তি। আর দ্বিতীয় "পায়মানা" দ্বারা উদ্দেশ্য শরাবের পেয়ালা। অর্থাৎ, শরাবের পেয়ালার ওপর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো।

প্রশ্ন : যদি শরাব শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির পরিবর্তে বন্ধুত্বের মাধ্যম হয়, তাহলে তখন কি শরাব হালাল হয়ে যাবে?

প্রশ্ন : কেউ বলে, আমি শরাব তো পান করি কিন্তু আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন হই না। সুতরাং আমার জন্য শরাব হালাল, তাহলে কি এ ব্যক্তির জন্য শরাব হালাল হয়ে যাবে?

জবাব : স্পষ্ট বিষয়, তা হালাল হবে না। কেনোনা, আল্লাহর যিকর হতে উদাসীনতা শরাব হারাম হওয়ার হেকমত, কারণ নয়। আর এ আদেশ নির্ভর করে কারণের ওপর হেকমতের ওপর নয়।

ঠিক এমন সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে কোরআনে করিম যে বলেছে- لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ. (البقرة ٢٧٩:) এটি বলা হয়েছে হেকমত হিসেবে, কারণ হিসেবে নয়। সুতরাং সুদ হারাম হওয়া অত্যাচার হওয়া না হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং সুদের বাস্তবতা বিদ্যমান হওয়ার ওপর। যেখানে সুদের বাস্তবতা বর্তমান থাকবে, সেখানে হারাম হবে। চাই সেখানে অত্যাচার পাওয়া যাক বা না যাক। এতো ছিলো প্রথম ভুল।

শরয়ি বিধানে ধনী গরিবের কোনো পার্থক্য নেই

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো, যারা সুদকে বৈধ বলেন, তারা বলেন, ব্যয় ঋণগুলোতে যদি কোনো ব্যক্তি সুদ দাবি করে, সেহেতু সরল ব্যয় ঋণ অন্বেষী গরিব হয়ে থাকে। তাই তার কাছে সুদ দাবি করা অত্যাচার। তবে বাণিজ্যিক ঋণ এর বিপরীত। কেনোনা, তাতে ঋণপ্রার্থী পুঁজিপতি ও আমির হয়ে থাকে। আর তার কাছে সুদ দাবি করা অত্যাচার নয়। অথচ প্রথম প্রশ্ন হলো, ঋণের ওপর সুদ দাবি করা বৈধ কি না? যদি আপনি বলেন, ঋণের ওপর সুদ দাবি করা অবৈধ, তাহলেতো তাতে আমির গরিবের কোনো পার্থক্য না হওয়া উচিত। এ বিষয়টি একটি উদাহরণ সহকারে বুঝুন। যেমন এক রুটি ওয়ালা রুটি বিক্রি করছে। এই রুটির পয়সা খরচ হয় বারো আনা। চার আনা স্বীয় মুনাফা রেখে এক টাকায় সে রুটি বিক্রি করছে। গরিব আমিরের কোনো ব্যবধান সে রাখেনি যে, গরিবকে কম মূল্যে রুটি দিবে আর আমিরকে বেশি মূল্যে দিবে। বরং সবাইকে একই মূল্যে দিচ্ছে। তবে কেউ তাকে এ কথা বলতে পারে না, তুমি গরিবের কাছে এক টাকায় রুটি বিক্রি করে অত্যাচার করছো। কেনোনা, সে তার নিজের হক্ব আদায় করছে। আমির গরিব উভয় হতে মুনাফা দাবি করা বৈধ। এটা কোনো অত্যাচার নয়।

সম্পূর্ণ অনুরূপ একজন গরিব ব্যক্তি আরেকজনের কাছে ঋণ দাবি করছে। আর অপর ব্যক্তি তার ঋণের ওপর সুদ চাইছে। তখন আপনি বলেন, যেহেতু ঋণগ্রহীতা গরিব সেহেতু তার কাছে সুদ দাবি করা অত্যাচার।

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি গরিব লোককে এক টাকার রুটি বিক্রি করছে এটা অত্যাচার না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সে গরিবের কাছে ঋণের ওপর সুদ দাবি করছে। আপনি তখন এটাকে বলছেন এটি অত্যাচার।

জবাব : এর দ্বারা বুঝা গেলো জুলুমের কারণ লেনদেনকারিদের দরিদ্রতা নয়; বরং জুলুমের আসল কারণ পয়সা। আর এই কারণটি গরিবের ঋণে যেমন বিদ্যমান, আমীরের ঋণেও বিদ্যমান। সারকথা, রুটির ওপর লাভ দাবি করা এবং লগ্নির ওপর বর্ধিত করে বেশি টাকায় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করা অত্যাচার নয় বরং বৈধ এবং ইনসাফের অনুকূল। তবে টাকার ওপর অতিরিক্ত দাবি করা ইনসাফেরও খেলাফ, শরিয়তেরও বিপরীত। কেনোনা, টাকা এমন কোনো বস্তু নয়, যার ওপর মুনাফা দাবি করা যেতে পারে। সুতরাং টাকা ঋণগ্রহণকারি আমির হোক বা গরিব, উভয় অবস্থাতে হারামের আদেশ আসবে।

লাভ লোকসান উভয়টিতে অংশীদার হতে হবে

যারা বাণিজ্যিক সুদকে বৈধ বলেন, তারা এটাও বলেন যে, বাণিজ্যিক সুদে অত্যাচার নেই। এটিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বক্তব্য। এ বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। দেখুন, শরিয়ত এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, যদি তোমরা কাউকে কোনো টাকা ঋণ দাও, তা হলে প্রথমে তোমরা এ সিদ্ধান্ত করে নাও যে, তোমরা এই অর্থের মাধ্যমে তার সহযোগিতা করতে চাও কিংবা তার কারবারে শরিক হতে চাও। যদি ঋণ দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তার সহায়তা করা, তবে এটা শুধু সহায়তাই থাকা উচিত। এর ওপর অতিরিক্ত কিছু দাবি করা তোমার জন্য কোনো ক্রমেই বৈধ নয়। আর যদি এই অর্থ দ্বারা তার কারবারে অংশীদার হতে চাও, তাহলে তখন তোমাদেরকে তার কারবারের লাভ লোকসান উভয়টিতে শরিক হতে হবে। এটা হতে পারে না যে, আপনি বলবেন, লাভের সময়তো আমরা অংশীদার হবো, কিন্তু লোকসানের সময় অংশীদার হবো না।

বাণিজ্যিক সুদে ঋণদাতা ব্যাংক পুঁজিপতিকে বলে, আমি এই ঋণের ওপর আপনার কাছ হতে শতকরা পনের টাকা সুদ নিবো। চাই আপনার এই ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ হোক বা লোকসান হোক। আপনার লাভ লোকসানের সংগে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার প্রয়োজন নিজস্ব সুদ। স্পষ্ট বিষয়, এমন বক্তব্য শরিয়তের উসুলের বিপরীত।

ঋণ দাতার ওপর বিরাট অত্যাচার

এই বাণিজ্যিক সুদ এমন একটি গোলক ধাঁধাঁ হলো, এর প্রতিটি পন্থাতেই অত্যাচার রয়েছে। যদি পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর লাভ হয় তবুও অত্যাচার। আর লোকসান হলেও অত্যাচার। লাভের পদ্ধতিতে ঋণ দাতার ওপর অত্যাচার। আর লোকসানের পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতার ওপর অত্যাচার। বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকগুলোতে যে অর্থ ব্যবস্থা চালু আছে, তাতে ঋণ দাতাদের ওপর বেশি অত্যাচার হচ্ছে।

বিষয়টি বুঝার জন্য প্রথমে বুঝতে হবে যে, সাধারণত ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনসাধারণের গচ্ছিত আমানত হয়ে থাকে। যেনো জনসাধারণের অর্থে ব্যাংকের অস্তিত্ব লাভ হয়। তবে এই জনসাধারণই ব্যাংক হতে ঋণ নিতে যায়, তখন ব্যাংক তাদেরকে ঋণ দিবে না। বরং ব্যাংক সে সব পুঁজিপতিদেরকে ঋণ দেয়, যাদের কাছে আগে হতে টাকা আছে। ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে সুবিশাল পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায়, কিংবা সে পুঁজিপতি যাদের অনেক মিল ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা আরো বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাংক হতে ঋণ নেয়।

বাস্তব ঘটনা এই, যেমন একজন পুঁজিপতি ব্যাংক হতে এক লাখ টাকা পনের পার্সেন্ট সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়েছে এবং তাতে নিজের পক্ষ হতে আরো কিছু টাকা মিলিয়ে কারবার শুরু করেছে। অনেক সময় কারবারে এক শ' পার্সেন্ট লাভও হয়। আবার কখনও কমও হয়। এবার ধরুন সে পুঁজিপতি এ কারবারে এক শ' পার্সেন্ট লাভ পেলো। যার ফলে এক লাখ দু'লাখে পরিণত হলো। এক লাখ মূলধন এক লাখ মুনাফা। এই লাভ হতে সে পনের হাজার টাকা ব্যাংকে সুদ হিসেবে আদায় করলো। বাকি পঁচাশি হাজার টাকা নিজের পকেটে রেখে দিলো। তারপর ব্যাংক সে পনের হাজার টাকা হতে স্বীয় ব্যয় নির্বাহের পর শুধু সাত হাজার টাকা জনগণকে দিয়েছে, যার পয়সায় ব্যবসায়ী ব্যক্তি ব্যবসা করে এক লাখ টাকা আয় করেছিলো, তন্মধ্য হতে স্বয়ং ব্যবসায়ী পঁচাশি

হাজার টাকা রেখে দিয়েছে। এর ফলে আন্দাজ করুন যে, এই সাধারণ জনগণের ওপর কত বড় অত্যাচার হচ্ছে। তবে সে সব জনসাধারণ খুবই খুশি যে, তারা এক লাখ টাকায় সাত হাজার টাকা লাভ পেয়ে গেছে। অথচ তার এক লাখ টাকায় এক লাখ টাকা লাভ হয়েছিলো।

অপর দিকে আম জনসাধারণের যে সাত হাজার টাকা অর্জিত হলো, সে সাত হাজার টাকাও পুঁজিপতি অন্য দিক হতে আদায় করে নেয়। এভাবে যে, বণিকদের মূলনীতি হলো যে, একজন ব্যবসায়ী যে সুদ ব্যাংককে আদায় করে। এ সুদকে স্বীয় তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর লগ্নি ও ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যেমন মনে করুন, এ ব্যবসায়ী এক লাখ টাকার কাপড় তৈরি করেছে। এই কাপড়টির মূল্য নির্ধারণের আগে সে এই কাপড়টি তৈরির আসন্ন লগ্নিরও হিসাব করবে এবং এই লগ্নিতে সে পনের হাজার টাকাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে, যেগুলো সে সুদ হিসেবে ব্যাংককে আদায় করেছিলো। তারপর এর ওপর নিজের লাভ রেখে কাপড়ের দাম নির্ধারণ করবে। এভাবে কাপড়ের দামের স্বয়ংক্রিয়ভাবে পনেরো পার্সেন্ট সংযুক্ত হবে। বাজারে যখন এ কাপড় জনসাধারণ কিনবে, তখন পনেরো শতাংশ সুদের টাকা আদায় করে ক্রয় করবে। যে পনেরো বণিক ব্যংককে আদায় করেছিলো। এমনভাবে পুঁজিপতি একদিকে তো জনসাধারণকে শুধু সাত শতাংশ মুনাফা দিচ্ছে; কিন্তু অপর দিকে এই জনসাধারণ হতে সে পনেরো শতাংশ আদায়ও করে নিচ্ছে। তা সত্ত্বেও জনসাধারণ খুশি যে, আমিতো সাত শতাংশ লাভ পেয়ে গেছি। অথচ বাস্তবে তার আদায় হয়েছে এক লাখ টাকায় মাত্র তিরানব্বই হাজার টাকা।

এই বিবরণ তো তখন ছিলো যখন বণিকের লাভ হয়। আর যদি লোকসান হয়, তখন এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য অতিরিক্ত ঋণ ব্যাংক হতে আদায় করে এবং ঋণের অর্থ বেড়েই চলে। যার ফলে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। বস্তুত ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার অর্থ, যারা এই ব্যাংকে অর্থকড়ি রেখেছিলো, তারা এখন সে টাকা পয়সা ফেরত পাবে না। যেমন গত কয়েক বছর আগে বি. সি. আই. সি ব্যাংকে হয়েছিলো। তখন সম্পূর্ণ লোকসান হলো জনসাধারণের, বণিকের কোনো লোকসানই হয়নি। এর দ্বারা অনুমান করুন যে, বাণিজ্যিক সুদের ফলে যে অত্যাচার হয়, এটি সাধারণ ব্যয় সুদের অত্যাচারকেও ম্লান করে দিয়েছে। কেনোনা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ পয়সা ব্যবহৃত হচ্ছে জনগণের। তারপর যদি লাভ হয়, তবে পুঁজিপতির। আর যদি লোকসান হয়, তবে জনসাধারণের। এর চেয়ে বড় অত্যাচার আর কি হতে পারে?

এতো ছিলো লোকসানের সেই পদ্ধতি যাতে ব্যাংকই দেউলিয়া হয়ে যায়। তবে যদি এই ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় পুঁজিপতির আংশিক ক্ষতি হয় যেমন সে কাপড় তৈরির জন্য তুলা ক্রয় করেছিলো। এই তুলাতে আগুন লেগেছিলো। তখন এর ক্ষতিপূরণের জন্য এই পুঁজিপতি আরেকটি রাস্তা বের করেছে। সেটি হলো, ইন্সুরেন্স কোম্পানি। সে ইন্সরেন্স কোম্পানি এই ক্ষতিপূরণ করবে। বস্তুত ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে যে টাকা আছে সেগুলোও গরিব জনসাধারণের। যে জনসাধারণ এখন পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত ইন্সুরেন্স না করাবে। জনসাধারণের গাড়ি এক্সিডেন্টতো নগণ্যই হয়ে থাকে। তবে তারা বীমার কিস্তিগুলো প্রতিমাসে জমা করাতে বাধ্য। সুতরাং সে পুঁজিপতি এই জনসাধারণের টাকা পয়সা দিয়েই নিজেদের ক্ষতিপূরণ করছে।

সুদের ন্যূনতম অংশ আপন মায়ের সংগে ব্যভিচারের সমান

এসব গোলক ধাঁধাঁ করা হচ্ছে তাই যে, যাতে লাভ হলেতো পুঁজিপতির হয়, আর ক্ষতি হলে হয় জনসাধারণের। এর ফলে ধনসম্পদ নীচের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে ওপরের দিকে যাচ্ছে। যে বিত্তশালী সে আরো বেশি সম্পদশালী হচ্ছে, আর যে গরিব সে আরো বেশি গরিব হচ্ছে। এসব অসুবিধা ও ত্রুটির কারণেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ الرِّبٰوا بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَدْنَاهَا كَالَّذِيْ يَقَعُ عَلٰى اُمِّهٖ অর্থাৎ, সুদের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বনিম্ন শাখা এমন যেমন আপন মায়ের সংগে জেনা করা। নাউজু বিল্লাহি মিন জালিক। সুতরাং বাণিজ্যিক সুদে অত্যাচার নেই, একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল। এর চেয়ে

বেশি অত্যাচার আর কি হতে পারে যে, সামগ্রিকভাবেই গোটা জাতিকে অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আজ গোটা দুনিয়া সুদি ব্যবস্থা চালু আছে। এই ব্যবস্থা গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের ধারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষের সামনে এর বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবে, কোরআনে করিম সুদের বিরুদ্ধেযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো কেনো।

بَابُ مَا جَآءَ فِي التَّغْلِيْظِ فِي الْكِذْبِ وَالزُّوْرِ وَنَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ-৩ : মিথ্যা ও প্রতারণা প্রসংগে (২২৯)

عَنْ اَنَسٍ رَضِـــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ.[৫]

১২১১। অর্থ : আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিরা পাপসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, কবিরা পাপগুলো হলো, আল্লাহ তা'আলার সংগে কাউকে শরিক করা, মাতাপিতার অবাধ্যতা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

ইমাম তিরমিযী বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু বকরা আয়মান ইবনে খুরাইম ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা.এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

দরসে তিরমিযী

এই হাদিসের এই অর্থ নয় যে, কবিরা পাপ সীমাবদ্ধ এগুলোতেই। বরং এগুলোও কবিরা পাপের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদিসটিকে বেচা-কেনা অধ্যায়ে আনার উদ্দেশ্য হলো, এমনিইতো মানুষ মিথ্যাকে খারাপ মনে করে। কেনোনা, মিথ্যা বলা পাপের কাজ। তবে লোকজনের একটি ধারণা এটিও যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যাচারিতা ছাড়া কাজ চলে না। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা বলা বৈধ। সেসব লোকের ভুল ভাঙানোর জন্য এ হাদিসটি এখানে এনেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেও মিথ্যা হতে বেঁচে থাকতে হবে ও সত্যাবাদিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

بَابُ مَا جَآءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ-৪ : ব্যবসায়ী সংক্রান্ত ও নবী করিম সা. কর্তৃক তাদের নামকরণ প্রসংগে (২২৯)

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ غَرْزَةَ رَضِـــ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى 'السَّمَاسِرَةَ' فَقَالَ: يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ! اِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْاِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ, فَشُوْبُوْا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ.[৬]

---

[৫] মুসলিম : কিতাবুল ঈমান -باب الكبائر واكبرها , বোখারি : কিতাবুশ শাহাদাত- باب ما قيل في شهادة الزور।

[৬] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ' باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو , নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ' الامر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه الخ।

১২১২। অর্থ : কায়েস ইবনে আবু গারজা রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের কাছে (বাজারে) তাশরিফ আনয়ন করলেন। লোকজন আমাদেরকে সামাসিরা নামে ডাকতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে বণিক সম্প্রদায়! শয়তান এবং পাপ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত হয়। সুতরাং এগুলো হতে পরহেজ করা উচিত ও বিক্রয়ের সংগে কিছু সদকাও করা উচিত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত বারা ইবনে আজেব ও রিফা'আ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, কায়স ইবনে গারাজা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি বর্ণনা করেছেন মানসুর-আ'মাশ-হাবিব ইবনে আবু সাবেত প্রমুখ-আবু ওয়াইল-কায়স ইবনে আবু গারাজা রা. সূত্রে। তবে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ ছাড়া কায়সের অন্য কোনো সূত্রে জানি না।

হান্নাদ-আবু মুআবিয়া-শকিক-আবু ওয়াইল ইবনে সালামা-তিনি হলেন আবু ওয়াইল কায়স ইবনে আবু গারাজা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে হজরত বারা ইবনে আজেব ও রিফা' রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি صحيح।

দরসে তিরমিযী

কায়েস ইবনে আবু গারজা রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের কাছে (বাজারে) তাশরিফ আনয়ন করলেন। লোকজন আমাদেরকে সামাসিরা নামে ডাকতো। সামাসিরা শব্দটি سِمْسَارٌ এর জমা। سِمْسَارٌ বলা হয় দালালকে অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যে ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে মাধ্যম হয় এবং এই কর্মের ওপর সে নিজের কমিশন আদায় করে নেয়। বর্তমানে তাকে কমিশন এজেন্টও বলা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে বণিক সম্প্রদায়! শয়তান এবং পাপ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, শয়তান চায় ক্রেতা বিক্রেতাদেরকে কোনো না কোনোভাবে গুনাহে লিপ্ত করতে। সুতরাং তোমরা তোমাদের বেচা-কেনাকে সদকার সংগে মিলিয়ে দাও। شَابَ يَشُوْبُ شَوْبًا এর অর্থ, মিলিয়ে দেওয়া। এ হাদিসের অর্থ, সাধারণত লোকজন স্বীয় দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের সময় মিথ্যা বলে থাকে। শপথ করে এবং বিক্রয় দ্রব্যের মধ্যে যে দোষত্রুটি থাকে সেগুলো গোপন করার চেষ্টা করে অথচ এ সব বিষয় অবৈধ। সুতরাং এগুলো হতে পরহেজ করা উচিত এবং বিক্রয়ের সংগে কিছু সদকাও করা উচিত। কেনোনা, সদকার ফলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের ক্রিয়া হতে হেফাজতে থাকবে।

সম্বোধনের জন্য ভালো শব্দ ব্যবহার

এই হাদিসে উক্ত সাহাবি একটি কথা বলেছেন যে, লোকজন আমাদেরকে ডাকতো 'সামাসিরা' নামে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন, 'হে বণিক সমাজ!' এর কারণ হলো, দালাল শব্দটি সাধারণের ওরফে পছন্দনীয় মনে করা হয় না। বরং লোকজন মনে করে, দালালি একটি নীচু পেশা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দালালের পরিবর্তে 'তুজ্জার' তথা বণিকগণ শব্দ ব্যবহার করে এ দিকে ইশারা করলেন, যখন মানুষ কারও কাছে দীনের কথা পৌছাতে যাবে, তখন তাঁকে সম্বোধন করতে

এমন শব্দ ব্যবহার করবে, যাতে তার সম্মান বাড়ে এবং এমন শব্দ হতে বেঁচে থাকবে, যা দ্বারা সে অনুভব করে নিজের লাঞ্ছনা অপদস্থতা।

দালালি পেশা এবং তার ওপর পারিশ্রমিক গ্রহণ

একটি ফিক্‌হি মাসআলা বের হয় এ হাদিস হতে যে, দালালি পেশা অবলম্বন করা এবং এর জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ। কেনোনা, এই সাহাবি যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধন করেছিলেন, তিনি দালালির পেশা অবলম্বন করেছিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বেচা-কেনার সংগে সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন; কিন্তু তাঁকে বলেননি যে, 'তুমি এই পেশা ছেড়ে দাও'। এর দ্বারা বুঝা গেলো, দালালি পেশা অবলম্বন করা এবং এর জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ। যেমন কোনো ব্যক্তি বললো, 'আমি তোমার এই দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে দিব এবং এতো টাকা পারিশ্রমিক নিব কিংবা অমুক জিনিস ক্রয় করে দিব এবং এতো টাকা পারিশ্রমিক নিব, তবে এই লেনদেন শরয়িভাবে বৈধ। যদি অবৈধ হতো, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তা করতে নিষেধ করতেন।

দালালির পারিশ্রমিক হবে পার্সেন্টেস হিসাবে

এখন মাসআলা হলো, দালালির পারিশ্রমিক শতকরা হিসাবে নির্ধারণ করা বৈধ কিনা? যেমন এক ব্যক্তি বললো, আমি তোমার এই কার বিক্রি করে দিব। যে দামে এ গাড়িটি বিক্রি হবে এর শতকরা পাঁচভাগ আমি নিব। এ ব্যাপারে অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেন, এমনভাবে শতকরা হিসাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা অবৈধ। কেনোনা, এই পারিশ্রমিক অজ্ঞাত। কেনোনা, এখনো এটা জানা নেই যে, এ কারটি কত টাকায় বিক্রি হবে, আর এর পাঁচ শতাংশ কত হবে। বস্তুত পারিশ্রমিক অজানা রেখে লেনদেন করা অবৈধ।

কিন্তু অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম যেমন আল্লামা শামি রহ. বলেন, পার্সেন্টেস হিসাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা বৈধ। কেনোনা, যদিও তখন সে পারিশ্রমিক নির্ধারিত নয় কিন্তু যখন সে জিনিসটি বিক্রি হবে, তখন সে পারিশ্রমিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোনো চুক্তিকে এমন অজ্ঞতাই ফাসেদ করে দেয়, যেটি ঝগড়া পর্যন্ত পৌছে দেয়। অথচ এই পারিশ্রমিকে যে অজ্ঞতা রয়েছে, সেটি ঝগড়া পর্যন্ত পৌছায় না। সুতরাং এই লেনদেন বৈধ হবে।[৭]

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.[৮]

১২১৩। অর্থ : আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৎ এবং আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের সংগে থাকবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

এটি এ সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে সাওরি-আবু হামজা সনদে আমরা জানি না। আবু হামজার নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে জাবের। তিনি হলেন বসরি শায়খ। সুয়াইদ-আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-সুফিয়ান-সাওরি-আবু হামজা এ সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

[৭] বিস্তারিত দ্র. -রদ্দুল মুখতার : ৬/৬৩, ইলাউস সুনান : ১৬/২০৭, ফাতহুল বারি : ৫/৩৭০, উমদাতুল কারি : ৫/৬৪৬।

[৮] আল মুসনাদুল জামে' : ৬/৩৩৪, মুসনাদুদ্দারেমি : ২/১৬৩।

عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُصَلَّى فَرَاٰى النَّاسَ يَتَبَايَعُوْنَ, فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ! فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ اِلَيْهِ فَقَالَ: اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. [৯]

১২১৪। অর্থ : রিফাআ' রা. বলেন, একবার তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ঈদগাহের দিকে বের হলেন। সেখানে দেখলেন লোকজন পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয়ে রত। তাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধন করে বললেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!' নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শব্দ শুনে সমস্ত ব্যবসায়ী তাঁর দিকে পূর্ণরূপে মনোযোগী হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন, 'ব্যবসায়ীগণকে কেয়ামতের দিন বদকার বানিয়ে উঠানো হবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু সে ব্যবসায়ী, যে আল্লাহকে ভয় করে নেকি এবং সততা অবলম্বন করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তাঁকে ইসামইল ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে রিফা'আও বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَتِهِ كَاذِبًا

অনুচ্ছেদ-৫ : নিজের পণ্যের ব্যাপারে যে লোক মিথ্যা কসম কাটে (মতন পৃ. ২৩০)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلٰثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ, قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا, قَالَ: اَلْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. [১০]

১২১৫। অর্থ : আবু জর রা. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা রোজ হাশরে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।' আমি জিজ্ঞাস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তারা তো বড়ই ব্যর্থ, সবই হারালো। জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে এহসান করে খোঁটা দেয়। যে জামা-কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলন্ত রাখে। যে মিথ্য শপথ করে নিজের বাণিজ্যিক দ্রবসামগ্রী বিক্রি করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু উমামা ইবনে সা'লাবা, ইমরান ইবনে হুসাইন ও মাকিল ইবনে ইয়াসার রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু যর রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৯] **ইবনে মাজাহ : কিতাবুত তিজারাত**- باب التوقي في التجارة।

[১০] **মুসলিম : কিতাবুল ঈমান :** باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار।

দরসে তিরমিযী

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِـــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلٰثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ, قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا, قَالَ: اَلْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهٗ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

আবু জর রা. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা রোজ হাশরে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।' আমি জিজ্ঞাস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তারা তো বড়ই ব্যর্থ। জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'একব্যক্তি সে, যে এহ্‌সান করে খোঁটা দেয়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্যজনের কোনো হামদর্দী করলো কিংবা তার সহায়তা করলো, বা তাকে সদকা বা জাকাত দান করলো। তারপর তার ওপর এহ্‌সান দেখাতে আরম্ভ করলো যে, আমি তোমার ওপর অমুক অমুক সময় এই এহ্‌সান করেছিলাম।' এই এহ্‌সান দেখানো আল্লাহ তা'আলার কাছে নেহায়েত অপছন্দনীয়।' কোরআনে রয়েছে,

لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى (البقرة)

'খোঁটা এবং (এহ্‌সান দেখিয়ে) কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদকাগুলোকে বাতিল করো না।'

দ্বিতীয় সে ব্যক্তি, যে জামা-কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলন্ত রাখে চাই তা সেলোওয়ার হোক বা পায়জামা কিংবা লুঙ্গি। এমন ব্যক্তিও আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয়। কেনোনা, টাখনুর নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখা অহংকারের নিদর্শন। তাকাব্বুর-অহংকার আল্লাহ তা'আলার কাছে ভীষণ অপছন্দনীয়। তৃতীয় সে ব্যক্তি, যে মিথ্য শপথ করে নিজের বাণিজ্যিক দ্রবসামগ্রী বিক্রি করে, যাতে ক্রেতা তা ক্রয় করে। এই তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيْرِ بِالتِّجَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ : খুব ভোরে ব্যবসার কাজে বের হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩০)

عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ رَضِـــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا قَالَ: وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْجَيْشًا بَعَثَهُمْ اَوَّلَ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا, وَكَانَ اِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ اَوَّلَ النَّهَارِ, فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهٗ.[১১]

১২১৬। অর্থ : সাখর গামিদি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকাল বেলায় বরকত দান করো। তারপর বলেছেন, 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ছোট কিংবা বড় বাহিনী কোথাও পাঠাতেন, তখন দিনের প্রথমাংশেই পাঠাতেন। সখর গামেদি রা. ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনিও যখন নিজের ব্যবসায়ীদেরকে বাণিজ্যিক সামগ্রীসহ প্রেরণ করাতেন, তখন দিনের প্রথমাংশে রওয়ানা করাতেন। যার কারণে তিনি বিত্তশালী হয়ে যান। তাঁর মালে প্রাচুর্য আসে।

---

[১১] আবু দাউদ : কিতাবুল জেহাদ- باب في الابتكار, ইবনে মাজাহ : কিতাবুত তিজারাত- باب ما يرجي من البركة في البكور।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, তিনি যখন কোনো সারিয়্যা কিংবা সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে দিনের শুরুভাগে প্রেরণ রকতেন। পক্ষান্তরে সাখর ছিলেন ব্যবসায়ী ব্যক্তি। তিনি যখন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করতেন দিনের শুরুভাগে প্রেরণ করতেন, ফলে তিনি বিরাট বিত্তশালী হয়ে গেলেন এবং সম্পদ তাঁর প্রচুর হয়ে গেলো।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আলি, বুরাইদা, ইবনে সামউদ, আনাস, ইনব উমর, ইবনে আব্বাস ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সাখর আল গামেদি রা. এর হাদিসটি حسن।

সাখর আল গামেদি রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এছাড়া অন্য কোনো হাদিস আমি জানি না। পক্ষান্ততে সুফিয়ান সাওরি-শো'বা-ইয়া'লা ইবনে আতা সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ رَضـــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا قَالَ: وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْجَيْشًا بَعَثَهُمْ اَوَّلَ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا, وَكَانَ اِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ اَوَّلَ النَّهَارِ, فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ.١٠

এই হাদিস হতে বুঝা যায় যে, দিনের প্রথমাংশে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বরকতের মাধ্যম। বণিকদের উচিত, দিনের শুরু অংশ হতে কাজ আরম্ভ করা। বর্তমান যুগে ব্যবসায়ীরা এর বিপরীত করে। করাচিতে তো দিনে এগারোটা বাজার আগেই বাজারই খোলে না, যার ফল চোখের সামনেই তো ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধনসম্পদ হতে বরকত উঠে গেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلٰى اَجَلٍ

অনুচ্ছেদ-৭ : বাকিতে ক্রয়ের অবকাশ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩০)

عَنْ عَائِشَةَ رَضـــ قَالَتْ: كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ قَطْرِيَّانِ غَلِيْظَانِ, فَكَانَ اِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ, فَقَدِمَ بَزٌّ مِّنَ الشَّامِ لِفُلَانَ الْيَهُوْدِيِّ, قُلْتُ : لَوْ بَعَثْتَ اِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ اِلَى الْمَيْسَرَةِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ, فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيْدُ, اِنَّمَا اَنْ يَّذْهَبَ بِمَالِيْ اَوْ بِدَرَاهِمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ, قَدْ عَلِمَ اَنِّيْ مِنْ اَتْقَاهُمْ وَاَدَاهُمْ لِلْاَمَانَةِ.

১২১৭। অর্থ : হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে দু'টি মোটা কিতরি কাপড় ছিলো। যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মোটা কাপড় পরে বসতেন এবং তিনি ঘর্মাক্ত হতেন, তখন সে মোটা পোশাক পরিধান করা তাঁর জন্য কষ্টকর হতো। একবার কোনো ইহুদির কাছে সিরিয়া হতে কাপড় এলো। তখন আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল কাউকে পাঠিয়ে এই ইহুদির কাছে হতে যদি দু'টি কাপড় ক্রয় করতেন। এবং এর মূল্য সামর্থ্য এবং পরিশোধের ক্ষমতা হওয়ার পর আদায় করে দিতেন! ফলে তিনি কাউকে সে ইহুদির কাছে পাঠালেন কিন্তু সে কমবখত ইহুদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সংবাদের জবাবে বললো, আমার জানা আছে তিনি কি চান? তিনি চান, আমার সম্পদ কিংবা বলেছে আমার দিরহামগুলো ছিনিয়ে নিতে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কেনোনা, সে জানে, আমি লোকজনের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে বেশি আমানতদার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস, আনাস ও আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

শো'বা রহ.ও এটি উমারা ইবনে আবু হাফস হতে বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ফিরাস বসরিকে আমি বলতে শুনেছি, আমি আবু দাউদ তায়ালিসিকে বলতে শুনেছি, একদিন ইমাম শো'বা রহ.কে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের এ হাদিসটি বর্ণনা করবো না, যতোক্ষণ না তোমরা হারামি ইবনে উমারার সামনে দাঁড়াও, তারপর তার মাথায় চুম্বন করো। বর্ণনাকারি বলেন, তখন হারামি ছিলেন সে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

দরসে তিরমিযী

عَنْ عَائِشَةَ رَضِــ قَالَتْ: كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ قِطَرِيَّانِ غَلِيْظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلًا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانَ الْيَهُوْدِيِّ، قُلْتُ ...

হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরে দু'টি মোটা কিতরি কাপড় ছিলো। এই কপিতে ثَوْبَيْنِ قِطَرِيَّيْنِ হালাতে নসবিতে আছে। এটি কিয়াসের বিপরীত। কিয়াসের দাবি ছিলো, كان এর اسم হিসাবে حالت رفعي তে থাকা। যেমন অন্যান্য কপিতে আছে। এর কারণ হলো, অনেক সময় আরবগণ স্বীয় কথা বার্তায় ব্যাকরণের মূলনীতির বিপরীতও শব্দ উচ্চারণ করেন। মূলনীতির বিপরীত হওয়ার কারণে অন্যদের এর অনুসরণ করা অবৈধ। মোট কথা হজরত আয়েশা রা. বলেন, যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মোটা কাপড় পরে বসতেন এবং তিনি ঘর্মাক্ত হতেন, তখন সে মোটা পোশাক পরিধান করা তাঁর জন্য কষ্টকর হতো। একবার মদিনা মুনাওয়ারায় কোনো ইহুদির কাছে সিরিয়া হতে কাপড় এলো। তখন হজরত আয়েশা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল কাউকে পাঠিয়ে এই ইহুদির কাছে হতে যদি দু'টি কাপড় ক্রয় করতেন! এবং এর মূল্য সামর্থ্য এবং পরিশোধের ক্ষমতা হওয়ার পর আদায় করে দিতেন! ফলে তিনি কাউকে সে ইহুদির কাছে পাঠালেন কিন্তু সে কমবখত ইহুদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদের জবাবে বললো, আমার জানা আছে তিনি কি চান? তিনি চান, আমার সম্পদ কিংবা বলেছে আমার দিরহামগুলো ছিনিয়ে নিতে। নাউজুবিল্লাহ! যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌছলো তখন তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কেনোনা, সে জানে, আমি লোকজনের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে বেশি আমানতদার। তা জানা সত্ত্বেও সে যে বক্তব্য করেছে, তার উদ্দেশ্য শুধু আমাকে কষ্ট দেওয়া।

বাকিতে বিক্রি করা বৈধ

এই হাদিস হতে এই মাসআলাটি জানা গেলো যে, বাকিতে সময় নিয়ে বিক্রি করা বৈধ। যাতে ক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য এক্ষুণি আদায় করে নিবে, আর মূল্য পরবর্তীতে নির্দিষ্ট কোনো সময়ে আদায় করে দিবে। তাই

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিসের ওপর শিরোনাম কায়েম করেছেন, بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ 'সুনির্দিষ্ট সময়ে বাকিতে বিক্রি করার অনুমতি।'

প্রশ্ন : এ হাদিসের ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বাকি বিক্রিতে মূল্য পরিশোধের জন্য সময় নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। সময় অজ্ঞাত হলে বাকি বিক্রি অবৈধ। অথচ এ অনুচ্ছেদের হাদিসে হজরত আয়েশা রা. মূল্য পরিশোধের সময়ের জন্য ميسرة (সামর্থ্য) শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ মূল্য তখন আদায় করা হবে যখন তিনি সক্ষম হবেন এবং তা আদায় করা সহজ হবে। স্পষ্ট বিষয়, এতে সময় নির্দিষ্ট হয়নি। সুতরাং এ বাকি বিক্রি অবৈধ হওয়ারই তো কথা।

জবাব : হতে পারে, আয়েশা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিতে গিয়ে ميسرة বলেছেন, তবে পরবর্তীতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইহুদির সংগে লেনদেন করেছিলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল্য পরিশোধের কোনো সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে ছিলেন।

নগদ এবং বাকি বিক্রির মধ্যে পার্থক্য

আর দ্বিতীয় জবাব হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি ক্রয়-বিক্রয় করেননি। বরং নগদ ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। কেনোনা, যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে, এখন আমার নিকট টাকা নেই পরবর্তীতে (মূল্য) আদায় করে দিব। তখন এটি বাকি বিক্রি হয় না। বরং নগদ বিক্রি হয়। এর কারণ হলো, এমন ক্রয়-বিক্রয় বিক্রেতার সর্বমুহূর্তে এখতিয়ার থাকে সে যখন ইচ্ছা, ক্রেতার কাছে মূল্য দাবি করতে পারেন এবং ক্রেতার ওপর মূল্য আদায় নগদ ওয়াজিব হয়। তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ হতে সময় চেয়ে নেয়। যেমন, আপনি দোকান হতে কোনো জিনিস ক্রয় করলেন। তবে পকেটে টাকা ছিলো না। দোকানদার আপনাকে বললো, কোনো সমস্যা নেই পরে দিয়ে দিবেন। বাহ্যত তো এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হওয়ার কথা ছিলো। কেনোনা, মূল্য পরিশোধের সময় অজানা কিন্তু বাস্তবে এটি বাকি বিক্রি নয়। বরং নগদ বিক্রি। অবশ্য ক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য সময় চেয়ে নিয়েছে। কিংবা বিক্রেতা সময় দিয়েছে। এবার এই সময় নির্দিষ্ট হওয়া শরয়ি মতে আবশ্যক না। এটি অনির্দিষ্টও হতে পারে তখন দোকানদারের জন্য প্রতিমুহূর্তে মূল্য দাবি করার অধিকার থাকে। সারকথা, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নগদ ক্রয়-বিক্রয়ও হতে পারে।

উস্তাদের সাহেবজাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ, سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فِرَاسٍ الْبَصْرِيِّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُوْلُ: سُئِلَ شُعْبَةُ يَوْمًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ. فَقَالَ: لَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ حَتّٰى تَقُوْمُوْا إِلٰى حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ فَتُقَبِّلُوْا رَأْسَهُ قَالَ: وَحَرَمِيٌّ فِي الْقَوْمِ.

এ বর্ণনার একজন বর্ণনাকারি বলেন, উমারা ইবনে আবু হাফসা হজরত শো'বা রহ. উমারা হতেই এ হাদিসটি শুনেছিলেন। একবার হজরত শো'বা রহ. মজলিসে বসা ছিলেন। কেউ তার নিকট আবেদন করলেন, এ হাদিসটি আমাদের শুনান। ঘটনাক্রমে সে মজলিসে হজরত উমারার সাহেবজাদা হজরত হারামি ইবনে উমারা রহ. উপস্থিত ছিলেন। হজরত শো'বা রহ. বললেন, আমি এই হাদিস তোমাদের তখন পর্যন্ত শুনাবো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই হজরত হারামি ইবনে উমারা রহ. এর মাথায় চুম্বন না করবে। কেনোনা, এ হাদিসটি হজরত উমারার মাধ্যমেই আমার কাছে পৌঁছেছে। সুতরাং উস্তাদের সাহেবজাদার তা'জিম-তাকরিমের পর এ হাদিসটি আমরা তার হতে শুনলাম। তাই মজলিসে উপস্থিত সবাই তার মাথায় চুম্বন করলেন। তারপর শো'বা রহ. এ হাদিসটি তাদেরকে শুনান।

বন্ধক রাখা বৈধ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِـــ قَالَ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعَهُ مَرْهُوْنَةٌ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَخَذَهُ لِاَهْلِهٖ.[১২]

১২১৮। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত এ অবস্থায় হয়েছে যে, তাঁর লোহবর্ম বিশ সা' শস্যের পরিবর্তে বন্ধক রাখা ছিলো। এ শস্য তিনি নিয়েছিলেন নিজের পরিবারের জন্য।

এ হাদিস হতে বুঝা গেলো যে, বন্ধক রাখা ও রাখানো বৈধ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

عَنْ اَنَسٍ رَضِـــ قَالَ: مَشَيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ, وَلَقَدْ رُهِنَ لَهُ دِرْعٌ مَعَ يَهُوْدِيٍّ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَخَذَهُ لِاَهْلِهٖ, لَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُوْلُ: مَآ اَمْسٰي عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ حَبٍّ, وَاِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ.[১৩]

১২১৯। অর্থ : হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সা. এর কাছে বার্লির রুটি এবং বাসী চর্বি নিয়ে গেলাম। ওই সময় তাঁর লৌহ বর্মটি বন্ধক ছিলো এক ইহুদির কাছে। মাত্র কুড়ি সা' এর বিনিময়ে। তিনি তা নিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি- কোনো এক রাতে মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট এক সা' খেজুর বা এক সা' শস্যদানাও ছিলো না। ওই তাঁর নয়জন স্ত্রীই ছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كِتَابَةِ الشُّرُوْطِ

অনুচ্ছেদ-৮ : শর্ত-শরায়েত লিপিবদ্ধ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْعَدَّاءِ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ اَلَا اُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلٰي فَاَخْرَجَ لِيْ كِتَابًا هٰذَا مَا اشْتَرٰي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرٰي مِنْهُ عَبْدًا اَوْ اَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خُبْثَةَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ.[১৪]

---

[১২] নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'-باب مبايعة اهل الكتاب , ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুর রেহেন।

[১৩] বোখারি : কিতাবুল বুয়ু'باب اشري النبي صلي الله عليه وسلم بالنسيئة।

[১৪] বোখারি : কিতাবুল বুয়ু' باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا, ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب شراء الرقيق।

১২২০। **অর্থ :** আদ্দা ইবনে খালেদ আব্দুল মজিদ ইবনে ওয়াহাবকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি চিঠি পড়াবো না? যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। আব্দুল মজিদ ইবনে ওয়াহাব বললেন, কেন না? অবশ্যই তা পড়ান। আদ্দা ইবনে খালেদ রা. একটি চিঠি বের করে দিলেন। তাতে লেখা ছিলো, আদ্দা ইবনে খালেদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি গোলাম ক্রয় করেছেন। বর্ণনাকারির সংশয়, গোলাম ক্রয় করেছিলেন না বাঁদি ক্রয় করেছিলেন? না তার কোনো রোগ আছে, আর না তাতে রয়েছে কোনো ধোঁকা। অর্থাৎ, এমন নয় যে, বিক্রেতা অন্যের কোনো গোলাম বিক্রি করেছে। বরং এটা তার নিজস্ব গোলাম এবং না তাতে কোনো ত্রুটি আছে। অর্থাৎ, এই গোলামটি কোনো হারাম মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। এটি একজন মুসলমানের সংগে অপর মুসলমানের বেচা-কেনা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা আব্বাদ ইবনে লাইছ ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। একাধিক মুহাদ্দিস এ হাদিসটি তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো, পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়টি লিখে নেওয়া উচিত যাতে যখন কোনো ঝগড়া কিংবা মত বিরোধ হয়, তখন এ লেখা সে ঝগড়া মিটানোর মাধ্যম হয়।

দরসে তিরমিযী

كِتَابُ الشُّرُوْطِ দ্বারা উদ্দেশ্য চুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা। তিরমিযী রহ. চুক্তি ও লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে এ অনুচ্ছেদটি কায়েম করেছেন। অর্থাৎ, যখন দু'জনের মাঝে কোনো লেনদেন ও কোনো চুক্তি হয়, তখন তা লিখে নেয় উত্তম। এর সমর্থনে এ হাদিসটি এনেছেন।

বাকি লেনদেন লিখে নেওয়া আবশ্যক

এটাতো সাধারণ লেনদেনের ব্যাপারে ছিলো। তবে যদি লেনদেন বাকিতে হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ করার আদেশ কোরআনে কারিমে নীতিগতভাবে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ. (البقرة: ٢٨٢)

এই আয়াত হতে বুঝা গেলো, বাকি লেনদেন লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এসব লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হবে কিভাবে?

ফতওয়া আলমগিরিতে এ বিষয়ে 'কিতাবুল মাহাজিরে ওয়াসসিজিল্লাত' নামক ভিন্ন একটি শিরোনাম এ বিষয়ের ওপর বিদ্যমান রয়েছে। যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি দু'জনের মাঝে কোনো লেনদেন হয়, তবে এটা কিভাবে লেখা হবে? যাতে তাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা বা সংক্ষিপ্ততার অবকাশ না থাকে এবং পরবর্তীতে কোনো ঝগড়ার আশংকা না থাকে। বর্তমানে চুক্তি সমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখা একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আইন শিক্ষায় (এল. এল. বিতে) একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন হয়। যাতে শেখানো হয়, চুক্তি কিভাবে লিখতে হয়? এর কর্মপদ্ধতি কি হয়? এর ভাষা কি হয়? এর ধাঁচ হয় কি?

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ

অনুচ্ছেদ-৯ : পাল্লা এবং মাপের উপকরণ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِـــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِ الْاُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ.[১৫]

১২২১। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাপ ও ওজনদাতা সম্পর্কে বলেছেন, তোমাদের দায়িত্বে দু'টি কাজ অর্পণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মাপ দেওয়া ও ওজন করা, যার ফলে তোমাদের আগেকার উম্মতগুলোও ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আমরা মারফূ' রূপে হোসাইন ইবনে কায়স ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। হোসাইন ইবনে কায়সকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। এ হাদিসটি ইবনে আব্বাস রা. হতে صحيح সনদে মাওকুফরূপে বর্ণিত হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِـــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِ الْاُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ.

এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত শু'আইব আ. এর সম্প্রদায়ের দিকে ইশারা করেছেন, যারা মাপে-ওজনে কম দিতো। যার ফলে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার আজাব এসেছিলো। একথাটি কোরআনে করিম নিম্নেযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ–الشعراء - 'তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। ফলে ছায়া দিবসের আজাব তাদেরকে পাকড়াও করলো।'

সুতরাং তোমরাও মাপে-ওজনে কম করবে না। যাতে তোমাদের ওপর সে শাস্তি না আসে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَّزِيْدُ

অনুচ্ছেদ-১০ : নিলামে বেচা-কেনা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩০)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ: مَنْ يَّشْتَرِيْ هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: اَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ؟ فَاَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ, فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.[১৬]

১২২২। অর্থ : আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চট এবং একটি পেয়ালা বিক্রি করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রির সময় সাহাবায়ে কেরামকে

---

[১৫] আল মুসনাদুল জামে' :/২১৮।

[১৬] নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'- باب البيع فيمن يزيد , ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত : তিজারাত- باب بيع المزايدة।

বললেন, এ দু'টি জিনিস ক্রয় করবে কে? এক সাহাবি বললেন, আমি এগুলো এক দিরহামে ক্রয় করছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক দিরহামের বেশি দিয়ে কে নিবে? আরেকজন সাহাবি দু'দিরহাম দাম উঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সে চট এবং পেয়ালা বিক্রি করলেন তার কাছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এহাদিসটি حسن। এটি আমরা আখজার ইবনে আজলান ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আবদুল্লাহ আল হানাফি-যিনি হজরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আবু বকর হানাফি। অনেক আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তারা গনিমত ও মিরাছের ক্ষেত্রে নিলামে বিক্রি করাতে কোনো দোষ মনে করেন না। মু'তামির ইবনে সুলাইমান ও একাধিক মুহাদ্দিস আখজার ইবনে আজলান হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

নিলামের আদেশ

بَيْعُ مَنْ يَّزِيْدُ নিলামকে বলা হয়। এটাকে بَيْعُ الْمُزَايَدَةِও বলা হয়। নিলামের বৈধতা দলিল করার জন্য ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিসটি এনেছেন।

অনেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজটি এমন এক ব্যক্তির জন্য করেছিলেন, যে লোকজনের কাছে ভিক্ষা করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ভিক্ষা অপেক্ষা উত্তম হলো, তোমার মেহনত মজদুরি করে টাকা পয়সা উপার্জন করা। সুতরাং তোমার কাছে যে মাল সামগ্রী আছে তা আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি স্বীয় ঘর হতে একটি পেয়ালা এবং একটি চট নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি বস্তু এমনভাবে নিলামে বিক্রি করে দেন।

নিলামের বৈধতা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

অধিকাংশ ফকিহ এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, নিলাম করা বৈধ। অবশ্য পূর্ববর্তী ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে এব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবরাহিম নাখঈ রহ. এর মত হলো, এ নিলাম সাধারণভাবে অবৈধ। তিনি এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতেন-

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّوْمِ عَلٰى سَوْمِ أَخِيْهِ

অর্থাৎ, যদি দু'ব্যক্তি কোনো জিনিস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দরদাম করে, তখন তৃতীয় ব্যক্তির জন্য মাঝে এসে দরদাম করা অবৈধ। নিলামে এ কাজটি হয়। একজন কোনো কিছুর মূল্য বলে এখনো পর্যন্ত কথা পাকাপোক্ত হয়নি, তখন অন্য আরেকজন এসে বেশি মূল্য বলে। সুতরাং এ পদ্ধতিটি سوم على سوم اخيه এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অবৈধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি আইনবিদ যাঁদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ইমাম চতুষ্টয়, তাঁরা এ দলিলের এই জবাব দেন যে, سوم على سوم أخيه নিষিদ্ধ তখন যখন দরদাম করার ফলে বিক্রেতার মনে এই ক্রেতার হাতে সে দ্রব্যটি বিক্রি করার ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। তবে যদি বিক্রেতার মনে আগ্রহ ও ঝোঁক সৃষ্টি না হয়; বরং এখনো কথাবার্তা অব্যাহত এবং বিশেষত যখন স্বয়ং বিক্রেতা অন্যদের ক্রয়ের আহবান জানাচ্ছে যে, এর চেয়ে বেশি দিয়ে কে ক্রয় করবে। সুতরাং তখন এ পদ্ধতিটি ভাইয়ের দরদামের সময় আরেক ভাইয়ের দরদামের অন্ত র্ভুক্ত হবে না। সুতরাং এটি বৈধ।

সব ধরনের মাল সামগ্রীতে নিলাম বৈধ

অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেন, গনিমত ও মিরাসের মাল সম্পর্কে নিলাম বৈধ। অন্যান্য মালে অবৈধ। সে সব ফকিহগণের মধ্যে ইমাম আওজায়ি রহ.ও রয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিলামের বর্ণনা রয়েছে শুধু গনিমত এবং মিরাসের সম্পদেই। অন্যান্য সম্পদে এর বিবরণ নেই। সুতরাং অন্যান্য মালে নিলাম অবৈধ।

অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদগণ এই দলিলের এই জবাব দেন, এক তো এ অনুচ্ছেদের হাদিস তাদের বিরুদ্ধে দলিল। কেনোনা, এতে তিনি যেসব জিনিস নিলাম করেছেন, সেগুলো মিরাসের সম্পদও ছিলোনা, না ছিলো গনিমতের মাল। দ্বিতীয়ত যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিলাম করার বিষয়টি শুধু গনিমত ও মিরাসের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়, তবুও গনিমত ও মিরাসের বৈশিষ্ট্যের কোনো দলিল নেই। কেনোনা, ফিক্হের সর্বজন স্বীকৃত একটি মূলনীতি হলো, اَلْعِبْرَةُ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوْصِ السَّبَبِ তথা ধর্তব্য হয় শব্দের ব্যাপকতা, বিশেষ কারণ নয়। তথা শরিয়তের দৃষ্টিতে শব্দের ব্যাপকতা গণ্য হয়। কেনোনা, বিশেষত্বের বিষয়টি ধর্তব্য নয়। সুতরাং নিলাম সব ধরনের মাল সামগ্রীতে বৈধ। এসব ফকিহ দারাকুতনির একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ مَنْ يَّزِيْدُ اِلَّا فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيْثِ.[১৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে গনিমত এবং মিরাস ব্যতিত অন্যান্য মালে নিলাম করতে নিষেধ করেছেন।

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এর এই জবাব দেন যে, প্রথমতো এ হাদিসটি জয়িফ কিন্তু যদি এটিকে صحيحও মেনে নেওয়া হয়, তবুও এ হাদিসের অর্থ নিলাম এ দু'টি জিনিসেই সাধারণত হয়ে থাকে। তাই বলে এই নয় যে, অন্যান্য জিনিসে নিলাম হয় না বা নিষিদ্ধ।[১৮]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ-১১ : মুদাব্বার বিক্রি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩১)

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضـ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ, فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ, قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْاَوَّلِ فِيْ اِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.[১৯]

১২২৩। অর্থ : জাবের রা হতে বর্ণিত, এক আনসারি তাঁর গোলামকে মুদাব্বার বানিয়েছিলেন। পরে মালিক মারা যায়। মৃত্যুর সময় মালিক এ গোলামটি ব্যতিত আর কোনো সম্পদ রেখে যাননি। সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুদাব্বার গোলামটি বিক্রি করে দিয়েছেন। নু'আইম ইবনুন নাহহাম রা. সে গোলামটি

---

[১৭] দারাকুত্বনি : ৩/১১০।

[১৮] বিস্তারিত দ্র.-আল মুগনি : ৪/২৩৬, আল মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ১৩/১৭-১৯, ফাতহুল বারি : ৪/৩৫২।

[১৯] সুনানে নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ' بيع المدبر, আবু দাউদ : কিতাবুল ই'তাক - باب في بيع المدبر

ক্রয় করেছিলেন। জাবের রা. বলেন, সে ছিলো কিবতি গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. এর শাসনকালের প্রথম বছরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা. বলেছেন, এক কিবতি গোলাম ইবনে জুবায়র রা.এর শাসনামলের প্রথম বছর মৃত্যু বরণ করেছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মুদাব্বার বিক্রিতে কোনো দোষ মনে করেন না। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটিই। আর সাহাবা প্রমুখ এক সম্প্রদায় আলেম মুদাব্বার বিক্রি করা মাকরুহ মনে করেছেন। সুফিয়ান সাওরি, মালিক ও আওজায়ি রহ.এর মাজহাবও অনুরূপ।

দরসে তিরমিযী

মনিবের ইন্তেকালের পর মুদাব্বার বিক্রি করা অবৈধ

প্রশ্ন : এ হাদিসের ওপর প্রশ্ন হয় যে, শরয়ি মাসআলা হলো, মনিবের মৃত্যুর পর মুদাব্বার বিক্রি করা কারও মতেই অবৈধ। সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোলামটি কিভাবে বিক্রি করলেন?

জবাব : এ প্রশ্নের জবাবে হাদিস বিশারদগণ অনেক আলোচনা করেছেন এবং অনেক জবাব দিয়েছেন। সবচেয়ে বিশুদ্ধ জবাব হলো, এ বর্ণনায় কোনো সাহাবির ভুল হয়ে গেছে। মূল রেওয়ায়াতে মনিবের মৃত্যুর কথা উল্লেখ ছিলো না। বাইহাকি রহ. এর একটি রেওয়ায়াত দ্বারা এ ভুলের কারণও জানা যায়। এ রেওয়ায়াতের শব্দগুলো নিম্নরূপ,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ اَنْ حَدَّثَ بِهِ حَادِثٌ فَمَاتَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[২০]

'এক আনসারি ব্যক্তি স্বীয় গোলামটিকে মুদাব্বার বানাতে গিয়ে তাকে বললেন, সে মুক্ত, যদি কোনো দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। যেনো এই فَمَاتَ শব্দটির সম্পর্ক শর্তের সংগে। আর এই فَمَاتَ শব্দটি মনিবের সে বক্তব্যের অংশ, যেটি তিনি গোলামকে মুদাব্বার বানানোর সময় বলেছিলেন। তবে কোনো পাঠক حَادِثٌ শব্দটির ওপর ওয়াক্ফ করে ফেলেছেন এবং পরে فَمَاتَ শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র বাক্য মনে করে এমন পড়েছেন فَمَاتَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে যে, মনিবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিক্রি করেছেন। অথচ বাস্তব হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামটিকে তার মনিবের জীবদ্দশায়ই বিক্রি করেছিলেন।'

মনিবের জীবদ্দশায় মুদাব্বার বিক্রির আদেশ

মুদাব্বার দু'প্রকার

১. মুদাব্বারে মুতলাক (সাধারণ মুদাব্বার)।

২. মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত মুদাব্বার)।

---

[২০] সুনানুল কুবরা-বাইহাকি : ৩/৩১১।

১. মুদাব্বারে মুতলাক বলা হয়, যার সম্পর্কে মনিব সাধারণভাবে বলে দেয়- انت حر عن دبر مني অর্থাৎ, আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত।

২. মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদ বলা হয়, যার সম্পর্কে মনিব গোলামের মুক্তিকে কোনো নির্ধারিত সময় কিংবা কোনো বিশেষ দুর্ঘটনায় মরার শর্ত করেছেন। যেমন- মনিব বললেন, ان مت في مرضي هذا فأنت حر কিংবা বললেন- ان مت في هذا الشهر فأنت حر তথা যদি আমি এই রোগে ইন্তেকাল করি, তবে তুমি মুক্ত। কিংবা আমি যদি এ মাসে মারা যাই তবে তুমি মুক্ত।

ফোকাহায়ে কেরামের মতে মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদকে বিক্রি করা সমস্ত বৈধ। অবশ্য মুদাব্বারে মুতলাককে বিক্রি করা সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে বৈধ। হানাফি এবং মালেকিদের মতে অবৈধ। কেনোনা, মুদাব্বারে মুতলাক শুনিশ্চিতরূপে মনিবের ইন্তেকালের পর মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং মনিবের এই গোলামের সংগে এতোটুকু হক্ব সংশ্লিষ্ট রয়ে গেছে যে, সে তা দ্বারা নিজের খেদমত নিতে থাকবে। তবে তাকে অন্যদের হাতে বিক্রি করার অধিকার অবশিষ্ট নেই। তাই মুদাব্বারে মুতলাক বিক্রি করা অবৈধ। আর মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদের মুক্তী নিশ্চিত নয়। কেনোনা, যখন কিংবা যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু আসার ওপর মুক্তীকে শর্তায়িত করা হয়েছে, যদি সে সময়ে কিংবা সে দুর্ঘটনায় মনিবের ইন্তেকাল না হয়, তাহলে সে গোলাম আগের মতো গোলামই হতে যাবে।

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করে দিয়েছেন। হানাফি এবং মালেকিগণ এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যেটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে দারাকুতনিতে বর্ণিত আছে,

لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ وَلَا يُوْهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ.[২১]

'মুদাব্বারকে বিক্রি করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না। সে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে মুক্ত।'

এ বর্ণনাটি মারফূ এবং মাওকুফ উভয়রূপে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম দারাকুতনি রহ. মাওকুফ সূত্রটিকে صحيح দলিল করছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে মাওকুফ হাদিসও মারফূ এর পর্যায়ভূক্ত। কেনোনা, এটি কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য বিষয় নয়।

এখন রয়েছে শুধু এ অনুচ্ছেদের হাদিস। হানাফিগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। একটি জবাব হলো, সে ছিলো মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদ। আর মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদকে বিক্রি করা হানাফিদের মতেও বৈধ। তবে এ জবাবটি ঠিক নয়। কেনোনা, صحيح মুসলিমের একটি রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, সে ছিলো মুদাব্বারে মুতলাক, মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদ ছিলো না।

ইবনে হুমাম রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, এটি ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনা। তখন মুক্ত ব্যক্তিকে বিক্রি করাও বৈধ ছিলো।

শাইখুল হিন্দ রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, এই মুদাব্বারকে বিক্রি করা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। কেনোনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ কর্তৃত্বের অধীনে সেসব স্বাধীনতা ছিলো, যেগুলো উম্মতের অন্য কারও জন্য ছিলো না। সুতরাং এই সাধারণ অভিভাবকত্বের অধীনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুদাব্বার করার বিষয়টিকে মানসুখ করে গোলাম বিক্রি করে দিয়েছেন।

---

[২১] দারাকুত্বনী : ৪/১৩৮।

শাহ সাহেব রহ. বলেন, অনেক ঘটনা এর সমর্থন দ্বারা হয়। আবু দাউদে চুরির একটি ঘটনা রয়েছে। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। ঘটনা হলো, এক চোর এক বেদুইন হতে একটি উট ক্রয় করেছিলো। যখন বেদুইন টাকা দাবি করলো, তখন সে বললো, তুমি আমার সংগে ঘরে চলো। ঘর হতে তোমার টাকা দিয়ে দিবো। যখন সে ঘরে পৌছলো, তখন সে তাকে বললো, তুমি বাইরে দাঁড়াও! আমি ভেতর হতে টাকা নিয়ে আসছি। চোর ঘরে প্রবেশ করে পেছনের দরজা দিয়ে উট নিয়ে উধাও হয়ে যায়। বেদুইন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন দরজা নাড়ালো, তখন বুঝতে পারলো, লোকটি তো পালিয়ে গেছে। বেদুইন নিরাশ হয়ে ফিরে চলে গেলো। উটও গেলো পয়সাও গেলো। কয়েক দিন পর বেদুইন তাকে কোথাও দেখে পাকড়াও করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করলো এবং সব খুলে বললো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে আমার তত্ত্বাবধানে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দাও। আর যে টাকা পাবে তা তোমার কাছে রেখে দাও। যখন সে বেদুইন তাকে বাজারে বিক্রি করতে নিলো, তখন এক ক্রেতা আসলো। বেদুইন তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন উদ্দেশে তাকে ক্রয় করছ? জবাবে সে বললো, আমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিব। বেদুইন চিন্তা করলো, এই ব্যক্তি এতো টাকা পয়সা খরচ করে তাকে মুক্ত করার ফজিলত অর্জন করতে চায়, তাহলে আমিই বা কেনো এ ফজিলত অর্জন করবো না। ফলে বেদুইন তাকে বিক্রি করতে অস্বীকার করলো এবং নিজেই তাকে মুক্ত করে দিলো।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করার আদেশ দিয়েছেন। এটা করেছেন তিনি স্বীয় ব্যাপক কর্তৃত্বের আওতায়। এ অনুচ্ছেদের হাদিসেও এমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাধারণ কর্তৃত্বকে কাজে লাগিয়ে মুদাব্বারকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

আমার মতে সর্বোত্তম জবাব

আমার মতে সর্বোত্তম জবাব হলো, মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মুদাব্বারের সত্তাকে বিক্রি করেননি। বরং তার খেদমত বিক্রি করেছিলেন; কিন্তু বর্ণনাকারি এটাকে বিক্রি দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর দলিল হলো, সুনানে দারাকুতনির কিতাবুল মুকাতাবে আবু জাফরের একটি রেওয়ায়াত আছে, যার শব্দাবলি নিম্নরূপ,

شَهِدْتُ حَدِيْثَ جَابِرٍ لَمَّا بَاعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ لَا عَيْنَهُ.[২২]

এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুবহু গোলাম বিক্রি করেন নি। বরং গোলামের খেদমত বিক্রি করেছিলেন। সুতরাং এই রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে মুদাব্বার বিক্রি করা বৈধ প্রমাণিত হয় না।[২৩]

ভুলের কারণে পূর্ণ হাদিস প্রত্যাখ্যাত হয় না

শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে, এই হাদিসে কোনো বর্ণনাকারি হতে ভুল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : যদি কোনো বর্ণনায় বর্ণনাকারি হতে ভুল হয়ে যায়, তাহলে সে রেওয়ায়াত অগ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কথা।

জবাব : যদি হাদিসের এমন কোনো অংশে বর্ণনাকারির ভুল হয়ে যায়, যেটি পূর্ণ ঘটনার একটি অংশ, পূর্ণ ঘটনা নয়, তখন এই ভুলের কারণে মূল হাদিস অপ্রামাণ্য কিংবা অধর্তব্য হবে না। বরং মূল হাদিস তখনও ধর্তব্য হবে। অবশ্য বলা হবে যে, এই বিশেষ অংশে বর্ণনাকারির ভ্রম হয়ে গেছে। এই ভুল সৃষ্টির কারণ হলো,

---

[২২] দারাকুত্বনি : ৪/১৩৮।

[২৩] বিস্তারিত দ্র. -আল মাবসূত : ৭/১৭৯-১৮৩, আল মাজমু' : ১৬/১৫, আল মুগনি ইবনে কুদামা : ৯/৩৯৩।

মূলত হাদিসের বর্ণনাকারিগণ এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন যে, হাদিসের মূল জওহর ও মগজকে (মূল বিষয়কে) সংরক্ষণ করতে হবে। যার ফলে শাখাগত ব্যাখ্যাগুলোকে সংরক্ষণ করার প্রতি এতো গুরুত্বারোপ করতেন না। ফলে বিচ্ছিন্ন ও শাখাগত বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারিদের মাঝে পারস্পরিক মতপার্থক্যও হয়ে যেতো, ভুলও হয়ে যেতো। একারণে صحيح বোখারি ও মুসলিমের অনেক হাদিসে বর্ণনাকারিদের হতে ভুল হয়ে গেছে। তবে এই ভুলের কারণে পূর্ণ হাদিস রদ করা হয়েছে তা নয়। বরং শুধু এই অংশ পর্যন্তই ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ-১২ : বাজারে পৌঁছার আগে বিক্রেতাদের সংগে সাক্ষাত করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩২)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِـــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ.[২৪]

১২২৪। অর্থ : 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম تَلَقِّي الْبُيُوْعِ হতে নিষেধ করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাইদ, ইবনে উমর ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকজন সাহাবি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

بيوع শব্দটি হয়ত اسم مفعول এর অর্থবোধক। তখন تلقي البيوع এর অর্থ হবে تلقي المبيع কিংবা اسم فاعل এর অর্থে হবে। তখন এর অর্থ হবে - تلقي البيوع |تلقي البائع এর অর্থ যদি কোনো ব্যবসায়ী বাইর হতে বাণিজ্যিক সামগ্রী শহরে বিক্রি করার জন্য আনে, তখন অন্য ব্যক্তি এই শহরে প্রবেশ করার আগেই তার সংগে সাক্ষাত করে তার বাণিজ্য সামগ্রী তার কাছ হতে ক্রয় করবে। এটাকে تلقي البيوع বলা হয়। এটাকে পরবর্তী হাদিসে تلقي الجلب নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَتَلَقَّى الْجَلَبَ فَاِنْ تَلَقَّاهُ اِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيْهَا بِالْخِيَارِ اِذَا وَرَدَ السُّوْقَ.[২৫]

---

[২৪] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ' باب النهي عن تلقي الركبان, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ' -باب تحريم تلقي الجلب।

[২৫] মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ' -باب تحريم تلقي الجلب, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ' -باب في التلقي।

১২২৫। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন আসন্ন দলের সংগে বাইরেই সাক্ষাৎ করতে। আর যদি কেউ তার সংগে সাক্ষাৎ করে তাদের হতে সে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে, তা হলে সেসব জিনিসের মালিকের (বিক্রয় বাতিল করার) স্বাধীনতা থাকবে, যখন সে বাজারে পৌছে যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আইয়ুব সূত্রে حسن غريب। হজরত ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি حسن صحيح। একদল আলেম তালাক্কিল বুয়ু' কে মাকরুহ মনে করেছেন। এটা এক প্রকার প্রতারণা। ইমাম শাফেয়ি প্রমুখ আমাদের সংগীদের মাজহাব এটাই।

দরসে তিরমিযী

جَلَبٌ শব্দটি جَالِبٌ এর বহুবচন। এর অর্থ, যে টেনে আনে। যেহেতু লোকটি বাইরে হতে মাল এনে শহরে বিক্রি করে এ জন্য তাকে جَالِبٌ বলে।

تلقي الجلب নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য ৭৪

দুই কারণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম تَلَقِّي الْجَلَبِ হতে নিষেধ করেছেন,

১. ক্ষতি।

বাইর হতে আগত ব্যবসায়ী হতে মাল সামগ্রী যে ব্যক্তি ক্রয় করবে, সে একাই সে সম্পদের মালিক ও ইজারাদার হয়ে যাবে। তারপর প্রথমতো সে মজুদদারি করবে। আর যখন এ সম্পদের দাম বেড়ে যাবে, তখন বাজারে বিক্রি করবে নিজের ইচ্ছামত দামে। যার ফলে জিনিসের দাম চড়া হয়ে যাবে। লোকজন বাধ্য হবে এই দামেই ক্রয় করতে। কেনোনা, এ মাল অন্যদের কাছে নেই। এর বিপরীতে যদি বাইর হতে আগন্তুক ব্যবসায়ী স্বয়ং শহরের বাজারে গিয়ে নিজের মাল বিক্রি করতো, তখন অনেক লোক সে মাল তার কাছ হতে ক্রয় করতো। তারপর পরবর্তীতে বিক্রির জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো। যার ফলে সাধারণ লোকজন এ মাল সস্তা দামে পেতো। কোনো ব্যবসায়ীর ইজারাদারি খাটতো না।

২. ধোঁকা।

যেসব লোক শহরের বাইরে গিয়ে আগন্তুক ব্যবসায়ীর নিকট হতে বাণিজ্যিক মাল ক্রয় করে, অধিকাংশ সময় সে আগন্তুক ব্যবসায়ীকে ধোঁকাও দিয়ে থাকে। কেনোনা, আগন্তুক ব্যবসায়ী জানে না যে, বাজারে এ সম্পদের মূল্য কি চলছে। যেমন একটি জিনিসের মূল্য বাজারে ৫০টাকা। সে ব্যবসায়ীকে মিথ্যা বললো, বাজারে এর মূল্য ৪০ টাকা। ফলে এই ব্যবসায়ী সে মালটি ৪০ টাকায় বিক্রি করে দিলো। সুতরাং সে এই ব্যবসায়ীকে ধোঁকা দিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম تلقي الجلب হতে নিষেধ করেছেন ধোঁকা এবং ক্ষতির কারণেই।

ধোঁকা এবং ক্ষতিই নিষেধাজ্ঞার কারণ

হানাফি আইনবিদগণ বলেন, تَلَقِّي الْجَلَبِ তথা বাইর হতে আগন্তুক ব্যবসায়ীর সংগে সাক্ষাতে নিষেধের যে দু'টি অনিষ্টের কথা বর্ণনা করা হলো। প্রতারণা এবং ক্ষতি। এ দু'টি জিনিস এই নিষেধের কারণ, হেকমত না। সুতরাং যেখানে এ সব ত্রুটি বা অনিষ্ট পাওয়া যাবে, সেখানে নিষিদ্ধ আসবে, অন্যথায় নয়। যেমন, একজন

ব্যবসায়ী শহরের বাইরে এমন বাণিজ্যক মালপত্র এনেছিলো, যেগুলোর স্বল্পতা শহরে নেই। এবার যদি অন্য ব্যবসায়ী বাইরে গিয়ে তার কাছ হতে সে মালপত্র কিনে তা মজুদ করে রাখে, তবুও লোকজনের কোনো ক্ষতি হবে না এবং সে ব্যবসায়ী যে মাল ক্রয় করছে, সে আগন্তুক ব্যবসায়ীকে ধোঁকাও দিচ্ছে না, তবে তখন تلقي الجلب নিষেধ নয়। তবে অন্যান্য ফকিহের মতে এটা নিষিদ্ধ ব্যাপক আকারে। চাই ক্ষতি এবং ধোঁকা হোক বা না হোক। সুতরাং বর্তমানে এ সব সোল এজেন্ট হয়ে থাকে। যারা বাজারে প্রবেশ করার আগেই বাইর হতে আসা মাল পত্র ক্রয় করে নেয় এবং ইজারাদার হয়ে যায়। যদি তারা এই সম্পদের মূল্য এতো বেশি বাড়িয়ে দেয় যার ফলে সাধারণ লোকের ক্ষতি হয়, তাহলে তা অবৈধ, অন্যথায় বৈধ।

এমন বিক্রয়ের আদেশ

আর যেসব পদ্ধতিতে تلقي الجلب নিষিদ্ধ; সেগুলোর মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি تلقي الجلب করে, তাহলে তখন বিক্রয় সংঘটিত হবে কি না? হানাফিদের মতে বেচা-কেনা হয়ে যাবে এবং ক্রেতা এ জিনিসের মালিক হয়ে যাবে। অবশ্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদ ও নিষেধের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে পাপ সজ্ঘটিত হবে।[২৬]

ধোঁকাবস্থায় বিক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে তা মানসুখ করার

প্রশ্ন : শহরের বাইরে আগন্তুক ব্যবসায়ীকে যদি এক ব্যক্তি প্রতারিত করে এবং তাকে এই সম্পদের ভুয়া মূল্য বলে তার নিকট হতে সে মাল কম দামে ক্রয় করে নেয়। যেমন- বাজারে এ সম্পদের মূল্য ছিলো ৫০ টাকা, সে ৪০ টাকা বলে সে মাল ৪০ টাকা হিসাবে ক্রয় করে নিয়েছে। তবে যখন বাইর হতে আগন্তুক ব্যবসায়ী শহরে প্রবেশ করলো, তখন সে জানতে পারলো, ক্রেতা মিথ্যা বলে, ধোঁকা দিয়ে কম মূল্যে সে মাল ক্রয় করেছে, তখন বিক্রেতার বিক্রি মানসুখ করার স্বাধীনতা থাকবে কি না?

জবাব : ফোকাহায়ে কেরাম এ সম্পর্কে মতাপার্থক্য করেছেন। ইমামত্রয়ের বক্তব্য হলো, এমন অবস্থায় বিক্রেতার বিক্রি মানসুখ করার স্বাধীনত থাকবে। সুতরাং যদি বিক্রেতা ইচ্ছা করে তাহলে ক্রেতাকে বলবে, আমি সে বিক্রি মানসুখ করছি। যদি তুমি ক্রয় করতে চাও, তাহলে ৫০ টাকায় ক্রয় করে নাও। আমি এর কমে বিক্রি করছি না এবং করবো না।

হানাফি মাজহাবের ওলামাগণ বলেন, বিক্রেতার বিক্রি মানসুখ করার স্বাধীনতা থাকবে না। কেনোনা, আমাদের মতে খিয়ারে মাগবুন অর্জিত হয় না। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করে কিংবা ধোঁকা দিয়ে ক্রয় করে, তবে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির তা বাতিল করার এখতেয়ার থাকে না। আর চুক্তিতে আসল হলো সেটি আবশ্যক হওয়া। এখতেয়ার থাকা একটি যৌগিক বিষয়। সুতরাং এখতেয়ার দলিলকারির জন্য দলিলের প্রয়োজন। যিনি এখতেয়ার না করেন, তাঁর দলিল প্রয়োজন নেই। আর যেহেতু এ বিক্রয়ে ভুল হয়েছে বিক্রেতার, সে কেন প্রতারিত হলো? ক্রেতার কথা সে কেন বিশ্বাস করলো? তার উচিত ছিলো, স্বয়ং অনুসন্ধান চালানো ও খোঁজ খবর নেওয়া যে, লোকটি সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। সুতরাং যেহেতু ত্রুটি বিক্রেতার, সেহেতু বিক্রেতাই এই ক্ষতির বিষয়টি ভোগবে। তার চুক্তি বাতিল করার এখতেয়ার থাকবে না।

এ অনুচ্ছেদে ওপরযুক্ত হাদিস দ্বারা ইমামত্রয় দলিল পেশ করেন। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত এ হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, বিক্রেতার জন্য বিক্রি মানসুখ করার স্বাধীনতা থাকবে। হানাফি ফোকাহায়ে কেরাম এ হাদিসের জবাবে বহু ব্যাখ্যা দেন। তবে কোনো ব্যাখ্যাই প্রশান্তি যোগ্য নয়। কেনোনা, এ হাদিসের শব্দ

---

[২৬] বিস্তারিত দ্র.-রদ্দুল মুহতার : ৫/১০২, ইলাউস সুনান : ১৪/১৯৬।

সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এ কারণে ইমামত্রয়ের মাজহাব অধিক শক্তিশালী। বাকি রইল ইমাম সাহেবের মাজহাব এ হাদিসের বিপরীত। এর জবাব হলো, প্রথমতো এ বিষয়টিও প্রশ্ন স্বাপেক্ষ যে, ইমাম সাহেব রহ. হতে এখতেয়ার না থাকা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কি না?

যদি প্রমাণিত হয়, তার পরেও প্রবল ধারণা হলো, যে হাদিসে এ শব্দগুলো আছে, সে হাদিস ইমাম সাহেব রহ. এর কাছে পৌছেনি। সুতরাং صحيح কথা এটাই মনে হয় যে, বিক্রেতার বিক্রি বাতিল করার এখতেয়ার থাকবে। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. তাই ফতহুল কাদিরে এই অবস্থান অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, বিক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে।[২৭]

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অনুচ্ছেদ-১৩ : প্রসংগ- শহুরে ব্যক্তি গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষ হয়ে বিক্রয় করতে পারবে না (মতন পৃ.২৩২)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.[২৮]

১২২৬। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো শহুরে ব্যক্তি যেনো কোনো গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় না করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, তালহা, আনাস, জাবের, ইবনে আব্বাস, হাকেম ইবনে ইয়াজিদ-তার পিতা, কাসির ইবনে আবদুল্লাহর দাদা আমর ইবনে আউফ মুজানি এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকজন সাহাবি রা. হতে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

দরসে তিরমিযী

حاضر অর্থ, শহুরে। باد অর্থ গ্রাম্য।

অর্থাৎ কোনো শহুরে কোনো গ্রাম্য লোকের মাল ক্রয়ের জন্য তার উকিল এবং দালাল যেনো না হয়। যেমন এক গ্রাম্য লোক গ্রাম হতে কোনো মাল বিক্রি করার জন্য শহরে আসছে, বাজারের দিকে সে যাচ্ছে। তখন এক শহুরে তাকে বললো, তুমি নিজে এই মাল বাজারে নিয়ে বিক্রি করো না। বরং এই মাল আমার কাছে অর্পণ করো। আমাকে তোমার উকিল বা এজেন্ট বানাও। তারপর যখন এ মাল বিক্রি করা তোমার জন্য বেশি উপকারি হবে, তখন আমি বিক্রয় করবো। যদি তুমি এখন বাজারে বিক্রি করো, তাহলে লাভ বেশি হবে না।

অবৈধ হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন এই জন্য যে, একাজের ফলে শহুরেদের ক্ষতি হবে। কেনোনা, যদি সে গ্রাম্য ব্যক্তি নিজে বাজারে গিয়ে নিজের মাল বিক্রয় করে, তবে স্পষ্ট বিষয় যে, এক

---

[২৭] বিস্তারিত দ্র.-আল-মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/ ২৪১, আল মাজমু'-শরহুল মুহাজ্জাব : ১৩/২৩-২৫, আল ফিকহ্ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ : ২/২৭৬।

[২৮] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب لا يبيع علي بيع اخيه, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ' - باب تحريم بيع الحاضر।

দিকেতো সে নিজের গ্রামে ও বাড়িতে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারবে এবং অপরদিকে এর কাছে সম্পদ পুঞ্জিভূত ও মজুদদারী করার কোনো রাস্তা হবে না। সুতরাং সে চাইবে আমি তাড়াতাড়ি নিজের মাল বিক্রি করে বাড়িতে ফিরে যাবো। স্পষ্ট বিষয়, সে নিজের ক্ষতি করে মাল বিক্রি করবে না। বরং লাভ নিয়েই বিক্রি করবে। তবে সামান্য লাভেই বিক্রি করবে। যার ফলে জিনিসের দাম সস্তা হবে। মূল্য চড়া হবে না। এর বিপরীত যদি শহরের নাগরিক এই গ্রাম্য ব্যক্তির উকিল ও আড়তি হয়ে যায়, তাহলে সে তার শস্য নিয়ে নিজের গুদামে ফেলে রাখবে। বাজারে যখন এ সম্পদের ঘাটতি দেখা যাবে, আর এর ফলে এর দাম বেড়ে যাবে, তখন সে এই শস্য চড়া মূল্যে বিক্রি করবে। এতে সাধারণ লোকদের ক্ষতি হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করেছেন এ কারণেই।

ফুকাহায়ে হানাফিয়া এই মাসআলাতেও বলেন যে, এখানেও নিষিদ্ধ কারণ বশত। আর সে কারণটি হলো, ক্ষতি। সুতরাং যেখানে এই ক্ষতি বিদ্যমান থাকবে, সেখানে নিষেধের আদেশ আসবে। যেখানে ক্ষতি বিদ্যমান হবে না, সেখানে শহুরে ব্যক্তি কর্তৃক গ্রাম্য ব্যক্তির জন্য বিক্রি বৈধ।

ওপরযুক্ত দু'টি মাসআলা তথা تَلَقِّي الْجَلَبُ এবং بَيْعُ الْحَاضِرِ لِبَادٍ এ দু'জন জ্ঞানবান বালেগ ব্যক্তির মাঝে প্রস্তাব ও গ্রহণ হচ্ছে এবং পারস্পরিক সম্মতিতে লেনদেন হচ্ছে। তাই এতে মূলনীতি হলো, উচিত এতে অন্য কোনো ব্যক্তির দখল না দেওয়া; তবে তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লেনদেন করতে নিষিদ্ধ করেছেন। এর কারণ হলো, কোনো লেনদেনে শুধু দুই পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি এর বৈধতার জন্য যথেষ্ট নয়। কেনোনা, যদি এ দু'জনের সম্মতিতে সমাজের বা পরিবেশের, শহরের কিংবা গ্রামের ক্ষতি হয়, তাহলে তখন তাদের সম্মতি সত্ত্বেও লেনদেন অবৈধ।

আরো কোনো লেনদেনেও যদি এমনভাবে ইসলামি সরকার অনুভব করে যে, এর ফলে লোকজনের ক্ষতি হবে, তাহলে ইসলামি আদেশতো এর ওপর পাবন্দি আরোপ করতে পারে। চাই সে লেনদেনটি আসলান বৈধ। তারপর সবার ওপর এ বিধি নিষিদ্ধ গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা শরয়ি মতেও ওয়াজিব হবে।

হাদিসের দৃষ্টিতে রসদ এবং তলব

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ, دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.[২৯]

১২২৭। অর্থ : হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো শহুরে ব্যক্তি যেনো কোনো গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় না করে। লোকজনকে ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাদের কাউকে অন্যের মাধ্যমে রিজিক দান করবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح। হজরত জাবের রা. এর হাদিসটিও এ প্রসঙ্গে حسن صحيح। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তারা কোনো শহুরে ব্যক্তির গ্রাম্য ব্যক্তির জন্য বিক্রি করা মাকরুহ মনে করেন। তাদের মধ্যে অনেকে কোনো শহুরেকে গ্রাম্যের জন্য ক্রয় করার অবকাশ দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, কোনো শহুরে কর্তৃক গ্রাম্যের জন্য বিক্রি করা মাকরুহ। যদি বিক্রি করে তবে তা বৈধ।

---

[২৯] মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ' باب تحريم بيع الحاضر للبادي, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب في النهي اي يبيع حاض لباد।

দরসে তিরমিযী

এ অনুচ্ছেদের ২য় হাদিস এটি। এতে আরেকটি বাক্য সংযুক্ত হয়েছে, যার অর্থ, লোকজনকে ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যের মাধ্যমে রিজিক দান করবেন। এই বাক্যটি দ্বারা ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বুনিয়াদি মূলনীতির দিকে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেটি ইসলামকে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এ দু'টি হতে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়।

এর বিস্তারিত আলোচনা হলো, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী যে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চারটি মৌলিক (অর্থনৈতিক) বিষয় হয়ে থাকে।

১. দেশে কি জিনিসের উৎপাদন করতে হবে। এটাকে বলা হয় প্রাধান্যের নির্ধারণ।

২. কি পরিমাণ উপকরণ কোনো কাজে লাগানো হবে? এটাকে বলে উপকরণ বণ্টন।

৩.উৎপাদিত দ্রব্য জনসাধারণের মধ্যে কি অনুপাতে বণ্টন করা হবে? এটাকে বলে আমদানি বণ্টন।

৪. স্বীয় উৎপাদনে পরিমাণ ও ধরণগত উন্নয়ন কিভাবে করা যাবে? এটাকে বলে উন্নয়ন বিষয়াবলি।

আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় উক্ত চারটি বিষয়ের সমাধানের এ পদ্ধতি পাস করা হয়েছে যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বীয় মালিকানা দ্রব্য ব্যবহার ও এর মাধ্যমে অধিক হতে অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে। এর ফলে স্বয়ংক্রীয়ভাবে ওপরযুক্ত চারটি বিষয়ের সমাধান হয়ে যাবে। কেনোনা, প্রতিটি ব্যক্তি নিজস্ব ব্যক্তিগত লাভের খাতিরে সে জিনিসই উৎপাদন করবে এবং নিজস্ব উপকরণগুলোকে সে কাজেই ব্যবহার করবে, যার প্রয়োজন সমাজে রয়েছে। কেনোনা, যদি সে কোনো জিনিস সমাজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন করে, তবে সে জিনিসের মূল্য সে কম পাবে। লাভও হবে কম। সুতরাং সে তার উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। এর বিপরীত সমাজে যে সব জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলোর উৎপাদনে যেহেতু লাভ বেশি, তাই তা সে পরিমাণই উৎপাদন করবে, যার ফলে প্রয়োজন পূর্ণ হবে কিন্তু প্রয়োজনের অধিক হবে না। তাতে এ দ্রব্যের মূল্য কমে না যায়। এমনভাবে আমদানির বণ্টনও এ মূলনীতির অধীনে হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যে জিনিসের উৎপাদনে যে উপকরণের প্রয়োজন বেশি হবে, সে পরিমাণ বিনিময় সে বেশি পাবে। যেমন বাজারে বস্ত্রের স্বল্পতা রয়েছে এবং এ বিষয়টির প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কেনোনা, বস্ত্র শিল্পের দিকে শ্রমিকদের ঝোঁক বেশি হলে বস্ত্র শিল্পে মজদোরদের পারিশ্রমিকও বেশি হবে। ফলে শ্রমিকরা অধিক পারিশ্রমিকের খাতিরে বস্ত্রশিল্পে কাজ করতে পছন্দ করবে। এমনভাবে যখন প্রতিটি ব্যক্তি ব্যক্তিগত লাভ অর্জনে স্বাধীন হবে, তখন সে চেষ্টা করবে, কিভাবে অধিক হতে অধিকতর উত্তম উৎপাদন করবে। এমনভাবে উন্নয়নের বিষয়টিরও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যাবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা

এর বিপরীত সমাজতন্ত্র ওপরযুক্ত বিষয়াবলির এই সমাধান পাস করেছে যে, সমস্ত উৎপাদন উপকরণ জমি ও কারখানা ইত্যাদি ব্যক্তিগত মালিকানা হতে বের করে সরকারের নিকট অর্পণ করা হবে এবং সরকার সমাজের প্রয়োজন অনুমান করে পরিকল্পনা করবে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি এবং কারখানাগুলোকে বিভিন্ন উৎপাদনে ব্যবহার করবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লোকসানের দিকসমূহ

নিজ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রস্তাব আসাহ বটে। তবে সে তার বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে এমন ভয়ংকর ভুল করেছে, যার ফলে তার দর্শনই বাতিল হয়ে গেছে। এই বিষয়টিতো স্বস্থানে যথার্থ যে, এ ধরণের সামাজিক বিষয়গুলোকে সরকারি পরিকল্পনার অধীনে আনা একটি অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম কাজ। যার ওপর

ভীষণ জোর জবরদস্তি ও কঠোরতা আরোপ ব্যতিত বাস্তবায়ন মুশকিল। যেমন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই দর্শন পেশ করেছিলো। তবে অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিটি ব্যক্তিকে এর ব্যক্তিগত মালিকানায় স্বাধীনতা দিয়ে তার জন্য অধিক হতে অধিকতর মুনাফা অর্জনের সব পন্থা বৈধ সাব্যস্ত করেছে। যার ফলে সুদ, জুয়া, লটারি, মজুদদারী এবং সর্বপ্রকার অবৈধ আয়ের মাধ্যম, উপকরণ সবগুলোরই অনুমতি দিয়েছে। ফলে অনেক লোক এ ধরণের আয়ের মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ধনসম্পদ জমা করার কাজে রত হয়েছে। বাজারগুলোতে নিজস্ব ইজারাদারী প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বাজারে আসার রাস্তা রুদ্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে রসদ এবং তলবের কুদরতী ব্যবস্থা অচল হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি একবার পুঁজিপতি হয়ে গেছে সে এখন আমির হতে বড় আমির হতে যাচ্ছে। অপর দিকে গরিব ব্যক্তির আয়ের মাধ্যমগুলো সীমিত। এ দিকে ব্যয়খাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে সে নিঃস্ব হতে আরো বেশি নিঃস্ব হচ্ছে।

ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা

এসব ব্যবস্থার বিপরীত ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো, ব্যক্তি মালিকানা বহাল রেখে একদিকেতো বাজারে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করা হবে এবং এমনভাবে রসদ ও তলবের কুদরতি ব্যবস্থাকে তৎপর রাখা হবে। তাই ইসলাম এই বিষয়ে জোর দিয়েছে যে, ইজারাদারী সৃষ্টিকারক সমস্ত রাস্তা রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। যেমন- সুদ, জুয়া, লটারি, সম্পদ পুঞ্জিভূত করা, মজুদদারী করা এবং মূল্য নির্ধারণে ব্যবসায়ীদের মাঝে পারস্পরিক চুক্তিকে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অপরদিকে জাকাত সদকা মিরাস সাধারণ ব্যয় ইত্যাদির বিধিবিধানের মাধ্যমে সম্পদ এক জায়গায় জমা হওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন পন্থায় সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাজারে কয়েকজন ব্যক্তির ইজারাদারী কায়েম হয় না। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে শহুরে ব্যক্তি কর্তৃক গ্রাম্য ব্যক্তির মাল বিক্রয় হতে নিষেধের উদ্দেশ্যও ইজারাদারী কায়েম হওয়া থেকে বারণ করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য, دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِّنْ بَعْضٍ দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, বাজারে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অবৈধ। হজরত আনাস রা. এর একটি হাদিসে আছে, যাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দর দাম নির্ধারণের প্রস্তাবকে রদ করতে গিয়ে বলেছেন, - إِنَّ اللهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ[৩০] 'আল্লাহ তা'আলাই রিজিকের সংকীর্ণতা এবং প্রশস্ততা ও রিজিক দান করেন।'

সুতারাং ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার বুনিয়াদ এর ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ব্যক্তিগত মালিকানা পুঁজিবাদের মতো স্বাধীন এবং লাগামহীন যেনো না হয়; বরং এটাকে শরয়ি এবং আইনগত ও নৈতিক বিধিনিষেধের মধ্যে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হবে, ইজারাদারীর যাতে রাস্তা তৈরি করতে না পারে। والله اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : মুহাকালা এবং মুজাবানা হতে নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.[৩১]

---

[৩০] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب في التسعير , ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত'-باب من كره ان يسعر।

[৩১] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'-باب بيع المزابنة , মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'-باب النهي عن المحاقلة والمزابنة و المخابرة।

১২২৮। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন মুহাকালা এবং মুজাবানা হতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাকালা অর্থ; গমের বিনিময়ে ফসল বিক্রি করা, আর মুজাবানা অর্থ; খেজুর গাছে অবস্থিত খেজুরের বিনিময়ে ফল বিক্রয় করা। সংক্ষাগরিষ্ট আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা মুহাকালা এবং মুজাবানা নামক বিক্রয়কে মাকরুহ সাব্যস্ত করেছেন।

দরসে তিরমিযী

গাছে অবস্থিত খেজুর কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে মুজাবানা বলা হয়। আর যদি এ কাজটি ক্ষেতে উৎপাদিত ফসলে করা হয়, যেমন ক্ষেতে অবস্থিত গম কর্তিত গমের পরিবর্তে বিক্রি করে, তখন তাকে বলা হয় محاقلة।

নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ, কর্তিত খেজুর এবং গম ওজন করা সম্ভব। গাছে অবস্থিত খেজুর এবং ক্ষেতে অবস্থিত গম ওজন করা অসম্ভব।

মূল মাসআলা হলো, যখন খেজুরের বিনিময়ে খেজুর কিংবা গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা হয়, তখন উভয় দিকে সমতা আবশ্যক। অতিরিক্ত হারাম। আন্দাজ করে বিক্রি করলে সাম্য সুনিশ্চিতভাবে বিদ্যমান হয় না। বরং কম বেশের সম্ভাবনা বাকি হতে যায়। আর সুদি মালগুলোতে কম বেশির সম্ভাবনাসহ বিক্রি করা হারাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই উক্ত দু'টো কাজ করতে নিষিদ্ধ করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدٍ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ سَاَلَ سَعْدًا رَضِـــ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ, فَقَالَ: اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلْبَيْضَاءُ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ رَضِـــ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْئَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمرِ بِالرُّطَبِ, فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ؟ قَالُوْا نَعَمْ, فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ.[৩২]

১২২৯। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ বর্ণনা করেন, জায়েদ ইবনে আবু আইয়াশ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, সাদা জব যদি খোসা ছাড়ানো জবের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তখন তার আদেশ কি? সা'দ রা. আবু আইয়াশকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টোর মধ্য হতে কোনটি আফজাল? জবাবে আবু আইয়াশ রা. বললেন, বাইজা উত্তম। সা'দ রা. তখন তা ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষিদ্ধ করলেন। তারপর সা'দ রা. বললেন, আমি একবার শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাকা খেজুরকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করা সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশ্বে উপবিষ্ট লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, শুকিয়ে যাওয়ার পর তাজা খেজুর ওজনে কমে যায় কি না? জবাবে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি তখন নিষেধ করলেন তাজা খেজুরকে পাকা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

অনুরূপ হান্নাদ-ওয়াকি-মালেক-আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ-জায়েদ আবু আইয়াশ-সা'দ সূত্রে বর্ণিত আছে। এ রেওয়ায়াতে আবু আইয়াশ বলেছেন, আমরা সা'দকে জিজ্ঞেস করেছি। তারপর অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

[৩২] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'-باب في التمر بالتمر , নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'-باب اشتراء للتمر بالرطب।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। ইমাম শাফেয়ি ও আমাদের সংগীদের মাজহাব এটিই।

দরসে তিরমিযী

بَيْضَاء সাদা জবকে বলে। আর سُلْت বলে খোসা ছড়ানো জবকে। অনেক কপিতে بَيْضَاء শব্দের নীচে كندم লেখা আছে, যা ভুল।

ইমামত্রয়ের মত

ইমামত্রয় এ হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, পাকা খেজুরকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা যে কোনো অবস্থাতেই অবৈধ। কেনোনা, যদি পাকা খেজুরকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে মেপে সমান করে বিক্রি করা হয়, যেমন আপনি এ এক সা' এর মধ্যে শুকনা খেজুর পূর্ণ করলেন, আরেকটি সা' এ তাজা খেজুর পূর্ণ করলেন। তখন যার ভাগে তাজা খেজুর আসবে, সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেনোনা, কয়েকদিন পর সে তাজা খেজুরগুলো শুকিয়ে কমে যাবে। যার ভাগে শুকনা খেজুর আসবে, তার কোনো ক্ষতি হবে না। কেনোনা, শুকনা খেজুর যেমন ছিলো তেমনই থাকবে। যার ফলে উভয়ের মাঝে পরবর্তীতে বেশকম হয়ে যাবে। অথচ এমন বেশকম করে বিনিময় করা অবৈধ।

আর যদি পারস্পরিক বিনিময়ের সময় সমান করার পরিবর্তে কমবেশ করে বিনিময় করা হয়, যেমন তাজা খেজুর সোয়া সা' দেওয়া হলো এবং পাকা/শুকনা খেজুর দেওয়া হলো এক সা', যাতে শুকানোর পর উভয়টি সমান হয়ে যায়, এ অবস্থায়ও অবৈধ। কেনোনা, চুক্তির সময়ে উভয়ের মাঝে পরস্পরে কম বেশ হয়ে যাচ্ছে। অথচ কমবেশ করে এমন বিনিময় অবৈধ।

চুক্তির সময় সমতা যথেষ্ট

আবু হানিফা রহ. বলেন, পাকা শুকনা খেজুরকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা সমান সমান হলে বৈধ। বেশকম করে বিনিময় করা অবৈধ।

বাকি রইলো ইমামত্রয়ের দলিল যে, যদি বর্তমানে সমান সমান করে পরস্পর বিনিময় করে তবে পরবর্তীতে বেশকম হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব রহ. এর এই জবাব দেন যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে চুক্তির সময় সমতা ধর্তব্য। পরবর্তীতে সৃষ্ট কমবেশী শরিয়ত মতে ধর্তব্য নয়। কেনোনা, যদি এই মূলনীতি মেনে নেওয়া হয় যে, সর্বদা সমতা বহাল থাকতে হবে, তাহলেতো যদি এক বছর পরও কম বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবুও এর ক্রয়-বিক্রয় আসলে অবৈধ হবে। অথচ এটি কোনো ক্রমেই অবৈধ। সুতরাং পরবর্তীতে সৃষ্ট কমবেশ সম্পর্কে শরিয়তে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

এই মাসআলায় আবু হানিফা রহ. এর ফেকহি পাণ্ডিত্ব

আবু হানিফা রহ. এর বিরুদ্ধে লোকজন এই হাদিসের ভিত্তিতে খুব শোর হাঙ্গামা করেছে যে, পরিষ্কার হাদিস রয়েছে, পাকা শুকনা খেজুর তাজা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা অবৈধ। অথচ ইমাম সাহেব রহ. বলেন, বৈধ। তিনি সর্বত্র কিয়াস আর বিবেককে ব্যবহার করেন এবং কিয়াসকে হাদিসের ওপর প্রাধান্য দেন।

হিদায়ার টিকাকাররা একটি ঘটনা লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. একবার বাগদাদ তাশরিফ আনয়ন করলেন। তখন সেখানকার ওলামায়ে কেরাম তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। তন্মধ্য হতে একটি প্রশ্ন ছিলো, তাজা খেজুর পাকা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ কি না? ইমাম সাহেব রহ. বললেন, সমান হলে বৈধ।

ওলামায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, বৈধ হওয়ার দলিল কি? ইমাম সাহেব রহ. মশহুর হাদিস পড়ে শুনালেন- اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْفَضْلُ رِبٰوا। অর্থাৎ, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা বৈধ। বেশ কম করা সুদ।

তারপর ইমাম আবু হানিফা রহ. সে সব ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বলুন, তাজা খেজুর পাকা শুকনা খেজুরের সমজাতীয় কি না? যদি আপনার জবাব এই হয় যে, শুকনা পাকা খেজুর তাজা খেজুরের সমজাতীয়, তাহলে তখন এ হাদিসটি এর বৈধতা দলিল করছে। কেনোনা, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, - اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ তথা পাকা শুকনা খেজুরকে পাকা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করা বৈধ। আর যদি আপনাদের জবাব এই হয় যে, পাকা শুকনা খেজুর তাজা খেজুরের সমজাতীয় নয়; বরং বিপরীত জাতীয়, তাহলে এ হাদিসের শেষাংশ দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেনোনা, এ হাদিসের শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, - وَاِذَا اخْتَلَفَتِ الْاَجْنَاسُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ সুতরাং যদি শুকনা পাকা খেজুর তাজা খেজুরই হয়ে থাকে, তাহলে হাদিসের প্রথমাংশ দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হয়। আর যদি শুকনা পাকা খেজুর তাজা খেজুর না হয়, তাহলে এই হাদিসের শেষাংশ দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য এতোটুকু প্রার্থক্য থাকবে যে, প্রথম অবস্থায় সমতার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় কম বেশ সহকারেও বেচা কিনা বৈধ হবে। সুতরাং অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তাজা খেজুর এবং শুকনা পাকা খেজুর এক ও অভিন্ন

তারপর ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, তাজা এবং শুকনা পাকা খেজুর এক ও অভিন্ন। সুতরাং اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এর দলিল হলো, একবার এক সাহাবি খায়বার হতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাজা খেজুর নিয়ে আসলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাজা খেজুর ভক্ষণ করলে তার কাছে তা খুব পছন্দনীয় মনে হলো। তখন তিনি সে সাহাবিকে জিজ্ঞেস করলেন- أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا؟ 'খায়বারের সব খেজুরই কি এ ধরনের হয়?'

দেখুন এ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম رُطَبٌ তথা তাজা খেজুরের ওপর تَمر তথা শুকনো পাকা খেজুর শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, শুকনা পাকা খেজুর এবং তাজা খেজুর সমজাতীয় জিনিস। সুতরাং উভয়টিকে পরস্পরে বিনিময় করা সমানভাবে হলে বৈধ। বেশকম হলে অবৈধ।

ভাজা গমের বিনিময়ে অভাজা গম বিক্রি করা অবৈধ

প্রশ্ন : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ওপরযুক্ত দলিলের ওপর একটি প্রশ্ন এই করা হয় যে, তিনি বলেছেন, শুকনা পাকা খেজুর তাজা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ। তাহলে আপনি মাক্বলি গম অমাক্বলি গমের বিনিময়ে বিক্রি করা অবৈধ কেনো বলেন? অথচ মাক্বলি গম ও অমাক্বলি গম উভয়টি সমজাতীয়। সুতরাং এই হাদিসের ভিত্তিতে এর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হওয়া উচিত। যেমন করে এ হাদিসের ভিত্তিতে আপনি পাকা শুকনা এবং তাজা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

জবাব : মাক্বলি গমও এক প্রকার গম এবং اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলোর মাঝে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত হলো, সমান সমান হলে বৈধ। যখন চুক্তির সময় সমান হয়। সুতরাং যদি মাক্বলি গম অমাকলি গমের বিনিময়ে বিক্রি করে, তাহলে চুক্তির সময় সমতা থাকবে না এবং খোসা ছড়ানো গমে শুষ্ক হালকা হয়ে থাকে। আর খোসা সহ গম এমন ফুরফুরে হয় না। সুতরাং এক সা' এর মধ্যে খোসা ছাড়া গম কম আসবে। আর খোসা সহ গম বেশি আসবে। যার ফলে চুক্তির সময় সমতা বিদ্যমান থাকবে না। সুতরাং

পরস্পরে এগুলোর লেনদেন তথা ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ। তবে তাজা খেজুর এবং শুকনা পাকা খেজুরের মধ্যে চুক্তির সময় সমতা পাওয়া যায়। যদিও শুকিয়ে যাওয়ার পর সমতা থাকে না। সুতরাং এগুলো পরস্পরে বিক্রি করা বৈধ।

তাজা খেজুর এবং গমের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : তাজা খেজুরকে পাকা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করার পদ্ধতিতেও তো তাজা খেজুর সা'এ কম আসবে এবং শুকনা খেজুর বেশি আসবে। কেনোনা, তাজা খেজুর মোটা তাজা হয়। অথচ পাকা খেজুর শক্ত এবং শুকনা হয়। সুতরাং উচিত হলো খোসা ছড়ানো এবং খোসা ছাড়া গমের মতো এটাও হারাম হওয়া?

জবাব : তাজা খেজুর এবং খোসা ছড়ানো গমের মধ্যে পার্থক্য হলো, খোসা ছড়ানো গম যেটি ফুলে ফেঁপে থাকে, তাতে হাওয়া পরিপূর্ণ থাকে। যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায় না। অথচ তাজা খেজুর ফুলে থাকে কিন্তু তাতে হাওয়া পরিপূর্ণ থাকে না। বরং তাতে মিষ্টতা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। অবশ্য পরবর্তীতে এই মিষ্টতা শুকিয়ে যায়। তবে চুক্তির সময় এতে মিষ্টির কারণে ইস্তিফাম হয়ে থাকে যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। সুতরাং এটাকে খোসা ছড়ানো গমের ওপর কিয়াস করা ঠিক নয় এবং চুক্তির সময় কম বেশি হয় না; বরং সমান হয়। এর উদাহরণ এমন, যেমন বড় খেজুর ছোট খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। স্পষ্ট বিষয়, সা'এ বড় খেজুর কম আসবে ছোট খেজুর বেশি আসবে। তবে এ পদ্ধতি বৈধ। কেনোনা, তখন বড় খেজুরে যে কমতি রয়েছে, সেটি কোনো অনুপকার যোগ্য জিনিসের কারণে নয়। তবে এর বিপরীত খোসা ছড়ানো এবং খোসা ছাড়া গম। কেনোনা, এখানে খোসা ছড়ানো গমের মধ্যে যে কমতি আছে, এটা শুধু হাওয়ার কারণে, যা উপকার যোগ্য জিনিস নয়।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

বিপরীত দলিল : এখন আছে শুধু এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এ হাদিসের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করেছেন যে, তাজা খেজুর শুকনা পাকা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা অবৈধ।

জবাব : এর জবাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারি জায়েদ আবু আইয়াশ অজ্ঞাত। এ জন্য এ হাদিসটি দলিলযোগ্য নয়। এ জন্য ইমাম বোখারি ও মুসলিম রহ. এ হাদিসটি বোখারি-মুসলিমে নেননি। আল্লামা ইবনে হাজম রহ. ও তাঁকে অজ্ঞাত সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম হাকেম রহ.ও মুসতাদরাকে এ কারণে বলেছেন যে, তাঁর রেওয়ায়াত দলিলযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.ও তাঁকে অজ্ঞাত সাব্যস্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জায়েদ আবু আইয়াশকে অজ্ঞাত সাব্যস্ত করার ফলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রশংসা করেছেন। আল আরফুশ শাজিযে লিপিবদ্ধ আছে যে, ইবনে হাজম রহ. জায়েদ আবু আইয়াশকে অজ্ঞাত সাব্যস্ত করার ফলে ইমাম সাহেব রহ. এর বক্তব্য রদ করেছেন। তবে এটি প্রবল ধারণা অনুযায়ী আল আরফুশ শাজি এর লেখকের ভুল হয়েছে। কেনোনা, আল্লামা ইবনে হাজম রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হলো, তিনিও জায়েদ আবু আইয়াশকে অজ্ঞাত সাব্যস্ত করেন। হাফিজ ইবনে হাজার রহ. তাহজিবুত তাহজিবে এবং হাফেজ জাহাবি রহ. মীজানুল ই'তিদালে তাঁর এই বক্তব্যই রেওয়ায়াত করেছেন।

এই হাদিসটিকে যদি সঠিক ও প্রামাণ্য মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তখন আমরা বলবো, এ হাদিসে যে নফি (না) এসেছে, এটি বাকিতে বিক্রি সম্পর্কে নফি এসেছে। কেনোনা, শুকনা পাকা খেজুর সুদি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে পারস্পরিক লেনদেনের সময় নগদ হাতে হাতে হওয়া আবশ্যক। বাকি বিক্রি অবৈধ। আবু দাউদ এবং তাহাবির রেওয়ায়াতগুলোতে এই সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ نَسِيْئَةً [৩৩]

---

[৩৩] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في التمر بالتمر।

প্রশ্ন : উত্থাপিত হয় যে, যদি নিষেধাজ্ঞা বাকি বিক্রির সংগে বিশেষিত হয়ে থাকে, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক লোকজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কি প্রয়োজন ছিলো যে, أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ তথা তাজা খেজুর যখন শুকিয়ে যায়, তখন কি কমে যায়? কারণ, তখন শুকিয়ে যাওয়ার পর তাজা খেজুরে ঘাটতি আসুক বা না আসুক এর সংগে মাসআলার পদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য হয় না।

জবাব : হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, এই প্রশ্নের জবাব একজন টীকাকার বাহাউদ্দীন মিরজায়ি রহ. এই দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য প্রশ্ন করা দ্বারা লোকজনকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা ছিলো যে, এই ক্রয়-বিক্রয় নিরর্থক। والله اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

অনুচ্ছেদ-১৫ : প্রসংগ : ফলের মধ্যে যোগ্যতা প্রকাশ পাওয়ার আগেই ফল বিক্রি করা নিষিদ্ধ (মতন পৃ. ২৩২)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ.[৩৪]

১২৩০। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন খেজুর সুন্দর রং ধারণ করার আগে বিক্রি করতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰي عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتّٰي يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَي الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

এই বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের ছড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যতোক্ষণ না সাদা এবং আপদমুক্ত হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতাকে তিনি তা হতে নিষেধ করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আনাস, আয়েশা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, জাবের, আবু সাইদ ও জায়েদ ইবনে সাবেত রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা ফলের যোগ্যতা প্রকাশ পাওয়ার আগে তা বিক্রি করা মাকরূহ মনে করেছেন। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটাই।

عَنْ اَنَسٍ رَضِــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰي عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰي يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰي يَشْتَدَّ.

---

[৩৪] মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'-باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها , আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في بيع الثمار قبل بدو صلاحها।

১২৩২। অর্থ : আনাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত যে, তিনি নিষেধ করেছেন আঙুর কালো হওয়ার আগে আর শস্য শক্ত হওয়ার আগে বিক্রি করতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

আমরা এটি হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতিত অন্য কোনো মারফূ' সনদে জানি না।

দরসে তিরমিযী

زها, يزهو, زهوا এর শাব্দিক অর্থ, সুন্দর রং, আকর্ষণিয় রং দেখতে ভালো লাগা। অর্থাৎ, মনোরম হওয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য খেজুর যখন পাকতে আরম্ভ করে। এই সনদেই আরেকটি হাদিসের শব্দরাজি নিম্নরূপ,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ

حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنُ الْعَاهَةَ, نَهٰى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

'ছড়া বিক্রি করতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন, যে পর্যন্ত না সাদা হয়ে যায় এবং বিপদাপদ হতে নিরাপদ হয়ে যায়। তিনি তা হতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কে।'

ফল পেকে যাওয়া-ই হলো শুভ্রতা এসে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য। আর বিপদাপদ হতে নিরাপদ হয়ে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত ফল কাঁচা থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আশংকা থাকে, কোনো আপদ তার ওপর পতিত হয় কি না? ঝড় তুফান এসে পড়ে যায় কি না? রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় কি না? কিন্তু যখন তা পাকতে আরম্ভ করে তখন সেটি আপদ বিপদ হতে নিরাপদ হয়ে যায়।

এখানে তরকারি ও ফল ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা রয়েছে। যেগুলো বুঝা খুবই প্রয়োজন। প্রথম বিষয়টি হলো, রেওয়ায়াতগুলোতে শব্দ বিভিন্ন রকমের এসেছে।

যেমন এক বর্ণানার শব্দ নিম্নরূপ,

نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ.[৩৫]

আবার কোথাও নিম্নেযুক্ত শব্দ এসেছে,

نَهٰى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ.[৩৬]

অনেক বর্ণনার শব্দাবলি হলো,

نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى يَبْدُوْ صَلَاحُهَا.[৩৭]

ইমাম শাফেয়ি রহ. এ সব শব্দ হতে এই ফল বের করেন যে, বিক্রির আগে ফল পরিপক্ক হওয়া আবশ্যক। পাকার আগে তার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ সব শব্দ হতে এ ফল বের করেন যে, এ ফল আপদ বিপদ ও রোগ বালাই হতে নিরাপদ হয়ে যাওয়া যথেষ্ট। পূর্ণ পেকে যাওয়া এবং তাতে মিষ্টতা সৃষ্টি

---

[৩৫] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها, মুসনাদে আহমদ : ২/৫।

[৩৬] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها।

[৩৭] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها।

হওয়া আবশ্যক নয়। সারকথা, উভয় বক্তব্য কাছাকাছি। কেনোনা, ফল রোগবালাই এবং আপদ হতে তখনই নিরাপদ হয়, যখন তাতে পরিপক্কতার নিদর্শনাদি আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং, এ দু'টি বক্তব্যতে খুব বেশি পার্থক্য নেই।

ফল প্রকাশিত হওয়ার আগে বিক্রি করা

যদি গাছে এখনো পর্যন্ত ফল প্রকাশিতই না হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা বিক্রি করা হারাম। যেমন আজকাল গাছে ফল ধরার আগেই বাগানগুলো ঠিকাদারির ভিত্তিতে দিয়ে দেওয়া হয়। বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে দেয়, এ বাগানে এবছর যে ফল আসবে, সে ফল আমি আপনার কাছে বিক্রি করছি। এটা না জয়েজ। কেনোনা, এটি এমন একটি দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে, যেটি এখনো অস্তিত্বই লাভ করেনি। বরং অস্তিত্বহীন বস্তু। সুতরাং এর বৈধতার কোনো পন্থা বা উপায় নেই।

তবে এর সঙ্কীর্ণ পদ্ধতি রয়েছে তাহলো এই যে, সে বাগান কয়েক বছরের জন্য ঠিকাদারির ভিত্তিতে দিয়ে দেওয়া হয়। যেমন তিন বছর পাঁচ বছর কিংবা দশ বছরের জন্য সে বাগান ঠিকাদারির ভিত্তিতে দিয়ে দেওয়া হয়। বিক্রেতা ক্রেতা হতে ভবিষ্যতে আসন্ন ফলের মূল্য আজকেই আদায় করে নেয়। এই পন্থা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং সুস্পষ্ট নসের বিপরীত। হাদিস শরিফে রয়েছে,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ.[৩৮]

'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছরের জন্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।'

সুতরাং এটা কোনো অবস্থাতেই অবৈধ।

কর্তনের শর্তে বিক্রি প্রসংগে

ফল যদি গাছে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এখনো পাকেনি, তাহলে এমন ফল বিক্রি করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতিকে بَيْعُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ বলে। অর্থাৎ, ফল বিক্রি হওয়ার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে দিবে, এ ফল এখনি ছিঁড়ে নিয়ে যাও। বর্তমানে ফল ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার শর্ত থাকে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই। ক্রয়-বিক্রয়ের এ পদ্ধতিসর্বসম্মতি ক্রমে বৈধ। এর বৈধতার ব্যাপারে কোনো মত বিরোধ নেই। ইবনে আবু লায়লা ও সুফিয়ান সাওরি এ পদ্ধতিটিকেও অবৈধ সাব্যস্ত।

ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা

২য় পদ্ধতি : বিক্রেতা এবং ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়তো এখনই করে নিয়েছে; কিন্তু মূল বিক্রি চুক্তিতেই এই শর্ত আরোপ করলো যে, এই ফল গাছে রেখে দেওয়া হবে। ক্রেতা এই ফল কেটে নিয়ে যাবে পাকার পর। এমন ক্রয়-বিক্রয়কে বলে بَيْعُ بِشَرْطِ التَّرْكِ। সর্ব সম্মতিক্রমে এ পদ্ধতিটি অবৈধ। অবশ্য ইমাম ইবনুল মুনজির এই পদ্ধতিটিকেও বৈধ বলেন।

শর্তমুক্ত অবস্থা

৩য় পদ্ধতি : ক্রয়-বিক্রয়তো এখনই পূর্ণ করে ফেললো এবং ফল গাছে রেখে দেওয়া বা কেটে ফেলার কোনো শর্তই মূল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে লাগালো না। এমন ক্রয়-বিক্রয়কে বলে مُطْلَقٌ عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَالتَّرْكِ। এই পদ্ধতিটি বৈধ, নাকি অবৈধ, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমামত্রয়ের

---

[৩৮] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب في بيع السنين, মুসনাদে আহমদ : ৩/৩০৯।

মতে ক্রয়-বিক্রয়ের এই সুরতটিও অবৈধ পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে বৈধ। ইমামত্রয় এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, এই হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোগ্যতা আসার আগে ফল বিক্রি করতে নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম তাহাভি রহ. হানাফিদের মাজহাবের ওপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন,

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.[٣٩]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে ক্রেতার শর্তরোপের পদ্ধতিতে ফলকে বিক্রির অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যখন খেজুরে পরাগায়ন হয়, তখন পর্যন্ত ফলে যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। আর তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিক্রয়কে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, যদি গাছের ওপর রেখে দেওয়ার শর্তারোপ না করা হয়, তাহলে যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগে ফল বিক্রি করা বৈধ।

প্রশ্ন : এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল বিক্রিকে খেজুর বিক্রির অধীনে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, স্বতন্ত্রভাবে না এবং এমন বহু মাসআলা রয়েছে, যেগুলোতে কোনো জিনিসের বিক্রয় অধীনস্থ রূপে তো বৈধ। তবে স্বতন্ত্র রূপে বৈধ হয় না। যেমন রাস্তার অধিকার এবং পানি প্রবাহের পর বিক্রি করা স্বতন্ত্র রূপে অবৈধ, কিন্তু জমি ও বাড়ি বিক্রির অধীনে বৈধ।

জবাব : ফিকহে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, যে বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে শর্তারোপ ব্যতিত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে বস্তু বিক্রি করা স্বতন্ত্র রূপে বৈধ হয় না। তবে যে জিনিস শর্তারোপ ব্যতিত নিজে নিজে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, সেগুলো স্বতন্ত্র রূপে বিক্রি করাও বৈধ হয় এবং হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ফল শর্তারোপ ব্যতিত গাছ বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয় না। এতে বুঝা গেলো, ফল বিক্রি স্বতন্ত্ররূপেও বৈধ।

এ হাদিসের জবাব

বিপরীত দলিল : এখন আছে শুধু এ অনুচ্ছেদের হাদিস।

জবাব : এর জবাবে আমরা বলবো, যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগে ক্রয়-বিক্রয় করার পদ্ধতিকে তো ফল কেটে ফেলার শর্তে আপনিও বৈধ বলেন। সুতরাং হাদিসের ব্যাপকতার ওপর তো আপনিও আমল করলেন না। বরং এই ব্যাপকতা হতে আপনি সে পদ্ধতি খাস করে নিয়েছেন, যখন ফল কাটার শর্তে বিক্রি হয়। সুতরাং দ্বিতীয় পদ্ধতি যেখানে শর্ত মুক্ত থাকবে। না ফল গাছে রাখার শর্ত, না কেটে ফেলার শর্ত। এই পদ্ধতিটিও বস্তুত কেটে ফেলার শর্তের দিকেই যাবে। সুতরাং এ পদ্ধতিতেও বিক্রেতার অধিকার থাকবে, সে যখন ইচ্ছা ক্রেতাকে বলে দিবে, তুমি নিজের ফল এখনি কেটে নিয়ে যাও। সুতরাং এ পদ্ধতিতেও কোনো সমস্যা বা ক্ষতি আবশ্যক হয় না। সুতরাং এ পদ্ধতিটিও বৈধ হবে। অবশ্য ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তবিশিষ্ট পদ্ধতিটি অবৈধ হবে। কেনোনা, এই শর্তটি চুক্তি দাবির বিপরীত। আর বিক্রির সংগে চুক্তির আবেদনের বিপরীত কোনো শর্তারোপ বিক্রি ফাসেদ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। সুতরাং এ পদ্ধতিও অবৈধ হবে।

অবৈধ হওয়ার কারণ

যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল বিক্রি অবৈধ হওয়ার যে কারণ বলেছেন, তা দ্বারাও এই কারণ বুঝা যায়। তিনি এক বর্ণনায় বলেছেন,

---

[৩৯] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في العبد يباع وله مال , ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত হিজারাত- باب ما جاء فيمن باع نخلا موبرا او عبدا له مال।

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ.[৪০]

'বলো! যদি আল্লাহ তা'আলা এই বাগানে ফল না দেন, তাহলে তোমাদের কেউ স্বীয় ভাইয়ের সম্পদকে নিজের জন্য কিভাবে হালাল করবে?'

এর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাতো ক্রেতা হতে ফলের মূল্য আদায় করে নিয়েছো। তবে কোনো বিপদ-আপদের কারণে সে ফল যদি বরবাদ হয়ে যায়, তাহলে সে তো ফল পাবে না। এ কারণ হতে বুঝে আসে যে, এখানে সে পদ্ধতি উদ্দেশ্য যাতে ফল ক্রয়ের সময় শর্তারোপ করা হয়েছে যে, পাকা পর্যন্ত এ ফল গাছে থাকবে। এ জন্য হানাফিগণ বলেন, গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ এবং ফল ছিঁড়ে ফেলার শর্তে ও গাছে রেখে দেওয়া ও কেটে ফেলার শর্ত হতে মুক্ত অবস্থায় বৈধ।

এই নিষেধাজ্ঞা তাহরিমি নয়

অনেক ফকিহ এ হাদিসের এই জবাব দিয়েছেন যে, এই হাদিসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেটি হারামের নিষেধাজ্ঞা নয়। বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশওয়ারা বা পরামর্শের ভিত্তিতে বলেছেন যে, এমন ক্রয়-বিক্রয় করো না। তবে হারাম সাব্যস্ত করেন নি। এর দলিল হলো, صحيح বোখারিতে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. হতে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ قَتَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُوْمَةُ فِيْ ذٰلِكَ : فَأَمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوْا حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ، كَالْمَشُوْرَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ.[৪১]

'লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ফল বেচা-কেনা করতো। যখন ফল ছেঁড়ার সময় আসতো, ক্রেতা তখন বলতো, এ ফল কালো হয়ে গেছে, এতে রোগ বালাই, কিসাম লেগে গেছে। এগুলো ফলে দেখা দেওয়ার মত রোগ। এ নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করতো। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ধরণের বহু ঝগড়ার নালিশ আসতে শুরু করে তখন তিনি বললেন, যদি ক্রয়-বিক্রয় করতেই হয়, তাহলে যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পরে ক্রয়-বিক্রয় করো। এ কথাটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শরূপে তাদের প্রচুর ঝগড়ার কারণে বলেছিলেন এবং এ হাদিস হতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন পরামর্শরূপে।

ফলে যোগ্যতা প্রকাশের পর বিক্রি করা

ওপরের সমস্ত আলোচনা যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগে ফল বিক্রি সংক্রান্ত ছিলো। এখন রইলো শুধ যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পর ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি।

যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পর ইমামত্রয়ের মতে বেচা-কেনা বৈধ। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে বহিঃপ্রকাশ ঘটার পর ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারেও সে তাফসিল রয়েছে, যেটি যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগে বেচা-কেনা করার ক্ষেত্রে রয়েছে। অর্থাৎ, কর্তনের শর্তে বৈধ। শর্ত মুক্ত অবস্থায় বৈধ, গাছে ফল রেখে দেওয়ার

---

[৪০] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيع المخاضرة আত তামহিদ ইবনে আব্দুল বার :২/১৯০।

[৪১] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها।

শর্তে অবৈধ। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন যদি ফলের সাইজ পূর্ণ হয়ে যায় এবং আর বেশি বাড়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে এ পদ্ধতিতে গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বৈধ; কিন্তু যদি আরো বড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে এই পদ্ধতিতেও গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে অবৈধ। এর কারণ তিনি এই বলেন, যখন ফল এখনো বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এর অর্থ, ফলে কিছু অংশ এখনো অস্তিত্বহীন এবং এ অস্তিত্বহীন জিনিসেরও ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। অথচ অস্তিত্বহীন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। পক্ষান্তরে শাফেয়িগণ বলেন, হাদিস শরিফে যে ফল বিক্রি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেটি যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগেকার। কেনোনা, "আগের" শর্তারোপ রয়েছে। সুতরাং এ শর্তের লাভ হলো, যে সব সুরতে ফলের যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ, যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পর সেগুলোতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। তাছাড়া এ শর্তের কোনো লাভ নেই।

আবু হানিফা রহ. বলেন, যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পরও গাছে রেখে দেওয়ার শর্তারোপ চুক্তির দাবির বিপরীত। পক্ষান্তরে যে শর্ত চুক্তির দাবির বিপরীত সেটি চুক্তিকে ফাসেদ করে দেয়। সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হবে।

এখন আছে শুধু শাফেয়িদের দলিল, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে "আগের" শর্তারোপ রয়েছে। এর জবাব হলো, এই শর্তটি ইহতেরাজি নয়। বরং এটি দৈবাৎক্রমিক বা বাস্তবিক শর্ত। কেনোনা, সে যুগে সাধারণত ফল ক্রয়-বিক্রয় করা হতো যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগে। এ জন্য তিনি এই শর্তকে যুক্ত করে দিয়েছেন। অন্যথায় এ শর্তটি কোনো কিছুকে বের করার জন্য নয়। সুতরাং এ দলিল পেশ করা সঠিক না।

আর আমাদের মতে মাফহুমে মুখালিফ তথা বিপরীত অর্থ দলিল নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, এ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগের আদেশ বর্ণনা করেছেন। যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পরের কি আদেশ? এ হাদিসটি সে সম্পর্কে নীরব। সুতরাং এ হাদিসটি এ বিষয়ে দলিল নয়। অবশ্য যে মাসআলাটি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, সেটি সম্পর্কে মূলনীতির আলোকে আদেশ দেওয়া হবে। মূলনীতি হলো, যদি চুক্তির দাবির বিপরীত কোনো শর্ত আরোপ করা হয়, তবে তার দ্বারা চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। যেহেতু যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পরেও গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্ত চুক্তির দাবির বিপরীত, সেহেতু এ শর্তের কারণে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে।

যে ফল পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে না তার ক্রয়-বিক্রয়

আর যদি ফল পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত না হয়, এখনো কিছু অংশ প্রকাশিত হওয়ার বাকি আছে, তাবে তখন ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ বলেছেন। তবে পরবর্তী হানাফিগণ এটাকে বৈধ বলেন। বৈধ হওয়ার কারণ হলো, তখন অস্তিত্বহীন জিনিসকে অস্তিত্ববান জিনিসের অধীনস্থ করে এ বেচা-কেনাকে বৈধ সাব্যস্ত করা হবে। কেনোনা, অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, একটি দ্রব্যের বিক্রি মূলত অবৈধ। তবে অন্য কোনো জিনিসের অধীনস্থ হয়ে তা বিক্রি করা বৈধ হয়। এমনভাবে এখানেও এই পদ্ধতি হয়েছে যে, ফল এখনো অস্তিত্ব লাভ করেনি, তা বিক্রি করা তো মূলত বৈধ ছিলো না, কিন্তু অস্তিত্ববান ফলের অধীনস্থ বানিয়ে এর আওতায় অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রি করাও বৈধ সাব্যস্ত করা হবে এবং এ পদ্ধতিতেও সে তাফসিল হবে। তথা কর্তনের শর্তে এবং শর্ত মুক্ত অবস্থায় বৈধ হবে। আর গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে অবৈধ হবে।

প্রসিদ্ধ জিনিস শর্তায়িত জিনিসের মতো

আমাদের মতে শর্তমুক্ত হওয়ার পদ্ধতিতে অর্থাৎ, গাছ হতে ফল কেটে ফেলা বা দেখে দেওয়ার কোনো শর্ত না থাকলে তা বিক্রি করা বৈধ। তবে আল্লামা শামি রহ. লিখেছেন যে, ক্রেতা-বিক্রেতা ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত মূল চুক্তিতে লাগাবে না, বরং সাধারণ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করবে। তবে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে যদি এ

বিষয়টি প্রসিদ্ধ হয় যে, ক্রয়-বিক্রয়ের পর ফল গাছে পাকা পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তখন "প্রসিদ্ধ জিনিস শর্তায়িত জিনিসের মতো" এ মূলনীতির ভিত্তিতে এ পদ্ধতিটিও অবৈধ বলে গণ্য হবে।

সমকালীন ফোকাহায়ে কেরামের বক্তব্য

অবশ্য এই মাসআলাটির আরেকটি দিক রয়েছে, যার দিকে বর্তমান যুগের ফোকাহায়ে কেরাম মনযোগ দিয়েছেন। সেটি হলো, যে শর্ত চুক্তির দাবির বিপরীত, যদি এর প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়, তাহলে সে শর্ত চুক্তি ফাসেদ হওয়ার কারণ হয় না। ফোকাহায়ে কেরাম এর উদাহরণ এই পেশ করেন যে, যেমন এক ব্যক্তি বিক্রেতাকে বললো, আমি এই জুতা এই শর্তে ক্রয় করছি যে, তুমি এই জুতার তলা লাগিয়ে দিবে। স্পষ্ট বিষয় যে, জুতার তলা লাগানোর শর্ত চুক্তির দাবি বিপরীত। তবে যেহেতু এই শর্তের প্রচলন ব্যাপক হয়ে গেছে, সেহেতু এই শর্ত বৈধ হবে।

এক বছর ফ্রি সার্ভিসের আদেশ

বর্তমান যুগে এর সহজ দৃষ্টান্ত হলো যেমন আপনি বাজার হতে ফ্রিজ ক্রয় করলেন, দোকানদার আপনাকে এই সুযোগ দেন যে, এক বছর পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস দিবেন। এক বছরের মধ্যে এতে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি হলে তিনি ঠিক করে দেবেন। মূলনীতি হলো, যখন বিক্রেতা একটা জিনিস বিক্রি করে দিয়েছেন, তখন এর পর তা মেরামত করা বা সার্ভিস করা তাঁর দায় দায়িত্বে থাকে না। আর এক বছর পর্যন্ত এর ফ্রি সার্ভিস দেওয়া বা মেরামত করার, এই শর্ত চুক্তি দাবির বিপরীত। তবে যেহেতু ওরফে এর প্রচলন ব্যাপক হয়ে গেছে। ফ্রিজ বিক্রেতা যতো কোম্পানি আছে, সমস্ত কোম্পানি এ সুযোগ সুবিধা দেয়। হানাফিদের মতে যে শর্তের প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়, যদিও সেটি চুক্তির দাবির বিপরীত হোক না কেনো, যেহেতু এটি ঝগড়া পর্যন্ত পৌছায় না; তাই এ শর্ত চুক্তি ফাসেদ হওয়ার কারণ হতে পারে না।

গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তের প্রচলন যেহেতু ব্যাপক হয়ে গেছে, সেহেতু যদি চুক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট আকারে গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তারোপ করা হয়, তাহলে হানাফিদের মতে এ চুক্তি সঠিক হবে এবং এ শর্তের কারণে সে চুক্তি ফাসেদ হবে না। কেনোনা, এ শর্তে ঝগড়া পর্যন্ত পৌছানোর ব্যাপার থাকে না। এ মূলনীতির দাবি এটাই।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হতে পারে তা হলে নিষেধাজ্ঞার এ হাদিসের প্রয়োগক্ষেত্র কি থাকবে, যাতে যোগ্যতা প্রকাশিত হওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধ এসেছে। কেনোনা, এর মোট তিনটি পদ্ধতি ছিলো। প্রথমে আপনি দু'টিকে বৈধ সাব্যস্ত করে দিয়েছিলেন। এবার তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ, গাছে ফল রেখে দেওয়া শর্তের পদ্ধতি টিকেও বৈধ সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। কাজেই হাদিস বর্জন করা আবশ্যক হবে শুধু ওরফের কারণে। অথচ ওরফের কারণে নসের ব্যাখ্যা এবং খাস করা তো বৈধ কিন্তু ওরফের কারণে নসকে পরিপূর্ণরূপে পরিহার করা বৈধ কখনও না।

জবাব : এখানে নস পরিহার করা হচ্ছে না। বরং এ হাদিসটিকে বোখারিতে বর্ণিত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিসের আলোকে পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে এবং বলা হবে, এই নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য নয়। বরং পরামর্শ রূপে এই নিষেধাজ্ঞা।

ওরফের জন্য হাদিস পরিহার করা অবৈধ

প্রশ্ন : উথাপিত হয়, আপনিতো ওরফের কারণে গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তা হলে আজকালতো গাছে ফল ধরার আগেই ফল বিক্রি হয়ে যায়। আর এরও ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। সুতরাং ওরফের কারণে এটাও তো বৈধ হওয়ার কথা।

জবাব : প্রতিটি হারাম জিনিস ওরফের কারণে হালাল হয় না। তাই যে মাসআলাতে সুস্পষ্ট নস বিদ্যমান রয়েছে এবং সে নসে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা কিংবা বিশেষিত করণের অবকাশ না থাকে, তাহলে তখন শুধু

ওরফের ভিত্তিতে না এই নসকে বর্জন করা যায়, আর না অবৈধকে বৈধ বলা যায়। সুতরাং যেহেতু হাদিসসমূহে অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রি করা হারাম, এ বিষয়টি কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ও বিশেষিত করণ ব্যতিত এসেছে এবং অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রি করা অবৈধ হওয়ার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই শুধু ওরফের ভিত্তিতে এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না।

তবে গাছে ফল রেখে দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয়টা ভিন্ন। সেটা এর বিপরীত। এতে প্রথম কথা হলো, এ নিষেধাজ্ঞার ওপর নস সুস্পষ্ট নয়। করণ, এ হাদিসে যে نهى (নিষিদ্ধ করেছেন) শব্দ এসেছে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিসের আলোকে এর ব্যাখ্যা পরামর্শের দ্বারা করা হয়েছে। যার ফলে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে সে নসও সুস্পষ্ট থাকেনি।

২য় বিষয়, যে শর্ত চুক্তির দাবির বিপরীত, এর ফলে চুক্তি ফাসেদ হওয়ার কারণ ঝগড়া পর্যন্ত পৌছে দেওয়া। আর যে শর্ত ওরফের আকার ধারণ করে কিংবা ব্যাপক প্রচলন হয়ে যায়, সে শর্ত ঝগড়া পর্যন্ত পৌছে দেবার জিনিস থাকে না। যার ফলে সে কারণের অস্তিত্ব সেখানে পাওয়া যায় না। আর যখন কারণ পাওয়া যাবে না, তখন সে শর্ত চুক্তি ফাসেদ করার কারণ হবে না। সুতরাং সে চুক্তি সঠিক হয়ে যাবে।[৪২]

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : গর্ভের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩২)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِــــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.[৪৩]

১২৩৩। অর্থ : ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন গর্ভের বাচ্চা বিক্রি করতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু সাইদ খুদরি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল চলছে।

حَبَلِ الْحَبَلَةِ অর্থ, পেটের বাচ্চার বাচ্চা। আলেমগণের মতে এ বেচা-কেনা বাতিলযোগ্য। এটি প্রতারণামূলক বিক্রির অন্তর্ভুক্ত।

শো'বা এ হাদিসটি আইয়ুব-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়াহাব সাকাফি প্রমুখ-আইয়ুব-সাইদ ইবনে জুবাইর ও নাফে'-ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আর এটি আসাহ্।

---

[৪২] বোখারি : কিতাবুল ফারাইজ- باب اثم من تبرا من مواليه, মুসলিম : কিতাবুল ইত্ক- باب النهي عن بيع الولاء وهبته।

[৪৩] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'-باب بيع الغرر وحبل الحبلة, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر।

দরসে তিরমিযী

এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(১) গাভিন গাভীর মালিক একথা বলবে যে, এ গাভীর পেটে যে বাচ্চা আছে আমি এ বাচ্চার বাচ্চাটিকে বিক্রি করছি। স্পষ্ট বিষয়, এটি একটি ফালতু কথা। কেনোনা, এটা মোটেই জানা নেই যে, এই গাভীর বাচ্চা পয়দা হবে কি হবে না এবং এটাও জানা নেই যে, বাচ্চা নর হবে না মাদী। আবার মাদি হলে সেটি অন্তঃসত্ত্বা হবে কি না। যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়, তাহলে সেটি বেঁচে থাকবে কি না। যেহেতু এতে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে এবং বর্বরতার যুগে এধরণের বেচা-কেনা হতো, সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে নিষেধ করেছেন।

(২) ক্রয়-বিক্রয় তো অন্য কোনো জিনিসের হয়েছে। তবে মূল্য পরিশোধের জন্য পেটের বাচ্চার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন- ক্রেতা বিক্রেতাকে বলবে, আমি তোমার কাছ হতে এই ঘোড়া ক্রয় করছি। এর মূল্য তখন আদায় করবো, যখন এই গাভিন গাভীর পেটের বাচ্চা জন্ম দিবে। যেহেতু তখন মূল্য পরিশোধের মেয়াদ অজানা এবং অনির্দিষ্ট সেহেতু এই বেচা-কেনা কোনো মতেই অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : প্রতারণামূলক বেচা-কেনা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ.২৩২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَالْحَصَاةِ.[৪৪]

১২৩৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক বেচা-কেনা এবং কংকর নিক্ষেপের বেচা-কেনা হতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাইদ ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা প্রতারণামূলক বেচা-কেনাকে মনে করেছেন মাকরুহ।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত পানিতে মাছ বিক্রি করা এবং পলাতক গোলাম বিক্রি করা এবং আকাশে পাখি বিক্রি করাও। এ ধরণের অন্যান্য বেচা-কেনা। বস্তুত بَيْعُ الْحَصَاةِ এর অর্থ, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে যখন আমি তোমার দিকে পাথর নিক্ষেপ করবো তখন আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে বেচা-কেনা আবশ্যক হয়ে যাবে। এটি বাইউল মুনাবাজার সংগে সাদৃশ্য রাখে। এটা ছিলো বর্বরতা যুগের লোকজনের বেচা-কেনা।

---

[৪৪] মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في بيع الغرر।

দরসে তিরমিযী

بيع الغرر এর অর্থ : এমন বেচা-কেনা, যাতে ধোঁকা রয়েছে। আর حصاة এর অর্থ, কংকর। এটি জাহিলি যুগে এক প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হতো। যাতে বিক্রেতা অনেক জিনিস বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে বসতো। ক্রেতা এসে তাকে বলতো, আমি দূর হতে একটি কংকর নিক্ষেপ করবো। যে জিনিসের ওপর এ কংকরটি লাগবে, সেটি এতো দামে আমার হয়ে যাবে। ফলে সে কংকর যে জিনিসের ওপর লেগে যেতো, ক্রেতা নির্ধারিত মূল্যে সে জিনিস তার কাছ হতে নিয়ে নিত। চাই এর মূল্য বাস্তবে কম হোক বা বেশি। যেনো بيع الحصاة ধোঁকার মাধ্যমে বিক্রির একটি রাস্তা ছিলো।

غَرَرٌ এর বাস্তবতা

غَرَرٌ এর শাব্দিক অর্থ : অনিশ্চিত অবস্থা। অনেক সময় এর অর্থ ধোঁকা দ্বারাও করা হয়। তবে এই অর্থ তেমন বিশুদ্ধ নয়। غرر মূলত একটি পরিভাষা। ফিকহের অগণিত মাসআলা এর ওপর নির্ভরশীল। যতোগুলো মাসআলা غرر এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো গণনা করলে বুঝা যায়, যে সব চুক্তিতে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় পাওয়া যাবে, তাতে বাস্তবে غرر সাব্যস্ত হবে।

غرر সাব্যস্ত হওয়ার তিনটি পদ্ধতি

এক. বিক্রয়দ্রব্য কিংবা মূল্য অজানা। অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয়ে এটা জানা নেই যে, কি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। যেমন- بيع الحصاة-এ আপনি দেখেছেন। তাতে এ পদ্ধতিই হয়। কেনোনা, এটা জানা নেই যে, কংকর কোনো জিনিসে লাগবে। সুতরাং এতে বিক্রয়দ্রব্য অজানা কিংবা দাম ও মূল্য জানা থাকবে না যে, এর মূল্য কত হবে। এটিও ধোঁকার আওতায় চলে আসে।

দুই. غرر এর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, বিক্রয়দ্রব্য ক্ষমতার বাইরে থাকবে। অর্থাৎ, বিক্রেতা যে জিনিস বিক্রি করছে, সে সেটা কার্যত ক্রেতার কাছে অর্পণ করার ব্যাপারে সক্ষম নয়। যেমন আপনি بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ এর মধ্যে দেখেছেন। সেখানে বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ বাচ্চার বাচ্চা ক্রেতার কাছে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। কিংবা যেমন পানিতে মাছ বিক্রি করা যেহেতু বিক্রেতা এটাকে ক্রেতার কাছে অর্পণে সক্ষম নয়, সেহেতু এ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। অবশ্য এ অবৈধ তখন, যখন সে পানি মালিকানাধীন না হয়। তবে যদি পানি বিক্রেতার মালিকানাধীন হয়, যেমন- সে মাছ নিজের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হাউজে রয়েছে, তাহলে যেহেতু তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে মাছ অর্পণ করতে সক্ষম সেহেতু তখন এ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কিংবা আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা। এটিও বিক্রেতার অর্পণ ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণে অবৈধ।

তিন. غرر এর তৃতীয় পদ্ধতি হলো, تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ عَلَى الْخَطَرِ 'মালিক বানিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে এমন কোনো ঘটনার সংগে ঝুলন্ত রাখা যেটি বাস্তবায়িত হওয়া না হওয়া উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে।' যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বললো, তুমি আমাকে মূল্য এখন দাও। যদি অমুক ঘটনা ঘটে যায় তাহলে আমি বিক্রয়দ্রব্য তোমার কাছে অর্পণ করবো। যেহেতু তখন বিক্রয়দ্রব্য অর্পণের বিষয়টিকে এমন ঘটনার সংগে ঝুলন্ত রেখে দিয়েছে, যেটি বাস্তবে হওয়া না হওয়া, উভয়টিরই সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু এ লেনদেন দুরুস্ত নয়। এটাকে বলে تعليق التمليك

علی الخطر এবং এটাকে قمار বা জুয়াও বলা হয়। কেনোনা, জুয়াতেও এক দিক হতে অর্থ আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে থাকে। অথচ অপর দিক হতে এর বিনিময় নিশ্চিত হয় না। বরং সম্ভাবনার পর্যায়ে থাকে। সুতরাং জুয়াও ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত।

ইন্স্যুরেন্সেও ধোঁকা পাওয়া যায়

বর্তমান যুগের অনেক চুক্তি এই ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- বীমা, যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইন্স্যুরেন্স, আরবিতে বলে তামিন। এতেও ধোঁকা আছে।

এই বীমা তিন প্রকার-

১. জীবন বীমা।

২. মাল সামগ্রী এবং উপকরণ বীমা।

৩. দায়িত্ব বীমা।

জীবন বীমা

কোনো ব্যক্তি যখন নিজের জীবনের বীমা করাতে চায়, তখন সে বীমা করানোর জন্য বীমা কোম্পানির কাছে যায়। বীমা কোম্পানি তার সংগে এই লেনদেন করে যে, তুমি আমাদেরকে দশ বছর পর্যন্ত মাসিক এক হাজার টাকা কিস্তিরূপে আদায় করতে থাকো। যদি এই দশ বছরে তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে আমরা তোমার ওয়ারিসদেরকে দশ লাখ টাকা আদায় করবো। আর যদি এই মেয়াদে তোমার ইন্তেকাল না হয়, তখন অনেক কোম্পানিতো বলে, আমরা তোমাদের জমাকৃত অর্থ সুদ সহ তোমাদের ফেরত দিবো। আর অনেক কোম্পানি এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো অর্থ ফেরত দেয় না। যার ফলে মূল অর্থ বরবাদ যায়। এটাকে বলে জীবন বীমা। এতে আপনি দেখেছেন, এক পক্ষ হতে অর্থ আদায় নিশ্চিত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোম্পানির সংগে বীমা করেছেন। তাঁর জন্য তো সর্বাবস্থায় স্বীয় কিস্তি প্রতি মাসে জমা করানো আবশ্যক, অপর দিকে বীমা কোম্পানির পক্ষ হতে ওয়ারিসগণের ১০,০০,০০০৳ প্রাপ্তি সম্ভাবনা পর্যায়ের। কেনোনা, যদি এই সময়ের মধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে যায় তবে তারা টাকা পাবে, অন্যথায় পাবে না। যেহেতু এতে ধোঁকা রয়েছে, এ কারণে এই লেনদেন অবৈধ।

দ্রব্য ও উপকরণ বীমা

বীমার দ্বিতীয় প্রকার দ্রব্য ও উপকরণ বীমা। উদাহরণ স্বরূপ কেউ তার বাড়ি কিংবা দোকান কিংবা গাড়ি বীমা করেছেন। বীমা কোম্পানি তাকে বলে, তুমি মাসিক এ পরিমাণ অর্থ কিস্তিরূপে (প্রিমিয়াম) আদায় করতে থাক। যদি তোমার বাড়ি কিংবা দোকান বা গাড়ির কোনো ক্ষতি হয়, তা হলে এই ক্ষতিপূরণ আমরা করবো। কিংবা যেমন আপনি সামুদ্রিক জাহাজে বাণিজ্যিক মাল অন্য রাষ্ট্রে পাঠাচ্ছেন; কিন্তু আশংকা হলো, পথিমধ্যে এই জাহাজ ডুবে যায় কি না? এই জন্য আপনি বীমা কোম্পানির কাছে গিয়ে একটি বীমা করে নেন। তখন বীমা কোম্পানি আপনাকে বললো, তুমি এ পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করো! যদি জাহাজ ডুবে যায়, তাহলে তোমার যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, তা আমরা পূরণ করবো। আর যদি নিরাপদে মালপত্র পৌঁছে যায়, তবে তুমি যে অর্থ আমাদেরকে আদায় করেছো, সেটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। কিংবা যেমন গুদামের মধ্যে আপনি তুলা ক্রয় করে রাখলেন কিন্তু আশংকা আছে, কখনও আগুন লেগে যায় কি না? তাই আপনি বীমা করেছেন। বীমা কোম্পানি আপনার কাছে অর্থ দাবি করেছে। ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটাকে বলে দ্রব্য বীমা। যেহেতু এসব পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি বীমা করাচ্ছে, তার পক্ষ হতে কিস্তি আদায় নিশ্চিত; কিন্তু বীমা কোম্পানির পক্ষ হতে অর্থ আদায় লোকসান ও দুর্ঘটনার ওপর স্থগিত। সুতরাং এক দিক হতে আদায় নিশ্চিত, অপর দিক হতে আদায় সম্ভাবনা পর্যায়ের। সেহেতু এতেও ধোঁকা পাওয়া যায়। তাই এই লেনদেনও অবৈধ এবং হারাম।

দায়-দায়িত্বের বীমা

বীমার তৃতীয় প্রকার দায়-দায়িত্ব বীমা। যেটাকে আজকাল থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স ও তৃতীয় পক্ষের বীমা বলা হয়। এর পদ্ধতি এই হয় যে, যে ব্যক্তি বীমা করায়, সে গিয়ে বীমা কোম্পানিতে বলে যে, হতে পারে কোনো সময় আমার হতে এমন কোনো কাজ হয়ে যেতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে আমি তৃতীয় পক্ষের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ে যেতে পারি। সুতরাং যদি কখনও এমন হয়, তাহলে আপনারা তৃতীয় পক্ষকে সে ঋণ আদায় করবেন। বীমা কোম্পানি তা মঞ্জুর করে নেয়। এ ব্যক্তির ওপর প্রতি মাসে একটি সুনির্ধারিত অর্থ প্রিমিয়াম হিসেবে আদায় করা আবশ্যক করে দেয়। যেমন আজকাল আইনগতভাবে গাড়ি চালানোর জন্য থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স করা আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক। কেউ স্বীয় গাড়ি ততোক্ষণ পর্যন্ত সড়কে চালাতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স না করাবে। এতে গাড়ির মালিক বিভিন্ন কোম্পানিকে বলে, যদি গাড়ি চালানোর সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় আর এ দুর্ঘটনার ফলে কোনো মানুষের জান কিংবা মালে ক্ষতি হয়, যার ফলে সে আমার বিরুদ্ধে মরে যাওয়ার দাবি করে, তাহলে তখন এই তৃতীয় ব্যক্তিকে বীমা কোম্পানি পয়সা আদায় করে দিবে। তখন বীমা করানে ওয়ালার ওপর যে দায়-দায়িত্ব আসে, সে এই দায় দায়িত্বকে বীমা কোম্পানির দিকে স্থানান্তরিত করে। এ কারণে এটাকে দায় দায়িত্ব বীমা বলা হয়। যেহেতু তখন বীমাকারির পক্ষ হতে অর্থ আদায় নিশ্চিত; কিন্তু বীমা কোম্পানির পক্ষ হতে তৃতীয় পক্ষকে তা আদায় করা নিশ্চিত নয়। বরং সম্ভাবনা পর্যায়ের। যদি দুর্ঘটনা হয়, তাহলে ক্ষয় ক্ষতি হলে তা আদায় করবে অন্যথায় নয়। এ জন্য এটাতে ধোঁকা পাওয়া যাওয়ার কারণে এই লেনদেনও অবৈধ।

পারস্পরিক সহযোগিতার পদ্ধতি

অবশ্য বীমা তখন অবৈধ, যখন এটি বিনিময় চুক্তির রূপ ধারণ করবে। তবে বীমার একটি পদ্ধতি হয়ে থাকে, যাতে বিনিময় চুক্তির রূপ হয় না। বরং এটি হয় পারস্পরিক সহযোগিতার পদ্ধতি। এর কর্মপদ্ধতি এই হয়, যেমন দশজন ব্যবসায়ী কাপড়ের ব্যবসা করছেন। তারা পরস্পরে মিলে একটি ফান্ড কায়েম করেছেন। তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকে প্রতি মাসে এই ফান্ডে এতো টাকা জমা করাবে। যদি বছরের মাঝে আমাদের মধ্য হতে কারও কারবারে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তাহলে এই ফান্ড হতে তার সহায়তা করা হবে এবং বছরের শেষে হিসাব করে নিবে যে এই ফান্ড হতে কাকে কতো অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং কতো অর্থ আদায় হয়েছে? কাউকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে সে অর্থ যদি তার প্রদত্ত চাঁদা হতে কম হয়, তাহলে বছরের শেষে তার অবশিষ্ট অর্থ তাকে ফেরত দিবে। আর যদি প্রদত্ত টাকা চাঁদা হতে বেশি হয়ে যায়, তা হলে নিজ টাকা হতে অতিরিক্ত তার হতে আদায় করে নেওয়া হবে। এটি পারস্পরিক সহযোগিতার একটি পদ্ধতি, যেটিকে আরবিতে বলে اَلتَّاْمِيْنُ التَّعَاوُنِيْ যেহেতু এটি কোনো ব্যবসা কিংবা বিনিময় চুক্তি নয়; বরং পারস্পরিক সহযোগিতার একটি পদ্ধতি এবং এতে অবৈধ হওয়ার কোনো দিক নেই, সুতরাং শরয়ি মতে এটা বৈধ।

সহযোগিতামূলক বীমার অর্থের ওপর জাকাত

সহযোগিতামূলক বীমা অবস্থায় এই জমাকৃত অর্থের ওপর জাকাতের বিস্তারিত আলোচনা হলো এই, যারা অর্থ জমা করিয়েছেন, তারা যদি অংশীদার সদস্য হন, এটাকে ওয়াক্‌ফ না করে থাকেন; বরং প্রত্যেকের অর্থ তার মালিকানাধীন রয়ে যায়, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তির সামগ্রিক অর্থের জাকাত ওয়াজিব হবে। আর বছরের শেষে কমবেশির হিসাব করে অর্থ ফেরত বা অতিরিক্ত আদায় করে নেওয়া হবে।

আর যদি সবাই এই অর্থ ওয়াক্‌ফ করে দেন, তাহলে তখন এ অর্থের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না এবং বছরের শেষে যদি অর্থ বেঁচে যায়, তবে তাও ফেরত দেওয়া হবে না। বরং এবার অবশিষ্ট অর্থগুলো কারবারে লাগিয়ে সবাইকে এর অর্থ অনুপাতে মুনাফা দেওয়া যেতে পারে। واللہ سبحانہ تعالی اعلم

জীবন বীমা বৈধ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : জীবন বীমায় টাকা ফেরত পাওয়া নিশ্চত সম্ভাবনার পর্যায়ে নয়। কেনোনা, এই মেয়াদে যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, যেটি কোম্পানি নির্ধারণ করেছিলো তবে তখন উদাহরণ স্বরূপ ১০, ০০, ০০০ টাকা ফেরত পাবে। আর যদি এই মেয়াদে তার ইন্তেকাল না হয়, তবে তার মূল টাকা ফেরত পাবে। সুতরাং অর্থ ফেরত পাওয়া যেহেতু নিশ্চিত। তাই এটাকে জুয়া এবং ধোঁকা কিভাবে বলবেন? এটি অবৈধ হওয়ার কারণ কি?

জবাব : এটুকু কথা তো যথার্থ যে, টাকা ফেরত পাওয়া নিশ্চিত; তবে এটা জানা নেই যে, কি পরিমাণ অর্থ ফেরত পাবে। হতে পারে যে পরিমাণ অর্থ জমা করেছিলো, সে পরিমাণ অর্থই পাওয়া যাবে। আবার হতে পারে সে ১০,০০,০০০ টাকা পেয়ে যাবে। সুতরাং ধোঁকা তো তার পরেও পাওয়া গেলো। কেনোনা, যদি দুই বিনিময়ের মধ্য হতে কোনো একটিরও পরিমাণ অজানা থাকে, তাহলে বাস্তবে ধোঁকা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এর অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, যে পদ্ধতিতে মূল টাকা ফেরত পাবে, এই মূল টাকার সংগে সুদও পাবে। এ জন্য এটা অবৈধ। আর অনেক কোম্পানি জীবন বীমায় নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইন্তেকাল হওয়ার পদ্ধতিতে মূল টাকা ফেরত দেয় না। তখনও এটি জুয়ার পর্যায়ভুক্ত।

যদি আইনগত ভাবে বীমা করানো আবশ্যক

অনেক ক্ষেত্রে থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স করানো আইনগতভাবেই আবশ্যক হয়। যেমন সড়কে গাড়ি চালানোর জন্য থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স করানো আবশ্যক। যেহেতু গাড়ি চালানোর অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে, সেহেতু আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীনে এই বীমা করানোর অবকাশ রয়েছে। তবে যদি মেনে নিই, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে কারও কোনো ক্ষতি হবে, তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হতে শুধু এই পরিমাণ অর্থ আদায় করা বৈধ, যে পরিমাণ অর্থ সে প্রিমিয়াম বা কিস্তি রূপে আদায় করেছিলো। এর চেয়ে বেশি আদায় করা অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

অনুচ্ছেদ-১৮ : এক বিক্রয়ে দুই বিক্রয় হতে নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে (মতন পৃ.২৩৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ.[৫৫]

১২৩৫। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক বিক্রিতে দুই বিক্রি করতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমর ও ইবনে মাসউদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। আলেমগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি মানে এমন বলবে যে, আমি তোমার কাছে এ কাপড়টি নগদ দশ টাকায় বিক্রি করছি, আর বাকিতে বিশ টাকায়

---

[৫৫] নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيعتين في بيعة।

এবং কোনো একটি বিক্রয়ের ওপর অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং যখন একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন কোনো অসুবিধা নেই, এই বিক্রির চুক্তির মধ্যে যখন যে কোনো একটির ওপর চুক্তি সম্পন্ন।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি হতে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এর অর্থ- সে বলবে, আমি আমার এ বাড়ি তোমার কাছে এতো টাকায় বিক্রি করছি এই শর্তে যে, তুমি আমার কাছে এতো মূল্যে তোমার গোলাম বিক্রি করবে। সুতরাং যখন আমার জন্য তোমার গোলাম আবশ্যক হয়ে যাবে তোমার জন্য আমার বাড়ি আবশ্যক হয়ে যাবে। এটা হলো, সুনির্দিষ্ট মূল্য ব্যতিত বেচা-কেনা হতে বিচ্ছেদ। কিসের ওপর চুক্তি হয়েছে তা ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ জানে না।

দরসে তিরমিযী

এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে যে, এই হাদিসের অর্থ কি?। অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেন, এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, এক চুক্তিতে অন্য চুক্তির শর্তারোপ করা। যেমন এমন বলা যে, আমি এ বিক্রি এ শর্তে করছি যে, তুমি আমার সংগে অমুক লেনদেন করবে। কিংবা উদাহরণস্বরূপ এমন বলবে- أَبِيْعُكَ دَارِيْ هٰذِهٖ بِكَذَا بِشَرْطِ اَنْ تَبِيْعَنِيْ غُلَامَكَ بِكَذَا অর্থাৎ, আমি আমার এ বাড়ি এতো টাকায় এ শর্তে বিক্রি করছি যে, তুমি স্বীয় গোলাম আমার কাছে এতো টাকায় বিক্রি করবে। এতে যেহেতু বাড়ি বিক্রিকে গোলাম বিক্রির সংগে শর্তায়িত করা হয়েছে, সেহেতু এটি এক বিক্রিতে দুই বিক্রির অন্তর্ভূক্ত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হতে নিষিদ্ধ করেছেন। এর অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, এতে চুক্তির সংগে এমন একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যেটি চুক্তির দাবি বিপরীত। বস্তুত যে শর্ত চুক্তির দাবি বিপরীত হয় সেটি চুক্তি ফাসেদ হওয়ার কারণ হয়।

দোদুল্যমান মূল্যের সংগে চুক্তি অবৈধ

অনেক ইসলামি আইনবিদ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ এর ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, চুক্তিতো একটিই হবে; কিন্তু এই চুক্তিতে মূল্য দোদুল্যমান থাকবে। যেমন- কোনো ব্যক্তি অন্য একজনকে বললো, যদি এই কিতাবটি তুমি নগদ ক্রয় কর, তবে দশ টাকায় বিক্রি করছি। আর যদি বাকিতে ক্রয় কর, তাহলে পনেরো টাকায় বিক্রি করছি। ক্রেতা বললো, আমি কবুল করছি। এটি নির্ধারিত হলো না যে, নগদ ক্রয় করলো, না বাকিতে। সুতরাং যেহেতু তখন মূল্য দোদুল্যমান হয়ে গেলো, সেহেতু এই ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত নয়। অবশ্য যদি সে মজলিসে ক্রেতা বলে, আমি নগদ ক্রয় করছি কিংবা বাকিতে ক্রয় করছি, তবে তখন যেহেতু মূল্য দোদুল্যমান থাকল না; বরং সুনির্দিষ্ট হয়ে গেলো, তাই এই বেচা-কেনা বৈধ।

বাকি বিক্রিতে মূল্য সংযোজন বৈধ

অনেকের ধারণা হলো, যে জিনিস নগদ দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, এটাকে বাকিতে পনের টাকায় বিক্রি করা সুদ। কেনোনা, মূল্যে যে পাঁচ টাকা সংযোজিত হচ্ছে, সেটি হচ্ছে মেয়াদের বিনিময়ে। এ ধারণা ঠিক না। ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য হতে কেউ এটাকে সুদ সাব্যস্ত করেন নি। কেনোনা, সুদ তখন হয়, যখন লেনদেনে উভয় পক্ষ হতে নগদ টাকা হয়। তবে যদি কোনো লেনদেনে এক দিকে নগদ টাকা অপরদিকে টাকা নয় বরং কোনো মাল আসবাব থাকে, তাহলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে না।

বিক্রয়দ্রব্যের মূল্যে যেমনভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকে, তেমনি যদি বাকির কারণে বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, তবে শরয়ি মতে তাতে কোনো নিষিদ্ধতা নেই। কেনোনা, মূল্য তো একটি সুনির্দিষ্ট বস্তুর। অবশ্য যখন এর মূল্য একবার ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং এবার পরবর্তীতে এর মূল্য বেশকম হবে না।

একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য

এই মাসআলায় ও সুদি লেনদেনে একটি খুবই সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এক পদ্ধতি তো হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, এ কিতাবটি আমি তোমার নিকট পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছি। তবে যদি তুমি এই পঞ্চাশ টাকা এক মাস পরে আমাকে দাও, তাহলে আমাকে তোমার পক্ষ হতে তখন অতিরিক্ত আরো দু'টাকা দিতে হবে। এটা সুদি লেনদেন। কেনোনা, মূল্য যখন পঞ্চাশ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর এখন যে দু'টাকা অতিরিক্ত নিচ্ছে, এটি সুদ। কেনোনা, সে পঞ্চাশ টাকা ক্রেতার দায়িত্বে ঋণ হয়ে গিয়েছিলো। সে ঋণকে পিছিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দু'টাকা সুদ নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই লেনদেন অবৈধ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, বিক্রেতা বলবে, এক মাস পর আদায় করলে এর মূল্য ৫২ টাকা। এই লেনদেন বৈধ। কেনোনা, এমতাবস্থায় পূর্ণ ৫২ টাকা কিতাবের দিকে সম্বোধিত হচ্ছে, আর কিতাবের বিনিময় হচ্ছে। অথচ প্রথম পদ্ধতিতে কিতাবের মূল্য তো পঞ্চাশ টাকা নির্ধারিত হয়ে গেছে। তবে ঋণের মেয়াদ পিছিয়ে দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত যে দু'টাকা আদায় করা হচ্ছে, সেটি সুদ।

মূল্য বাড়ানো অবৈধ

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন কিতাবের মূল্য একবার বায়ান্ন টাকা নির্ধারিত হয়েছে, সুতরাং এখন তাতে বেশ-কম হবে না। তাই; যদি ক্রেতা এক মাস পরে মূল্য আদায় না করে এবং দু'মাস কিংবা তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে তখন কিতাবের মূল্য বাড়বে না। এর বিপরীত সুদি পদ্ধতিতে যখন বিক্রেতা বললো যে, এ কিতাবটির আসল মূল্য তো ৫০ টাকা। তবে এক মাস পর দু'টাকা সুদ মিলিয়ে ৫২ টাকা আদায় করবে। অতপর যখন সে ক্রেতা এক মাস পর ৫২ টাকা দিবে না, তখন সুদে আরো দু'টাকা বৃদ্ধিতে ৫৪ টাকা আদায় করতে হবে, আর যদি দু'মাস পরেও আদায় না করে, তাহলে দু'টাকা সুদের আরো অন্তর্ভুক্ত হয়ে ৫৬ টাকা আদায় করতে হবে। এটা সুদি লেনদেন। যেটা অবৈধ এবং হারাম।

কিস্তিতে বেশি মূল্যে ক্রয় করা বৈধ

যে সব দোকানদার কিস্তিতে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে, তারা সাধারণ বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে বিক্রি করে। যেমন- একটি মোটর সাইকেলের মূল্য সাধারণ বাজারে ত্রিশ হাজার টাকা। তবে কিস্তিতে বিক্রেতা ৩৫,০০০ টাকা এর মূল্য ধরবে। এবার যদি এর মূল্য সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং কিস্তিগুলো নির্ধারিত হয়ে যায় যে, কত কিস্তিতে তা আদায় করা হবে, তবে এই পদ্ধতি বৈধ। অবশ্য যদি ক্রেতা কোনো কিস্তি সময় মত আদায় না করে, তাহলে এর কারণে মূল্য বাড়বে না। কেনোনা, একবার যেহেতু মূল্য নির্ধারণ হয়ে গেছে তাই এতে পরবর্তীতে আরো বৃদ্ধি করা অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهٗ

অনুচ্ছেদ-১৯ : মালিকের নিকট অনুপস্থিত জিনিস বিক্রি করা নিষিদ্ধ (মতন পৃ. ২৩৩)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضــ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِيْ مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ اَبْتَاعُ لَهٗ مِنَ السُّوْقِ ثُمَّ اَبِيْعُهٗ, قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.[৪৬]

---

[৪৬] আবু দাউদ : বুয়ূ'- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيع ما ليس عند البائع।

১২৩৬। অর্থ : হাকেম ইবনে হিজাম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, অনেক সময় আমার নিকট কেউ কেউ এসে এবং আমার কাছে এমন জিনিস বিক্রয় কামনা করে, যেটি আমার কাছে থাকে না। তখন আমি এমন করি যে, প্রথমে সে দ্রব্যটি বাজার হতে ক্রয় করি তারপর তা বিক্রি করে দেই। সে সাহাবির প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো, যদিও সে জিনিস আমার কাছে নেই; তবে বাজার হতে ক্রয় করে তা আমি তাকে দিয়ে দিবো। সুতরাং ক্রয়ের আগে তার কাছে বিক্রয়ের এই লেনদেন করা আমার জন্য বৈধ হবে কি না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে জিনিস তোমার নিকট নেই সেটি তুমি বিক্রি করো না। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, যে জিনিস মানুষের মালিকানায় নেই, তা বিক্রি করা তার জন্য অবৈধ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ.

১২৩৭। অর্থ : হাকেম ইবনে হিজাম রা. বলেছেন, যা আমার নিকট নেই আমাকে এমন জিনিস বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিসটি বর্ণিত আছে।

হজরত ইসহাক ইবনে মানসুর রহ. বলেছেন, আমি আহমদকে জিজ্ঞেস করেছি- نَهْى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ এর অর্থ কি? তিনি বললেন, কাউকে করজ দিবে তারপর এর ওপর ভিত্তি করে বেচা-কেনা করবে অতিরিক্তের শর্তে। এটারও সম্ভাবনা আছে যে, কোনো বিষয়ে সে সলম (অগ্রিম টাকায় বেচা-কেনা) করবে তারপর সে বলবে, যদি সে জিনিস তোমার কাছে প্রস্তুত না থাকে তবে তা তোমার কাছে বিক্রি করা হলো।
হজরত ইসহাক রহ. বলেছেন, অর্থাৎ, ইবনে রাহওয়াইহ যেমন বলেছেন। ইমাম আহমদ রহ. যেমনটি।

আহমদ রহ. কে আমি জিজ্ঞেস করলাম- بَيْعُ مَا لَمْ تَضْمَنْ সম্পর্কে? তিনি বললেন, এটা আমার মতে শুধু খাদ্যের ক্ষেত্রেই হবে যতোক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো তুমি কব্জা না কর তথা আয়ত্তে না আন। ইসহাক রহ. বলেছেন, যেমন তিনি বলেছেন, সেসব জিনিসে যেগুলো মাপা হয় কিংবা ওজন দেওয়া হয়।

আহমদ রহ. বলেছেন, কেউ যখন বলবে, আমি তোমার কাছে এ কাপড়টি বিক্রি করছি ও এর সেলাই ও ধৌত করার দায়িত্ব আমার ওপর। এটা এক বিক্রিতে দুই শর্তের মতো। আর যখন বলবে, আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করছি আর এর সেলাইয়ের দায়িত্ব আমার ওপর তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিংবা যদি বলে, আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করছি, আর এটি ধোলাই করার দায়িত্ব আমার ওপর তবে কোনো অসুবিধা নেই। কেনোনা, এটি তো কেবল একটি শর্ত। ইমাম ইসহাক রহ. বলেছেন- তিনি যেমনটি বলেছেন।

দরসে তিরমিযী

মালিকানাধীন নয় এমন দ্রব্য বিক্রয়ে ত্রুটি

বর্তমানে যে লটারি চালু আছে, তাতে এমনটিই হয়ে থাকে অর্থাৎ একজনের নিকট কোনো একটি দ্রব্য মজুদ নেই। তবে সে এই আশায় পরে বিক্রি করে যে যখন দেওয়ার সময় হবে, তখন বাজার হতে ক্রয় করে দিয়ে

দিবে। তা হতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। বাহ্যত তো এখানে অসুবিধা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেনোনা যে জিনিস সে বিক্রি করছে, যদিও সেটি তার কাছে এখন মজুদ নেই; কিন্তু সামনের দোকানে মজুদ আছে। এখন দুই মিনিটের ভেতরে সেখান হতে এনে তাকে দিয়ে দিবে। তবে তা সত্ত্বেও আদেশ হলো এখন বিক্রি করো না। বরং তুমি সেখান হতে সে জিনিস ক্রয় করে আনো। যখন সে জিনিস তোমার মালিকানায় আসবে, বিক্রি করো তখন।

অমালিকানাধীন জিনিস বিক্রি করাতে যদিও বাহ্যত কোনো অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে প্রশ্ন হলো মূলনীতির। কেনোনা, যদি একবার এই অনুমতি দেওয়া হতো যে, মানুষ অমালিকানাধীন একটি জিনিস বিক্রি করতে পারে, তাহলে এর ফলে লটারির দরজা জানালা খুলে যায়। কেনোনা, লটারির মধ্যে এটাই হয় যে, একজন মানুষের হাতে এবং তার মালিকানায় এক পয়সারও মাল নেই। তবে সে কোটি কোটি টাকার কারবার করে।

লটারি বলা হয় কাকে?

লটারির পদ্ধতি হলো : যেমন ধরুন, জায়েদ হিসেব করে দেখলো, আজকের বাজারে গমের মূল্য প্রতি কিলো এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং আজকাল এর মূল্য কমে যাচ্ছে।

তাই কয়েক দিন পর এর মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা হয়ে যাবে প্রতি কিলো। তবে তার পর এক মাস পরে এর মূল্য পুনরায় বেড়ে যাবে এবং এক টাকা সত্তর পয়সা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তখন জায়েদ চিন্তা করলো, এখন গম বিক্রি করবো। আর যখন মূল্য কমবে, তখন পুনরায় ক্রয় করে নেবো। তাই সে খালেদকে বললো, আমি দশ মন গম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা কিলো হিসেবে আজকে বিক্রি করছি। বস্তুত তার কাছে কিছুই ছিলো না। এখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে গেছে। অপর দিকে খালেদ হিসাব করে দেখল, আমি এই গম প্রতি কিলো এক টাকা বায়ান্ন পয়সায় বিক্রি করবো, তাহলে আমার এতো মুনাফা হবে। সুতরাং আবিদের কাছে দশমন গম এক টাকা বায়ান্ন পয়সা কিলো দরে বিক্রি করে দিলো। তারপর আবিদ নিজে হিসাব করে পরে জাহিদের কাছে এক টাকা চুয়ান্ন পয়সা প্রতি কিলো হিসাবে বিক্রি করলো। এমনভাবে এখানে চার পাঁচটি সদায় হয়ে গেলো। যখন পরিশোধের সময় হলো, তখন তারা মিলে পরামর্শ করলো, এবার কেউ গিয়ে দশমণ গম বাজার হতে এনে অন্য আরেক জনের কাছে অর্পণ করবে। আমরা পরস্পরে হিসাব করছি যে, এই ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে কার কত লাভ হলো এবং কত ক্ষতি হলো। তারপর পরস্পরে টাকা পয়সার লেনদেন করে। যেটাকে আজকাল ডিফারেন্স বরাবর করা বলে। অর্থাৎ, ব্যবধান সমান করে নেয়। যেমন খালেদ এবং আবিদের লেনদেনে দু'পয়সা প্রতি কিলোতে যে পার্থক্য ছিলো, তা লেনদেন করে ফেলেছে। বাকি কিছুই করেনি। গম আনেওনি, দেয়ওনি। লটারি বলা হয় এটাকেই।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ حَتّٰي ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.[৪৭]

১২৩৮। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, করজ এবং বিক্রি একসংগে করা অবৈধ। বিক্রয়ের সংগে দুই ধরনের শর্ত জুড়ে দেওয়া অবৈধ। লোকসানের দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত লভ্যাংশ নেওয়াও অবৈধ। যে জিনিস তোমার আয়ত্তে নেই; তা বিক্রি করা অবৈধ।

---

[৪৭] আবু দাউদ : বুয়ূ'- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيع ما ليس عند البائع।

ইমাম তিরিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত হাকেম ইবনে হিজাম রা. এর হাদিসটি حسن। এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। এটি আইয়ূব সাখতিয়ানী ও আবু বিশর বর্ণনা করেছেন ইউসুফ ইবনে মাহাক-হাকেম ইবনে হিজাম রেওয়ায়েতে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি, হজরত আউফ ও হিশাম ইবনে হাসসান-ইবনে সিরিন, হাকেম ইবনে হিজাম সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি مُرْسَلٌ। এটি কেবল ইবনে সিরিন-আইয়ুব সাখতিয়ানি-ইউসুফ ইবনে মাহাক-হাকেম ইবনে হিজাম রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ وَاَبُوْ سَهْلٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ.

১২৩৯। অর্থ : হাকেম ইবনে হিজাম রা. বলেন, যা আমার নিকট নেই এমন জিনিস বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম তিরিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ওয়াকি, ইয়াজিদ ইবনে ইবরাহিম-ইবনে সিরিন-আইয়ুব-হাকেম ইববে হিজাম সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি "ইউসুফ ইবনে মা'হাক হতে" কথাটি উল্লেখ করেননি তবে আবদুস সামাদের বর্ণনাটি أصح।

হজরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছির এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইয়া'লা ইবনে হাকেম-ইউসুফ ইবনে মা'হাক-আবদুল্লাহ ইবনে ইসমা'-হাকেম ইবনে হিজাম সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

সংখ্যাগরিষ্ট ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাদের মতে ব্যক্তির কাছে যা নেই তা বিক্রি করা মাকরূহ।

দরসে তিরমিযী

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ, وَلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ, وَلَا رِبْحِ مَالَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.[৪৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি আদেশ বর্ণনা করেছেন। প্রথম আদেশ এই বর্ণনা করেছেন যে, لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ অর্থাৎ, করজ এবং বিক্রি একসংগে করা হালাল নয়। এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে-

এক অর্থ, কোনো ব্যক্তি বিক্রির মধ্যে ঋণের শর্ত আরোপ করলো। সে বললো, আমি তোমার নিকট হতে অমুক জিনিস কিনেছি। তবে শর্ত হলো, তুমি আমাকে এতো টাকা ঋণ দাও, এটা অবৈধ। কেনোনা, বিক্রয়ের সংগে এমন শর্ত আরোপ করা হচ্ছে, যেটি চুক্তির দাবির বিপরীত।

---

[৪৮] আবু দাউদ : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيع ما ليس عند البائع।

بيع العينة অবৈধ

لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ এর দ্বিতীয় অর্থ, এক ব্যক্তির ঋণের প্রয়োজন ছিলো। সে আরেকজনের কাছে ঋণ চেয়েছিলো। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত ঋণ দিবো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার থেকে অমুক জিনিস এতো টাকায় ক্রয় না করো। যেমন একটি কিতাবের মূল্য বাজারে পঞ্চাশ টাকা আছে। তবে ঋণ দাতা বলছে, তুমি আমার থেকে এ কিতাবটি একশ' টাকায় ক্রয় করে নাও, তাহলে আমি তোমাকে করজ দিবো। এমনভাবে সে এই ঋণের ওপর সরাসরি সুদের তো দাবি করছে না। তবে সে এর সংগে একটি বিক্রি আবশ্যক করে দিলো এবং এতে অতিরিক্ত মূল্য নিয়ে নিলো। এভাবে পরোক্ষভাবে সে সুদ আদায় করে নিলো। এটাকে বাইউল ঈনাও বলে এবং এটা সুদ অর্জনের একটি কৌশল। তাই হারাম এবং অবৈধ।[৪৯]

তৃতীয় অর্থ, অন্য আরেক জনের কাছে بَيْعُ سَلَمٍ করতে গিয়ে এক ব্যক্তি বললো, তুমি এটা একশ টাকায় নিয়ে নাও। এক মাস পর আমাকে এক মণ গম দিয়ে দিবে। সংগে সংগে তাকে এটাও বলে দেয়, যদি কোনো কারণে তুমি এক মাস পর এক মণ গমের ব্যবস্থা করে দিতে না পারো, তাহলে সে গম আমি তোমাকে একশ' বিশ টাকায় বিক্রি করে দিলাম। উদ্দেশ্য হলো, এই পদ্ধতিতে তুমি এক মাস পর একশ' দশ টাকা আদায় করবে। এটাও অবৈধ। কেনোনা, এটাও সুদ আদায় করার একটি কৌশল। মধ্যখান হতে গম উঠে গেছে। আর একশ' টাকায় একশ' দশ টাকা আদায় করে নিয়েছে।

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ এর এই তিনটি অর্থই ওলামায়ে কেরামের মাঝে প্রচলিত।

চুক্তির দাবির বিপরীত শর্ত লাগানো অবৈধ

وَلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ এক বিক্রিতে দুই শর্তা আরোপ করার নিয়ম নেই এবং তা হয় না। হানাফিগণ এবং অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের মতে এর অর্থ, এক শর্ত তো চুক্তিতে আক্‌দ অনুযায়ী হয়। যেমন, এই শর্ত যে, বিক্রেতা ক্রেতার কাছে مَبِيْع অর্পণ করবে। এই শর্ত আরোপ করা বৈধ। তবে এর সংগে অন্য এমন কোনো শর্তারোপ করা অবৈধ। যেটি চুক্তির দাবির বিপরীত। তাই এই হাদিসের ভিত্তিতে হানাফিগণ বলেন, যদি ক্রয়-বিক্রয়ে আক্‌দের দাবির বিপরীত কোনো শর্ত হয়, তা হলে এর দ্বারা আক্‌দও ফাসেদ হয়ে যায় এবং শর্তও ফাসেদ হয়ে যায়, অবশ্য সংগে সংগে হানাফিগণ এটাও বলেন, "যে শর্ত আক্‌দের দাবির বিপরীত হয় এবং যা দ্বারা আক্‌দ ফাসেদ হয়ে যায়, সেটি এমন শর্ত হওয়া উচিত, যাতে চুক্তিকারকদ্বয়ের যে কোনো এক জনের মুনাফা হয়। কিংবা যার ওপর চুক্তি করেছে, তার কোনো লাভ হয়। যেমন বিক্রেতা বললো, আমি এই জিনিসটি বিক্রি করছি। তবে শর্ত হলো, তুমি আমার বাগানে দৈনিক এক মাস পর্যন্ত পানি দিবে। স্পষ্ট বিষয় যে, এই শর্তের মধ্যে বিক্রেতার লাভ রয়েছে। এমনভাবে যদি ক্রেতা এই শর্তই আরোপ করে তখন তাতে ক্রেতার লাভ। তাই এই শর্ত আক্‌দ ফাসেদ হওয়ার কারণ। তৃতীয় পদ্ধতি, এই শর্তের কারণে যার ওপর ভিত্তি করে চুক্তি করা হয়েছে, তার লাভ হবে। যেমন- যার ওপর চুক্তি হয়েছে, সেটি একটি গোলাম। বিক্রেতা শর্তারোপ করলো, আমি এই গোলাম এই শর্তে বিক্রি করছি যে, তাকে তুমি প্রত্যেহ পোলাও কোরমা খাওয়াবে। এই শর্তের কারণে যার ওপর চুক্তি হয়েছে, তার লাভ হয়। তাই এই শর্তে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

---

[৪৯] বিস্তারিত দ্র.- ইলাউস সুনান : ১৪/১৭৭, রদ্দুল মুহতার : ৫/২৭৩।

চুক্তির অনুকূল শর্ত লাগানো বৈধ

তবে ক্রয়-বিক্রয়ে যদি কেউ এমন শর্ত লাগায় যেটি চুক্তির দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো নয়, তবে তার সংগে সংগতিপূর্ণ এবং এই চুক্তিটিকে পাকাপোক্ত করার জন্য প্রয়োজন। তাহলে এমন শর্তারোপ করা হানাফিদের মতে বৈধ। এর কারণে চুক্তি ফাসেদ হবে না। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা বললো, আমি এর মূল্য এক মাস পরে দিব। বিক্রেতা বললো, আমি মঞ্জুর করলাম। তবে শর্ত হলো, এক মাস পর প্রদান করার ওপর তুমি আমাকে জিম্মাদারের ব্যবস্থা করে দাও, যে এর দায়িত্ব নিবে যে, যদি তুমি পয়সা না দাও, তাহলে সে জিম্মাদার আদায় করে দিবে, যেহেতু এতে জিম্মাদারের শর্ত বিক্রেতার পক্ষ হতে চুক্তির জন্য সমীচীন, সেহেতু একারণে আক্দ ফাসেদ হবে না। কিংবা বিক্রেতা এ শর্ত আরোপ করলো যে, এই মূল্যের বিনিময়ে তুমি এক মাস পর্যন্ত আমার নিকট কোনো জিনিস বন্ধক রাখো। বন্ধকের শর্ত যেহেতু চুক্তির সংগে সংগতিপূর্ণ তাই এমন শর্তারোপ করা বৈধ।

পরিচিত শর্তারোপ করা বৈধ

চুক্তিতে যদি এমন কোনো শর্ত আরোপ করা হয় যেটি চুক্তির দাবির বিপরীত হলেও, তবে ব্যবসায়ীদের ওরফে সে শর্ত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত, তাহলে এই সুরতে যেনো আক্দের দাবির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এমন শর্ত আরোপ করাও বৈধ। যেমন, ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, উদাহরণ স্বরূপ ক্রেতা বলেছে, আমি এই জুতা তোমার থেকে হতে এই শর্তে ক্রয় করছি যে, তুমি এতে আমার জন্য তলা লাগিয়ে দিবে। যেহেতু জুতার তলা লাগানো এমন একটি শর্ত, যেটি ওরফে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এমন শর্ত আরোপ করা বৈধ। যেমন, আজকাল বাজারে এমন বহু জিনিস বিক্রি হয়, যাতে বিক্রেতা বলে, আমি এক বছর পর্যন্ত এর ফ্রি সার্ভিস দিবো। স্পষ্ট বিষয় যে, এই ফ্রি সার্ভিসের ব্যবস্থা করা চুক্তির দাবির মধ্যে তো অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এই শর্ত বৈধ। সুতরাং যদি ক্রেতা এই শর্তারোপ করে যে, আমি এই শর্তে ক্রয় করছি যে, তুমি এক বছর পর্যন্ত এর ফ্রি সার্ভিস দিবে, তবে এই শর্তের কারণে চুক্তি ফাসেদ হবে না।

এই তাফসিল হানাফিদের মতে যে, কোন শর্তে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় আর কোন শর্তে চুক্তি বাতিল হয় না?

আল্লামা ইবনে শুবরুমা রহ. এর মাজহাব

এ মাসআলায় অন্যান্য ইসলামি আইনবিদের কিছুটা মতপার্থক্য ছিলো। আগের ফোকাহায়ে কেরামের মধ্য হতে আল্লামা ইবনে শুবরুমা রহ. বলেন, বেচা-কেনার মধ্যে কোনো শর্তারোপ চুক্তি ফাসেদ হওয়ার কারণ না। সুতরাং যদি উভয় পক্ষের সম্মতিতে চুক্তিতে কোনো শর্তারোপ করে, তখনও বেচা-কেনা বৈধ। শর্ত বাতিল হবে না এবং বেচা-কেনাও ফাসেদ হবে না।

তিনি জাবের রা. এর মশহুর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেন; যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি মুস্তালাক যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন, হজরত জাবের রা.ও তখন সংগে ছিলেন, তাঁর কাছে জয়িফ এবং আড়িয়াল ধরণের একটি উট ছিলো। যেটি ঠিক মতো চলছিলো না। যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তখন তিনি একটি গাছের ডাল ভেঙে সে উটটিকে আঘাত করলেন। তখন উটটি দ্রুত চলতে আরম্ভ করলো এবং সর্বাগ্রে চলে গেলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উটতো খুব দ্রুতগামী হয়ে গেলো। এই উট তুমি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। জাবের রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই উট আমার পক্ষ হতে এমনিই রেখে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমনিই নিবো না, বরং মূল্য দিয়ে নিবো। জাবের রা. জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এর বিনিময়ে কত মূল্য দিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, এর কত মূল্য নিবে? জাবের রা. বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক উকিয়া রূপার বিনিময়ে বিক্রি করছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, এক উকিয়া রূপায় অনেক উট এসে যায়। এ কথাটি তিনি মজাক করে বলেছিলেন। তারপর তিনি সে উটটি তার কাছ হতে ক্রয় করে নিলেন। জাবের রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট অন্য কোনো আরোহি নেই। এ জন্য আমি এই উটের ওপর সওয়ার হয়ে মদিনা তাইয়িবা পর্যন্ত যাবো। সেখানে গিয়ে এটি আপনার কাছে অর্পণ করবো। তিনি তা মঞ্জুর করে নিলেন।

ইবনে শুবরুমা রহ. এই ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন যে, জাবের রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উট বিক্রি করেছিলেন। তবে সংগে সংগে এই শর্তও আরোপ করেছেন যে, মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত আমি এর ওপর আরোহণ করবো। যদিও এই শর্ত চুক্তির দাবি বিপরীত ছিলো। তবে তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চুক্তি ও শর্তটিকে অবশিষ্ট থাকতে দিয়েছেন। এর ফলে বুঝা গেলো, শর্তারোপের ফলে বেচা-কেনা ফাসেদ হয় না।

ইবনে লায়লা রহ. এর মাজহাব

ইমাম ইবনে লায়লা রহ. বলেন, যদি ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তির দাবি বিপরীত কোনো শর্ত আরোপ করা হলে তা ফাসেদ হয়ে যায়। বেচা-কেনা ফাসেদ হয় না। সুতরাং সে শর্ত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না। ইবনে আবু লায়লা রহ. বারিরা রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। হজরত বারিরা রা. অন্য কারও বাঁদি ছিলেন, আয়েশা রা. যখন তাঁকে ক্রয় করতে চাইলেন। তখন তাঁর মালিক বললো, আমি তাকে এই শর্তে বিক্রি করবো যে, তার ওয়ালার মালিক হবো আমরা। শরিয়তের মাসআলা হলো, যে ব্যক্তি যে গোলাম মুক্ত করে তার মুক্তকৃত গোলামের মৃত্যুও সময় তার সম্পদের ওয়ারিস সেই হয়, যে তাকে মুক্ত করে। আর এই মালকে 'ওয়ালা' বলা হয়।

সারকথা হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমি কি করবো? বিক্রেতা তো এই শর্তে বিক্রি করছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই শর্ত সহকারে ক্রয় করে নাও। কেনোনা, শর্তের কোনো লাভ নেই। কেনোনা, শরিয়তের মাসআলা হলো, মুক্তকারি ওয়ালা পাবে, অন্যরা পাবে না। সুতরাং সে শর্ত বেকার হয়ে যাবে। এ জন্য হজরত আয়েশা রা. হজরত বারিরা রা. কে এই শর্তে ক্রয় করে নিয়েছেন। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বেচা-কেনা বৈধ এবং শর্ত বাতিল।

ইমাম ইবনে আবু লায়লা রহ. এই ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, এর দ্বারা বুঝা গেলো, যদি বেচা-কেনায় চুক্তির দাবি বিপরীত কোনো শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে সে শর্তটিই ফাসেদ হবে। তবে বেচা-কেনা বাতিল হবে না।

অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের মাজহাব

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফেয়ি রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. বলেন, শর্তারোপের কারণে বেচা-কেনাও বাতিল হয়ে যায়। তাঁরা এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। কেনোনা, এতে বেচা-কেনায় শর্তারোপ হতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য এই তিন ইমামের পারস্পরিক অবস্থানে সামান্য সামান্য পার্থক্য আছে। আমরা পেছনে উল্লেখ করেছি, যদি সে শর্ত চুক্তির সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, কিংবা সে শর্ত প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে হানাফিদের মতে এমন শর্তারোপ বৈধ। অথচ শাফেয়িদের মতে প্রসিদ্ধ শর্তারোপও অবৈধ। আর মালেকিগণ বলেন, শুধু চুক্তির দাবি বিপরীত হওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হয় না। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে শর্তটি চুক্তির বিরোধী না হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে এই শর্ত আরোপ করলো যে, আমি এই জিনিসটি বিক্রি করছি, তবে এই শর্তে যে, এক বছর এর মালিকানা তোমার দিকে হস্তান্তরিত হবে না। যেহেতু এই শর্তটি চুক্তির বিপরীত, কারণ, চুক্তির দাবি হলো, মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়া একারণে এই শর্তের ফলে

চুক্তিও ফাসেদ হয়ে যাবে। সারকথা, এই তিন ইমামের পারস্পরিক সামান্য মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, শর্তের কারণে চুক্তিতো বাতিল হয়েই যায়; সংগে শর্তও বাতিল হয়ে যায়।

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাজহাব

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মতে, চুক্তিতে যদি একটি শর্ত আরোপ করে, তাহলে এটা বৈধ। তবে দু'টি শর্ত আরোপ করলে অবৈধ। এর ফলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন ক্রেতা বললো, আমি তোমার কাছ হতে এ কাপড়টি এই শর্তে ক্রয় করছি যে, তুমি এটিকে সেলাই করে দিবে। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে এই বেচা-কেনা বৈধ। আর যদি ক্রেতা দু'টি শর্ত লাগায় এবং বলে, আমি এই শর্তে কাপড় খরিদ করছি যে, তুমি এটিকে সেলাই করেও দিবে এবং প্রতি সপ্তায় ধুয়ে দিবে। তখন এক চুক্তিতে দু'টি শর্ত হওয়ার কারণে এই লেনদেন ফাসেদ হয়ে যাবে। তিনি এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করেন। সেটি হলো, لَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ। এতে شَرْطَانِ শব্দটি দ্বি'বচন। যার অর্থ দু'টি শর্ত আরোপ করা অবৈধ, এক শর্ত আরোপ করা বৈধ।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. সেই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যেটি ইমাম সাহেব রহ. স্বয়ং নিজ গ্রন্থ جامع المسانيد এ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

شَرْطٌ শব্দটি এতে এক বচন। এর হতে বুঝা গেলো, একটি শর্ত আরোপ করাও অবৈধ। বাকি আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য شَرْطَانِ এর বিষয়টি। এর জবাব হলো, একটি শর্ততো প্রথম হতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তিতে মজুদ থাকে। সেটি হলো বিক্রেতা বিক্রয়দ্রব্য ক্রেতার কাছে অর্পণ করবে। তা ছাড়া যদি অন্য কোনো শর্ত আরোপ করে, তা হলে দু'টি শর্ত হয়ে যাবে। যে গুলোকে শরিয়ত অবৈধ বলেছে।

ইবনে শুবরুমা রহ. এর দলিলের জবাব

আল্লামা ইবনে শুবরুমা রহ. দলিল পেশ করেন হজরত জাবের রা. এর ঘটনা দ্বারা। এর জবাব হলো, মূলত তো বেচা-কেনা হয়েছিলো সাধারণভাবেই। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের পরেও জাবের রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে অন্য কোনো সওয়ারি নেই। সুতরাং আপনি আমাকে মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত এর ওপর আরোহণ করার অনুমতি দিন। তাই তিনি এর অনুমতি দান করেছেন। এর দলিল হলো মুসনাদে আহমদের একটি বর্ণনায় রয়েছে, হজরত জাবের রা. উটটিকে বিক্রি করে উট হতে নেমে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে যান। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উট হতে নেমে দাঁড়িয়ে গেলে কেন? তখন তিনি জবাব দিলেন যে, এখন এই উটটি আপনার। আপনি এটি আয়ত্তে নিয়ে নিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন না, মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত তুমিই আরোহণ করো। এর দ্বারা বুঝা গেলো, হজরত জাবের রা. শুধু শর্তারোপ করেননি তা নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি মনে মদিনা পর্যন্ত আরোহণ করার অনুমতি দান করেছিলেন।

صحيح বোখারিতে ইমাম বোখারি রহ. বলেছেন, এতে রেওয়ায়াত বিভিন্ন রকম আছে। অনেক রেওয়ায়াতে শর্তারোপের উল্লেখ রয়েছে। আবার অনেকটিতে শর্তারোপের উল্লেখ নেই। বোখারি রহ. সে সব হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যেগুলোতে শর্তারোপের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য যে সব রেওয়ায়াতে শর্তারোপের উল্লেখ নেই

সেগুলোও সনদগত ভাবে صحيح। এ জন্য উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আদেশ পদ্ধতি হচ্ছে, যে সব বর্ণনাকারি শর্তারোপের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা অর্থগতভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর শর্তটি ছিলো বাহ্যিক আকারের। তাই এটাকে শর্তের শব্দে প্রকাশ করেছেন। সেটি মূলত শর্ত নয়।

তাহাবি রহ. এর পক্ষ হতে দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয়, জাবের রা. এর সংগে যে লেনদেন হয়েছিলো সেটি শুধু বাহ্যিক চুক্তি ছিলো। বাস্তবে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যই ছিলো না। কেনোনা, এই ঘটনাতে এটিও লিখেছেন যে, হজরত জাবের রা. যখন মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেছেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জাবের রা.কে ডাকিয়ে বললেন, তোমার উটের মূল্য নিয়ে নাও। হজরত জাবের রা. তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টাকা পয়সা দিলেন কিছু অতিরিক্তও দিলেন। যখন হজরত জাবের রা. অর্থকড়ি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! টাকা পয়সা নিয়ে নিলাম এবার বাড়িতে যাচ্ছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এইতো তোমার উট দাঁড়িয়ে আছে। এটাও নিয়ে যাও। এমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টাকা পয়সাও দিয়ে দিলেন। আবার উটও ফেরত দিলেন। এর দ্বারা পরিষ্কার স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয় ছিলো না। বরং মূলত হজরত জাবের রা. কে দান করা ও সম্মান করা উদ্দেশ্য ছিলো। আর এর জন্য এটিকে একটি বাহানা বানিয়েছেন। যাতে এর মাধ্যমে একটি মজাক বা কৌতূহলও হয়ে যায়। সুতরাং যখন বাস্তবে বেচা-কেনা ছিলোই না, সেহেতু এর মধ্যে যদি এই শর্ত আরোপ করে যে, মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত আরোহণ করবো, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং এর মাধ্যমে এমন বেচা-কেনার ক্ষেত্রে দলিল পেশ করা যাবে না, যেখানে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হলো বেচা-কেনা। যেমন এটি একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ছিলো। এটি সংঘটিত হয়েছিলো জাবের রা. এর সংগেই।

ইবনে আবু লায়লা রহ. এর দলিলে জবাব

ইমাম ইবনে আবু লায়লা রহ. দলিল পেশ করেছেন হজরত বারিরা রা. এর ঘটনা দ্বারা। এর অনেক জবাব দেওয়া হয়েছে। তবে আমার মতে বিশুদ্ধ জবাব হলো, শর্ত দু'প্রকার হয়ে থাকে। এক শর্ত সেটি হয়ে থাকে যেটি পূর্ণ করা বান্দার ইচ্ছাধীন থাকে। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এমন শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে সে শর্ত চুক্তি ফাসেদের কারণ হয়। আরেকটি শর্ত হয়ে থাকে এমন, যেটি পূর্ণ করা মানুষের সামর্থ্য ও এখতিয়ারে নেই। যদি এমন শর্ত চুক্তিতে করা হয়, তবে এর ফলে লেনদেন ফাসেদ হয় না। বরং শর্ত স্বয়ং ফাসেদ হয়ে যায়। যেমন বিক্রেতা বললো, আমি এ কিতাবটি তোমার কাছে বিক্রি করছি, তবে শর্ত হলো তুমি আসমানে আরোহণ করো। এবার স্পষ্ট বিষয় যে, আসমানে আরোহণ করা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। সুতরাং এই শর্ত চুক্তিকে ফাসেদ করবে না। তবে শর্ত স্বয়ং ফাসেদ হয়ে যাবে। কিংবা যেমন বিক্রেতা এই শর্ত আরোপ করলো যে, আমি এই কিতাবটি তোমার কাছে বিক্রয় করছি, কিন্তু শর্ত হলো, তোমার ছেলে এই কিতাবের ওয়ারিস হবে না। যেহেতু ছেলেদের উত্তরাধিকারি হওয়া না হওয়া এটি মানুষের এখতিয়ারি নয়; এটিতো একটি শরয়ি আদেশ, যে জিনিস বাপের মালিকাধীন হবে, ছেলে তার ওয়ারিস হবে, সুতরাং এই শর্ত নিজে নিজেই ফাসেদ হয়ে যাবে চুক্তিকে ফাসেদ করবে না। ওয়ালার ব্যাপারটিও অনুরূপ। কেনোনা, ওয়ালা সম্পর্কে শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এটি পাবে গোলাম মুক্তকারি ব্যক্তি। কাউকে ওয়ালা দেওয়া না দেওয়া কোনো মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং যখন বারিরা রা.কে বিক্রয়কারি ব্যক্তি এমন একটি শর্ত আরোপ করেছিলো, যেটি পূর্ণ করা আয়েশা রা. এর এখতিয়ারে ছিলো না। তাই সেই শর্তটি বাতিল আর চুক্তিটি বৈধ।[৫০]

---

[৫০] বিস্তারিত দ্র.- হিলয়াতুল উলামা ফি মা'রিফাতি মাজাহিবিল ফুকাহা : ৪/১৩১, কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ : ২/২২৬, রদ্দুল মুহতার :৪/১২৭।

وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (এটি একটি বড় উসূল)

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত একটি বড় মূলনীতি। এ হতে অগণিত শরয়ি আহকাম বের হয়। অর্থাৎ যে জিনিস মানুষের দায়িত্বে নেই, তার ওপর লাভ নেওয়া অবৈধ। এর একটি সহজ সরল দৃষ্টান্ত এই এক ব্যক্তি একটি বকরি ক্রয় করলো। তবে এখন পর্যন্ত সে বকরিটি হস্তগত করেনি; বরং এটি বিক্রেতার কবজায় আছে। যদি তখন বকরিটি মরে যায়, তাহলে লোকসান হবে বিক্রেতার। সে এর মূল্য পাবে না। যদি মূল্য আদায় করে নিয়ে থাকে, তাহলে ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি ক্রেতা সে বকরি নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। এখানে এসে সে বকরি মরে যায়, তাহলে লোকসান হবে ক্রেতার। সুতরাং বলা হবে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত বকরি বিক্রেতার কবজায় ছিলো ততোক্ষণ পর্যন্ত এটি বিক্রেতার দায়িত্বে ছিলো আর যখন ক্রেতা এই বকরি হস্তগত করে নিয়েছে, তখন ক্রেতার দায়িত্বে এসে গেছে। এবার হাদিসের শব্দ হতে এই মূলনীতি বের হচ্ছে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়দ্রব্য ক্রেতার দায়িত্বে না আসে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা এ বকরিটি বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং ক্রেতা যদি এই বকরিটি হস্তগত করা ছাড়া কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়, যেমন দশ টাকায় কিনে বারো টাকা বিক্রি করে দিলো, তাহলে যে দু' টাকা সে লাভ করলো, এটাকে বলা হবে رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ। কেনোনা, এই ক্রেতা এমন একটি জিনিসের লাভ গ্রহণ করছে, যেটি এখনো তার দায়িত্বে আসেনি। তবে যদি ক্রেতা বকরিটিকে হস্তগত করার পর তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বার টাকায় বিক্রি করে দেয়, তখন বলা হবে এটি এমন একটি জিনিসের লাভ নিচ্ছে, যা তার দায়িত্বে এসে গেছে। সারকথা, কোনো জিনিসের ওপর লাভ নেওয়া তখন বৈধ হয়, যখন মানুষ তার ধ্বংসের আশঙ্কা নিজের মাথায় নিয়ে নেয়। যদি ধ্বংসের আশঙ্কা নিজের মাথায় তুলে না নেয় তাহলে এর লাভ গ্রহণ করাও অবৈধ।

بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

অবৈধ হওয়ারও কারণ এটি। কেনোনা, যতোক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা সেই জিনিসের ওপর কবজা করবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে মাবিটি তার দায়িত্বে আসবে না। সুতরাং এর ওপর লাভ নেওয়া বৈধ হবে না। এটি দীনের একটি বড় মূলনীতি, যেটিকে বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটিকে اَلْغَنَمُ بِالْغُرْمِও বলা হয়। অর্থাৎ, কোনো জিনিসের লাভ মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে, যখন সে এর দায়-দায়িত্বও বহন করে। এটাকেই বলা হয়, اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (লাভ ও আয় তখনই অর্জন করতে পারে, যখন মানুষ এর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে।) এবার যদি মানুষ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ না করে; কিন্তু লাভ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে শরিয়তে এ পন্থাটি অবৈধ।

জীবনের অসংখ্য শাখা প্রশাখায় এই মূলনীতিটি চালু আছে। যেমন শুধু এ জন্য সুদ হারাম যে, এতে একজন মানুষ এমন একটি জিনিসের লাভ গ্রহণ করছে, যার দায়-দায়িত্ব তার ওপর নেই। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য আরেকজনকে এক হাজার টাকা ঋণ দিয়েছে। এবার এই এক হাজার টাকার দায়-দায়িত্ব দাতার ওপর নয় বরং গ্রহীতার ওপর কারণ, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি সর্বাবস্থায় এই কড়াকড়ি আইনের আওতাবদ্ধ যে, সে ঋণদাতাকে টাকা ফেরত দিতে হবে। সুতরাং যখন দাতার ওপর দায়-দায়িত্ব নেই, তাহলে সে এর ওপর লাভ নিবে কিভাবে? তাই সুদ হারাম।

সুদ ও ভাড়ার পার্থক্য

আজকাল অনেকে এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, সুদ ও ভাড়ায় পার্থক্য কি? যেমন একজন অপরজনকে ঋণ দেয়, তখন এর ওপর লাভ নিতে নিষেধ করে। তবে যদি এক ব্যক্তি নিজের বাড়ি ভাড়া দেয়, তবে এর ভাড়া নেওয়া আপনার মতে বৈধ। অথচ বাড়ি এবং টাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর জবাব হলো, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেটি হলো, যে অন্যকে টাকা ঋণ দেয় সে টাকা ঋণদাতার দায়িত্ব হতে বেরিয়ে গ্রহীতার দায়

দায়িত্বে চলে যায়। এ কারণে যদি ঋণগ্রহীতা এক হাজার টাকা নিয়ে ঘর হতে বের হয়, পথিমধ্যে কোনো ডাকাত এসে তার কাছ হতে সে টাকা ছিনিয়ে নেয়, তবে তখন লোকসান হবে ঋণগ্রহীতার, ঋণদাতার হবে না। এর ফলে বুঝা গেলো, সে টাকা ঋণদাতার দায়িত্বে নেই। সুতরাং সে এর ওপর লাভ নিতে পারে না। বাড়িতে এ বিষয়টি নেই। যেমন আমি নিজে বাড়ি অন্যকে ভাড়া দিলাম তখন সে বাড়ি আমার দায়িত্বে থাকবে। সুতরাং মেনে নিন, যদি এই বাড়ির ওপর একটি বোমা এসে পড়ে এবং বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তখন লোকসান হবে আমার (মালিকের) ভাড়াটিয়ার কোনো ক্ষতি হবে না। সুতরাং এই বাড়ি ভাড়া নেওয়া আমার জন্য বৈধ।

বিয়ে ও জেনার মধ্যে পার্থক্য

এই মূলনীতিকে শরিয়ত জীবনের প্রতিটি শাখায় সামনে রেখেছে। এমনকি বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যেও যে পার্থক্য আছে সেটিও এই মূলনীতির কারণেই। দেখুন জেনাতে এই হয় যে, একজন পুরুষ একজন নারী পরস্পর মিলে একসংগে জীবন যাপন করে। একজন অপরজনকে ভোগ করে। তবে একজন অপরজনের কোনো দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এটা জেনা ও হারাম। তবে একজন পুরুষ ও নারী নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইজাব কবূলের মাধ্যমে বিয়ে করে একসংগে জীবন যাপন করলে সেটা বৈধ ও হালাল। বাহ্যত এ দু'টির মাঝে কোনো বড় পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য এটিই যে, প্রথম পদ্ধতিতে নর নারী হতে স্বাদ উপভোগ করে, কিন্তু এর কোনো দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে না। আর বিয়েতে যখন সে 'কবুল করলাম' শব্দ বললো, তখন তার ওপর সে সব দায়-দায়িত্ব এসে যায়, যেগুলো একজন স্বামীর দায়িত্বে ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন, মোহর ওয়াজিব হবে, খোরপোষ ওয়াজিব হবে, সন্তান হবে তার ইত্যাদি। সুতরাং এসব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার কারণে শরিয়ত অনুমতি দিয়েছে যে, এবার তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে পারো। শরিয়ত এই মূলনীতি বহু স্থানে লক্ষ্য রেখেছে যে, رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ অবৈধ। এটিই সে মূলনীতি, যেটি ভুলে যাওয়ার কারণে অসংখ্য লেনদেন বাতিল হয়ে যাচ্ছে আর অত্যাচারের বাজার গরম যাচ্ছে দিন দিন।

অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের দলিল

অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম যাদের অন্তর্ভুক্ত হানাফিগণও আছেন, তাঁরা হাদিসের এই বাক্যটি দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ সর্বাবস্থায় অবৈধ। চাই বিক্রয়দ্রব্য ওজনি জিনিস হোক বা পরিমাপের জিনিস হোক কিংবা গণনার, সমজাতীয় জিনিস হোক কিংবা মূল্য বিশিষ্ট জিনিস হোক। অবশ্য ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেন যে, بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ শুধু খাদ্যদ্রব্যে অবৈধ। আর অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেছেন যে, শুধু মাপে ওজনের জিনিসগুলোতে অবৈধ, সংখ্যা বিশিষ্টগুলোতে বৈধ। এসব ফোকাহা এবং ইমাম আহমদ প্রমুখ সে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যাতে খাদ্যের উল্লেখ রয়েছে,

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ[৫১]

"খাদ্যদ্রব্য যতোক্ষণ পর্যন্ত হস্তগত না করবে; ততোক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিক্রি করতে নিষিদ্ধ করেছেন।"

আবার অনেকে সূত্রে وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে। এর দ্বারা সে সব লোক দলিল পেশ করেন, যারা মাপ ও ওজনের জিনিস ব্যতিত অন্য জিনিসে আয়ত্তে আনার আগে বিক্রিকে বৈধ সাব্যস্ত করে।

---

[৫১] বোখারি : কিতাবুল বুয়ু'-باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندة , ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض।

অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে রয়েছে لَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ। এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, কবজা না করা জিনিস বিক্রি করা অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, মানুষ এমন একটি জিনিসের লাভ গ্রহণ করছে, যেটা এখনো পর্যন্ত তার দায়-দায়িত্বে আসেনি। আর এই কারণটি যেমনভাবে মাপ ও ওজনের জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়, এমনভাবে সংখ্যাবিশিষ্ট জিনিসেও পাওয়া যায়। এর দ্বারা বুঝা গেলো, সমস্ত জিনিসে কবজা না করে বিক্রি করা অবৈধ। চাই এটি ওজনের জিনিস হোক বা মাপের কিংবা সংখ্যাবিশিষ্ট জিনিস হোক, চাই এটি খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু।

কবজা করার আগে জমি বিক্রি করা বৈধ

হানাফিগণ বলেন, এই আদেশ হতে জমি আলাদা। সুতরাং জমি বিক্রি করা কবজার আগেই বৈধ। অবৈধ হওয়ার কারণ হলো সে জিনিসটি প্রথমে জিম্মায় চলে আসে। তারপর যদি এটি বিক্রি করা হয়, তা হলে এই কারণ শুধু সে সব জিনিসে পাওয়া যায় যেগুলো ধ্বংসযোগ্য। সুতরাং যে সব জিনিস ধ্বংসোখনয়,তাতে জিম্মাদারীর প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না। আর জমি এমন জিনিস যেটি ধ্বংস হয় না। মনে করুন জমির ওপর যদি বোমা পড়ে তাহলেও জমি স্বস্থানে বহাল থাকবে। অবশ্য যদি এমন জমি হয় যেটি ধ্বংসোন্মুখ যেমন সে জমি নদীর পাড়ে এবং আশংকা আছে নদী সেটি ভেঙে নিতে পারে। তবে তখন কবজা করার আগে এ জমিও বিক্রি করা অবৈধ। বরং এ জমি তার দায়িত্বে আসা আবশ্যক।

হুকমি আয়ত্তে কিংবা দায়িত্বে আসলেও চলবে

এখান হতে আরেকটি কথা বুঝা যায় যে, একজন মানুষ বিক্রয় দ্রব্যের ওপর যতোক্ষণ পর্যন্ত কবজা না করবে এর আগে সে বিক্রিং করতে পারবে না– এ মূলনীতি পূর্ণ করার জন্য অনুভূত কবজা আবশ্যক না। বরং অর্থগত কবজাও যদি হয়ে যায়, তবুও যথেষ্ট। যেমন আমি এক শ' বস্তা গম ক্রয় করলাম, এগুলো আমি গুদামে আনলাম না; বরং দ্বিতীয় একজনকে উকিল বানালাম যে, তুমি আমার পক্ষ হতে এক শ' বস্তা গম বিক্রেতার কাছ হতে আদায় করে নাও। এবার উকিলের কবজায় আসার ফলে অনুভূতভাবে সে গম আমার কবজায় এলো না। তবে যেহেতু উকীলের কবজায় আসার ফলে এই গমের দায় দায়িত্ব আমার দিকে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, তাই আমার জন্য এখন এটা আগে বিক্রি করা বৈধ। কিংবা যেমন আমি এক শ' বস্তা গম ক্রয় করলাম এখনো এটি বিক্রেতার গুদামে রাখা আছে। তবে বিক্রেতা আমাকে সম্পূর্ণ অবমূক্ত করে দিয়েছে এবং বলে দিয়েছে, এই তোমার গম, আমার গুদামে রাখা আছে। তুমি যখন চাও তা তুলে নিয়ে যেয়ো। আজকের পরে এর দায়িত্বশীল আমি নই। এই গম ধ্বংস হয়ে যাক বা নষ্ট হয়ে যাক, এটা তোমার জিম্মাদারি। তখন যদিও আমি অনুভূতভাবে এর ওপর কবজা করলাম না, কিন্তু যেহেতু এগুলো আমার দায়িত্বে এসে গেছে এবং এর ক্ষতি আমি আমার মাথায় তুলে নিয়েছি, সুতরাং আমার জন্য এগুলো আগে বিক্রি করা বৈধ। কেনোনা, যদি এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, ক্রেতাকে প্রথমে অনুভূতভাবে বিক্রয়দ্রব্য নিজের কবজায় আনতে হবে, তার পর তা বিক্রি করবে, তবে তাতে মারাত্মক সমস্যা অবশ্যই দেখা দিবে। কেনোনা, অনেক সময় বিক্রয়দ্রব্য বিক্রেতার গুদাম হতে ক্রেতার গুদামে স্থানান্তর করতে হাজার হাজার বরং লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। তাই যখন সে বিক্রয়দ্রব্য ক্রেতার দায়িত্বে চলে আসে এবং দায়িত্বে আসার পর সে আগে বিক্রি করে দেয় এবং স্বীয় ক্রেতাকে বলে দেয় যে, তুমি গিয়ে বিক্রেতার গুদাম হতে নিয়ে নাও তাহলে এ পদ্ধতিও বৈধ।[৫২]

---

[৫২] বিস্তারিত দ্র.-মাবসুত : ১৩/১০৯, আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/১২৬,, আল মাজমু' : ১৩/৮, কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ : ২/২৩৩, বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/১৫৭, বাদায়ে' : ৫/১৮১, ইলাউস সুনান : ১৪/৩৩৬।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ : প্রসংগ : 'ওয়ালা' বিক্রি ও হেবা করা নিষিদ্ধ (মতন পৃ. ২৩৩)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِـــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ.[৫৩]

১২৪০। অর্থ : ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওয়ালা' বিক্রি ও হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আমরা আবদুল্লাহ ইবনে দিনার-ইবনে উমর রা.-এর সূত্র ব্যতিত এটি অন্য কোনো সূত্রে জানি না। সংখ্যাগরিষ্ট আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল চলছে।

এটি হজরত ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়ম বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর-নাফে'-ইবনে উমর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে যে, তিনি 'য়ায়ালা' বিক্রি ও হেবা করতে নিষিদ্ধ করেছেন। এটি ভুল। এতে ভুল করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়ম। এটি বর্ণনা করেছেন আবদুল ওয়াহাব সাকাফি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর-আবদুল্লাহ ইবনে দিনার-ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এটি ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়মের হাদিসের চেয়েও আসাহ্।

দরসে তিরমিযী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِـــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ.

وَلَاء দুই প্রকার

১। وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ

২। وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ

وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ বলা হয়, যখন কোন এক ব্যক্তি একটি গোলাম কিনে মুক্ত করে দিলো তখন এই ব্যক্তি এই গোলামের আসাবা হয়ে যায়। যখন গোলামের মৃত্যু হবে এবং এ গোলামের অন্যান্য ওয়ারিস ও আসাবা না থাকবে, তখন এই গোলামের মিরাস সে মুক্তকারি ব্যক্তি পাবে। আর এই মুক্তকারি ব্যক্তিকে বলা হয় মাওলাল আতাকা। আর সে হয় সর্বশেষ আসাবা। সুতরাং মিরাস গ্রহণের যে অধিকার সেটি তার অর্জিত হচ্ছে। এটাকে বলা হয়- حُقُوْقُ وَلَايَةِ الْعَتَاقَةِ।

عَقْدُ الْمُوَالَاةِ এর সংজ্ঞা

عَقْدُ الْمُوَالَاةِ বলা হয়ে থাকে- এক ব্যক্তি মুসলিম হলো। মুসলমানদের মধ্য হতে তার কোনো আত্মীয় স্বজন বর্তমান নেই ফলে সে মুসলমান হওয়ার পর অন্য কোনো মুসলমানের সংগে চুক্তি করে নেয় এবং তারা

---

[৫৩] বিস্তারিত দ্র. -উমদাতুল কারি :২৪/২০৮।

দু'জন পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, যদি আমি আগে মরে যাই তবে তুমি ওয়ারিস হবে। আর যদি তুমি আগে মরে যাও, তাহলে আমি ওয়ারিস হব। এমনভাবে যদি আমার হতে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় যেমন আমি কাউকে হত্যা করে ফেললাম কিংবা কারও কোনো অংশ নষ্ট করে দিলাম, তখন তুমি আমার পক্ষ হতে রক্তপণ আদায় করে দিবে। আর যদি তোমার হতে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, যেমন, তুমি কাউকে হত্যা করলে। কিংবা কারও অঙ্গ নষ্ট করে ফেললে, তাহলে আমি তোমার পক্ষ হতে দিয়ত আদায় করে দিবো। এই চুক্তিকে বলে عَقْدُ الْمُوَالَاةِ। যার সংগে এই চুক্তি করলো তাকে বলে مَوْلَى الْمُوَالَاةِ। তাদের মধ্য হতে কোনো একজনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়জন যে মিরাস পাবে, তাকে وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ বলা হয়ে থাকে।

'ওয়ালা' বিক্রি ও হেবা করা অবৈধ কেনো?

وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ (ওলায়ে মুয়ালাত) এবং وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ (ওয়ালায়ে আতাকাত) উভয়টি বিক্রি করা দু'কারণে অবৈধ।

১ম কারণ হলো, এগুলো এমন শরয়ি অধিকার যেগুলো স্থানান্তরযোগ্য নয়।

২য় কারণ, এই বিক্রয়ে ধোঁকা পাওয়া যায়। এটি এভাবে যে, ক্রেতার পক্ষ হতে মূল্য পাওয়া সুনিশ্চিত। তবে অপর দিক হতে এটা জানা নেই যে ক্রেতা কিছু পাবে কি না। কেনোনা, হতে পারে ক্রেতা وَلَاء লাভ করার আগে মরে যাবে। আর যদি ক্রেতা وَلَاء পায়ও তার পরও এটা জানা নেই যে, কি পরিমাণ পাবে। সুতরাং ক্রেতার পক্ষ হতে অর্থ আদায় মূল্য হিসাবে নিশ্চিত। অথচ দ্বিতীয় পক্ষ হতে বিনিময় পাওয়া নিশ্চিত নয়; বরং ধারণা পূর্বক ও সংশয় পূর্ণ। এটাই হলো ধোঁকা। বস্তুত مُوَالَاتْ হেবা করা অবৈধ হওয়ার কারণ শুধু প্রথমটিই পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এটি স্থানান্তর যোগ্য নয়। অবশ্য এতে ধোঁকার কারণ হতে পারে না। কেনোনা, ধোঁকাতো হারাম হয় শুধু বিনিময় চুক্তিতেই। নফল চুক্তিতে ধোঁকা হারাম ও অবৈধ হয় না।

مَوْلَى الْعَتَاقَةِ ও مَوْلَى الْمُوَالَاةِ এর মাঝে পার্থক্য

مَوْلَى الْعَتَاقَةِ এবং مَوْلَى الْمُوَالَاةِ-এর মধ্যে পার্থক্য, مَوْلَى الْعَتَاقَةِ আসাবার অন্তর্ভুক্ত হয় ও সর্বশেষ আসাবা হয়। সুতরাং যদি স্বাধীন হওয়ার পর গোলাম ইন্তেকাল করে, আর গোলামের জবিল ফুরুজ এবং অন্যান্য আসাবা না থাকে, তাহলে মাওলাল আতাকা ওয়ারিস হবে এবং জবিল আরহামের ওপর প্রাধান্য পাবে। আর মাওলাল মুয়ালাত জবিল আরহামের পরে থাকবে। সুতরাং সে তখন ওয়ারিস হবে, যখন মৃত ব্যক্তির আসাবা ও জবিল আরহাম না থাকবে। অন্যথায় হবে না। এই দু'প্রকার অধিকারকে বলা হয় ওয়ালা। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় প্রকার ওয়ালা বিক্রি ও হেবা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, আমি অমুকের হক্কে ওয়ালা পাই। সুতরাং এই হক্কে ওয়ালা তোমার কাছে এতো টাকা বিক্রি করছি। যখন তার মৃত্যু হয়ে যাবে। তখন তুমি এর উত্তরাধিকারি হয়ে যাবে- এমন লেনদেন করা অবৈধ।

مِيْرَاثْ এর হক্ব বিক্রি করা

ইসলামি আইনবিদগণ এই হাদিস হতেই এই মাসআলা উৎসারণ করেছেন যে, শরয়ি অধিকার সমূহ অর্থাৎ যে সব অধিকার শরিয়ত কোনো এক ব্যক্তিকে দিয়েছে এবং সে সব অধিকার স্থানান্তর যোগ্য নয়, সে সকল অধিকার ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ। যেমন উত্তরাধিকারের হক্ব। এটা বিক্রি করা অবৈধ। যেমন কেউ বললো,

আমি আমার পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারি এবং এই উত্তরাধিকারের হক্ব আমি তোমার কাছে এতো টাকায় বিক্রি করছি, এটা অবৈধ। কেনোনা, উত্তরাধিকারের হক্ব একটি শরয়ি অধিকার। এটি স্থানান্তর বা হস্তান্তর এর অযোগ্য।

গায়রে শরয়ি অধিকারসমূহের আদেশ

যে সকল অধিকার শরয়ি নয় অর্থাৎ শরিয়ত সেসব অধিকার কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়নি এবং সেসব অধিকার স্থানান্তরযোগ্য এমন অধিকার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ কি না? যেমন রচনার অধিকার বা গ্রন্থস্বত্ব। এক ব্যক্তি একটি গ্রন্থ রচনা করলো। এবার সে গ্রন্থ প্রকাশ করার অধিকার তার আছে, এই ব্যক্তি তার এই অধিকার আরেকজনের কাছে বিক্রি করে দেয় যে, আমি আমার এই গ্রন্থস্বত্ব আপনার কাছে এতো টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছি। এটাকে হক্বে তাবাআত বা ছাপার অধিকারও বলে। কিংবা যেমন কোনো এক ব্যক্তি একটি জিনিস আবিষ্কার করলো। এখন সে এ আবিষ্কারের হক্ব অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয যে, আমি তোমার কাছে আবিস্কারের এই স্বত্ব বিক্রি করছি। তুমি এ ধরণের জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করো। কিংবা যেমন আজকাল বাণিজ্যিক নামগুলো বিক্রি হয়। এভাবে যে, একটি জিনিস এক নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। লোকজন শুধু এর নাম শুনেই তা ক্রয় করে নেয়। এবার সে নাম বিক্রি হয়। যেমন বাটা এই নামের জুতা চপ্পল সর্বত্র প্রসিদ্ধ লোকজন বাটার নাম শুনে জুতা ক্রয় করে নেয়। এখন এই বাট কোম্পানি অন্য ব্যক্তির কাছে এই নাম বিক্রি করে যে, আমি এই বাটা নাম এতো টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছি। অর্থাৎ, আমি আপনাকে বাটা নামে জুতা বানানোর অনুমতি দিচ্ছি। এমনভাবে বাণিজ্যিক কতগুলো নিদর্শন হয় যেগুলোকে বলে ট্রেডমার্ক এবং اَلْعَلَامَةُ التِّجَارِيَةُ অনেক কোম্পানি নিজের জন্য বিশেষ ট্রেডমার্ক নির্ধারিত করে নেয়। তারপর স্বীয় তৈরি দ্রব্যাদিতে সে মার্ক লাগিয়ে দেয় যার ফলে লোকজন চিনে ফেলে যে, এটি অমুক কোম্পানির তৈরি জিনিস। এ মার্ক ও রেজিষ্টার্ড হয়ে থাকে এবং অন্যান্য লোকের পক্ষে সে মার্ক ব্যবহার করার অনুমতি থাকে না। অনেক সময় কোম্পানি এই মার্ক অন্যদের কাছে বিক্রি করে এবং এর বিনিময়ে পয়সা আদায় করে। যার পর অন্য ব্যক্তির জন্য এই মার্ক ব্যবহার করার অধিকার অর্জিত হয়। এধরণের বহু স্বত্ব রয়েছে। যেগুলো বর্তমান বিশ্বে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এবার মাসআলা হলো যে, কোন্ স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। আর কোন্ স্বত্ব বেচা-কেনা করা অবেধ?

স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয়

অনেক সময় ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, বেচা-কেনাতো হয় আইনের। স্বত্ব বিক্রি করাতো অবৈধ। কেনোনা, এটি আইন এবং সম্পদের স্বত্ব নয়। অনেক ফকিহ কিছু স্বত্ব বিক্রি করা বৈধও বলেছেন। যেমন চলার অধিকার বিক্রি করা অনেক ইসলামি আইনবিদ বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার এটাকেই প্রধান্য দিয়েছেন যে, চলার অধিকার বিক্রি করা বৈধ। অনেক ফকিহ পানির অধিকার বিক্রি করা বৈধ বলেছেন। অর্থাৎ, ক্ষেতে পানি দেওয়ার অধিকারকে অন্যের কাছে বিক্রি করা বৈধ। এবার প্রশ্ন হলো, স্বত্ব বিক্রি কারার মূলনীতি কি? যা দ্বারা বুঝা যায় যে, অনেক স্বত্ব বিক্রি করা বৈধ এবং অনেক স্বত্ব বিক্রি করা অবৈধ। بَيْعُ الْحُقُوْقِ নামে আমার একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। এটি আমার গ্রন্থ بُحُوْثٌ فِيْ قَضَايَا فِقْهِيَّه مُعَاصَرَه তে চাপা হয়েছে।

স্বত্বের কয়েকটি ধরণ

· স্বত্ব দু'প্রকার : ১। শরয়ি হক্ব; ২। ওরফি হক্ব

শরিয়ত যেগুলো কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে দান করেছেন এবং স্থানান্তরযোগ্য নয় তাকে শরয়ি হক্ব বলা হয়। যেমন উত্তরাধিকারের হক্ব, ওয়ালার হক, শুফআর হক্ব ইত্যাদি। এগুলো বিক্রি করা অবৈধ। আর ওরফি হক্ব বলে

যেগুলো ওরফের কারণে কোনো ব্যক্তি পেয়েছে। শরিয়ত প্রত্যক্ষভাবে সে হক্ব তাকে প্রদান করেনি। অবশ্য শরিয়ত সে অধিকার মেনে নিয়েছে। তারপর সে সব ওরফি হক্বের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। অনেক হক্ব এমন রয়েছে, যেগুলোর সম্পর্ক আইনের সংগে আর সে আনে দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার কেউ লাভ করে যেমন- চলার অধিকার। এই হক্ব বিক্রি করা বৈধ। তবে শর্ত হলো সেটি অজানা না হতে হবে। অনেক ওরফি হক্ব রয়েছে, যেগুলোর সম্পর্ক আইনের সংগে হয় না। বরং সেগুলো حُقُوْقٌ مُجَرَّدَةٌ বা নিরেট অধিকার। এমন হক্ব বিক্রি করা বৈধ কি না?

বেচা-কেনা অবৈধ কিন্তু দায়মুক্তি বৈধ

আমি এই ফল পর্যন্ত পৌছেছি যে, দু'টি জিনিস আলাদা। একটি হলো বিক্রি অপরটি হলো সুলাহ বা সন্ধি। বিক্রি দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, বিক্রেতা স্বীয় অধিকারসমূহ ক্রেতার দিকে স্থানান্তর করে দেয়। আর সন্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্ধিকারি নিজের হক্ব স্থানান্তরতো করে না। তবে নিজের হক্ব হতে দায়মুক্ত হয়ে যায়। এটাকে ইসলামি আইনের পরিভাষায় তানাজুল বলা হয়। আমার মতে حُقُوْقٌ مُجَرَّدَةٌ বা নিরেট অধিকার হতে দায়মুক্তি বৈধ।

বেতন হতে সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্তি বৈধ

আমরা এর দৃষ্টান্ত ফোকাহায়ে কেরামের গ্রন্থবলিতে সম্পদের বিনিময়ে বেতন হতে দায়মুক্তি যেমন এক ব্যক্তি স্থায়ী চাকরি পেয়েছে। আগের যুগে এর পদ্ধতি এই হতো যে, যেসব সরকারি ওয়াক্ফ থাকতো। অর্থাৎ, সরকারের অধীনে যেসব ওয়াক্ফ হতো, এর তত্ত্বাবধায়ক যে হতো, সে পদ সে স্থায়ীভাবে লাভ করতো। তাকে সরকার বলে দিত যে, আজীবন তুমি এর মুতাওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক। যার ফলে সারা জীবন তার চাকরির অধিকার লাভ হতো। এবার দৃষ্টান্ত হিসেবে এক ব্যক্তি যে ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। তার বেতন পাঁচ হাজার টাকা। আরেক ব্যক্তি এসে সে তত্ত্বাবধায়ককে বলে- তুমি তোমার স্থলে আমাকে চাকর বানিয়ে দাও। আমাকে তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দাও। সে তত্ত্বাবধায়ক বলে- আমি তোমাকে আমার স্থলে চাকর বানিয়ে দিবো তবে এই শর্তে যে, তুমি এর বিনিময়ে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করে দাও। যখন এই টাকা তুমি আমাকে দিবে, তখন আমি তোমার পক্ষে দায়মুক্ত হয়ে যাবো। তারপর সরকারের কাছে দরখাস্ত করে তুমি তোমাকে নিযুক্ত করিয়ে নিবে। এই তত্ত্বাবধায়ক যে পঞ্চশ হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে, এটি নিজের অধিকার হতে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য নিচ্ছে। এটাকে ফোকাহায়ে কেরাম نُزُوْلٌ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ বলেন। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি সম্পদের বিনিময়ে নিজের অধিকার হতে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। পরবর্তী ফোকাহায়ে কেরাম এটাকে বৈধ বলেছেন। এটি একধরনের সন্ধি বা চুক্তি।

হাসান রা. কর্তৃক খেলাফত হতে দায় মুক্তি

এর বৈধতার দলিল সে লেনদেন যেটি হজরত হাসান রা. হজরত মুআবিয়া রা. এর সংগে করেছিলেন। সেটি হলো, হাসান রা. প্রতিনিধি হয়েছিলেন। মুআবিয়া রা. এর সংগে হজরত আলি রা. এর সংগে ঝগড়া আগে হতে চলে আসছিলো। সেই ঝগড়া হাসান রা. এর যুগেও অবশিষ্ট ছিলো। তখন হাসান রা. মুআবিয়া রা. এর সংগে সন্ধি করতে গিয়ে বলেছেন, আমি আপনার পক্ষে খেলাফত হতে দায় মুক্ত হচ্ছি আপনি খলিফা হয়ে যান, তবে এই পরিমাণ মাল আদায় করতে হবে। স্পষ্ট বিষয় যে এটা ক্রয়-বিক্রয় ছিলো না। কেনোনা, খেলাফত বিক্রিয়যোগ্য জিনিস নয়, অবশ্য খেলাফত হতে দায়মুক্তি হতে পারে। আর সম্পদের বিনিময়ে সন্ধি হতে পারে। সুতরাং যে সব হক্ব আইনের সংগে সম্পৃক্ত নয়, সেগুলোতে অনেক জায়গায় দায়মুক্ত হওয়া এবং এ দায়মুক্তির বিনিময়ে আর্থিক বিনিময় আদায় করা বৈধ হয়ে যায়।[৫৪]

---

[৫৪] সুনানে নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب الحيوان بالحيوان نسيئة, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب الحيوان بالحيوان نسيئة।

অগ্রাধিকারের হক্ব হতে অর্থের বিনিময়ে অব্যাহতি নেওয়া বৈধ

হাম্বলি মতাদর্শের অনুসারী ফোকাহায়ে কেরামদের কিতাবগুলোতে অগ্রাধিকারের হক্ব সম্পর্কে একটি মাসআলা পাওয়া যায়। এটাকে বলে হক্বে আসবাকিয়্যত তথা একটি বৈধ স্থান। সে স্থানে যে ব্যক্তি আগে পৌছে যায়, সে তার অধিকারি হয়ে যায়। যেমন মসজিদে কারও কোনো স্থান নির্ধারিত হয় না। বরং যে ই মসজিদের যে স্থানে প্রথমে বসে যায় সে স্থান তার অধিকার হয়ে যায়। এটাকে বলে হক্কুল আসবাকিয়্যত। ফোকাহায়ে হাম্বালী বলেন যে, অর্থের বিনিময়ে এই অগ্রাধিকারের হাক্ব হতে দায়মুক্তি বৈধ। যেমন এক ব্যক্তি প্রথম কাতারে ইমামের পেছনের জায়গায় বসে গেছে। আরেকজন এসে তাকে বলে, তুমি এতো টাকা নিয়ে যাও এবং এ স্থান ছেড়ে দাও। হাম্বলিদের মাতে তার জন্য পয়সা নেওয়া বৈধ। কেনোনা, তার এই অধিকার হয়ে গেছে সে ওই স্থানে বসতে পারে। সুতরাং যখন সে তার অধিকার হতে দায়মুক্ত হয়ে যাবে তখন এর ওপর সে বিনিময় নিতে পারবে। এটা বৈধ।

গ্রন্থস্বত্ব বা প্রকাশনা স্বত্ব

গ্রন্থস্বত্ব বা প্রকাশনা স্বত্বও حَقُّ أَسْبَقِيَّةٍ। কেনোনা, এই কিতাব ছাপার প্রথম হক্বদার তিনি, যিনি প্রথম এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ জন্য তার অগ্রাধিকার হক্ব অর্জিত হয়েছে। এবার যদি এই ব্যক্তি নিজের এই অধিকার অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে এর অর্থ, সে তার এই অধিকার হতে দায় মুক্তি হচ্ছে এবং এর ওপর বিনিময় নিচ্ছে। বস্তুত অধিকার হতে দায়মুক্তির বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ।

বিক্রয়দ্রব্য আইন হওয়া আবশ্যক না

জাওয়াজের দলিল হিসাবে বলা যায় যে, বিক্রয়দ্রব্য আইন বা স্বাধিষ্ট হওয়া আবশ্যক না। কেনোনা, এমন বহু জিনিস আছে যেগুলো আইনের সংজ্ঞায় পড়ে না। তবে সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। যেমন, বিদ্যুত স্বাধিষ্ট নয়। কেনোনা, এটি স্বত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠিত তথা স্বাধিষ্ট নয়। বরং এটি একটি শক্তি ও যৌগিক বস্তু। কিন্তু এর ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এবার যদি বলেন যে, যেহেতু বিদ্যুৎ আইন নয় সুতরাং এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ, তাহলে এটি সম্পূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের বিপরীত হবে। কেনোনা, আজকের যুগে বিদ্যুত সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এর হতে বুঝা গেলো, বিক্রয় দ্রব্যের জন্য আইন হওয়া আবশ্যক না।

এসব হক্ব সম্পদের সংজ্ঞাভুক্ত

বিক্রয়দ্রব্যের জন্য মাল হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। পক্ষান্তরে মাল সম্পর্কে ইবনে আবেদিন রহ. বলেছেন, اَلْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ (লোকজন মাল মনে করার দ্বারা মাল প্রমাণিত হয়।) লোকজন যে জিনিসকে মাল মনে করে সেটাই মাল এটা আইন হওয়া আবশ্যক না। কোরআন ও সুন্নাহ্র কোনো نص এমন নেই, যেটি বিক্রয়দ্রব্য আইন হওয়া আবশ্যক সাব্যস্ত করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ওরফের কারণে এসব হক্ব এখন সম্পদের মর্যাদা গ্রহণ করেছে। সুতরাং এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

বাণিজ্যিক নাম ও বাণিজ্যিক ট্রেড মার্ক বেচা

বাণিজ্যিক নাম কিংবা ট্রেডমার্ক বিক্রি করা বৈধতার জন্য প্রাথমিক শর্ত হলো, তাতে লোকজনকে যেনো ধোঁকা না দেওয়া হয়। যদি প্রতারণা হয়, তাহলে তা বিক্রি করা বৈধ না। যেমন বাটা জুতা প্রসিদ্ধ। এগুলো মজবুত হয়ে থাকে এবং লোকজন এগুলোকে ভালো মনে করে। এবার একজন বাটা নাম ক্রয় করলো এবং এই নামে নিম্নমানের জুতা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করতে আরম্ভ করলো। এবার ক্রেতা বাটা নাম দেখে ক্রয় করবে। কারণ, এ জুতা মজবুত হবে। অথচ বাস্তবে এখন এর প্রস্তুতকারি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যার ফলে ক্রেতা

প্রতারিত হলেন। এ কারণে বাণিজ্যিক নাম বিক্রির পর এর ঘোষণা হওয়া আবশ্যক যে, এর প্রস্তুতকারক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোম্পানি বদলে গেছে। তাছাড়া তা বিক্রি করা অবৈধ।

পাগড়ি

পাগড়িটাও একটা স্বত্ব। এটা ভাড়াস্বত্ব অবশিষ্ট রাখার অধিকার। এ স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ। কেনোনা, এটি এমন এক স্বত্ব, যেটিকে শরিয়ত মেনে নেয়নি। এর বিস্তারিত আলোচনা আমার গ্রন্থ بُحُوثٌ فِيْ قَضَايَا فِقْهِيَّه مُعَاصَرَه তে রয়েছে। প্রয়োজনে তার সহায়তা নিতে পারেন।

বিক্রয় ও স্বত্ব হতে দায়মুক্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য

বিক্রির মাধ্যমে সে স্বত্ব হুবহু ক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর দায়মুক্তির পদ্ধতিতে স্বত্ব স্থানান্তরিত হয় না। বরং স্বত্বাধিকারির প্রতিবন্ধকতা শেষ হয়ে যায়। সে বলে দেয় যে, তুমি চেষ্টা করে এই স্বত্ব অর্জন করো। আমি তোমার সামনে প্রতিবন্ধক হবো না। যেমন আগের যুগে বেতন হতে সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্তিতে হতো। যে, ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লি ও তত্ত্বাবধায়ক অন্যকে বলে, যদি তুমি আমাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও, তাহলে আমি দায়মুক্ত হয়ে যাবো এবং এই স্থান শূন্য করে দেবো। তবে আমি তোমাকে নিযুক্ত করিয়ে দিবো না। তুমি নিজে দরখাস্ত দিয়ে নিয়োগ করিয়ে নিবে। তোমার নিয়োগ অবশ্যই এ স্থলে হোক এর জিম্মাদার আমি নই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

অনুচ্ছেদ-২১ : প্রাণির বিমিয়ে প্রাণি বাকিতে বিক্রি করা মাকরুহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৩)

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضـــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً.[৫৫]

১২৪১। অর্থ : সামুরা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকিতে প্রাণির বিনিময়ে প্রাণি বিক্রি করতে নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস, জাবের ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত সামুরা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

হজরত হাসান রহ. এর শ্রবণ সামুরা রা. হতে বিশুদ্ধ। আলি ইবনে মাদিনি প্রমুখ একথাই বলেছেন। সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে প্রাণিকে প্রাণির বিনিময়ে বিক্রির ক্ষেত্রে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটা সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত। এ মতই পোষণ করেন ইমাম আহমদ রহ.। সাহারা প্রমুখ অনেক আলেম প্রাণিকে প্রাণির বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন। শাফেয়ি ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটি।

---

[৫৫] বিস্তারিত দ্র.-মাবসুত : ১২/১২৩, মাজমু' : ৯/৪০২, ইলাউস সুনান : ১৪/৩৮১।

দরসে তিরমিযী

এই হাদিস হতে বুঝা গেলো, পশুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশি করা বৈধ। অর্থাৎ একটি পশুর বিনিময়ে দুটি পশু বিক্রি করা বৈধ। শর্ত হলো, হাতে হাতে তথা নগদ হতে হবে। বাকিতে না।[৫৬]

সুদি জিনিসে সুদ হারাম হওয়ার কারণ

যেসব মাল সুদি, সেগুলোতে হারাম হওয়ার কারণ আমাদের মতে পরিমাণ এবং সমজাতীয়তার অস্তিত্ব। আর এটি হলো একটি মূলনীতি। যদি পরিমাণ এবং সমজাতীয়তা উভয়টি পাওয়া যায়, তাহলে পরস্পর বিনিময়ে কম বেশি করে এগুলো বিক্রি করা অবৈধ এবং বাকিতে বিক্রি করাও বৈধ না। আর যদি এ দু'টোর মধ্য হতে একটি জিনিস বিদ্যমান হয়, হয়তো শুধু পরিমাণ পাওয়া যায়। কিংবা শুধু সমজাতীয়তা, তাহলে তখন বেশকম করে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়। তবে বাকিতে বিক্রি হারাম হয়ে যায়। যেমন জবের বিনিময়ে গম বিক্রি হচ্ছে, তখন একটি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ, পরিমাণ। কেনোনা, উভয় দ্রব্যই পরিমাপের বস্তু, কিন্তু যেহেতু জাত ভিন্ন এ জন্য তখন বেশকম করাতো বৈধ হবে তথা এক সা' গম দুই সা' জবের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ, কিন্তু বাকিতে বিক্রি করা অবৈধ। বরং একই মজলিসে উভয় বিনিময় হস্তগত করা আবশ্যক। এমনভাবে যদি উভয় দিকে শুধু সমজাতীয়তা পাওয়া যায়, পরিমাণ না পাওয়া যায়। যেমন প্রাণির বিনিময়ে প্রাণি বিক্রি করলে সেখানে পরিমাণ পাওয়া যায় না। কেনোনা, প্রাণি মেপে বা ওজন করে বিক্রির জিনিস নয়। অবশ্য উভয় দিকে সমজাতীয়তা পাওয়া যায়। সুতরাং একটি বকরিকে দুই বকরির বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ। তবে এ হাদিসের ভিত্তিতে বাকিতে বিক্রি করা অবৈধ।[৫৭]

শাফেঈ রহ. এর মাজহাব

শাফেয়ি রহ. বলেন, সমজাতীয়তা পাওয়া যাওয়া শর্তে বাকিতে বিক্রি করা হারাম হয় না। তাই তিনি বলেন, প্রাণির বিনিময়ে প্রাণি বাকিতে বিক্রি করাও বৈধ। এ অনুচ্ছেদের হাদিস আমাদের দলিল। এটি শাফেয়িদের বিরুদ্ধে দলিল।

প্রশ্ন : শাফেয়ি রহ. এর পক্ষ হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এ হাদিসের সনদ দুর্বল। কেনোনা, এ হাদিসটি হজরত হাসান বসরি রহ. হজরত সামুরা রা. হতে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত মুহাদ্দিসিনে কেরামের মধ্যে এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ যে, হজরত হাসান বসরি রহ. আকিদা সংক্রান্ত শুধু একটি হাদিস হজরত সামুরা রা. হতে শুনেছেন। এ ছাড়া অন্য কোনো হাদিস শুনেন নি। সুতরাং এ হাদিসটি মুনকাতে' এবং দলিলযোগ্য নয়।

জবাব : তিরমিযী রহ. বিভিন্ন স্থানে এই আলোচনা করেছেন যে, হাসান বসরি রহ. এর শ্রবণ সামুরা রা. হতে প্রমাণিত কি না? তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এটাকে যে, হাসান বসরি রহ. এর শ্রবণ সামুরা রা. হতে শুধু আক্বিদার হাদিসই নয়; বরং অন্যান্য হাদিসেও শুনেছেন বলে প্রমাণিত। ইমাম বোখারি এবং আলি ইবনুল মাদিনি রহ. এর অবস্থানও এটাই। সুতরাং শুধু এ কারণে এ হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া হাফেজ জায়লাই রহ. নাসবুর রায়াতে লিখেছেন যে, এই হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। তার মধ্যে অনেক সনদ নেহায়েত শক্তিশালী। মুসনাদে বাজ্জারে যে সনদে এই হাদিসটি এসেছে, সেটি সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম বাজ্জার রহ.

---

[৫৬] বিস্তারিত দ্র. কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ : ২/২৪৯, আল মুগনি-ইবনে কুদামা :৪/৫০৩, আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহ : ৪/৬৮১, ইলাউস সুনান : ১৪/২৭৪।

[৫৭] ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب الحيوان بالحيوان نسيئة।

এই বক্তব্য করেছেন, لَيْسَ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ اَجَلَّ إِسْنَادًا مِنْ هٰذَا 'এই অনুচ্ছেদে এর চেয়ে সম্মানিত সনদবিশিষ্ট আর কোনো হাদিস নেই।' সুতরাং এ হাদিসটি স্বস্থানে বিশুদ্ধ। সুতরাং এই প্রশ্ন উত্থাপন করা ঠিক না।

হানাফিদের সমর্থনে আরেকটি বর্ণনা

এ অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদিস জাবের রা. হতে বর্ণিত,

عَنْ جَابِرٍ رَضِــــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحَيْوَانُ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدَةٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيْئًا وَلَا بَأسَ بِهٖ يَدًا بِيَدٍ.[৫৮]

১২৪২। অর্থ : জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একটি প্রাণি দু'টি প্রাণির বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা অবৈধ। যদি নগদ হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটিও সামুরা রা. এর হাদিসের সমর্থন করে। এই হাদিসটি পূর্বের বর্ণনা হিসেবে আরো বেশি স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

প্রশ্ন : এই হাদিসের ওপরও একটি প্রশ্ন করা হয় যে, এটি নির্ভরশীল হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের ওপর।

জবাব : যদিও হাজ্জা ইবনে আরতাত বিতর্কিত বর্ণনাকারি। তবে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য হলো, যদি তিনি একক না হন, তাহলে গ্রহণযোগ্য। এ কারণে ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। এ কারণে এ হাদিসটিকে প্রথম হাদিসের সমর্থনে পেশ করা যেতে পারে।

শাফেয়ি রহ. এর দলিল এবং এর রদ

বিপরীত দলিল : শাফেয়ি রহ. এক তো আবু রাফে' রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, একবার একটি রণক্ষেত্রে উটের প্রয়োজন পড়েছিলো। উট পাওয়া যাচ্ছিলো না। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি গিয়ে লোকজনের কাছ হতে উট আদায় করো।

فَكُنْتُ اَعْقِدُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلَى اَجَلٍ 'তখন আমি দুই উটের বিনিময়ে বাকিতে এক উট নিচ্ছিলাম।' অর্থাৎ আমি লোকজনকে বলছিলাম। তোমরা স্বীয় একটি উট দাও, এর বিনিময়ে এতোদিন পর আমি তোমাদেরকে দুটি উট দিবো। আর এই লেন দেন হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে। এতে বুঝা গেলো যে, একটি প্রাণি দু'টি প্রাণির বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা বৈধ।

জবাব : এ ঘটনা সুদ হারাম হওয়ার আগেকার। কারণ, সুদ হারাম হয়েছে একদম শেষকালে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিদায় হজের সময়। পক্ষান্তরে বিদায় হজের পর এমন কোনো যুদ্ধ হয়নি যাতে স্বয়ং তিনি অংশগ্রহণ করেছে। এর ফলে পরিষ্কার স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই ঘটনা ছিলো সুদ হারাম হওয়ার আগেকার। সুতরাং এটি দলিল না।

---

[৫৮] মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'- باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا।

দ্বিতীয় দলিল এবং এর রদ

বিপরীত দলিল : শাফেয়ি রহ. দ্বিতীয় দলিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর ঘটনা দ্বারা পেশ করেছেন। একবার তিনি একটি ঘোড়া দু'টি ঘোড়ার বিনিময়ে ক্রয় করেছেন আর বললেন, আমি স্বীয় ঘোড়ার রাবজা নামক স্থানে দিয়ে দিব এবং তখন তিনি দেন নি। স্পষ্ট বিষয় যে, এই বিক্রিটি হয়েছিলো বাকিতে। এর দ্বারা বুঝা গেলো, প্রাণির বিনিময়ে প্রাণি বাকিতে বিক্রি করা বৈধ।

একটা অনুপস্থিত জিনিস নগদে বিক্রি করা হলো- এটা বৈধ

জবাব : বাকিতে বিক্রি করাতো অবৈধ। তবে অনুপস্থিত জিনিস নগদ বিক্রি করা বৈধ। উভটির মধ্যে পার্থক্য হলো, বাকি বিক্রিতে একটি সময় নির্ধারিত হয় এবং সে সময় লেনদেনে শর্ত হয়ে থাকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসবে, সে সময় পর্যন্ত ক্রেতার জন্য বিক্রয় দ্রব্য দাবি করার অধিকার হয় না। আর অনুপস্থিত জিনিস নগদ বিক্রি করলে মূল চুক্তিতে মেয়াদের এমন কোনো শর্ত হয় না। বরং বিক্রি পরিপূর্ণ হওয়ার সংগে সংগে ক্রেতা বিক্রয়দ্রব্য দাবি করার অধিকার পেয়ে যাবে। যখনই সে ক্রেতা দাবি করবে, বিক্রেতার দায়িত্বে বিক্রয়দ্রব্য ক্রেতার কাছে অর্পণ করার অধিকার থাকবে। তবে বিক্রেতা বলে, ক্রয়-বিক্রয়তো পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে তবে আমার ঘোড়া অমুক জায়গায় রাখা আছে। সেখানে গিয়ে আমি তা তোমাকে দিয়ে দিব। এটা হলো অনুপস্থিত জিনিসকে নগদ জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করা। এটা বাকিতে বিক্রি নয়। কেনোনা, এতে মূল চুক্তিতে কোনো সময় শর্তরূপে থাকে না। বরং চুক্তি হওয়ার সংগে সংগে ক্রেতার জন্য বিক্রয়দ্রব্য দাবি করার অধিকার পেয়ে যায়। এটা বৈধ যেমন আপনি বাজারে কোনো দোকানদারের কাছে কোনো কিছু ক্রয় করার জন্য গেলেন। সে দোকানদার আপনার পরিচিত। তিনি আপনাকে চিনেন। আপনি তার কাছ হতে সদায় ক্রয় করলেন যখন পয়সা দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিলেন তখন জানতে পারলেন, পকেটে পয়সা নেই। এবার দোকানদার আপনাকে বললেন, আপনি সদায় নিয়ে যান। পয়সা পরে এসে যাবে। কিংবা পরে দিয়ে যাবেন। এটা কোনো ধরণের বেচা-কেনা?

এটাকে যদি বাকি বিক্রয় বলা হয়, তাহলে এই বেচা-কেনা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেনোনা, পয়সা পরে দেওয়ার কোনো সময় নির্ধারিত হয়নি। অথচ বাকি বিক্রিতে সময় নির্ধারিত না হলে তা ফাসেদ হওয়ার কারণ হয়। তবে এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেনোনা, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মূল চুক্তিতে সময়ের শর্ত নেই। বরং এটি নগদ বিক্রি। বিক্রেতা প্রতিটি মুহূর্তে এই এখতিয়ার থাকবে, সে জোরপূর্বক ক্রেতার কাছ হতে পয়সা আদায় করতে পারে। তবে বিক্রেতা নম্রতা দেখিয়ে নিজের এ অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। ক্রেতাকে বলে দিয়েছে, পয়সা পরে দিয়ে যাবেন। এটা হলো অনুপস্থিত জিনিসকে নগদ জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয়। এমনভাবে প্রাণির বিনিময়ে প্রাণি বিক্রি হচ্ছে। তাহলে অনুপস্থিত প্রাণিকে নগদ উপস্থিত প্রাণির বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ। বাকিতে বিক্রি করা অবৈধ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর ঘটনা অনপস্থিত জিনিসের বিক্রয় হয়েছে নগদ জিনিসের বিনিময়ে। এটা বাকি বিক্রি নয়। সুতরাং এ ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক না।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২২ : এক গোলামকে দুই গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৪)

عَنْ جَابِرٍ رَضِـــ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ, وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيْهِ, فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ,

ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟.[৫৭]

১২৪৩। অর্থ : জাবের রা. বলেন, একটি গোলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলো। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হিজরতের ওপর বায়'আত হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, সে গোলাম। পরবর্তীতে এই গোলামের মনীব তাকে তালাশ করতে করতে এলো। তিনি মনিবকে বললেন, এই গোলাম তুমি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। ফলে তিনি সে গোলামটিকে দু'টি কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। এই ঘটনার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে ততোক্ষণ পর্যন্ত বায়'আত করতেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত এ কথা না জানতেন যে, সে গোলাম নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। নগদ হাতে হাতে দুই গোলামের বিনিময়ে এক গোলাম বেচা-কেনা হলে কোনো অসুবিধা নেই। বাকিতে হলে সে ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন।

দরসে তিরমিযী

এ হাদিসে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গোলামকে দুই গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। এতে বুঝা গেলো, একটি দুই গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করা বৈধ। তাই এটা সর্ব সম্মতিক্রমে বৈধ। আগে যেমন বলা হয়েছিলো যে, যখন প্রাণির বিনিময়ে প্রাণি বিক্রি করা হবে, তখন বেশকম করা বৈধ। তবে হানাফিদের মতে বাকিতে বিক্রি অবৈধ। শাফেয়িদের মতে বৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَرَاهِيَةُ التَّفَاضُلِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ-২৩ : গমের বিনিময়ে গম সমান সমান, অতিরিক্ত লেনদেন নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৫)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتْ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ رَبٰى بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيْعُوْا الْبُرَّ بِالتَّمْرِكَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيْعُوْا الشَّعِيْرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ.[৬০]

১২৪৪। অর্থ : উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সা বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান, রূপার বিনিময়ে রূপা সমান সমান, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান সমান, গমের বিনিময়ে গম সমান

---

[৫৯] মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب ما جاء ان الحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في الضرف।

[৬০] কানযুল উম্মাল : ২/২৩১।

সমান (বিক্রি কর)। সুতরাং এসবে যে বেশি দিবে কিংবা বেশি নিবে, সে সুদ গ্রহণ করবে। তোমরা স্বর্ণকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই, কিন্তু হাতে হাতে (নগদ)। গম বিক্রি করো খেজুরের বিনিময়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই, কিন্তু হাতে হাতে। খেজুরের বিনিময়ে জব বিক্রি করো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই, কিন্তু হাতে হাতে বিক্রি করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু সাইদ, আবু হুরায়রা, বিলাল ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উবাদা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি অনেকে খালেদ রা. হতে এই সনদে বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন, 'তোমরা গমকে জবের বিনিময়ে যেভাবে ইচ্ছা হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ বিক্রি করো।

আবার অনেকে এ হাদিসটি খালেদ-আবু কিলাবা-আবুল আশআজ-আবু উবাদা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তাকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। 'খালেদ বলেছেন, আবু কিলাবা বলেছেন, তোমরা গমকে জবের বিনিময়ে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো। তারপর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা গমকে গমের বিনিময়ে শুধু সমান সমান বিক্রি করা এবং জবকে জবের বিনিময়ে কেবল সমান সমান বিক্রি করার মত পোষণ করেন, অন্যভাবে নয়। যখন জাত বা প্রকার ভিন্ন হয়ে যাবে তখন নগদ হলে বেশি দিয়ে বিক্রি করাতে কোনো অসুবিধে নেই। এটা সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মত। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মত এটিই। শাফেয়ি রহ.বলেছেন, এ ব্যাপারে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী- بِيعُوا الشَّعِيرَ بِالْبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ দলিল।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, একদল আলেম গমকে জবের বিনিময়ে শুধু সমান সমানভাবে বিক্রয় না করে অন্য কোনো ভাবে বিক্রি করা অপছন্দ করেছেন। মালেক ইবনে আনাস রহ. এর মাজহাব এটিই। প্রথম বক্তব্যটিই আসাহ্।

দরসে তিরমিযী

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে এই ছয়টি জিনিসের পারস্পরিক লেনদেনের সময় কম-বেশ করা এবং বাকিতে বিক্রি করা অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। যখন এগুলো সমজাতীয় হয়। আর যখন সমজাতীয় না হয়, তখন কম বেশ করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। আর বাকি লেনদেনকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

رِبَوا الْفَضْلِ হারাম কেনো?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন সুদ হারাম হওয়ার আয়াত নাজিল হওয়ার পর। মূল সুদ ছিলো সেটি যেটিকে কোরআন করিম হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوى إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (البقرة ٢٧٨)

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, অবশিষ্ট সুদ বর্জন করো; তোমরা যদি মুমিন হও।'

ঋণ দেওয়া হলে তার ওপর যেনো অতিরিক্ত অর্থ দাবি না করা হয়। এটা ছিলো সুদের বাস্তব রূপ। যেটাকে কোরআনে করিম হারাম সাব্যস্ত করেছে। তাই এটাকে রিবাল কোরআনও বলা হয়। তবে রিবাল কোরআনের রাস্তা রুদ্ধ করার ভিত্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ছয়টি জিনিসের পারস্পরিক বিনিময়ের

সময় কম বেশি এবং বাকিতে বিক্রি করা অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। সমতা এবং হাতে হাতে তথা নগদ ক্রয়-বিক্রয়কে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। এ হতে নিষিদ্ধ করার হেকমত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদিসে বলেছেন- إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبٰوى[৬১]

'আমি তোমাদের ব্যাপারে সুদের আংশকা করছি।' কেনোনা, এ ধরণের লেন-দেন যদি তোমরা করতে থাকো, তাহলে কোনো একটি সময় তোমরা সুদে জড়িয়ে পড়বে। এ বিষয়টি এ হতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই ছয়টি জিনিসে কম বেশি করা এবং বাকি বিক্রি করা না জায়েজ সাব্যস্ত করার হেকমত হলো, সুদের দ্বার রুদ্ধ করা। কেনোনা, যেই জামানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি বলেছিলেন, তৎকালীন সময়ে বিশেষত গ্রামগুলোতে লোকজনের কাছে নগদ টাকা পয়সা কম থাকতো। আর তারাতো বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময় করতো অন্য দ্রব্যের দ্বারা। যেমন কাপড়ের প্রয়োজন হতো তখন গমের বিনিময়ে কাপড় ক্রয় করতো। চাউলের বিনিময়ে গম ক্রয় করতে। খেজুরের বিনিময়ে জব ক্রয় করতেন। যেনো এ সব জিনিসকে মূল্য হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এবার যদি এসব জিনিসে পারস্পরিক লেনদেনের সময় কম বেশি করা বৈধ সাব্যস্ত করা হতো, তখন লোকজন সুদ অর্জনের জন্য এটাকে হিলারূপে ব্যবহার করতো। এক সা' গমের বিনিময়ে দুই সা' গম নিয়ে নিতো। এমনভাবে এর মাধ্যমে সুদের দরজা উন্মুক্ত হতে পারতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই নিষিদ্ধ করেছেন এ ছয়টি জিনিসে কম-বেশি করতে।

হারাম হওয়াটা কি এই ছয়টি বস্তুর সংগেই নির্দিষ্ট?

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ছয়টি জিনিসের কথা বললেন।

১. গম ২. জব ৩. লবণ ৪. খেজুর ৫. স্বর্ণ ৬. রূপা।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উঠে, এ ছয়টি জিনিসের সংগেই কি এ আদেশ বিশেষিত? নাকি হারামের এ আদেশ আম? যদি ব্যাপক হয়, তাহলে অনেক জিনিসে এই আদেশ জারি হবে। আর কোনোগুলোতে জারি হবে না। এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে পরস্পরে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক তাবিঈর মাজহাব ছিলো, এই আদেশ শুধু এই ছয়টি জিনিসের সংগে বিশেষিত। এই জিনিসগুলো ছাড়া অন্য কোনো জিনিসে যদি কেউ বিনিময় করতে চায়, তাহলে সমজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও কম-বেশি করা ও বাকিতে বিক্রি করা হারাম নয়। যেমন- এই হাদিসে মাকাই এর উল্লেখ নেই। এই জন্য যদি মাকাইয়ের বিনিময়ে মাকাই লেনদেন হয়, তাহলে তাতে কম বেশিও জায়েজ এবং বাকিতেও বিক্রি করা বৈধ। কাতাদা রহ. এর মাজহাব এটিই।

আবু হানিফা রহ. এর মতে হারাম হওয়ার ইল্লত

সংখ্যাগরিষ্ট ফকিহদের মতে, এই আদেশ এই ছয়টি জিনিসের সংগেই বিশেষিত নয়। বরং এই আদেশটির কারণ রয়েছে। অর্থাৎ, একটি ইল্লত রয়েছে, যেটি এই ছয়টি জিনিসের মধ্যে যৌথ। আর সে কারণ যেখানে পাওয়া যাবে, হারামের আদেশ সেখানে লাগবে। আর বেশকম করা এবং বাকিতে বিক্রি করা হারাম হবে। তারপর এই কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আবু হানিফা রহ. এর মতে সে কারণ পরিমাণ ও সমজাতীয়তা। কদর বা পরিমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো জিনিস মাপ বা ওজনের যোগ্য হওয়া। সুতরাং যে সব জিনিস পরিমাপ করে বা ওজন দিয়ে বিক্রি করা হয়, সে সব জিনিস সম্পর্কে বলা হবে, এতে কদর রয়েছে। জিন্‌স দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো জিনিসের বিনিময় সমজাতীয় জিনিস দ্বারা করা। সুতরাং যে স্থানে এই দুটি জিনিস পাওয়া যাবে, সেখানে বেশকম হারাম হবে এবং বিক্রি করা হারাম হবে। তথা

---

[৬১] ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত باب التغليظ في الربا।

হারামের আদেশ উভয় ক্ষেত্রেই আসবে। সুতরাং যেমনভাবে গমকে গমের বিনিময়ে বিক্রি করার সময় বেশ-কম করা ও বাকিতে বিক্রি করা হারাম, এমনভাবে মাকাইয়ের সংগে বিনিময়ের সময়েও বেশকম করা এবং বাকিতে বিক্রি করা হারাম। আর যদি বাজরার বিনিময় বাজরা দ্বারা করা হয়, তখনও এ আদেশ হবে। চালের বিনিময়ে চাল বিক্রি করলেও এই আদেশ হবে। আপেলের বিনিময়ে আপেল লেনদেন করলে সেখানেও এ আদেশ হবে। আমের বিনিময়ে আম বিক্রি করলেও এ আদেশ হবে। আবু হানিফা রহ. বলেন, এই হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ছয়টি জিনিসের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্য হতে চারটি জিনিসে পরিমাপ পাওয়া যায়। সে চারটি জিনিস হলো, গম, জব, খেজুর ও লবণ। আর স্বর্ণ রূপার মধ্যে পাওয়া যায় ওজন। সুতরাং যেখানে পরিমাপ বা ওজন পাওয়া যাবে এবং সমজাতীয় জিনিসের লেনদেন হবে সমজাতীয় জিনিস দ্বারা, সেখানেই বেশকম করা হারাম। বাকিতে বিক্রি করা হারাম। উভয়টিতেই হারামের এই আদেশটি রবে।

শাফেয়ি রহ. এর মতে হারাম হওয়ার ইল্লত

শাফেয়ি রহ. এর মতে, হারাম হওয়ার কারণ বস্তুটি খাদ্য কিংবা মূল্যবান কোনো জিনিস হওয়া। যখন সমজাতীয় জিনিসের বিনিময় সমজাতীয় জিনিস দ্বারা করা হয়। কেনোনা, এই ছয়টি জিনিসের মধ্য হতে সাতটিতে খাদ্য পাওয়া যায়। সে চারটি জিনিস হলো গম, জব, খেজুর ও লবণ। আর দু'টি জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায় মূল্য। অর্থাৎ, স্বর্ণ ও রূপাতে। সুতরাং যেসব জিনিস খাদ্যোপযোগী সেগুলোতেও হারামের কারণ বিদ্যমান। আর যে জিনিস মূল্য হচ্ছে, তাতেও হারামের কারণ মজুদ। সুতরাং যে সব জিনিসে খাদ্য কিংবা মূল্য পাওয়া যায় সেখানে একই জাতের জিনিসের বিনিময় সমজাতীয় জিনিস দ্বারা করলে বেশকম করা বৈধ না।

মালেক রহ. এর মতে হারাম হওয়ার ইল্লত

মালেক রহ. এর মতে, হারাম হারাম হওয়ার ইল্লত, ইক্তিয়াত এবং ইদ্দিখার মূল্য সহকারে। ইক্তিয়াত মানে, সে বস্তুটি খাদ্য হওয়ার উপযোগী। আর ইদ্দেখার মানে, এগুলো জমা করা যায়। নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো না। সুতরাং যেসব বস্তুতে এই কারণ পাওয়া যাবে, তাতে হারামের আদেশ কায়েম হবে।

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. এর দলিলগুলো

ইমাম শাফেয়ি ও মালেক রহ. হারামের যে কারণ বর্ণনা করেছেন, এর সমর্থনে তাদের কাছে কোনো কোরানিক বা হাদিসের দলিল নেই। তাঁরা এই কারণ নিজস্ব ইজতিহাদ দ্বারা উৎসারণ করেছেন। আবু হানিফা রহ. যে কারণ বর্ণনা করেছেন তথা কদর এবং জিন্স এর সমর্থনে দু'টি হাদিস রয়েছে। একটি হাদিস রয়েছে صحيح মুসলিমে بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مَثَلًا بِمَثَلٍ। যাতে উক্ত ছয়টি জিনিসের উল্লেখের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَكَذَٰلِكَ الْمِيْزَانِ এর উদ্দেশ্য হলো, ওজনি জিনিসগুলোতেও এই আদেশই। এসব শব্দ দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলে দিলেন যে, ওজনী হওয়া কম বেশি হারাম হওয়ার কারণ। এমনভাবে মুস্তাদরাকে হাকিমে (২/৪২ بَابُ النَّهْيِ عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ) এই হাদিসটি এসেছে। সেখানে সর্বশেষে এসেছে নিম্নেযুক্ত বাক্য وَكَذٰلِكَ مَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ। অর্থাৎ, এই আদেশই সে সব জিনিসে, যেগুলো পরিমাপ করা হয় এবং ওজন দেওয়া হয়। এ হাদিসটি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, ওপরযুক্ত ছয়টি দ্রব্য ব্যতিত যেসব জিনিসে এ আদেশ জারি করা হবে, তা জারি করা হবে পরিমাপ কিংবা ওজনের ভিত্তিতে। অবশ্য মুস্তাদরাকে হাকেমের রেওয়ায়াতের ওপর হাফিজ জাহাবি রহ.এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এর বর্ণনাকারি হাইয়্যান দুর্বল। তবে আমি তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যার ফল এই বের হয় যে, এই হাদিসটি দলিলযোগ্য। এর সমর্থন হয়, صحيح মুসলিম ও صحيح বোখারির

রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারা। صحيح বোখারিতে (كِتَابُ الْوَكَالَةِ, بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيْزَانِ) যে হাদিসটি রয়েছে, তার শেষে রয়েছে নিম্নেযুক্ত বাক্য وَقَالَ فِي الْمِيْزَانِ مِثْلُ ذٰلِكَ সারকথা এসব হাদিসের কারণে পরিমাপ ও ওজনকে হানাফিগণ ইল্লতও সাব্যস্ত করেছেন।

মালেক রহ. এর যৌক্তিক দলিল

ইমাম মালেক রহ. ইল্লত বলেছেন, ইকতিয়াত এবং ইদ্দিখারকে; তার মূল্যসহ। তিনি বলেন, আমাদের বর্ণিত কারণ, رِبٰوى الْفَضْلِ কোরআনের সুদ হারাম হওয়ার হেকমতের অধিক নিকটবর্তী। কেনোনা, رِبٰوى الْفَضْلِ হারাম করা হয়েছে মানুষ যাতে কোরআনের সুদ পর্যন্ত পৌছতেই না পারে। সুতরাং যে সব জিনিসকে লোকজন মূল্য হিসাবে ব্যবহার করে, সেগুলোর মধ্যেও সে আদেশই হওয়া উচিত, যে আদেশ হয় স্বর্ণ রূপায়। অর্থাৎ, এগুলোর মধ্যেও বেশকম হারাম হওয়া উচিত। যেমনভাবে স্বর্ণ রূপায় বেশকম করা হারাম এবং যেসব জিনিস মূল্যরূপে ব্যবহৃত হতো, সেগুলো সাধারণত এমন জিনিস হতো, যেগুলো খাদ্যের কাজে লাগতো কিংবা এমন জিনিস হতো, যেগুলো জমা করা সম্ভব। তাই তিনি হারামের ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন ইকতিয়াত এবং ইদ্দিখারকে।

শাফেয়ি রহ. এর যৌক্তিক দলিল

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে যে ছয়টি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্য হতে চারটি জিনিস খাদ্যের সংগে সম্পৃক্ত। এই চারটি হলো, গম, জব, লবণ এবং খেজুর। আর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত চার ধরণের-

১. যে খাদ্য ধনী এবং স্বচ্ছল লোকেরা খায়।

২. গরিবরাও যা ব্যবহার করে।

৩. যেগুলো মসলারূপে ব্যবহার করা হয়।

৪. যেগুলো মুখের রুচি পরিবর্তনের জন্য খাওয়া হয়।

খাদ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি জিনিস বর্ণনা করে খানার ওপরযুক্ত চার প্রকারের একেকটি প্রতিনিধি উল্লেখ করেছেন। কেনোনা, গম যারা খোশহাল লোক এবং ভালো ভালো খাবার খায়, তদের খাদ্যের প্রতিনিধি। আর 'জব' গরিবদের খাদ্যের প্রতিনিধি। আর অবশিষ্ট দু'টি জিনিস তথা স্বর্ণ ও রূপা মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই শাফেয়ি রহ. খাদ্য এবং মূল্যকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন।

হানাফিদের যৌক্তিক দলিল

হানাফি মতাদর্শের অনুসারীরা কদর এবং জিন্‌সকে কারণ সাব্যস্ত করেছেন। দু'কারণে এটি প্রাধান্য দিয়েছেন। ১. অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের কাছে কোনো নস বিদ্যমান নেই। হানাফিদের কাছে নস বিদ্যমান। ২. দ্বিতীয় কারণ হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কেরামের মতে সর্বসম্মতিক্রমে যখন এ বিষয়টি সিদ্ধান্ত হয় যে, বেশকম হারাম হওয়ার আদেশ সে ছয়টি জিনিসের সংগে খাস নয়। বরং তাতে কারণ রয়ে গেছে। সুতরাং সতর্কতার দাবি হলো, এমন কারণ নির্ধারণ করা, যার ফলে বেশকম হারাম হওয়ার আদেশ বেশি ব্যাপক এবং সুপ্রসিদ্ধ হয় (وَسِيْع)। কেনোনা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ংতো কারণ বর্ণনা করেননি। এবার প্রতিটি জিনিসের মধ্যে এই সম্ভাবনা থাকে যে, সম্ভবত এই জিনিসটিও হারামের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এমন কারণ নির্ধারণ করা চাই, যার ফলে অনেক জিনিস বেশকম হারামের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। যাতে অধিক

সতর্কতার ওপর আমল হয়। কেনোনা, যে খানে হালাল হারাম উভয়টির সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সতর্কতার দাবি হলো, হারামের দিক হতে প্রাধান্য দেওয়া। সুতরাং কারণও এমন হওয়া উচিত, যেটি ব্যাপকতর। আর এর কারণে বেশির চেয়ে বেশি জিনিসের বেশকম করা হারাম হয়ে যায়। খাদ্য জমা করার জিনিসটিকে হারাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করার ফলে হারামের গণ্ডি সংকীর্ণ হয়ে যায়। আর পরিমাপ ও ওজনকে কারণ সাব্যস্ত করার ফলে হারামের গণ্ডি সুপ্রসস্ত হয়। আর এটাই সতর্কতার দাবি। তাই ওমর রা. বলেছিলেন-

قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَبْوَابَ الرِّبٰوا فَدَعُوْا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ.[৮২]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় দুনিয়া হতে তাশরিফ নিয়ে গেছেন যে, তিনি সুদের সমস্ত অনুচ্ছেদগুলোর বিবরণ দিয়ে যাননি। সুতরাং সুদ ছেড়ে দাও এবং رِيْبَةَ কেও ছেড়ে দাও।'

আর সুদ দ্বারা উদ্দেশ্য رِبٰوى الْفَضْلِ অর্থাৎ, তিনি এ কথা বলেন নি যে, এই ছয়টি জিনিস ব্যতিত অনেক জিনিসে رِبٰوى الْفَضْلِ হারাম। সুতরাং সুদ ছেড়ে দাও এবং رِيْبَةَ কেও ছেড়ে দাও অর্থাৎ যেখানে সুদের সন্দেহও হয়, সেটাও বর্জন করো। কেনোনা, হানাফিরা সতর্কতার ওপর আমল করতে গিয়ে কদর এবং জিন্‌সকে কারণ সাব্যস্ত করেছেন।

হানাফিদের ওপর আপত্তি ও তার জবাব

প্রশ্ন : যদিও কদর এবং জিন্‌সকে কারণ সাব্যস্ত করার পর হানাফিদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কারণ, এটাকে কারণ সাব্যস্ত করার দাবি হলো, তারপর যতো ওজনি জিনিস আছে, সেগুলোর মধ্য হতে কোনোটিতেই بَيْعُ سَلَمٍ বৈধ না হওয়া। কেনোনা, বাইয়ে সালাম এর অর্থ দিরহাম দিনারতো এখনি বিক্রেতা পেয়ে যাবে। আর বিক্রয়দ্রব্য ওজনি জিনিস কিছু সময় পর ক্রেতা পেয়ে যাবে। এবার স্পষ্ট বিষয় হলো, দিরহাম দিনার স্বর্ণ এবং রূপার তৈরি হওয়ার কারণে ওজনি হয়ে যাবে। আর যে জিনিস ক্রয় করা হচ্ছে, সেটিও ওজনি। যদিও এ বিনিময়ে জিন্‌স ভিন্ন ভিন্ন। তবে পরিমাণে বা কদরে উভয়টি যৌথ। সুতরাং পারস্পরিক লেনদেনের সময় বেশকম হলেতো বৈধ হওয়া উচিত; কিন্তু ধারে বিক্রি করা হারাম হওয়া উচিত। সুতরাং ওজনি জিনিসের মধ্যে بَيْعُ سَلَمٍ অবৈধ হওয়া উচিত। তারপর আমল হচ্ছে এই যে, হানাফিদের কাছেও ওজনি জিনিসের মধ্যে بَيْعُ سَلَمٍ বৈধ মনে করা হয়।

জবাব : এই প্রশ্নের জবাবে হানাফিগণ বলেন, এই কারণের মূল্য দাবিতো এই ছিলো যে, ওজনি জিনিসের মধ্যে بَيْعُ سَلَمٍ বৈধ হতো না। তবে এর বৈধতার ওপর ইজমা হয়ে গেছে, তাই আমরা এটাকে এই আদেশ হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করেছি।

দ্বিতীয় জবাব : যদিও দিরহাম দিনারগুলোও ওজনি এবং অন্যান্য ওজনি জিনিসও ওজনি; কিন্তু উভয়টি পরিমাপ যন্ত্র আলাদা আলাদা। কেনোনা, স্বর্ণ রূপাকে ছোট ছোট পাল্লায় বাট দিয়ে ওজন করা হয়। অথচ অন্যান্য জিনিসের জন্য যেসব পাল্লা ও বাটখারা হয়, সেগুলো হয় বড় বড়। সুতরাং যদিও ওজনি হওয়ার ব্যাপারে উভয়টি একই রকম কিন্তু পরিমাপ যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন তাই হুকুমের ক্ষেত্রে এটির কদর ভিন্ন হয়ে গেলো। সুতরাং এ দু'টির মাঝে بَيْعُ سَلَمٍ বৈধ।

---

[৮২] দ্র. হিদায়া : ৩/৮১।

প্রশ্ন : আরেকটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, দিরহাম আর দিনারগুলো তো ওজনি ছিলো। এগুলি সম্পর্কে এ কথা বলা সহজ ছিলো যে, যেহেতু এটি ওজনি বস্তু সুতরাং এগুলোর মাঝে পরস্পর লেনদেনের সময় বেশকম বৈধ না। তবে যখন পয়সার প্রচলন হলো, যেগুলো স্বর্ণ-রূপার তৈরি ছিলো না। বরং তামা ও পিতলের তৈরি হতো। আর এগুলোর গায়ের মূল্য এগুলোর সত্তাগত মূল্যের সমান হতো না। বরং বেশকম হতো। যেমনর দেখুন, আমাদের এখানে আট আনার মুদ্রা প্রচলিত আছে। এগুলো ধাতুর তৈরি এবার যেসব ধাতু এই মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো আট আনার হওয়া আবশ্যক নয়। হতে পারে এটি দু' আনার হবে। তবে তার গায়ের দাম আট আনা। সাধারণতঃ এর গায়ের মূল্য তার সত্তাগত মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। আর এই পয়সা ও মুদ্রাগুলো না পরিমাপের বস্তু হয়, না ওজনী হয়। বরং এগুলো হয় গণনার বিষয়। সুতরাং যখন পয়সার মধ্যে পরিমাপ এবং ওজন হওয়ার গুণ নেই। সেহেতু এগুলোর মধ্যে হারাম হওয়ার যে কারণ হানাফিগণ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, কদর সেটিও বিদ্যমান রইলো না। যেহেতু হারামের কারণ উধাও হয়ে গেছে, সুতরাং এ সমস্ত পয়সা পারস্পরিক লেনদেনের সময় বেশকম করা বৈধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে বর্তমান যুগে প্রচলিত কাগুজে নোটও পয়সার পর্যায়ভূক্ত তাই এই নোটগুলোর মাঝেও পারস্পরিক লেনদেনের সময় বেশকম বৈধ হওয়া উচিত। এক টাকার নোটের বিনিময়ে দুই টাকা কিংবা পাঁচ টাকার নোটের বিনিময় বৈধ হওয়া উচিত। কেনোনা এগুলোতে পরিমাপ এবং ওজন পাওয়া যায় না। তাই সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত এখানে নেই।

জবাব : মূলত ব্যাপার হলো, কদর এবং জিন্‌সকে সুদ হারাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে, এগুলো হলো, رِبٰوى اَلْفَضْلِ সংক্রান্ত। যা হারাম হওয়ার বিষয়টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যার আলোচনা কোরআনে কারিমের মধ্যে রয়েছে এবং যাকে 'রিবান নাসিয়্যাহ' বলা হয়, সেটি রয়ে গেছে। সেটি হলো, ঋণের ওপর যে কোনো প্রকার অতিরিক্ত আদায় করা সুদ। এর যথার্থ সংজ্ঞা হলো, اَلْفَضْلُ اَلْخَالِيْ عَنِ الْعِوَضِ 'যা অতিরিক্ত যেটি বিনিময় হতে শূন্য।'

যার মুকাবেলায় কোনো বিনিময় নেই তা-ই সুদ। এই 'রিবান নাসিয়্যা' কিংবা 'রিবাল কোরআন' বাস্তবে হওয়ার জন্য কদর এবং জিন্‌স পাওয়া যাওয়া আবশ্যক না। বরং যেখানেই বিনিময় শূন্য অতিরিক্ত পাওয়া যাবে, সেখানে সুদের এই প্রকার বাস্তবায়িত হবে। অবশ্য রিবাল ফজলে কদর এবং জিন্‌স পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

মূল্য নির্ধারণ করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না

পয়সাগুলো মূল্য হিসাবে তৈরি হয়। আর মূল্যে মূলনীতি হচ্ছে, এগুলো নির্ধারিত করার কারণে নির্ধারিত হয় না। যেমন আমি দোকানদারকে দশ টাকার নোট দেখিয়ে বললাম, এর বিনিময়ে অমুক কিতাবটি দিন। তিনি আমাকে সে কিতাবটি দিলেন। আমি সে নোটটি পুনরায় পকেটে রেখে দিলাম। আরেকটি নোট তাকে বের করে দিলাম। তাহলে এবার দোকানদার কর্তৃক আমাকে এ কথা বলার অধিকার যে, আমি তো নোট সেটিই নেবো। কেনোনা, এর উদ্দেশ্য মূল্য হওয়া। আর মূল্যের চোখে উভয়টিই এক। সুতরাং মূল্য নির্ধারিত হয় না।

মূল্যে গুণাবলি অনর্থক

৩য় বিষয়টি, মূল্যে গুণাবলি অর্থহীন। অর্থাৎ সংখ্যার যতো নোট কিংবা মুদ্রা আছে, সবগুলো সমমূল্যের বাহক মনে করা হবে। এ গুলোর মধ্য হতে কোনো একটির গুণে অতিরিক্ত কিছু থাকা এর মূল্য বর্ধনের কারণ হবে না। গুণের কমতি এর মূল্যের কমতির কারণ হবে না। ধরুন, একটি সম্পূর্ণ নতুন নোট, আরেকটি ছেঁড়া পুরানো নোট। যেটি কয়েক বছর হতে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূল্য হিসাবে উভয়টি নোটই সমান। কারণ মূল্যের ক্ষেত্রে গুণাবলী অর্থহীন হয়ে থাকে। এ কারণেই মূল্য সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন- اَمْثَالٌ مُتَسَاوِيَةٌ قَطْعٍ। মূল্য

ড়া অন্যান্য জিনিসের গুণাবলি ধর্তব্য। যেমন একটি কিতাবের বিনিময়ে দু'টি কিতাব বিক্রি করলে বলা হবে, কটি কিতাবের পরিবর্তে একটি কিতাব। আর অপর কিতাবটি হলো, গুণের পরিবর্তে, যে গুণটি এ কিতাবে দ্যমান। কাজেই এখানে فَضْلٌ خَالٍ عَنِ الْعِوَضِ 'বিনিময় শূন্য অতিরিক্ত জিনিস নেই।' তবে মূল্যে যে তিরিক্ত হবে, সেটি কোনো গুণের মুকাবিলায় হতে পারে না। বরং সে অতিরিক্ত জিনিসটি শূন্য হবে বিনিময় ত।

এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা হারাম- এর ইল্লত দু'টি

এটি উরফি মূল্য এবং শুধু নির্ধারণ করার দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। যেমন- জায়েদ ওমরকে একটি পয়সা য়ে তার কাছ হতে দুই পয়সা কিনেছে, তখন জায়েদ ওমরকে যে এক পয়সা দেখিয়েছে, সেটাই দেওয়া বশ্যক না। বরং অন্যটিও দিতে পারে। সুতরাং জায়েদ ওমরকে এক পয়সা দেখিয়েছে আর সে ওমর হতে দায় করেছে দুই পয়সা। এ দু'পয়সা হতে এক পয়সা ফেরত ওমরকে দিয়ে দিয়েছে, তাহলে এখানে বস্তুত া-বিক্রয়ের রূহ (মূল স্প্রীট) অর্থাৎ, বিনিময় পাওয়াই গেলো না। কেনোনা, জায়েদের পকেট হতেতো এক সাও যায়নি। বরং সে ওমরকে প্রদত্ত দুই পয়সার মধ্য হতে এক পয়সা ফেরত দিয়েছে। সুতরাং বিনিময় না ওয়া যাওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ই দুরুস্ত হলো না।

এর বিপরীত যদি একটি কলম দুটি কলমের বিনিময়ে বিক্রি হয়, কিন্তু তা বৈধ। কেনোনা, কলম নির্ধারিত । যায়। সুতরাং যদি জায়েদ দু'টি কলম ওমর হতে নিয়ে নেয় এবং তাকে একটি কলম দিয়ে দেয়, তবে তাকে কলমটিই দিতে হবে, যেটি সে চুক্তির সময় দেখিয়েছিলো। ওমর কর্তৃক প্রদত্ত দুটি কলমের মধ্য হতে একটি ম তাকে পুনরায় দিয়ে দিবে- এটা করতে পারবে না। সুতরাং তখন বিনিময় হওয়া যাবে এবং বেচা-কেনা হবে।

সুতরাং যদি এক পয়সা দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তাহলে এক পয়সাতো এক পয়সার বিনিময়ে ন যাবে, আর দ্বিতীয় পয়সাটি বিনিময় শূন্য হবে। তখন সুদের প্রথম প্রকার সাব্যস্ত হবে। যেটিকে কোরআনে ম হারাম সাব্যস্ত করে দিয়েছিলো। তাতে পমািপের জিনিস কিংবা ওজনি হওয়ার কোনো শর্ত নেই। সুতরাং পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা কিংবা একটি উটকে দুই উটের বিনিময়ে বিক্রি করা কোরআনের হওয়ার কারণে হারাম ও অবৈধ হবে।

এই আদেশ ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই পয়সা এবং নোটগুলোর মূল্য অবশিষ্ট থাকে এবং এগুলো ারণ করার ফলে নির্ধারিত না হয়। কেনোনা, নির্ধারিত না হওয়ার ফল এই বের হয় যে, গুণাবলি অর্থহীন হয়ে । এদু'টি পরস্পরে লাজিম ও মালজুম তথা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কেনোনা, নির্ধারিত না হওয়ার লাভ া, গুণগুলো বেকার হয়ে যাওয়া। আর নির্ধারিত হওয়ার লাভ হলো, গুণগুলো ধর্তব্য হওয়া। কাজেই াক্ষণ পর্যন্ত এটি অনির্দিষ্ট ততোক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই এগুলোর গুণাবলি অর্থহীন হবে।

মূল্য বাতিল করার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ রহ. এবং শায়খাইনের মাঝে মতপার্থক্য

ইমাম আবু হানিফা এবং আবু ইউসূফ রহ. বলেন, এই মুদ্রা এবং পয়সাগুলো সৃষ্টিগতভাবে মূল্য না। বরং ভাষিক মূল্য, তাই দুই লেনদেনকারির স্বাধীনতা আছে, তারা নিজেদের মাঝে এই পরিভাষা শেষ করে দিয়ে মুদ্রাগুলোকে নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে এ সব মুদ্রার মূল্যত্বকে বাতিল করে দেওয়া। তখন এসব মুদ্রা ও পয়সা আসবাব ও সামানের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। তারপর এগুলোর মধ্যে বেশকম করে বিনিময় করা বৈধ হবে। । ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যখন এই পয়সাগুলো এবং নোট পারিভাষিক মূল্য হয়ে প্রচলিত হয়ে গেছে।

সুতরাং যতোক্ষণ পর্যন্ত লোকজন এর মূল্যত্বকে বাতিল সাব্যস্ত না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত শুধু ক্রেতা বিক্রেতার বাতিল করার ফলে এগুলোর মূল্যত্ব বাতিল হবে না। যেহেতু মূল্যত্ব বাতিল হবে না। সেহেতু নির্ধারিত করলে নির্ধারিত হবে না। সুতরাং এক পয়সাকে দু'পয়সার বিনিময়ে লেনদেন কিংবা একটি নোটকে দু'টি নোটের বদলায় বিনিময় করা তাঁদের মতে বৈধ হবে না। আমার মতে পয়সা এবং ক্রান্সী নোটগুলোর মাসআলা মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য গ্রহণ করা উচিত। কেনোনা, ইমাম আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাব অবলম্বন করলে সুদের দরজা ও চৌকাঠ খুলে যাবে। আর যদি কোথাও এক পয়সাকে দু'পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করাতে মূল্যত্ব অর্জন করার উদ্দেশ্য না হয়। বরং সত্তাগত পয়সা উদ্দেশ্য হয়। যেমন একটি পয়সা ১৯৯৬ ইং সনের। আর দু'পয়সা ১৯৫০ ইং সনের। এবার কোনো ব্যক্তি শখ করে পুরানো মুদ্রা জমা করতে চায়। আর সে ১৯৯৬ইং সনের এক পয়সা দিয়ে ১৯৫০এর দু'পয়সা নিতে চায়, তাহলে এসমস্ত পয়সায় মূল্যত্ব উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলোর স্বত্ব উদ্দেশ্য।

ইমাম আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাবের ভিত্তিতে এখানে চিন্তা করা যেতে পারে যে, সে পয়সাগুলোকে যদি নির্ধারিত করে, তাহলে নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং এগুলোর মূল্যত্ব বাতিল বলে গণ্য হবে। এখন এগুলোর মর্যাদা শুধু একটি ধাতব পদার্থের মতো হয়ে যাবে। এ কারণে বেশকম করা বৈধ।[৬৩]

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ الصَّرْفِ

অনুচ্ছেদ-২৪ : বাইয়ে সরফ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৫)

عَنْ نَافِعٍ قَالَ : اِنْطَلَقْتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ اِلٰى اَبِىْ سَعِيْدٍ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِــ قَالَ : سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ هَاتَيْنِ يَقُوْلُ : لَا تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّامَثَلًا بِمَثَلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ اِلَامَثَلَا بِمَثَلٍ لَايَشْفُ بَعْضُهُ عَلٰى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهُ غَائِبًا بِنَا جِزٍ.[٦٤]

১২৪৫। অর্থ : নাফে রহ. বলেন, আমি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. একবার হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে এই হাদিস শুনালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তাকিদ হিসেবে বললেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একথা আমার দু'কান শুনেছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমপরিমাণ ব্যতিত অন্য কোনো অবস্থায় বিক্রি করো না। আর রূপাকেও রূপার বিনিময়ে সমপরিমাণ ব্যতিত অন্য কোনো অবস্থায় বিক্রি করো না। একটি বিনিময় অপরটির ওপর যেনো অধিক না হয়। আর অনুপস্থিত জিনিস উপস্থিত জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু বকর, উমর, উসমান, আবু হুরায়রা, হিশাম ইবনে আমির, জায়দ ইবনে উবাইদা, আবু বকরা, ইবনে উমর, আবুদ্দারদা ও বিলাল রা.হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৬৩] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'-باب بيع الفضة بالفضة , মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل الخ।

[৬৪] বিস্তারিত দ্র.-কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ : ২/২৭৩, বাদায়ি' : ৫/১৮৫।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু সাইদ রা. এর হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তবে ব্যতিক্রম শুধু ইবনে আব্বাস রা.এর বিবরণ যে, তিনি স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রূপাকে রূপার বিনিময়ে বেশ-কম করে বিক্রি করাতে কোনো দোষ মনে করতেন না, যখন নগদ বেচা-কেনা হতে এবং তিনি বলেছেন সুদ হলো কেবল বাকিতে। ঐরূপভাবে তার অনেক ছাত্র হতে এমন কিছু বর্ণিত আছে। হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন যখন আবু সাইদ খুদরি রা. তার কাছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে প্রথম বক্তব্যটি আসাহ্। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটিই। ইবনে মুবারক হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, সরফের ক্ষেত্রে কোনো মতপার্থক্য নেই।

দরসে তিরমিযী

নাফে রহ. বলেন, আমি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. একবার হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে এই হাদিস শুনালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারপর মাঝখানে তাকিদ হিসেবে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথা আমার কর্ণদ্বয় শুনেছে। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এই ইরশাদ বর্ণনায় আমার সামান্যতম সন্দেহও নেই। ব্যাকরণের মূলনীতি হিসেবে এই ইবারতটি এমন হওয়া উচিত ছিলো هَاتَانِ-هَاتَانَ أُذُنَايَ سَمِعَتْهُ শব্দটি فَاعِلْ হতে বদল কিংবা তাকিদ হওয়ার কারণে رفع এর অবস্থায় হওয়া উচিত ছিলো। তবে هَاتَيْنِ শব্দটিকে নছবি হালাতে নেওয়ার দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। ১. এটি مَنْصُوْب عَلٰى سَبِيْل الْاِخْتِصَاص কিংবা مَنْصُوْب عَلٰى سَبِيْل النِّدٰى দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো এই هاتين শব্দটি ব্যাকরণের মূলনীতির বিপরীত বলা হয়েছে। আরবগণ অনেক সময় ব্যাকরণের নিয়ম বিপরীত দ্রুত কোনো শব্দ বলে ফেলেন। এখানেও অনুরূপ হয়েছে। মোটকথা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় বিক্রি করো না। আর রূপাকেও রূপার বিনিময়ে সমান সমান ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় বিক্রি করো না। একটি বিনিময় অপরটির ওপর যেনো বেশি না হয়। এমনিভাবে অনুপস্থিত জিনিস উপস্থিত জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করো না। অনুপস্থিত বলতে বুঝায় যেটি চুক্তির মজলিসে মজুদ নেই। আর নগদ বলতে বুঝায় যেটি চুক্তির মজলিসে উপস্থিত থাকে।

بَيْعِ صَرْف-এ মজলিসে পারস্পরিক কবজা করা আবশ্যক

এ বর্ণনায় একটি বাড়তি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি হলো لا تبيعوا منه غائبا بناجز এই বাক্যটির মাধ্যমে ছয়টি জিনিস হতে স্বর্ণরূপাকে অবশিষ্ট চারটি হতে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোতে পার্থক্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। সে পার্থক্যটি হলো, এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের পারস্পরিক বিনিময় যখন সমজাতীয় জিনিস দ্বারা হবে, তখন বেশকম করাও হারাম এবং বাকিতে বিক্রি করাও হারাম। আর যদি বেশকম না হয় এবং বাকিতেও না হয়, বরং নগদ বিক্রি হয়; কিন্তু দুই বিনিময়ের কোনো একটি চুক্তির মজলিসে উপস্থিত না থাকে, তখনও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেনোনা, এই চারটি জিনিসে মজলিসে পারস্পরিক বিনিময় হস্তগত করা আবশ্যক নয়। তবে স্বর্ণ রূপা লেনদেনের সময় বেশকম করাও হারাম এবং বাকিতে বিক্রি করাও হারাম। আবার মজলিসে পারস্পরিক কবজা করাও আবশ্যক। সুতরাং উভয় বিনিময় চুক্তির মজলিসে মজুদ থাকা আবশ্যক। কেনোনা, بيع

صرف (স্বর্ণ রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ রূপা বিক্রি করা) এ বিনিময়দ্বয়ের ওপর চুক্তির মজলিসে কবজা করা আবশ্যক। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না।

মূল্যগুলোতে অনুপস্থিত জিনিস উপস্থিত জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ না

কেনোনা, স্বর্ণ রূপা (মূল্য) নির্ধারিত করার ফলে নির্দিষ্ট হয় না এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো জিনিস নির্ধারণ করার ফলে নির্দিষ্ট না হয়। ততোক্ষণ পর্যন্ত সে জিনিসটি দায়িত্বে ঋণ হয়ে থাকে। অবশ্য কবজা করার পর নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এর বিপরীত মূল্য ছাড়া অন্যান্য বস্তু। সেগুলো নির্ধারণ করার ফলে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। নির্ধারণ করার জন্য কবজা করা আবশ্যক না। সুতরাং যদি মূল্যগুলো পারস্পরিক লেনদেন হয় এবং বিনিময় দুটির কোনো একটির ওপর মজলিসে কবজা হয়ে যায় এবং অপর বিনিময় মজলিসে মজুদ না থাকে, তা হলে তখন দ্বিতীয় বিনিময় নির্দিষ্ট হয় না। এটা হবে بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ। বস্তুত بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ হলো বাকিতে বিক্রি। মূল্যের পারস্পরিক লেনদেনে বাকি চুক্তি হারাম। সুতরাং স্বর্ণ রূপা (মূল্য) পারস্পরিক বিনিময়ের সময় একটি অনুপস্থিত, অপরটি উপস্থিত রেখে ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ। এর বিপরীত দ্রব্য চতুষ্টয়। এটি নির্ধারিত করার ফলে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, এগুলোতে অনুপস্থিত জিনিসকে উপস্থিত জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ।

স্বর্ণ এবং রূপার দু'টি দিক

হানাফি মাজহাবের অনুসারীদের বক্তব্য হলো, স্বর্ণ ও রূপায় দু'টি মর্যাদা রয়েছে।

একটি দিক, এটি ওজনি হওয়া। এ হিসেবে এগুলো সুদের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যেমনভাবে অন্যান্য ওজনি জিনিসের মধ্যে সমজাতীয় হলে বেশকম করা ও বাকিতে বিক্রি করা হারাম, এমনভাবে স্বর্ণ রূপার মধ্যেও বেশকম করা এবং বাকিতে বিক্রি করা হারাম। অপর দিকটি হলো, এগুলোর মূল্য হওয়া। এ হিসাবে এগুলোর ওপর لَا تَبِيْعُوا الْغَائِبَ بِالنَّاجِزِ এর আদেশ লাগবে। সুতরাং যে খানে উভয় দিকে মূল্য থাকে, সেখানে মজলিসে উভয় পক্ষ হতে কবজা করা আবশ্যক। যেহেতু সুদ হারাম হওয়ার জন্য শুধু মূল্যত্ব পাওয়া যাওয়া হানাফিদের মতে কারণ নয়, সেহেতু হানাফিগণ কদর এবং জিন্‌সকে কারণ সাব্যস্ত করেন; কিন্তু মজলিসে কবজা করে নেওয়াকে শর্ত সাব্যস্ত করার জন্য তাঁদের মতে ইল্লত হচ্ছে, 'মূল্যত্ব'।

সৃষ্টিগত মূল্য ও ওরফি মূল্যের পরিচয়

এখন কথা হলো, 'মূল্যত্ব' দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টিগত 'মূল্যত্ব', না কি ওরফি 'মূল্যত্ব'ও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?

সৃষ্টিগত মূল্য বলে যেটি সৃজনগতভাবে মূল্য হওয়ার জন্য তৈরি করা হয় এবং শরিয়তে এটাকে মূল্য হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। যেমন স্বর্ণ রূপা। এই দু'টোকে সৃজনগত মূল্য বলা হয়। ওরফি ثَمَنْ বলে যেটি মূলত মূল্য হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি। তবে লোকজন পারস্পরিক পরিভাষার কারণে এটাকে মূল্য বানিয়ে নিয়েছে। যেমন- পয়সা এবং মুদ্রা। এগুলোকে عُرْفِيْ ثَمَنْ বা মূল্য বলে। সুতরাং যদি সরকার কিংবা সমস্ত লোক মিলে এগুলোর মূল্যত্ব বাতিল করে দেয়, তা হলে এ গুলোর মূল্যত্ব বাতিল হয়ে যাবে। কেনোনা, এগুলোর মূল্যত্ব (শরিয়তের) ওরফ, পরিভাষা এবং কানূনের ওপর মওকুফ। এগুলোকে ثَمَنِ اِعْتِبَارِيْ-ও বলা হয়ে থাকে।

ওরফি মূল্যে মজলিসের মধ্যে উভয় পক্ষ হতে কবজা করার ব্যাপারে মতপার্থক্য

প্রশ্ন : মজলিসে পরস্পরে কবজা করার শর্ত সৃষ্টিগত মূল্যের সংগে বিশেষিত না ওরফি মূল্যের মধ্যে পাওয়া যাওয়া আবশ্যক?

জবাব : ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, এই শর্ত সৃষ্টিগত মূল্যের সংগে বিশেষিত। সুতরাং ওরফি মূল্যে মজলিসে পরস্পরে কবজা করা আবশ্যক না। হানাফিগণও এটাই বলেন। অবশ্য হানাফিদের মতে দু'টি বিনিময়ের কোনো একটির ওপর মজলিসে কবজা আবশ্যক। অর্থাৎ, একটি দল মজলিসের মধ্যে অবশ্যই কবজা করবে। চাই অপর পক্ষ নাই করুক না কেনো। কেনোনা, যদি একদলও দু'টি বিনিময়ের মধ্য হতে কোনো একটির ওপর মজলিসে কবজা না করে, তাহলে উভয় পক্ষ হতে বিনিময়দ্বয় নির্ধারিত হলো না। যখন নির্দিষ্ট হলো না, তখন একটি অপরটির দায়িত্বে ঋণ হয়ে গেলো। সুতরাং এখানে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি হলো। যেটাকে بَيْعُ الْكَالِئ بِالْكَالِئ ও বলে। যেটি অবৈধ। সুতরাং এটাকে বৈধ করার পদ্ধতি হলো, একদিক হতে কবজা হয়ে গেলে তখন بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ হবে না। বরং তা হবে بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ।

ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব

মালেক রহ. বলেন, মূল্য সব সমান হয়। চাই সৃষ্টিগত হোক কিংবা ওরফি। উভয়টির আদেশ এক। সুতরাং উভয় পদ্ধতিতে মজলিসের মধ্যে উভয় পক্ষের কবজা করা আবশ্যক। একদিক হতে কবজা করা যথেষ্ট নয়। এই তাফসিলতো উরফি মূল্য সম্পর্কে ছিলো। যেগুলো পয়সা এবং মুদ্রারূপে হয়ে থাকে।

বর্তমান প্রচলিত কারেন্সি নোটের বাস্তবতা

যতোটুকু পর্যন্ত বর্তমান যুগের কারেন্সি নোটের সম্পর্ক রয়েছে, এটির ব্যাপারে একটি মাসআলা দাঁড়িয়ে গেছে যে, এর ওপর এই ইবারত লিপিবদ্ধ হয় যে, বর্তমান বাহককে চাহিবামাত্র তা আদায় করবো। অবশ্য এই বক্তব্যটি নোটের ওপর হতে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। রিয়াল, ডলার, পাউন্ড ইত্যাদির ওপর এই ইবারত লেখা থাকে না। পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি রুপির ওপর এই বাক্য লেখা থাকে। এই বাক্যের অর্থ বুঝার আগে এ সব প্রচলিত কারেন্সি নোটগুলোর বাস্তবতা বুঝা আবশ্যক। এর বাস্তবতা হলো, এই নোট সত্তাগতভাবে কোনো মাল কিংবা টাকা ছিলো না। বরং এটা ছিলো টাকার রশিদ। যেটি স্টেট ব্যাংকে জমা ছিলো। এ কারণে শুরুর দিকে ওলামায়ে দেওবন্দ বলেছিলেন যে, এই নোট সত্তাগতভাবে মাল নয়। বরং এটি সম্পদের রসিদ। সুতরাং এই নোটের ওপর কবজা করা সম্পদের ওপর কবজা করা নয়। বরং এটি হাওয়ালা বা অর্পণের পর্যায়ভুক্ত। যেনো যে ব্যক্তি এই নোটের বাহক, তার টাকা স্টেট ব্যাংকে রাখা আছে। আর স্টেট ব্যাংক এই বাহকের কাছে ঋণী। বস্তুত এই নোট সে ঋণের রশিদ। এবার এই বাহক যদি অন্য লোককে এই নোট দিয়ে কোনো জিনিস ক্রয় করে, তাহলে সে তার ঋণ তার নিজের কাছে অর্পণ করছে যে, আমার এই টাকা স্টেট ব্যাংকে ঋণ হিসাবে আছে। এটি এর রসিদ। তুমি যখন ইচ্ছা কর সেখান হতে আদায় করে নিবে। তখন এটি আদায় করা হবে না। বরং এটি হয়ে গেছে হাওয়ালা। একারণেই গত শতাব্দিতে হিন্দুস্তানের অনেক ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যেহেতু এই নোট ঋণের সার্টিফিকেট, সেহেতু এর দ্বারা স্বর্ণ-রূপা ক্রয় করা অবৈধ। কেনোনা, স্বর্ণ-রূপা ক্রয় করার সময় চুক্তির মজলিসেই বিনিময়দ্বয়ের ওপর কবজা করা আবশ্যক। তবে নোট দ্বারা স্বর্ণ-রূপা ক্রয় করার পদ্ধতিতে দুই বিনিময়ের কোনো একটি তথা স্বর্ণ রূপার ওপর তো কবজা হয়ে গেছে; কিন্তু অপর দিক হতে স্বর্ণের রসিদ এবং দস্তাবেজের ওপর কবজা হলেও স্বর্ণের ওপর তো কবজা করা বাকি হয়ে গেলো। তাই তখন রূপা ক্রয় করার সময় খুবই সমস্যা হতো। এ জন্য যখন এর বৈধতার অনেক হীলা বাহানাও প্রসিদ্ধ ছিলো। যেমন এক হীলা ছিলো, যদি একশ' টাকার স্বর্ণ ক্রয় করতে হয়, তাহলে এর সংগে একটি টাকাও মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, এই স্বর্ণ একটাকার বিনিময়ে। আর এতে যে রং ইত্যাদি আছে, সেটি হলো একশ' টাকায়। এক টাকার পেছনে রূপা হতো না। বরং সেটি স্বয়ং রূপার হতো। তাই এটিকে بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ কিংবা بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ পদ্ধতি তৈরি করে এটাকে বৈধ সাব্যস্ত করা হতো। আর এই পদ্ধতিটি এতো প্রসিদ্ধ ছিলো যে, হিন্দু

স্বর্ণকারদেরও এ কথাটি জানা ছিলো। এ জন্য একজন মুসলমান হিন্দু স্বর্ণকারের কাছে গেলে তখন তাকে এই পদ্ধতিতে এবং বলতেন যে, তোমাদের ধর্মে এর বেচা-কেনা হয়ে থাকে এ রকমই।

নোটের মাধ্যমে জাকাত আদায় করা

এমনভাবে নোটের মাধ্যমে জাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত ফকির এই নোটের বিনিময়ে স্টেটব্যাঙ্ক হতে স্বর্ণ আদায় না করবে। কিংবা যতোক্ষণ পর্যন্ত সে ফকির নিজের প্রয়োজনে এই নোটকে খরচ না করবে। এই জন্য আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দের যতো ফতওয়ার কেতাব রয়েছে, যেমন إِمْدَادُ الْفَتْوٰى, فَتْوٰى دَارُ الْعُلُوْمِ دِيُوْبَنْد ইত্যাদিতে এ সব মাসায়িল এমনভাবে লিখিত পাবেন।

কাগুজে নোট এখন ওরফি মূল্য হিসেবে ধর্তব্য হয়

এটি ছিলো তখনকার কথা, যখন টাকার পিঠে রূপা থাকতো। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে টাকার পিঠে স্বর্ণও নেই রূপাও নেও, না অন্য কিছু আছে। এ জন্য বর্তমানে এটার আদেশও পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুতরাং এখন এ নোট রসিদ না; বরং সত্তাগতভাবে ওরফি মূল্য। ওরফি সামান হওয়ার কারণে আকদের মজলিসে বিনিময়দ্বয়ের মধ্য হতে একটির ওপর কবজা করে নেওয়াও যথেষ্ট। উভয় পক্ষ হতে কবজা করা আবশ্যক না। আর যদি এই ওরফি মূল্য সমজাতীয় হয়, যেমন পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি টাকার বিনিময় করা হয় পাকিস্তানী টাকা দ্বারা, তা হলে তখন বেশকম করা হারাম হবে। কেনোনা, এগুলো হলো উরফি মূল্য। এগুলো নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয় না। আর বেশকম করলে বিনিময় হতে শূন্য অতিরিক্ত জিনিস পাওয়া যাবে। সারকথা, আজকালকের নোটের আদেশ বিনিময়ের ক্ষেত্রে পয়সার বিনিময়ে পয়সা বিক্রি করার মতো। কেনোনা, এটি بَيْعِ صَرَف না। সুতরাং যেকোনো একটি বিনিময়ের ওপর কবজা করা যথেষ্ট। তবে মূল্য ওরফি হওয়ার কারণে বেশ-কম করা অবৈধ।

বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর কারেন্সিগুলোতে পারস্পরিক বিনিময়

এই নোটগুলো যদি বিভিন্ন জাতের হয়, যেমন পাকিস্তানি টাকা, সৌদি রিয়াল, ইরানি তুমান, আমেরিকান ডলার, এগুলো পরস্পরে সমজাতীয় না। বিভিন্ন ধরণের। এ কারণে এগুলোর নাম, পরিমাণ এবং এগুলো দ্বারা ঘটিত এককেগুলোও এককে ধরণের হয়ে থাকে। তাই এগুলোর মাঝে পরস্পর বিনিময়ের সময় বেশকম করা বৈধ। সুতরাং এক রিয়ালকে আট রূপিতে বিক্রি করা বৈধ। এক ডলারকে একত্রিশ রূপিতে বিক্রি করা বৈধ। আর যেহেতু এটি পরিমাপ ও ওজনের জিনিসও নয়; বরং গণনার বস্তু, সেহেতু বাকিতে বিক্রি করাও হারাম নয়। বরং বৈধ। কেনোনা, বাকিতে বিক্রি করা তখন হারাম হয়, যখন কদর এবং জিনসের মধ্য হতে কোনো একটি গুণ পাওয়া যায়। আর যেখানে কদর এবং জিনস এ দুটি গুণ না থাকবে, সেখানে বাকিতে বিক্রি করা হারাম হয়। কাজে যদি দুই চুক্তি কারি তথা ক্রেতা বিক্রেতার মধ্য হতে একজন মজলিসে পাকিস্তানি রুপি দেয় আর অপরজন বলে, আমি এক মাস পর এতো রিয়াল দেবো। তবে এ পদ্ধতি বৈধ।

হুন্ডির মাসআলা

হুন্ডির মাসআলাও এখান হতে নির্গত হয়। যেমন- এক ব্যক্তি সৌদি আরবে আছে। সে অপর এক ব্যক্তিকে বললো, আমি তোমাকে এতো রিয়াল দিচ্ছি। এর বিনিময়ে তুমি এতোগুলো পাকিস্তানি রূপি করাচিতে অমুক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিবে। এটাকে বলা হয় হুন্ডির কারবার। এই কারবার বৈধ। তবে যেহেতু এই কারবারকে সুদ অর্জন করার সুতা বানানো হয়, সেহেতু সমান সমান মূল্যে তা বৈধ। সমান সমান মূল্যের বেশিতে অবৈধ। অন্যথায় সুদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন এক রিয়ালের মূল্য আট রূপি। আমি একজনকে দশ রিয়াল

দিলাম। আর তাকে বললাম, তুমি আমাকে এটা একমাস পর পাকিস্তানি একশ' রুপি দিবে। যেহেতু দশ রিয়ালের মূল্য আশি রুপির মতো হচ্ছিলো, আর আমি এর দ্বারা একশ' রুপি আদায় করছি। সুতরাং এটি এক ধরণের সুদ হয়ে গেলো। যদি এটিকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে যতো সুদি লেনদেনকারি লোক রয়েছে, তারা এর মাধ্যমে সুদ অর্জন করবে। এ জন্য বেশকম করা যদিও বৈধ। তবে সমান মূল্যে হওয়া আবশ্যক। এটি একটি অবস্থান, আমি এটাকে আজ পর্যন্ত হক মনে করি। বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন।

সমান মূল্য মানে এই নয় যে, এর মূল মূল্য যেটি সরকারের পক্ষ হতে নির্ধারিত আছে, এর ওপর বেচা-কেনা করতে হবে। বরং সমান মূল্যের অর্থ বাজারে যে মূল্যে পারস্পরিক লেনদেন হচ্ছে, এর ওপর লেনদেন করতে হবে। যেমন এক ডলারের আসল মূল্য সরকারের পক্ষ হতে নির্ধারিত করা রয়েছে চৌত্রিশ রুপি। তবে বাজারে এর মূল্য আটত্রিশ রুপি। সুতরাং হুন্ডির কারবারে এক ডলারের পরিবর্তে আপনি আটত্রিশ রুপি নিতে পারেন। কেনোনা, এটা হলো, সমান মূল্য। এর চেয়ে বেশি নেওয়া বৈধ না।

এ বিষয়ে ওলামায়ে আরবের অবস্থান

এ বিষয়ে আরবের বহু ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, এই কারেন্সি নোট এখন ওরফি মূল্য থাকেনি। বরং এগুলো এখন স্বর্ণ রুপার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এই কারেন্সি নোটগুলোর ওপর সে সব বিধি আদেশ চালু হবে, যেগুলো স্বর্ণ এবং রুপার ক্ষেত্রে হয়। সুতরাং বিনিময়দ্বয়ের ওপর মজলিসে কবজা করাও আবশ্যক। আবার বাকিতে বিক্রি করাও হারাম এবং তাঁদের মতে হুন্ডির কারবারও বৈধ না। তবে আমার ঝোঁক এ দিকে যে, এগুলো প্রকৃত মূল্য নয়। বরং ওরফি মূল্য। কাজেই এগুলোর মাঝে বিনিময়ের সময় بَيْع صَرَف এর বিধি আদেশ প্রয়োগ হয় না।[৬৮]

সরকারি মূল্য হতে কম-বেশি করে নোটের বিনিময় করা

মাসআলা : প্রতিটি কারেন্সির একটি সরকারি মূল্য হয়ে থাকে। ব্যাংকের লোকজন এর সরকারি মূল্য হিসাবে এর লেনদেন করে থাকে। যেমন, ডলারের সরকারি মূল্য আজকাল ত্রিশ রুপি। তবে সাধারণ বাজারে এই কারেন্সির মূল্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এই কারণে বাজারে উদাহরণ স্বরূপ এক ডলারের মূল্য বত্রিশ টাকা চলছে। তখন অনেক আলেমের মত হলো যে, কারেন্সিকে সরকারি মূল্যের চেয়ে কম-বেশিতে বিক্রি করলে সুদ হয়ে যায়। তারা বলেন, যখন সরকার ডলারের মূল্য ত্রিশ রুপি নির্ধারিত করে দিয়েছে, তাহলে সে এক ডলার এমন হয়ে গেলো যেমন ত্রিশ রুপি। সুতরাং যেমনভাবে বত্রিশ টাকার বিনিময়ে ত্রিশ রুপিকে বিক্রি করা যায় না। এমনভাবে এক ডলারকেও বত্রিশ রুপিতে বিক্রি করতে পারেন না। আমার মতে এই অবস্থান সঠিক নয়। কেনোনা, সরকারের পক্ষ হতে মূল্য নির্ধারণ করা হলো, تَسْعِيْر। সুতরাং এর ওপর تَسْعِيْر এর আহকাম চালু হবে। এবার যদি দু'পক্ষ সম্মতি ক্রমে অন্য কোনো মূল্যে বিনিময় করে, তাহলে বেশি হতে বেশি বলা যায় যে, তারা تَسْعِيْر এর বিপরীত কাজ করেছে। আর تَسْعِيْر এর আদেশ হলো, আদেশতের পক্ষ হতে নির্ধারিত মূল্যের যথা সম্ভব পাবন্দি করা চাই। এর বিরোধিতা করা পাপের কাজ। এতে শাসকদের বিরোধিতা করার গুনাহ হবে। তবে এটাকে সুদ বলা হবে না। আর এর ওপর সুদের গুনাহও হবে না। কাজেই যদি আইনগতভাবে কোনো রাষ্ট্রে কারেন্সির ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর পাবন্দি না থাকে। যেমন সৌদি আরব, পাকিস্তান। তখন সুদের গুনাহও হবে না, আর শাসকদের বিরোধিতার গুনাহ হবে না।

---

[৬৮] আবু দাঊদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في اقتضاء الذهب من الورق নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب اخذ الورق من الذهب।

কম-বেশি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর মাজহাব

وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِـــ اَنَّهٗ كَانَ لَا يَرٰى بَاْسًا اَنْ يُّبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَقَالَ : اِنَّمَا الرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. بَيْعِ صَرَف তথা স্বর্ণরূপা বিক্রিতে বেশ-কমকে বৈধ বলতেন এবং বাকি বিক্রিকে হারাম বলতেন। তিনি বলতেন, (اِنَّمَاالرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ) 'সুদতো হয় বাকিতে যদি নগদা-নগদি লেনদেন হয়, তাহলে তাতে সুদ নেই।'

আর এটি একটি হাদিসেরও শব্দ (اِنَّمَا الرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ)

তবে অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, এই আদেশটি তখকার, যখন বিভিন্ন জাতের দ্রব্য পরস্পরে লেনদেন হয়। সমজাতীয় জিনিসের লেনদেনে এই মূলনীতি নেই যে, তাতে বেশকম বৈধ। রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. পরবর্তীতে স্বীয় বক্তব্য প্রত্যাহার করেছেন। মুস্তাদরাকে হাকেম এবং মুজামে তাবারানিতে এসব বর্ণনা রয়েছে। এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ، فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ فَاٰخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَاَبِيْعُ بِالْوَرِقِ فَاٰخُذَ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ، فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهٗ خَارِجًا مِّنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَاَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: لَا بَاْسَ بِهٖ بِالْقِيْمَةِ.[٦٦]

১২৪৬। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি بَقِيْع নামক স্থানে উট বিক্রি করতোম। আমি অনেক সময় দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করতাম। আমি দিনারের পরিবর্তে রূপাও নিতাম। আবার অনেক সময় মূল্যতো নির্ধারিত করা হতো দিরহামে। তবে এর পরিবর্তে দিনার দিয়ে দিতো। আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি তখন হজরত হাফসা রা. এর ঘর হতে বেরুচ্ছিলেন। আমি এই কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যদি মূল্য হিসাবে এই লেনদেন হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমরা এ হাদিসটি মারফূ' সনদে সিমাক ইবনে হারব-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে উমর সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। দাউদ ইবনে আবু হিন্দ সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে উমর রা. সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। যে স্বর্ণকে রূপার বিনিময়ে এবং রূপাকে স্বর্ণের বিনিময়ে কামনা করাতে কোনো দোষ নেই। আহমদ এবং ইসহাক রহ.এর মাজহাবও এটি। এটিকে অনেক সাহাবা এবং আলেম মাকরুহ মনে করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ اَنَّهٗ قَالَ اَقْبَلْتُ اَقُوْلُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِـــ اَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا اِذَا جَاءَ

---

[৬৬] বোখারি : কিতাবুশ শুরুব ওয়াল মুসাকাত-باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل , মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'- باب من باع نخلا عليها ثمر।

خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

১২৪৭। অর্থ : মালেক বিন আওস ইবনে হাদাসান রা. বলেন, আমি এগিয়ে যেতে বলতে লাগলাম, কে দিরহামে সরফ করবে? তালহা ইবনে আবদুল্লাহ তখন ওমর ইবনে খাত্তাব রা.এর নিকট হতে বললেন, আমাকে তোমার স্বর্ণ দেখাও। তারপর তুমি আমাদের নিকট এসো। যখন আমার খাদেম আসে তখন আমি তোমাকে তোমার রূপা দিয়ে দিবো। তখন ওমর রা. বললেন, কক্ষণো না। আল্লাহর কসম! হয় তুমি তাকে তার রূপা দিয়ে দেবে কিংবা তার নিকট তার স্বর্ণ ফেরত দেবে। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ সুদ তবে কেবল নগদ সুদ না। গমের বিনিময়ে গম সুদ, কিন্তু শুধু নগদে সুদে না। যবের বিনিময়ে জব সুদ, কিন্তু শুধু নগদরূপে হয়ে নয়। খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সুদ, কিন্তু শুধু নগদরূপে হলে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ বাণীর অর্থ, নগদ হবে বাকি নয়।

দরসে তিরমিযী

দিনারের পরিবর্তে দিরহাম আদায় করা বৈধ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবের অর্থ, যদি তোমরা উদাহরণস্বরূপ দশ দিনারে উট বিক্রি করো। আর এখন সে ক্রেতা দিনারের পরিবর্তে দিরহাম দিতে চায় তাহলে তখন দেখতে হবে, এই দিন দশ দিনারের মূল্য কতো দিরহাম? সে মূল্য দিরহামরূপে আদায় করে দিবে। যেমন, এ দিন ১০ দিনারের মূল্য ১০০ দিরহাম, তাহলে যদি ক্রেতা ১০ দিনারের পরিবর্তে ১০০ দিরহাম আদায় করে দেয়, তবে এটা বৈধ। আর যদি উট বিক্রি করে থাকে একশ দিরহামে, অথচ ক্রেতার কাছে আছে দিনার, দিরহাম নেই, তাহলে যদি ক্রেতা একশ' দিরহামের পরিবর্তে ১০ দিনার আদায় করে তাহলে তা-ও বৈধ পন্থায় হবে। তাকে অবৈধ বলা যাবে না।

আদায় দিবসের মূল্য ধর্তব্য হবে

এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, আদায় দিবসের মূল্য ধর্তব্য হবে। যে দিন ওয়াজিব হয়েছে, সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে না। যেমন শনিবার দিন বিক্রি হয়েছে এবং মূল্য সিদ্ধান্ত হয়েছে দশ দিনার। শনিবার দিন ১০ দিনারের মূল্য ছিলো ১০০ দিরহাম। তবে ক্রেতা শনিবার দিন মূল্য আদায় করেননি। বরং বৃহস্পতিবার দিন আদায় করেছে। অথচ বৃহস্পতিবার দিনে দশ দিনারের মূল্য হয়ে গেছে ১১০ দিরহাম, তাহলে আদায় দিবসের মূল্য ধর্তব্য হবে। সুতরাং এখন ক্রেতা বিক্রেতাকে ১১০ দিরহাম আদায় করবে।

আদায় দিবসের মূল্য ধর্তব্য হওয়ার ইল্লত

যে দিন আদায় করবে ওই দিনের মূল্য ধর্তব্য হওয়ার কারণ, বিক্রয়ের দাবি হয় যেই কারেন্সিতে বিক্রি হয়েছে, যদি ক্রেতা তখন তা আদায় না করে, তখন সে কারেন্সি তার জিম্মায় ঋণ হয়ে যায়। যেমন- ১০ দিনারে বিক্রি হয়েছিলো এবং বিক্রির সময় ১০ দিনার যেহেতু আদায় করেনি, সেহেতু এই ১০ দিনার ক্রেতার দায়িত্বে আবশ্যক হবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত আদায় না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত দিনারই ওয়াজিব থাকবে। এবার উদাহরণ

স্বরূপ যদি সে ক্রেতা বৃহস্পতিবারে আদায় করে, তবে বৃহস্পতিবার দিনেও সে ১০ দিনারই তার দায়িত্বে আবশ্যক। দিরহাম ওয়াজিব নয়। যদি সে বৃহস্পতিবারে ১০ দিনারের পরিবর্তে দিরহাম দিতে চায়, আর বৃহস্পতিবার দিনে ১০ দিনারের মূল্য ১১০ দিরহাম, তাহলে সে ১১০ দিরহামই আদায় করবে। কেনোনা, এটাই এ দিন ১০ দিনারের মূল্য।

ক্রয় ক্ষমতার নামই কারেন্সি নোট

আমাদের মনে সৃষ্ট একটি প্রশ্নের জবাব এখান হতেই বেরিয়ে এলো।

প্রশ্ন : টাকার নোট যখন হতে চালু হয়েছে, তখন হতে এই মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে যে, এই কাগুজে নোটগুলোর বিপরীতে এবার কোনো জিনিস স্বর্ণ-চান্দি অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুই মজুদ নেই। সুতরাং এবার নোটের বাস্তবতা কি?

জবাব : নোটের বাস্তবতা হলো এটুকু যে, এটি ক্রয় ক্ষমতা। অর্থাৎ এই নোটগুলো কোনো পণ্য ক্রয় করার একটি ক্ষমতা রাখে এবং আজকালের অর্থনৈতিক পরিভাষায় যখন পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়, তখন বলা হয়, টাকার মান কমে গেছে। যেমন প্রথমে এক কিলো আটার দাম ছিলো দু'টাকা আর এখন চার টাকায় পাওয়া যায় এক কিলো। তাহলে এর অর্থ, প্রথমে দু'টাকার ক্রয় ক্ষমতা ছিলো এক কিলো আটা। আর এখন এর মান কমে গেছে এবং এখন দু'টাকার ক্রয় ক্ষমতা হয়ে গেছে অর্ধকিলো আটা। এমনভাবে আগেকার তুলনায় এর ক্রয় ক্ষমতা অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যখনই পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়, তখন টাকার মান হ্রাস পায় এবং পণ্যের মূল্য ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার অর্থ, ২০০০ ইং সালে ১০০ টাকার মূল্য বেশি ছিলো। আর বর্তমানে ২০১০ ইং সালে ১০০ টাকার মূল্য কমে গেছে আগের চেয়ে অনেক।

মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রার অধঃগতির অর্থ কি?

একটি পরিভাষা হতেই বর্তমানের মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রার অধঃগতির ব্যাখ্যা বুঝা যায়। মুদ্রাস্ফীতির অর্থ, বাজারে এবং মানুষের কাছে পয়সা বা অর্থ বেশি এসে গেছে। তবে পণ্য ও সেবা সে পরিমাণই রয়ে গেছে, যেমন প্রথমে ছিলো। তাদের রসদ পত্র বাড়েনি। সুতরাং দোকানদার যখন দেখে, মানুষের কাছে টাকা বেশি এসে গেছে এবং দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গেছে। তবে রসদ বৃদ্ধি পায়নি তখন জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং জিনিস পত্রের মূল্য হয় চড়া। এটাকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি। এটি এমন একটি জিনিস, যেটি কারেন্সি ছাপানোর একটি প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ, সরকারের ওপর আইনগত কোনো পাবন্দি থাকে না যে, সে কত নোট ছাপবে? এটা তার মর্জির ব্যাপার। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা রেখা নেই। তবে সরকার জানে, যদি সে কারেন্সি বেশি ছাপে, তাহলে মানুষের কাছে অর্থ বেশি এসে যাবে এবং মুদ্রাস্ফীতি হবে। ফলে জিনিস পত্রের মূল্য চড়া হয়ে যাবে। জনসাধারণ সরকারের বিপক্ষে চলে যাবে। এ জন্য সরকার মুদ্রাস্ফীতি থামানোর জন্য সীমিত পরিমাণে একটি আন্দাজে কারেন্সি ছাপে।

টাকার মূল্য কি ধর্তব্য হবে?

প্রশ্ন : এবার বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ এই প্রশ্ন হয় যে, এক ব্যক্তি ২০০০ সালে ১০০ টাকা ঋণ দিয়েছিলো। আর বর্তমানে ২০১০ সালে সে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ১০০ টাকা ফেরত দেয়। এবার যদি সে ১০০ টাকাই ফেরত দেয়, তাহলে এটা ঋণ দাতার ওপর অত্যাচার। কেনোনা, ঋণ দাতা তাকে যে ১০০ টাকা ঋণরূপে দিয়েছিলো তা দ্বারা উদাহরণ স্বরূপ এক মণ আটা ক্রয় করা যেত এবার ঋণী ব্যক্তি যে ১০০ টাকা ফেরত, দিচ্ছে, তা দ্বারা ক্রয় করে বিশ সের আটা। যার অর্থ ঋণদাতা যে ঋণ দিয়েছিলো, ঋণগ্রহীতা তার অর্ধেক ফেরত দিচ্ছে। সুতরাং ঋণ গ্রহীতার জন্য উচিত হলো, সে এ মূল্যের ক্ষতি বা ঘাটতি পূরণ করে ঋণদাতাকে ঋণ ফেরত দেওয়া। অর্থাৎ এখন ১০০ টাকার পরিবর্তে দু'শ টাকা ফেরত দিবে। কেনোনা, আজকের ২০০ টাকার ক্রয় ক্ষমতা সেটিই, যেটি

২০০০ সালে ছিলো ১০০ টাকার ক্রয় ক্ষমতা। সুতরাং অনেক লোক বলে যদি এ যুগেও আপনি এর ওপর বেকে থাকেন যে, যতো টাকা ঋণদাতা দিয়েছিলো, ঠিক ততো টাকাই গণনা করে ঋণী ব্যক্তি তাকে ফেরত দিবে, তাহলে এতে ঋণদাতার ওপর অত্যাচার হবে। কেনোনা, ফেরত দেওয়ার সময় গণনা ধর্তব্যে না আনা উচিত। বরং উচিত টাকার মূল্য হিসাবে ধরা।

টাকার মূল্য জানার নিয়ম

টাকার মূল্য জানার সহজ পদ্ধতি। যে গতিতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে গতিতে টাকার গণনায়ও বাড়া উচিত। যেমন- যদি ৫% মূল্য চড়া হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা সে করজের ওপর ৫% বৃদ্ধি করে ফেরত দিবে। আজকাল এ প্রস্তাব জোরে সোরে পেশ করা হচ্ছে। আর যেভাবে দলিল পেশ করা হচ্ছে, এ সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো, এই দলিল প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য।

টাকার মূল্য ধর্তব্য না হওয়ার عَقْلِی দলিল এবং نَقْلِی দলিল

শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে ওপরযুক্ত প্রস্তাব সঠিক না। এটা প্রত্যাখ্যান করার জন্য একটি نَقْلِی দলিল পেশ করছি আর একটি পেশ করছি عَقْلِی দলিল।

نَقْلِی দলিল : শরিয়তের মূলনীতি হলো, اَلدُّيُوْنُ تَقْضِى بِاَمْثَالِهَا তথা ঋণ আদায় করা হবে তার সমপরিমাণ বা অনুরূপ দ্বারা। সুতরাং শরিয়ত ঋণ পরিশোধে সমতাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে। বস্তুত শরিয়তের সমস্ত মাসায়িলে। সমতা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় পরিমাণগত সমতা। মূল্য হিসাবে সমতা নয়। সুতরাং সুদি পণ্যগুলোতে যদি একদিকে উঁচু মানের গম থাকে অপরদিকে থাকে নিম্ন ধরণের গম। তাহলে যদি উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন হয়, তবে কমবেশ করা বৈধ হবে না। কেনোনা, এগুলো সুদি পণ্য এতে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক। আর সমতা আবশ্যক হলো পরিমাণে। মূল্যের সমতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও পরিমাণগত সমতা ধর্তব্য হবে। মূল্যের সমতা ধর্তব্য হবে না। এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা এ বিষয়টিই প্রমাণিত হচ্ছে। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদায় দিবসের মূল্য ধর্তব্য হবে। ওয়াজিব দিবসের মূল্য ধর্তব্য হবে না। যদি ঋণ পরিশোধের মূল্য হিসাবে সমতা ধর্তব্য হতো, তাহলে এমতাবস্থায় উচিত ছিলো ওয়াজিব দিবসের মূল্য ধর্তব্য হওয়া। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ক্রেতার দায়িত্বে দশ দিনার ওয়াজিব হলো। এবার যদি আপনি বলেন যে দশ দিনার ওয়াজিব হয়নি; বরং দশ দিনারের মূল্য ওয়াজিব হয়েছে। তাহলে তখন ওয়াজিব দিবসের মূল্য ধর্তব্য হওয়া উচিত ছিলো। সুতরাং যখন আদায় করবে, তখন ওয়াজিব দিবসের মূল্য আদায় করবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে, আদায় দিবসের মূল্য ধর্তব্য হবে। যার মানে হলো, দায়িত্বে শুধু দশ দিনারই ওয়াজিব হতে গেছে। শনিবার হতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দশ দিনারই ওয়াজিব রয়েছে। অবশ্য বৃহস্পতিবার দিন যখন ক্রেতা আদায় করার মনস্থ করেছেন। তখন সে বলেছে, দিনার আমার কাছে নেই। আজকের মূল্য হিসাবে দিরহাম নিয়ে নাও। এর হতে বুঝা গেলো, শরিয়তে সংখ্যাগত সমতা ধর্তব্য। মূল্যগত সমতা ধর্তব্য নয়।

عَقْلِی দলিল : বলা হয়, টাকার মূল্য কমে গেছে। আর সংখ্যা হিসাবে ঋণ ফেরত দেওয়া অত্যাচার। এটা বুঝার জন্য প্রথমে শুনে নিন যে যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে করজ দিতে চায়, তখন তাকে প্রথমে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে এই ঋণ দ্বারা তার সহায়তা করতে চায়? না তার উপকারে অংশীদার হতে চায়? আর যদি সে লাভে অংশীদার হতে চায় তাহলে তার সংগে লোকসানেও অংশীদার হবে। সেটি এভাবে যে, তার সংগে অংশীদারিত্ব কিংবা মুদারাবার লেনদেন করবে। আর যদি সে শুধু সহায়তা করতে চায়, তা হলে সে চিন্তা করবে

যে, এ ঋণ প্রদান এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের পয়সা নিয়ে সিন্ধুক কিংবা আলমারীতে তালা লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। তারপর এই আলমারী কিংবা সিন্ধুকে রাখা অর্থ কড়ির ওপর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ সময়টুকুতে এসব পয়সার মূল্য কমে যাবে। যার ফলে যে টাকা পয়সা রেখেছিলো, তার লোকসান হয়ে যাবে। তাহলে এর ক্ষতিপূরণ কে দিবে? স্পষ্ট বিষয়, কেউ এর ক্ষতিপূরণ দিবে না। এমনভাবে যদি আপনি কাউকে ঋণ দেন সেটিও ঠিক তেমনি, যেমন আপনি সিন্ধুক বা আলমারীতে নিয়ে টাকা পয়সা অর্থকড়ি রেখে দিলেন। সুতরাং ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের মূল্য কমে গেলে এর ক্ষতিপূরণের কোনো রাস্তা নেই। কেনোনা, ঋণ পরিশোধে ক্রয় মূল্য ধর্তব্যে আনা অবৈধ।

মুদ্রার মান যদি অস্বাভাবিক লোকসানে যায় তখন কি করবে?

টাকার মূল্যে যদি পরিবর্তন অস্বাভাবিক লোকসানের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যেমন লেবাননের মুদ্রা লীরাতে হয়েছে। এক ডলারের মূল্য ছিলো তিন লীরা। পরবর্তীতে এক ডলার হয়ে গেছে ১২০০ লীরা সমান। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে চিন্তা করা যায় যে, এটাকে অচল হওয়ার বিষয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া যায়। মনে করা হবে, এই টাকা পয়সা এবং মুদ্রা অচল হয়ে গেছে। বস্তুত অচল হয়ে গেলে ইসলামি আইনবিদগণের মতে সেসব মুদ্রার মূল্যও ধর্তব্য হতে পারে। সুতরাং তখন এর যা মূল্য আসে সেটি আদায় করে দেওয়া হবে। আমি এ সম্পর্কে লম্বা আলোচনা করেছি আমার أَحْكَامُ الْأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ নামক গ্রন্থে।

দ্রব্য চতুষ্টয়ে শুধু নির্দিষ্ট করাই যথেষ্ট

প্রশ্ন : আমি পেছনে বলেছিলাম যে, সুদ সংক্রান্ত হাদিসে যে ছয়টি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর মধ্য হতে দ্রব্য চতুষ্টয়ের মজলিসে কবজা করা শর্ত নয়। শুধু নির্ধারিত করে দেওয়া যথেষ্ট। অবশ্য স্বর্ণ রূপাতে পারস্পরিক কবজা করাও শর্ত। অথচ হাদিস শরিফে يَدًا بِيَدٍ শর্ত ছয়টি জিনিসের সংগে এসেছে। সুতরাং উচিত এই ছয়টি জিনিসের মধ্যে মজলিসে কবজা করা আবশ্যক হওয়া।

জবাব : صحيح মুসলিমের একটি হাদিসে يَدًا بِيَدٍ এর স্থলে এসেছে عَيْنًا بِعَيْنٍ। মূলনীতি হলো, اَلْأَحَادِيْثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا তথা হাদিসসমূহের অনেকটি অপরটির ব্যখ্যা দেয়। কাজেই عَيْنًا بِعَيْنٍ বিশিষ্ট হাদিস স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মূল লক্ষ উদ্দেশ্য হলো, নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

পক্ষান্তরে দ্রব্য চতুষ্টয় যেহেতু কবজা ছাড়াই নির্ধারিত হতে পারে সেহেতু এগুলোতে মজলিসে কবজা করা শর্ত সাব্যস্ত করা হয় নি। স্বর্ণ রূপা যেহেতু পারস্পরিক কবজা ছাড়াই নির্দিষ্ট হতে পারে না। সেহেতু এতে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে মজলিসে পারস্পরিক কবজা করাকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِبْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّابِيْرِ

অনুচ্ছেদ-২৫ : পরাগায়নের পর খেজুর গাছ ক্রয় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৫)

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِىْ بَاعَهَا اِلَّاَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهٗ مَالٌ فَمَالُهٗ لِلَّذِىْ بَاعَهٗ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.[٦٧]

[৬৭] বিস্তারিত দ্র.- কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ : ২/২৯৩।

১২৪৮। অর্থ : সালেম রা. হতে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পরাগায়নের পর খেজুর বাগান ক্রয় করে, সে অবস্থায় যে খেজুর গাছে ধরে আছে, সেগুলোর মালিক হবে বিক্রেতা। যদি ক্রেতার জন্য শর্তারোপ না করা হয়। আর কোনো ব্যক্তি মালদার গোলাম ক্রয় করলে বিক্রেতা ওই সম্পদের মালিক হবে। যদি ক্রেতার জন্য সম্পদের শর্তারোপ না করা হয়

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ইবনে উমর রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে একাধিক সূত্রে জুহরি-সালেম-ইবনে উমর রা.এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি খেজুর ক্রয় করে পরাগায়নের পর তবে তার ফল বিক্রেতার জন্য, তবে যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গোলাম বিক্রি করে মাল সহ তবে তার সে মাল বিক্রেতার, তবে যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে (তখন ভিন্ন আদেশ)।

হজরত নাফে' -ইবনে ওমর-ওমর রা. সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, যে সম্পদের মালিক গোলাম বিক্রি করে, তবে তার সম্পদ হবে বিক্রেতার, তবে যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে। অনুরূপই এ দু'টি হাদিস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ নাফে' সূত্রে। অনেকে এ হাদিসটি নাফে'-ইবনে উমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সনদে সালিমের হাদিসের মতো বর্ণনা করেছেন। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। শাফেয়ি ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটিই। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রহ.বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে সব চেয়ে আসাহ হাদিস হলো, জুহরি-সালেম-তার পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি।

দরসে তিরমিযী

বৃক্ষ বিক্রি করলে ফল অন্তর্ভুক্ত হবে না

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, বৃক্ষ বিক্রি হলে সে গাছে থাকা ফল স্বংক্রিয়ভাবে বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে যদি ক্রেতা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, আমি গাছও ক্রয় করছি, এর ফলও ক্রয় করছিলো। তবে তখন বিক্রিতে ফলও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ হাদিসের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে, গাছের ওপর থাকা ফল গাছের অংশ নয়। বরং সে ফল একটি স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন জিনিস। এর বিক্রিও হওয়া উচিত ভিন্ন করে।

এই মাসআলায় হানাফি ও শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারীদের মতপার্থক্য

হানাফি এবং শাফেয়িদের মাঝে এই মাসআলায় সামান্য মতপার্থক্য আছে।

শাফেয়ি রহ. বলেন, হাদিসে بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (পরাগায়নের পর) শর্ত এসেছে। আর এই শর্তটি হলো, إِحْتِرَازِيْ তথা কিছু জিনিসকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশে। সুতরাং যদি পরাগায়নের আগে গাছ বিক্রি হয়, তাহলে তখন ফল নিজে নিজে গাছ বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেনোনা, বিপরীত অর্থ দলিল। তবে যদি বিক্রেতা এই ফলকে ব্যতিক্রম করে দেয়, তাহলে ফল বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আবু হানিফা রহ. বলেন, পরাগায়নের পূবাপরের কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং পরাগায়নের আগে বিক্রি করলেও ফল বিক্রেতারই হবে।

বাকি রইলো (হাদিসে) بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ শর্ত আরোপিত হয়েছে। এই শর্ত দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, এই আদেশ পরাগায়নের আগে নেই। কেনোনা, আমাদের মতে বিপরীত অর্থ দলিল না। সুতরাং পরাগায়নের আগেও আদেশ একই।[৬৮]

এই বিতর্ক শুধুই শাব্দিক

মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বলেন যে, বস্তুত এই বিতর্ক শুধুই শাব্দিক। কেনোনা, শাফেয়িদের কিতাবগুলোতে স্বয়ং এ কথার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, যদি খেজুর গাছের মালিক স্বয়ং পরাগায়ন না করে। বরং নিজে নিজে গাছে ফল আসে, তবে আদেশ হলো যে, ফল বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। যার অর্থ, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ এর অর্থ, بَعْدَ اَنْ تَظْهَرَ। অর্থাৎ, যখন ফল প্রকাশ হয়ে পড়ার পর বিক্রি হলে তখন ফল হবে বিক্রেতার। চাই সে ফল ছোট হোক কিংবা বড়। হানাফিগণও এটাই বলেন যে, ফল যদি প্রকাশিত হয়ে যায়, কিন্তু পরাগায়ন না হয় তবুও ফল হবে বিক্রেতার। অবশ্য ক্রেতার জন্য ফল হওয়ার একটি পদ্ধতি হলো, যখন বিক্রেতা গাছ বিক্রি করেছিলো, তখন পর্যন্ত কোনো ফল প্রকাশিত হয় নি। ফলে যখন ক্রয়-বিক্রয়ের পর ফল প্রকাশিত হয়, তখন সেটা হবে ক্রেতার। সুতরাং কোনো প্রকৃত মতপার্থক্য থাকলো না। সুতরাং এই বিতর্ক হলো শুধুই শাব্দিক।

গোলাম বিক্রি করলে তার সম্পদ তাতে অন্তর্ভুক্ত না

হাদিসের দ্বিতীয় অংশ ছিলো- وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِىْ بَاعَهُ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

'কোনো ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করলো, আর সে গোলামের নিকট ছিলো সম্পদ। সুতরাং সে মাল হবে বিক্রেতার। কেনোনা, গোলামের নিজস্ব কোনো মালিকানা হয় না। সেটা হয় মনিবেরই মালিকানা। সুতরাং এটা বিক্রেতারই মালিকানা মনে করা হলো, কিন্তু যদি ক্রেতা এই শর্ত আরোপ করে যে, আমি গোলামও ক্রয় করছি এবং তার কাছে যে সম্পদ আছে সেগুলোও এই বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। সে অবস্থায় সে সম্পদ ক্রেতার মালিকানায় চলে আসবে।[৬৯]

শর্তারোপের দ্বারা কোন্ ধরণের সম্পদ ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?

গোলামের কাছে যে সম্পদ আছে, সেটি বিক্রেতার মালিকানায় আসবে। এ ব্যাপারে কারও কোনো মতপার্থক্য নেই। তবে এটা যে বলেছেন যে, ক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে যে, গোলামের নিকট যে সম্পদ রয়েছে, সেটাও আমার হবে তবে তখন সে সম্পদ সে লাভ করবে। এই সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে সামান্য মতপার্থক্য আছে। শাফেয়ি রহ. এটাকে ব্যাপক সাব্যস্ত করেন, যে ধরণের সম্পদই হোক না কেনো, শর্তারোপ ও বিক্রির পর ক্রেতার হয়ে যাবে। ইমাম মালেক রহ. বলেন, যদি গোলামের কাছে মাল সম্পদ পণ্যরূপে থাকে। যেমন কাপড় পাত্র কিংবা বাণিজ্যিক পণ্য ইত্যাদি। তাহলে এই সম্পদ শর্তারোপের কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি গোলামের কাছে মাল থাকে নগদরূপে। যেমন- তার কাছে দিরহাম রয়েছে এবং গোলামও নগদ টাকার বিনিময়েই ক্রয় করা হয়েছে, তাহলে তখন এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে, যাতে নগদ অর্থের লেনদেন নগদ অর্থের সংগে হলে সুদ আবশ্যক না হয়। যেমন গোলাম ক্রয় করলো এক হাজার টাকায় আর গোলামের কাছে আছে দেড় হাজার টাকা। এবার যদি বলা হয়, এক হাজার টাকার বিনিময়ে

---

[৬৮] বিস্তারিত দ্র.- তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৪২৬, ফাতহুল বারি : ৫/৩৮, ইলাউস সুনান : ১৪/৩৯, আল মুগনি : ৪/১৯০-১৯১।

[৬৯] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب كم يجوز الخيار, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'- باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين।

গোলামও বিক্রি হয়েছে এবং দেড় হাজার টাকাও বিক্রি হয়েছে, তাহলে তখন দেড় হাজার টাকার এক হাজার টাকার বিপরীতে এসে গেলো। আর গোলাম এসে গেলো মুফ্‌ত। স্পষ্ট বিষয় যে, এটা সুদ। সুতরাং এই পদ্ধতি অবৈধ। এটা বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, মূল্যবিশিষ্ট নগদ অর্থ ওই নগদ অর্থ হতে বেশি হতে হবে যেগুলো গোলামের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। যাতে নগদ অর্থের পরিবর্তে নগদ অর্থ আর অতিরিক্ত নগদ অর্থ হয়ে যায় গোলামের বিপরীতে। হানাফিদের মাজহাবও এটাই, যেটি মালেক রহ. এর। এই মাসআলাটির আরো বিস্তারিতভাবে مُدِّ عَجْوَةٍ এর মাসআলায় আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

بَابُ مَا جَاءَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

অনুচ্ছেদ-২৬ : প্রসংগ : ক্রেতা বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার আছে (মতন পৃ. ২৩৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَخْتَارَا قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ.[৭০]

১২৪৯। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ক্রেতা বিক্রেতা দু'জনের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা আলাদা না হয়। কিংবা যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্রয়-বিক্রয় অবলম্বন না করে। বর্ণনাকারি বলেন, ইবনে উমর রা. এ কারণে যখন বসা অবস্থায় কোনো কিছু ক্রয় করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন। তার জন্য যেনো ক্রয় আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন; সুতরাং হজরত ইবনে উমর রা. যখন বসা অবস্থায় কোনো জিনিস ক্রয় করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন যাতে তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু রাবজা, হাকেম ইবনে হিজাম, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, সামুরা ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাবও এটি। তাঁরা বলেছেন, বিচ্ছেদ হবে দৈহিকভাবে, কথার মাধ্যমে না।

অনেক আলেম বলেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, - مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا এর অর্থ, কথার মাধ্যমে বিচ্ছেদ। তবে প্রথম বক্তব্যটি আসাহ্‌। কেনোনা, ইবনে উমর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি যা রেওয়ায়াত করেছেন তার অর্থ সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। তার হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোনো ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক করতে চাইতেন তখন হাঁটতেন যাতে তার জন্য চুক্তি আবশ্যক হয়ে যায়। এমনভাবে এখানে। এটি আবু রাবজা রা. হতেও বর্ণিত আছে।

---

[৭০] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'-باب في فضل الاقالة, ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب الاقالة, ইলাউস সুনান : ১৪/২২০।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১২৫০। অর্থ : হাকেম ইবনে হিজাম রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতোক্ষণ না আলাদা হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু'জন সত্য কথা বলে ও বিশদ বর্ণনা দেয় তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেওয়া হবে, আর যদি মিথ্যে বলে এবং দোষ গোপন করে তাহলে তাদের বেচা-কেনা হতে বরকত মিটিয়ে দেওয়া হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মালেক ইবনে আনাস হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুবারক হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি কিভাবে এটি রদ করে দেই, অথচ এ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস صحيح রয়েছে এবং তিনি এ মাজহাবটিকে শক্তিশালী করেছেন। তথা قَوِيٌّ বলে মন্তব্য করেছেন।

অনেক সাহাবা ও আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটাই। তাঁরা বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا এর অর্থ, কথার মাধ্যমে বিচ্ছেদ। প্রথম বক্তব্যটি আসাহ্। কেনোনা, হজরত ইবনে উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার অর্থ সম্পর্কে বড় আলেম। তার হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক করতে চাইতেন, তখন চলতে আরম্ভ করতেন। যাতে তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক হয়ে যায়। অনুরূপই বর্ণিত আছে আবু রাবজা রা. হতে। ২৫

হজরত আবু বারজা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, সামুরা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ইবনে ইমর রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী اِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক করার পর এখতিয়ার দিবে। সুতরাং যখন সে তাকে এখতিয়ার দিবে, তারপর, সে বিক্রয়ের বিষয়টিকে গ্রহণ করে নিবে। তবে এরপর বিক্রয় মানসুখ করার এখতিয়ার থাকবে না। যদিও উভয়জন বিচ্ছিন্ন না হয় অনুরূপই শাফেয়ি রহ.প্রমুখ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যারা দৈহিক বিচ্ছেদের প্রবক্তা, কথাগত বিচ্ছেদ নয়, তার কথাকে যেটি শক্তিশালী করেছে সেটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিস।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ فَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهٗ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهٗ.

১২৫১। অর্থ : হজরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা বিক্রেতার এখতিয়ার রয়েছে যতোক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হবে। তবে যদি এখতিয়ার মূলক চুক্তি হয়। সুতরাং তার জন্য তার সংগী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবৈধ এই আশংকায় যে, দু'জনের কোনো একজন বেচা-কেনা মানসুখ করতে চাইবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরে তার হতে আলাদা হয়ে যাওয়া তার কাছে বিক্রয় মানসুখ করার আবেদনের ভয়ে। আর যদি কথার মাধ্যমে আলাদা হয় এবং বিক্রয়ের পরে তার এখতিয়ার না থাকে তাহলে এ হাদিসের কোনো অর্থ হবে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার জন্য তার সংগী হতে বিচ্ছেদ অবলম্বন করা বৈধ হবে না, তার কাছে বিক্রয় মানসুখ করার আবেদনের ভয়ে।

দরসে তিরমিযী

এই অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত করার দলিল

শাফেয়ি এবং আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন যে এই হাদিসের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কে خيار مجلس প্রদান করা উদ্দেশ্য। خيار مجلس এর অর্থ, ক্রেতা বিক্রেতা যখন পরস্পরে প্রস্তাব ও গ্রহণ করে নেয়, তখন যদিও চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলো, তা সত্ত্বেও যতোক্ষণ পর্যন্ত মজলিস অবশিষ্ট থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষের সবার এখতিয়ার থাকে, সে এক তরফা ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করে দিতে পারে। তবে যদি মজলিস সমাপ্ত হয়ে যায়, তবে এই এখতিয়ারও বাতিল হয়ে যাবে। এই এখতিয়ারকে বলে خيار مجلس। শাফেয়ি ও হাম্বালিগণ এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা এই দলিল পেশ করেন যে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করার এখতিয়ার রয়েছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা দু'জন আলাদা না হবে। যদি তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, কিংবা বেচা-কেনা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে خيار مجلس খতম হয়ে যাবে।

খিয়ারে মজলিস সমাপ্ত করার পদ্ধতি

শাফেয়ি রহ. এখতিয়ার করার এই অর্থ বর্ণনা করেন যেমন জায়েদ এবং বকরের মাঝে বেচা-কেনা হলো। প্রস্তাব এবং গ্রহণ উভয়টিই হয়ে গেছে। তবে এখনও তারা দু'জন সে মজলিসে রয়েছে। তাহলে যতোক্ষণ পর্যন্ত মজলিস সমাপ্ত না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের খেয়ারে মজলিস থাকবে। তবে মেনে নিন,. তাদের দুজনকে মজলিসে দীর্ঘক্ষণ বসতে হবে। এবার তারা দু'জন চায়, এই ক্রয়-বিক্রয় যেনো আবশ্যক হয়ে যায়, যাতে এর পর আর খেয়ারে মজলিস বাকি না থাকে, তাহলে এর পন্থা হলো, তাদের উভয়ের মধ্য হতে একজন অপর জনকে বলবে, তুমি তা এখতিয়ার করো! অপর জন এর জবাবে বলবে, আমি এখতিয়ার বা গ্রহণ করলাম। এবার বেচা-কেনা আবশ্যকীয় হয়ে গেলো এবং خيار مجلس খতম হয়ে গেলো।

সারকথা এই যে, শাফেয়ি ও আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মতে خيار مجلس খতম করার দুটি পন্থা রয়েছে। একটি পন্থা হলো, তারা দুজন উঠে চলে যাবে এবং মজলিস খতম করে দিবে। এ পন্থাটিকে تَفَرُّقٌ بِالْأَبْدَانِ নামে আখ্যায়িত করে।

দ্বিতীয় পন্থা, দৈহিক ভাবে তারা দু'জন পৃথক না হয়ে বরং সে মজলিসে একজন বলবে, তুমি তা এখতিয়ার করো, অপরজন এর জবাবে বলবে, আমি এখতিয়ার করলাম। এর পরও خيار مجلس শেষ হয়ে যাবে এবং ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যিক হয়ে যাবে। এবার অন্য জনের সম্মতি ব্যতিত বেচা-কেনা মানসুখ করার এখতিয়ার কারও থাকবে না। এটাকে বলে তাফাররুক বিল আক্বওয়াল। তাদের মতে হাদিসের শব্দ- اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ. এর ব্যাখ্যা এটাই। এর সমর্থন হয়, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর আছর দ্বারা। যেটি এ হাদিসের পর এসেছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. যখন ক্রয়-বিক্রয় করতেন, তখন যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বসে

থাকতেন, তাহলে দাঁড়িয়ে যেতেন। যাতে ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যিক হয়ে যায় এবং খিয়ারে মজলিস অবশিষ্ট না থাকে। কেনোনা, মজলিস বদলে গেছে। প্রথম মজলিস খতম হয়ে গেছে। যার ফলে বেচা-কেনা সম্পূর্ণ ও আবশ্যিক হয়ে গেছে।

হানাফি ও মালেকিদের মত এবং দলিল

আবু হানিফা ও মালেক রহ. خيار مجلس এর প্রবক্তা নন। তাঁরা বলেন, যখন ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে প্রস্তাব ও গ্রহণ হয়ে যায়। তখন ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এবার কোনো একজনের এক তরফা ভাবে ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করার এখতিয়ার নেই। তাঁরা অনেক আয়াত ও হাদিসের ব্যাপকতা দ্বারা দলিল পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারিমে বলেছেন,

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ) المائدة : ١

"হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো পূর্ণ করো।"

عُقُوْدٌ শব্দটি عَقْدٌ এর বহুবচন। عقد সংঘটিত হয় প্রস্তাব ও গ্রহণ দ্বারা। সুতরাং যখন প্রস্তাব ও গ্রহণ করে ফেলেছে, তখন عقد সংঘটিত হয়ে গেছে এবং এই আয়াতের আলোকে এই عقد পরিপূর্ণ করা ওয়াজিব। এবং যদি কোনো এক পক্ষ এক তরফাভাবে বলে যে, আমি এই عقد খতম করে দিচ্ছি, তবে এটা হবে عقد পূর্ণ করার বিপরীত। সুতরাং এ আয়াতের দাবি হলো, প্রস্তাব ও গ্রহণ দ্বারা বেচা-কেনা আবশ্যক হয়ে যাওয়া এবং কোনো এক পক্ষের এখতিয়ার থাকে না সেটাকে এক তরফাভাবে মানসুখ করার।

(وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ) البقرة : ٢٨٦

'তোমরা যখন পরস্পকে বেচা-কেনা করো, তখন সাক্ষি বানিয়ে নাও।'

এ বিষয়টি যাতে নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত হয়ে যায় যে তাদের মাঝে বেচা-কেনা হয়েছে। যাতে যদি কোনো সময় কোনো পক্ষ বেচা-কেনা অস্বীকার করে তখন এই সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে পারে যে, তাদের মাঝে আমাদের বর্তমানে বেচা-কেনা হয়েছিলো। এই আয়াত দ্বারা এটাও বুঝা গেলো যে, প্রস্তাব ও গ্রহণ দ্বারা বেচা-কেনা সংঘটিত ও আবশ্যক হয়ে যায়। কেনোনা, যদি প্রস্তাব ও গ্রহণ দ্বারা বেচা-কেনা আবশ্যক না হয়, তা হলে সাক্ষী বানানোর কোনো লাভ হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, প্রস্তাব ও গ্রহণের সময় সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছেন এবং যখন সাক্ষী চলে গেছে, তখন পরবর্তীতে তাদের মধ্য হতে এক পক্ষ খিয়ারে মজলিস ব্যবহার করে এটিকে মানসুখ করে দিলো, তাহলে তখন সাক্ষী বানানোর ফলে কোনো লাভ হলো না। এমনভাবে صحيح বোখারিতে একটি হাদিস আছে, একবার উমর রা. ঘোড়ার ওপর আরোহি ছিলেন। সে ঘোড়াটি চলছিলো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, এই ঘোড়া চলছে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ঘোড়া আমার কাছে বিক্রি করে দাও। উমর রা. বললেন, ঠিক আছে বিক্রি করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ঘোড়া নিয়ে নিলেন। তারপর যে মজলিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন সেখানেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে তা হেবা করে দিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় মজলিস সমাপ্ত হওয়ার আগে সে ঘোড়া হেবা করে দিয়েছেন। যদি মজলিস সমাপ্ত হওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক না হতো এবং খিয়ারে মজলিস বাকি থাকতো, তাহলেতো হেবা করার অধিকার না হওয়ার কথা ছিলো। কেনোনা, কোনো জিনিস হেবা করা তখনই

দুরুস্ত হয়, যখন সে জিনিসটি নিশ্চিতরূপে তার মালিকানাধীন হয়ে যায় এবং সে দ্রব্যটি বিক্রেতার দিকে ফিরে আসার সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে। সুতরাং যদি খেয়ারে মজলিস হতো, তা হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিয়ারে মজলিস সমাপ্ত করা ছাড়াই হেবা করতেন না। এটা এর দলিল যে, খেয়ারে মজলিস কোনো কিছুই নয়। তাছাড়া আরো অনেক হাদিস হানাফি ও মালেকিরা স্বীয় মাজহাবের সমর্থনে পেশ করেছেন। যেগুলো আমি সবিস্তারে পরিপূর্ণরূপে تكملي فتح الملهم বর্ণনা করে দিয়েছি।

এ হাদিসের জবাব এবং সঠিক অর্থ

প্রশ্ন : যখন خيار مجلس কোনো কিছুই নয়, তাহলে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের কি অর্থ এর এক জবাবতো হলো, হাদিসের শব্দ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا দ্বারা দৈহিক পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং বক্তব্যগতভাবে বিচ্ছেদ (প্রস্তাব ও গ্রহণ) উদ্দেশ্য। আর اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ - এ خيار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবুল করা। এবার হাদিসের অর্থ এই হলো যে, বিক্রেতার এখতিয়ার রয়েছে যে, সে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারে। ক্রেতার এখতিয়ার রয়েছে, সে প্রস্তাব গ্রহণ করতেও পারে নাও করতে পারে। আর এই এখতিয়ার তাদের উভয়ের ততোক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা ভিন্ন ধরণের কথা না বলবে। ভিন্ন ধরণের কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রেতা বলবে, আমি বিক্রি করলাম আর ক্রেতা বলবে, আমি ক্রয় করলাম। এটা হলো تَفَرُّقٌ بِالْاَقْوَالِ। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই বিচ্ছেদ না পাওয়া যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের এখতিয়ার বাকি থাকবে। এর পরে এখতিয়ার শেষ হয়ে যায়।

اَوْ يَخْتَارَا এর অর্থ

ইবারতের শেষ দিকে যে اَوْ يَخْتَارَا। শব্দ রয়েছে, এর অর্থ, খিয়ারে শর্ত অর্থাৎ تفرق بالاقوال তথা প্রস্তাব ও গ্রহণ দ্বারা বেচা-কেনা আবশ্যক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের মধ্য হতে কেউ নিজের জন্য খেয়ারে শর্ত লাভ করে এবং বলে, আমি ক্রয়-বিক্রয়তো করছি; কিন্তু তিন পর্যন্ত আমার তা বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে। এটাকে বলে খেয়ারে শর্ত। اَوْ يَخْتَارَا। শব্দ দ্বারা এই খেয়ারে শর্তই উদ্দেশ্য। এটাই ইমাম আবু হানিফ ও মালেক রহ. এর মাজহাব।

হানাফিদের অর্থের সমর্থনে কোরআনের আয়াত

হানাফিগণ تَفَرُّقٌ দ্বারা কথায় বিচ্ছেদের সমর্থনে অনেক আয়াত পেশ করেন। যেগুলোতে تفرق শব্দ কথায় বিচ্ছেদের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন কোরআনের আয়াত,

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. البقرة : ٤

'আহলে কিতাবগণ সুস্পষ্ট দলিল আসার পরই কেবল বিচ্ছিন্ন হয়েছে।'

এই আয়াতে تفرق দ্বারা উদ্দেশ্য দৈহিক বিচ্ছেদ নয়; বরং কথায় বিচ্ছেদ।

অন্য আয়াতে রয়েছে,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا. آل عمران : ١٠٣

এই আয়াতেও تفرق দ্বারা উদ্দেশ্য কথায় বিচ্ছেদ। অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের মত অবলম্বন করো না।

এই হাদিসের আরেকটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা

আবু ইউসূফ রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিসের আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেটি প্রথম ব্যাখ্যা অপেক্ষা আরো বেশি সূক্ষ্ম তিনি বলেন, تفرق দ্বারা উদ্দেশ্য কথায় বিচ্ছেদ নয়; বরং দৈহিক বিচ্ছেদই। অবশ্য خيار দ্বারা উদ্দেশ্য خيار مجلس নয়; বরং خيار قبول। হাদিসের উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা বিক্রেতার কবুলের এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা দৈহিকভাবে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন না হয়। অর্থাৎ, যখন বিক্রেতা প্রস্তাব করতে গিয়ে বললো, 'আমি বিক্রি করলাম', তারপর ক্রেতা 'আমি ক্রয় করলাম'– একথা বললো না, তখন বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, সে ক্রেতার গ্রহণের আগে আগে নিজের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে পারে এবং বলতে পারে যে, আমি বিক্রি করছি না। অপরদিকে ক্রেতার গ্রহণের এখতিয়ার ততোক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মজলিস কায়েম থাকবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা দু'জন দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন না হবে। সুতরাং যদি ক্রেতা "আমি ক্রয় করলাম" -না বলে মজলিস হতে উঠে চলে যায়। তবে এর ফলে মজলিস বদলে যায়। এবার তার কবুলের এখতিয়ার শেষ হয়ে গেছে। হাদিসের সারমর্ম হলো, تفرق দ্বারা উদ্দেশ্য দৈহিক বিচ্ছেদই; কিন্তু খেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য خيار مجلس নয়; বরং خيار قبول। অর্থাৎ, বিক্রেতার জন্য প্রস্তাব প্রত্যাহারের এখতিয়ার। আর ক্রেতার জন্য কবুল করার এখতিয়ার ততোক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মজলিস বাকি থাকে। আর যখন মজলিস শেষ হয়ে যায়, তখন خيار قبول শেষ হয়ে যায়।

হানাফিদের ব্যাখ্যাসমূহের সমর্থনে প্রথম দলিল

হানাফিগণ ওপরযুক্ত ব্যাখ্যাগুলোর সমর্থনে দু'টি দলিলও পেশ করেছেন।

প্রথম দলিল : এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَلْبَيِّعَانِ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনেক বর্ণনায় এসেছে اَلْمُتَبَايِعَانِ শব্দ। এটি ইসমে ফাইলের শব্দ বস্তুত اسم فاعل এর শব্দ তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। এ কারণে اسم فاعل এর শব্দ নতুনত্ব বুঝায়। স্থায়িত্ব বুঝায় না। এই হাদিসে ক্রেতা বিক্রেতাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে বস্তুত ক্রেতা বিক্রেতা ততোক্ষণ পর্যন্তই ক্রেতা বিক্রেতা থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তাব ও গ্রহণ হয়। আর প্রস্তাব ও গ্রহণ পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর তারা দু'জন ক্রেতা বিক্রেতা থাকে না। এতে বুঝা গেলো, এখতিয়ার ততোক্ষণ পর্যন্ত আছে যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তাব ও গ্রহণ হচ্ছিলো এবং এখন পর্যন্ত প্রস্তাব ও গ্রহণ পরিপূর্ণ হয়নি। অবশ্য প্রস্তাব ও গ্রহণ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর এখতিয়ার শেষ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দলিল : পরবর্তীতে এই অনুচ্ছেদেই আব্দুল্লাহ আমর ইবনে শো'আইব রা. এর হাদিস আসছে। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি বাক্য বলেছেন, । সেটি হলো,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَايَحِلُّ لَهُ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهُ

'কারও জন্য এই ভয়ে অপর পক্ষ হতে পৃথক হয়ে যাওয়া অবৈধ যে, প্রতিপক্ষ আমার হতে বেচা-কেনা মানসুখ করে নেবে।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে বেচা-কেনা মানসুখ করাকে اِقَالَهُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে اِقَالَهُ তখন হয়, যখন ক্রয়-বিক্রয় প্রথমে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত এবং সমাপ্ত হয়ে যায়। যদি ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ না হতো, তাহলে তিনি ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করাকে اِقَالَهُ বলতেন না। সুতরাং اَنْ

يَسْتَقِيلَهُ শব্দটি দলিল করছে যে, ক্রয়-বিক্রয় প্রথমেই আবশ্যক ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছিলো। অথচ মজলিস এখনো সমাপ্ত হয়নি। এতে বুঝা গেলো, خيار مجلس বলতে কোনো জিনিস নেই।

প্রশ্ন : শাফেয়ি রহ. এর পক্ষ হতে এই দলিলের ওপর প্রশ্ন ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ওপর এই প্রশ্ন করেন যে, এটা তো ছিলো আমাদের দলিল, আপনি এটাকে আপনার দলিল বলে পেশ করেছেন। কেনোনা, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মজলিস বাকি থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতার خيار مجلس অবশিষ্ট থাকবে। কাজেই একদলের এই ভয়ে উঠে যাওয়া উচিত নয় যে অন্য ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করে ফেলে কিনা। যদি خيار مجلس বলতে কোনো জিনিস না হতো, তাহলে এই আদেশ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এই হাদিসটিতে দলিল করছে যে, অপরজনের মানসুখ করার কামনা বেচা-কেনা শেষ করে দেওয়ার ব্যাপারে ক্রিয়াশীল হয়। যদি ক্রিয়াশীল না হতো, তাহলে এটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিলো না যে, এই আশংকায় মজলিস হতে উঠে যেও না যেনো অন্য ব্যক্তি হতে ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করার দাবির এখতিয়ার খতম হয়ে যায়। সুতরাং এই হাদিস তো আমাদের দলিল হচ্ছে যে, خيار مجلس প্রমাণিত হয়।

জবাব : হানাফিগণ এই প্রশ্নের এই জবাব দেন যে, এই হাদিস দ্বারা خيار مجلس আবশ্যকীয়রূপে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক না। কেনোনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করা ভয়ে মজলিস হতে উঠে চলে যেয়ো না। এটি এ কারণে বলেছিলেন যে, যদিও خيار مجلس শরয়িভাবে ধর্তব্য নয়; কিন্তু মরুওয়্যত হিসেবে একজন মানুষ নৈতিকভাবে একটি চাপ অনুভব করে। সুতরাং প্রস্তাব ও গ্রহণের পর যদিও ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক হয়ে গেছে; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতা এখনো মজলিসেই বসে আছে, এমন সময়েই বিক্রেতা বলছে যে, আমার ভুল হয়ে গেছে। এই জিনিসটি আমাকে ফিরিয়ে দাও, তাহলে তখন যদিও ক্রেতার দায়িত্বে শরয়িভাবে ফেরত দেওয়া আবশ্যক নয়; কিন্তু তখন ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করার বিষয়টিকে অস্বীকার করা পৌরুষ ও মরুওয়্যতের বিপরীত। সুতরাং মরুওয়্যতের দাবি হলো, ক্রেতা সে জিনিসটি বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। সুতরাং কেউ এই ধারণায় মজলিস হতে উঠে চলে যাবে না যে, যদি অন্য ব্যক্তি মজলিসে ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করে দেয় তাহলে আমাকে মরুওয়্যত হিসেবে বেচা-কেনা ভেঙে দিতে হবে। এ বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, এমন করো না। এর ওপর বেচা-কেনা বাতিল করার বড় ফজিলতও বর্ণনা করেছেন।

مَنْ اَقَالَ نَادِمًا اَقَالَ اللهُ عَثْرَاتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[৭১]

'যে ব্যক্তি কোনো লজ্জিত ব্যক্তির সংগে তার লজ্জার খাতিরে তার সংগে সংঘটিত বেচা-কেনা মানসুখ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার গুণাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন।'

সুতরাং বেচা-কেনা মানসুখ করার ব্যাপারে আশংকা করে ভয়ে মজলিস হতে চলে যাওয়া ভালো নয়। এটাই এই হাদিসের অর্থ।

---

[৭১] বিস্তারিত দ্র.-আল মাজমূ' :৯/১৭৪, আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/৫৬৩, বাদায়ে' : ৫/১৩৪, আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৪/৩৫২, হাশিয়াতুদ দুসূকি : ৩/৯১, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৩৬৭।

এ হাদিসের আরেকটি ব্যাখ্যা

অনেক হানাফি আলেম তৃতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা এই বর্ণনা করেছেন যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে তাফাররুক্ব দ্বারা উদ্দেশ্য দৈহিক বিচ্ছেদই এবং খেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য خيار مجلس-ই, خيارقبول নয়। তবে এই আদেশটি আবশ্যকীয় নয়; বরং মোস্তাহাব পর্যায়ের। অর্থৎ, ক্রেতা বিক্রেতার জন্য মজলিসের মধ্যে এখতিয়ার থাকে মোস্ত াহাব রূপে। যদি অপর পক্ষ চুক্তি খতম করে দিতে চায়, তবে তার জন্য মোস্তাহাব হলো, তার কথা মেনে চুক্তি শেষ করে দেওয়া।

প্রশ্ন : বেচা-কেনা মানসুখ করে দেয় যে, মোস্তাহাব, এটাতো মজলিস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও হতে পারে, তাহলে মজলিসের শর্ত কেনো আরোপিত হলো?

জবাব : যদিও মোস্তাহাব মজলিসের পরেও থাকে কিন্তু মজলিসে এই মোস্তাহাব থাবে অধিক তাকিদপূর্ণ। এই তাকিদ পূর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে হাদিসে خيار দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মাজহাব হাদিসের অধিক অনুকূল

ওপরযুক্ত সম্পূর্ণ আলোচনার সার নির্জাস হলো, হানাফিদের মত ভিত্তিহীণ না। এর পেছনে দলিলাদি রয়েছে। শাফেয়ি ও হাম্বলিদের যে মাজহাব রয়েছে, তাদের মাজহাব হাদিসের অধিক অনুকূল এবং হানাফি ও মালেকিদের মাজহাব এই হাদিসের স্পষ্ট অর্থ হতে কিছুটা দূরবর্তী যদিও অন্যান্য দলিল কোরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী। কেনোনা, দু'জন সাহাবি যাঁদের মধ্যে একজন রয়েছেন এ হাদিসের বর্ণনাকারি। তাঁরা উভয়ে এই হাদিসের সে অর্থই বুঝেছেন যেগুলো শাফেয়ি ও হাম্বলিগণ বলেছেন। অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং দ্বিতীয়জন আবু বারজা আসলামি রা. যাঁদের ঘটনা বর্ণিত আছে বোখারি শরিফে।

যানবাহণ চলার দ্বারা কি মজলিস পরিবর্তন হয়?

যেমন দু'ব্যক্তি নৌকায় ভ্রমণ করছে তারা দু'জন নৌকাতে বেচা-কেনা করলো। প্রস্তাব ও গ্রহণ হয়ে গেলো। তারা দু'জন সস্থানে বসেছিলো। নৌকা চলছিলো। সামান্য কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্য হতে একজন বললো, আমি বেচা-কেনা শেষ করে দিতে চাই। অপরজন অস্বীকার করলো। প্রথম ব্যক্তি বললো, তোমাকে এই বেচা-কেনা শেষ করতে হবে। কেনোনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا. ১৬৪

'ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই خيار مجلس অর্জিত যতোক্ষণ না তারা দু'জন আলাদা হয়।'

২য় ব্যক্তি জবাব দিলো যে, মজলিস বদলে গেছে। কেনোনা, নৌকা ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং যে স্থানে প্রস্তাব ও গ্রহণ হয়েছিলো, নৌকা সেস্থান হতে সামনে চলে গেছে। এজন্য মজলিস পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং মজলিস পরিবর্তিত হওয়ার কারণে خيار مجلس-ও বাতিল হয়ে গেছে। প্রথম ব্যক্তি জবাব দিলো, আমাদের মজলিসতো পরিবর্তিত হয় নি। কেনোনা, আমরা দু'জনইতো এক জায়গায় বসে আছি। মোট কথা, তাদের দু'জনের বিষয়টি আবু·বারযা আসলামী রা. এর কাছে এলো তিনি জবাব দিলেন, مَاأَرَاكُمْ اِفْتَرَقْتُمَا. অর্থাৎ, আমার মত হলো, তোমরা দু'জন বিচ্ছিন্ন হওনি। অর্থাৎ, নৌকা চলার কারণে মজলিস পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক হয় নি। বরং তোমাদের মজলিস এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে।

এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো, যে দু'জনের মাঝে ঝগড়া হয়েছিলো, তারা দু'জন خيار مجلس এর প্রবক্তা ছিলেন এবং হজরত আবু বারজা আসলামি রা. যে সিদ্ধান্ত দিলেন তাতে তিনি একথা বলেন নি যে, خيار

مجلس বলতে কোনো জিনিস নেই; বরং এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, তোমাদের মজলিস পরিবর্তিত হয় নি। এতে বুঝা গেলো, হজরত আবু বারজা আসলামি রা.ও এই হাদিসের এই অর্থ বুঝেছেন যে, خيار مجلس প্রমাণিত। সুতরাং হাদিসের যে অর্থ দু'জন সাহাবি অনুধাবন করেছেন সেটাই অধিক গ্রহণোপযোগী হবে। এতে বুঝা গেলো, শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মাজহাব হাদিসের বাহ্যিক অর্থের অধিক অনুকূল। অবশ্য হানাফিদের মাজহাব ব্যাপক মূলনীতির অধিক অনুকূল এবং আয়াতগুলোরও অধিক অনুকূল এবং আমলিভাবেও হানাফিদের মাজহাব অধিক আফজাল।

خِيَارِ مَجْلِسْ এর দ্বারা আধুনিক বাণিজ্যে জটিলতা

চুক্তির উদ্দেশ্য হলো, যখন মানুষ একবার চুক্তি করেছে এবং জবান দিয়েছে, তখন আর তা হতে ফিরবে না। যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে خيار مجلس প্রদান করা হয়, তাহলে তখন সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়গুলোতে এবং বিশেষভাবে দ্রুতগতিশীল ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যগুলোতে অনিশ্চিত পরিস্থিতি অবশিষ্ট থাকবে। বাণিজ্যিক লাভের দাবি হলো, তাতে অনিশ্চত কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটা। যা কিছু হবে নিশ্চিতভাবে হবে। এ দিক দিয়েও লক্ষ করলে হানাফিদের মাজহাব অধিক আমলযোগ্য বর্তমানযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যে যেখানে টেলিফোন, টেলেক্স ও ফেক্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে। যেখানে ক্রেতা বিক্রেতা এক জায়গায় বিদ্যমানই নেই এবং দৈহিক বিচ্ছেদ আগে হতে রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে ফোনে। একজন করাচিতে অপরজন জাপানে। একজন বললো, আমি বিক্রি করলাম। আরেকজন বললো, ক্রয় করলাম। প্রস্তাব ও গ্রহণ হয়ে গেলো। ক্রয়-বিক্রয় হয়ে গেলো। এবার যদি এই বক্তব্য গ্রহণ করা হয় যে, উভয়ের خيار مجلس রয়েছে, তাহলে কতক্ষণ পর্যন্ত তাদের خيار مجلس থাকবে? খেয়ারে মজলিসের প্রবক্তদের মতে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। এ জন্য অনেক ফকিহ জবাব দিয়েছেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ফোনের রিসিভার তুলে ধরা আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মজলিস বাকি আছে। যখন রিসিভার রেখে দেয়, তখন মজলিস শেষ হয়ে যাবে। তবে চিঠির মাধ্যমে কিংবা টেলেক্স ও ফেক্সের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিতে মজলিসের এখতিয়ার কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে? যদি বলা হয়, যেই মজলিসে চিঠি কিংবা টেলেক্স ও ফেক্স পৌছলো, সে মজলিস পর্যন্ত এখতিয়ার বাকি থাকবে। তাহলে তখন যেহেতু অপর চুক্তিকর্তা মজুদ নেই সেহেতু পারস্পরিক ঝগড়া হলো।

خِيَارِ مَجْلِسْ ঝগড়ার কারণ

মনে করুন, বিক্রেতা টেলেক্সের মাধ্যমে প্রস্তাব দিয়েছেন। ক্রেতা টেলেক্সের মাধ্যমে সে মজলিসেই তা গ্রহণ করেছেন। তবে এখনও মজলিস পরিবর্তিত হয়নি। এই সময়েই সে মৌখিকভাবে خيار مجلس ব্যবহার করে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিলেন। অপরদিকে বিক্রেতা জবাবে কবুল আসার কারণে মাল রওয়ানা করে দিলেন। যখন মাল ক্রেতার কাছে এসে পৌছলো, তখন তিনি বললেন, আমি তো সে মজলিসে خيار مجلس ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিয়েছিলাম। ফলে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে সীমাহীন ঝগড়া সৃষ্টি হবে। সুতরাং এ সব ঝগড়া হতে বাঁচার জন্য এ ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই যে বলতে হবে, যখন ক্রয়-বিক্রয় হয়ে গেছে প্রস্তাব ও গ্রহণ হয়ে গেছে। সুতরাং এবার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে না। তবে শুধুমাত্র তৃতীয় জনের সম্মতি সহকারে হলে সেটা ব্যতিক্রম। শরিয়তও বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেছে। ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে যাতে এমন কোনো বিষয় সৃষ্টি না হয়, যেগুলো ঝগড়া পর্যন্ত পৌছে দেয়। বস্তুত خيار مجلس ঝগড়া পর্যন্তও পৌছে দেয়। সুতরাং কার্যত হানাফিদের বক্তব্য অধিক আমলযোগ্য।[৭২]

---

[৭২] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ' باب في خيار المتبايعين।

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

(একই শিরোনামের) আরেকটি অনুচ্ছেদ-২৭ : (মতন পৃ. ২৩৬)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.[৭৩]

১২৫২। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত যেনো বিচ্ছিন্ন না হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি ব্যতিত ক্রেতা বিক্রেতা যেনো অন্য কোনো অবস্থায় পরে পৃথক না হয়। এমন যেনো না হয় যে, একজন সম্মত অপরজন লজ্জিত। এই আদেশটি মোস্তাহাব-ভিত্তিক। যদি আপনি ক্রয়-বিক্রয়ের পর দেখেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ এই ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর লজ্জিত, তাহলে আপনার জন্য উত্তম হলো বেচা-কেনা বাতিল করে দেওয়া।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ.

১২৫৩। অর্থ : জাবের রা. সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রয়ের পর এক বেদুইনকে এখতিয়ার দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটিغريب।

দরসে তিরমিযী

নবীজি কর্তৃক এক বেদুইনকে এখতিয়ার প্রদান

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ.[৭৪]

জাবের রা. বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইনকে ক্রয়-বিক্রয়ের পর এখতিয়ার দিয়েছিলেন।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এই ঘটনাটি সবিস্তারে এসেছে- এক বেদুইনের সংগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করেছিলেন। ক্রয়-বিক্রয়ের পর তিনি তাকে বললেন, যদি পরবর্তীতে কোনো সময় তোমার এই খেয়াল হয় যে, এই বেচা-কেনা ঠিক হয়নি, তাহলে তোমার এখতিয়ার রয়েছে, যে কোনো সময় এসে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিয়ে যাবে। ফলে দীর্ঘ সময় পর সে বেদুইন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, সে ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করে দিন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বেচা-কেনা মানসুখ করে দেন।

---

[৭৩] কানজুল উম্মাল : ৩/২২২, ইলাউস সুনান : ১৪/২৫।

[৭৪] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'-باب الخديعة في البيع।

এটি মৌলিক কোনো নীতিমালা নয়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বদান্যতা আর উদারতার দলিল করছে এ ঘটনাটি। তিনি একজন বেদুইনকে খোলা সুযোগ দিয়েছিলেন, যখন ইচ্ছা এসে বেচা-কেনা বাতিল করে দিতে পারবে। তিনি এতে কোনো মৌলিক আইন বর্ণনা করেন নি। এই হাদিসটি এই বিষয়ে হানাফিদের দলিল যে, যেমনভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এখতিয়ার প্রদানের ফলে এটা আবশ্যক হয় না যে, প্রতিটি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিটি মানুষের ওপর ওয়াজিব হলো, যখনই অপর পক্ষ বেচা-কেনা মানসুখ করার দাবি করে, তখনই আবশ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় মানসুখ করে দেওয়া। সুতরাং যেমনভাবে এই হাদিস হতে এই মূলনীতি উৎসারণ করা যায় না, এমনভাবে خيار مجلس-এ যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, সেটিও মূলনীতি নয় বরং মোস্তাহাব হিসেবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَخْدَعُ فِى الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ-২৮ প্রসংগ : ক্রয়-বিক্রয়ে যে ব্যক্তি প্রতারিত হয় (মতন পৃ. ২৩৬)

عَنْ أَنَسٍ رَضـــ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْ عُقْدَتِهِ ضَعِفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ وَاَنَّ اَهْلَهُ اَتَوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ ! اُحْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنِّيْ لَاَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَاخِلَابَةَ.[৭৫]

১২৫৪। অর্থ : আনাস রা. বলেন, (ক্রয়-বিক্রয়ের) চুক্তিতে এক ব্যক্তির দুর্বলতা ছিলো। তা সত্ত্বেও তিনি বেচা-কেনা হতে বিরত হতেন না। একবার তার পরিবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার প্রতি কড়াকড়ি আরোপ করুন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কাছে ডেকে বেচা-কেনা করতে নিষিদ্ধ করলেন। জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বেচা-কেনা ব্যতিত আমি থাকতে পারি না। এই ধৈর্য আমার নেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় একটি কাজ করো, বলো, هَاءَ وَهَاءَ 'নগদ ক্রয়-বিক্রয়।' ولا خلابة 'প্রতারণা নয়।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

হজরত আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, বেচা-কেনায় স্বাধীন পুরুষের ওপর নিষেধাজ্ঞা তখন যখন তার আকল জয়িফ হবে। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই। অনেকে আবার স্বাধীন বালেগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে না।

---

[৭৫] বিস্তারিত দ্র.- আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৪/ ৫২৮, আল মুগনি ইবনে কুদামা : ৪/২৩৪, ৩৯৬, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৩৭৯, মাজহাবু আবি হানিফা ওয়া আহমদ কামাজহাবিল মালিক ফি খিয়ারিল গাবন কামা ফিল ফিকহিল ইসলামি : ৪/৫২৮, ওয়াল ইনসাফ : লিল মারদাবি : ৩/৫৭৪।

দরসে তিরমিযী

হজরত আনাস রা. বলেন, এক ব্যক্তির চুক্তিতে দুর্বলতা ছিলো। অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হয়ে যেতো। অনেক সে সাহাবির নাম এসেছে হাব্বান রা.। তবে প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেচা-কেনা হতে বিরত হতেন না। একবার তার পরিবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার প্রতি কড়াকড়ি আরোপ করুন, যেনো ভবিষ্যতে কখনও তিনি বেচা-কেনা না করেন। কেনোনা, তিনি ক্রয়-বিক্রয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কাছে ডেকে এনে বললেন, ভবিষ্যতে কখনও বেচা-কেনা করো না। জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ক্রয়-বিক্রয় ব্যতিত আমি থাকতে পারি না। এই ধৈর্য আমার নেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় কর, তখন একটি কাজ করো, বলো, هَاءَ وَهَاءَ অর্থাৎ, নগদ ক্রয়-বিক্রয়, বাকিতে নয়। বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করো না। দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলে দাও- وَلَا خِلَابَةَ এর অর্থ, প্রতারণা নয়। অর্থাৎ, আমি তো বেচা-কেনা করছি। তবে মনে রাখবে প্রতারিত হলে আমার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে।

এ পরিচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রতারিত ব্যক্তির খেয়ারের ওপর দলিল উপস্থাপন

ইমাম মালেক রহ. এই হাদিস দ্বারা প্রতারিত ব্যক্তির এখতিয়ার বিধিবদ্ধ হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেন। বরং তাঁর মতে এখতিয়ারের দু'টি স্বতন্ত্র প্রকার রয়েছে।

১. خِيَارِ مَغْبُوْن।

২. خِيَارِ مُسْتَرْسَلْ।

مُسْتَرْسَلْ হলো এমন ব্যক্তি; যার বোধশক্তি কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। সম্পূর্ণ পাগল ও দেওয়ানা নয়। বরং তার বিবেক ত্রুটিযুক্ত। مَغْبُوْن এর অর্থ, প্রতারিত। চাই সে সমঝদারই হোকনা কেনো। তাঁর মতে তাদের উভয়ের এখতিয়ার থাকবে। সুতরাং যদি পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থা সামনে আসে এবং জানা যায় যে, যে মূল্যে ক্রেতা মাল নিয়েছিলো, সে মূল্য ছিলো খুবই কম। তাহলে তখন তার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছে করলে এই বেচা-কেনা বাকি রাখবে আর মনে চাইলে তা ভঙ্গ করে দিবে।

অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের মতে خِيَارِ مَغْبُوْن প্রমাণিত না। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মতে خِيَارِ مَغْبُوْن বলতে কিছু নেই। হানাফিদের মতেও নেই। তাঁরা বলেন, যখন চুক্তি বা লেনদেন করো, তখন চিন্তা ফিকির করে ও বুঝে-শুনে করো। এখনই যা যাচাই করা দরকার তা করে নাও। তবে যখন একবার চুক্তি করে নিবে, তখন সে চুক্তি আবশ্যিক হয়ে যাবে। প্রতারিত হলে ক্ষতি হবে তোমার। না হলে লাভও হবে তোমার। এর ওপরই পেছনের সে মাসআলাটি নির্ভরশীল ছিলো। সেটি হলো, تَلَقِّي الْجَلَب তথা বাইরের বিক্রেতার সংগে যেয়ে শহরের লোক সাক্ষাৎ করে কোনো ব্যক্তি দলের লোকজনের কাছ হতে শহরের বাইরে গিয়ে ধোঁকা দিয়ে ভ্রান্ত মূল্য বলে কম দামে পণ্য ক্রয় করলে এবং বিক্রেতার পরবর্তীতে এ কথা জানা হলে যে, সে ধোঁকা দিয়ে কম দামে জিনিস ক্রয় করে নিয়েছে, তখনও হানাফিদের মতে বিক্রেতার জন্য বিক্রয় মানসুখ করার এখতিয়ার থাকবে না। কেনোনা, তখন বিক্রেতা প্রতারিত। আর হানাফিদের মতে خِيَارِ مَغْبُوْن বলতে কোনো জিনিস নেই।

পরবর্তী আহনাফদের ফতওয়া মালেকিদের বক্তব্যানুযায়ী

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন হানাফিগণ। অনেকে বলেছেন, এটা ছিলো হাব্বান ইবনে মুনক্বিজ রা. এর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই আদেশ ব্যাপক নয়। তবে আমার মতে এই অনুচ্ছেদের হাদিসের বিশুদ্ধ জবাব হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যে এখতিয়ার দিয়েছিলেন, সেটি প্রতারিত ব্যক্তির এখতিয়ার ছিলো না। বরং ছিলো خيار شرط। এর দলিল হলো মুস্তাদরাকে হাকেমে এই বর্ণনাটি নিম্নোক্ত ভাষায় রয়েছে,

فَقُلْ لَا خَلَابَةَ، وَقُلْ لِيَ الْخِيَارُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ

অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয় করার পর বলো, আমার তিনদিন এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে বিক্রয় বাকি রাখব। আর ইচ্ছা করলে বিক্রয় মানসুখ করে দিবো। এটি হলো খেয়ারে শর্ত। কেনোনা, প্রতারিত ব্যক্তির এখতিয়ার তিন দিন পর্যন্ত শর্তায়িত থাকে না। এতে বুঝা গেলো, এই এখতিয়ারটি ছিলো خيار شرط। তবে পরবর্তী হানাফিগণ ইমাম মালেক রহ. এর বক্তব্যের ওপর ফত্ওয়া প্রদান করেছেন। কেনোনা, আজকাল আমাদের যুগে ধোঁকা ফেরেব ব্যাপক। সুতরাং ধোঁকাবাজদেরকে এমন সুযোগ না দেওয়া উচিত, যাতে তারা যখন ইচ্ছা ধোঁকা দিয়ে যাবে। সুতরাং যদি প্রতারণা করে কেউ কম দামে কোনো জিনিস ক্রয় করে কিংবা বেশি দামে বিক্রি করে, তবে যে প্রতারিত হলো, তার চুক্তি মানসুখ করার এখতিয়ার পাওয়া উচিত। যেমন ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব রয়েছে। বর্তমান যুগে ফতওয়া এর ওপরই। সুতরাং প্রতারিত ব্যক্তির জন্য خيار مغبون অর্জিত হবে।[৭৬]

বিবেকের দুর্বলতার কারণে কি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়?

ইমাম আহমদ রহ. أُحْجُرْ عَلَيْهِ শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, স্বাধীন বালেগ ব্যক্তির ওপর বিবেকের দুর্বলতার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের মতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা অবৈধ। ইমাম আহমদ রহ. এই অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর আইনগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি। বরং বেচা-কেনা পরিহার করার জন্য ব্যক্তিগত পরামর্শ দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি যখন لَا أَصْبِرُ عَلَى الْبَيْعِ বলে ওজরখাহি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যদি আইনগতভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন, তাহলে পরবর্তীতে অনুমতির প্রশ্নই আসতো না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ : দুধরুদ্ধ প্রাণি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرٰى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِذَا حَلَبَهَا، اِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ.[٧٧]

---

[৭৬] বোখারি : কিতাবুল বুয়ু'- باب النهي للبائع ان لا يحفل الابل والبقر والغنم, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ু'- باب تحريم بيع المصراة।

[৭৭] বিস্তারিত দ্র.-মাবসুত : ১৩/৩৮, আল মুগনি ইবনে কুদামা : ৪/১৪৯, আল মাজমু' : ১২/২,২৯, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৩৩৯, ইলাউস সুনান :১৪/১৬০।

১২৫৫। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি مصراة বকরি ক্রয় করেছে। তার এখতিয়ার রয়েছে, যখন সে তা দোহন করবে, ইচ্ছা করলে সেটি ফেরত দিতে পারে একসা' খেজুর সহ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আনাস ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবি হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرٰي مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءِ.

১২৫৬। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুধরুদ্ধ প্রাণি কিনে; তার জন্য তিন দিনের خيار রয়েছে, সে যদি তা ফেরত দেয় তাহলে তার সংগে ফেরত দিয়ে দিবে একসা' খাদ্য। গম না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক সাহাবা এবং আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তার মধ্যে রয়েছেন, শাফেয়ি, আহমদ এবং ইসহাক রহ.। لَا سَمْرَاءَ অর্থ, গম না।

দরসে তিরমিযী

مُصَرَّاةٌ শব্দটি تصرية, اسم مفعول হতে গৃহীত। এর অর্থ, কয়েকদিন পর্যন্ত কেউ বকরির দুধ দোহাবে না। এগুলো স্তনে থাকতে দিবে। একাজটিকে বলে تصرية, আর সে বকরিটিকে বলে مصراة। এই কর্মটিই যদি উটনির সংগে করা হয় তাহলে সে কাজটিকে বলা হয় تَحْفِيْل, আর উটনীটিকে محفلة বলা হয়।

দুধরুদ্ধ বকরির ক্রেতার তিনদিন পর্যন্ত خيار দিতে হবে

অনেক সময় বকরি কিংবা উটনী বিক্রেতা একটি কাজ করে, কয়েকদিন পর্যন্ত এর দুধ দোহায় না। ফলে তার ওলান ফুলে যায়। দর্শক তা দেখে মনে করে, এই বকরিটি খুবই ভালো। কেনোনা, এটি দুধ দেয় বেশি। এ কর্মের ফলে ক্রেতাকে এটি ক্রয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়। ফলে ক্রেতা এর ওলান দেখে এটি কিনে নেয়। প্রথম দিন দুধ দোহালে তো অনেক বেশি দুধ আসে। আর দ্বিতীয় দিন সম্পূর্ণ মা'মুলি পর্যায়ের দুধ আসে। এমন ক্রেতা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছে করলে তিন দিনের ভেতর এটি ফেরত দিবে। অবশ্য তিন দিনের ভেতর এই ক্রেতা এই বকরির যে দুধ দোহন করে ব্যবহার করেছেন, এর পরিবর্তে বিক্রেতাকে ফেরত দিবে একসা' খেজুরও।

ইমামত্রয়ের মাজহাব

এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর ইমামত্রয় আমল করতে গিয়ে বলেন, দুধরুদ্ধ বকার কিংবা উটনী ক্রেতার জন্য তিনদিন এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছে করলে এটাকে নিজের কাছে রেখে দিবে, কিংবা ফেরত দিয়ে দিবে।

সংগে একসা' খেজুরও ফেরত দিবে। তবে অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেছেন, এই একসা' খেজুর ফেরত দেওয়া আবশ্যক। অথচ অন্যান্য ইসলামি আইনবিদ বলেছেন, একসা' খেজুরের উল্লেখ ছিলো দৈবাতক্রমে। অন্যথায় মূল বিষয় ছিলো যে পরিমাণ দুধ বের করে ব্যবহার করেছে, তার মূল্য আদায় করবে। ইমামত্রয়ের মাজহাব এটাই।

আহনাফদের মাজহাব

হানাফি ও কুফাবাসীগণের মতে তখন ক্রেতার জন্য সে বকরি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার خيار নেই। তবে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। এর পন্থা হলো দেখতে হবে, এ সময় বাজারে এই বকরিটির মূল্য কত? ক্রেতা এই দুধ পূর্ণ ওলান দেখে কি মূল্য নিধারণ করেছিলো। এই দু'টি মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হবে, সেটি বিক্রেতা ক্রেতাকে আদায় করবে। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব। যেহেতু এই মাজহাবটি এই অনুচ্ছেদের হাদিসের সুস্পষ্ট বিপরীত পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেহেতু এই মাসআলাতে হানাফিদের বিরুদ্ধে খুব শোর-হাঙ্গামা হলো। এটি সে সব মাসআলার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর কারণে আহনাফদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, তারা কিয়াসকে প্রাধান্য দেন বিশুদ্ধ হাদিসের ওপর।

মতপার্থক্যের সারাংশ

এই হাদিসের দু'টি অংশ রয়েছে,

১. এখতিয়ার।

২. ফেরত দিলে একসা' খেজুর প্রদান।

এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করতে গিয়ে শাফেয়িগণ উভয় অংশ অবলম্বন করেছেন। আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ. উভয় অংশের বিপরীত আমল করেন। না ফেরত দেওয়ার خيار দেন, না একসা' খেজুর ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও মালেক রহ. হাদিসের প্রথমাংশের ওপর তো আমল করেন তথা ক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার দেন। তবে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, বিক্রয় দ্রব্যের সংগে একসা' খেজুর ফেরত দেওয়াও আবশ্যক। এটারও خيار দেন না। অবশ্য ইমাম মালেক রহ. বলেন, একসা' ফেরত দেওয়া আবশ্যক না। তবে শহরের অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যের মধ্য হতে একসা' ফেরত দেওয়া আবশ্যক। চাই এটি খেজুর হোক কিংবা অন্য কোনো জিনিস হোক। কেনোনা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মদিনার বেশির ভাগ খাদ্য ছিলো খেজুর। সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ দিয়েছেন। আমাদের শহরে বেশিরভাগ খাদ্য যেটি হবে, সেটি আমাদের এখানে ফেরত দেওয়া আবশ্যক।

আবু ইউসুফ রহ. বলেন, যে পরিমাণ দুধ ক্রেতা সে দুধরুদ্ধ বকরি হতে বের করেছে এর পরিমাণ ফেরত দেওয়া আবশ্যক। কেনোনা, জরিমানা দেওয়ার জিনিস। সুতরাং এর মূল্য ওয়াজিব। আর সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এই দুধের মূল্য একসা' খেজুর হতো, সেহেতু তিনি তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিংবা কোনো মাসলিহাত তথা হেকমতের ভিত্তিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ হাদিসটিকে এই জন্য বাদ দিয়েছেন যে, এই হাদিসটি অনেক শরয়ি মূলনীতির সংগে সাংঘর্ষিক ছিলো। যেমন একটি মূলনীতির কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ. سورة بقرة ١

এ আয়াত হতে বুঝা গেলো, জরিমানা হয় ক্ষতির পরিমাণে। উভয়ের মাঝে সমতা থাকে। যদি হাদিসের ওপর আমল করেন, তাহলে জরিমানা এবং ক্ষতির মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব না। তাছাড়া এ হাদিসটি আরো অনেক স্বীকৃত মূলনীতির বিপরীত।

আহনাফদের দলিল

এই মাসআলায় এই বকরি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার কোনো রাস্তা নেই- এটি আবু হানিফা রহ. বক্তব্য। কেনোনা, যখন বিক্রেতা সে বকরি বিক্রি করেছে তখন বকরির ওলানে যে দুধ ছিলো, সেটিও বিক্রি করেছেন। সুতরাং দুধও ক্রেতার মালিকানায় চলে এসেছে। সে দুধও বিক্রয়পণ্যের একটি অংশ হয়ে গেছে। সুতরাং যদি কোনো সময় এই বকরি ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে এই দুধও ফেরত দেওয়া আবশ্যক, যে দুধ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বকরির স্তনে বিদ্যমান ছিলো। তবে যখন ক্রেতা এই বকরিটি ক্রয় করে ঘরে আনলো, তখন তাতে অতিরিক্ত দুধ সৃষ্টি হলো। এই দুধ ক্রেতার মালিকানাধীন এবং তার দায়িত্বে তৈরি হলো। বস্তুত মৌলিক নিয়ম হলো الخراج بالضمان 'যদি কোনো জিনিস কারও দায়িত্বে থাকে, তবে তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এর দ্বারা যে লাভ অর্জিত হবে।' সেটি সে ব্যক্তির মালিকানাধীন হবে, যার দায়িত্বে সে জিনিসটি থাকবে। যেহেতু এই বকরিটি ক্রেতার দায়িত্বে আছে, সেহেতু এই সময়ে সৃষ্ট দুধও তার মালিকানাধীন হওয়া উচিত। এই মূলনীতির আলোকে ক্রেতার ওপর শুধু প্রথম প্রকার দুধ ফেরত দেওয়া আবশ্যক হওয়ার কথা। অর্থাৎ, যে দুধ বিক্রির সময় বকরির ওলানে বিদ্যমান ছিলো। আর দ্বিতীয় প্রকার দুধ যেটি পরবর্তীতে তৈরি হয়েছে, তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক না হওয়া উচিত। এবার যদি আমরা ক্রেতার ওপর পূর্ণ দুধের মূল্য আবশ্যক করে দেই, তবে তাতে ক্রেতার লোকসান। কেনোনা, এই দুধে সে দুগ্ধও অন্তর্ভুক্ত ছিলো যা তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তৈরি হয়েছিলো। আর যদি আমরা ক্রেতার ওপর পূর্ণ মূল্য আবশ্যক না করি, তবে তাতে বিক্রেতার ক্ষতি। কেনোনা, চুক্তির সময় বকরির মধ্যে যে দুধ ছিলো, এটি বিক্রেতার কাছে তৈরি হয়েছিলো। আর যদি আমরা বলি যে, ক্রেতার ওপর এই দুধের মূল্য আবশ্যক যেটি চুক্তির সময় ছিলো। আর যে দুধ এর পরে তার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় তৈরি হয়েছে এর মূল্য ওয়াজিব নয়, তবে এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ সঠিক। তবে আমরা এটা কিভাবে জানবো যে, চুক্তির সময় কতটুকু দুধ ছিলো। আর পরবর্তীতে কি পরিমাণ তৈরি হয়েছে? এটা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এবার ফেরত দেওয়ার কোনো রাস্তা সম্ভব নয়। যেহেতু দুধ ফেরত দেওয়ার কোনো পদ্ধতি সম্ভব নয়, সেহেতু এ ছাড়া দুধরুদ্ধ বকরি ফেরত দেওয়ারও কোনো পদ্ধতি সম্ভব নয়। কাজেই সে রাস্তাই রয়ে গেলো যেটি হানাফিগণ বলেছেন। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে।

ইমাম তাহাবি রহ. এর পক্ষ হতে এই অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ এ তাহাবি রহ. বলেছেন যে, এই হাদিসটি اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ মূলনীতির বিপরীত। তা ছাড়া আরো অনেক জবাব দেওয়া হয়েছে। তবে কোনোটিই বিশুদ্ধ না।

ইমাম তাহাভি রহ. এর জবাব প্রত্যাখ্যান

ওপরযুক্ত মূলনীতিটি এসেছে زِيَادَةٌ مُتَوَلِّدَةٌ غَيْرُ مُنْفَصِلَةٍ সম্পর্কে। এ জন্য এই মূলনীতির মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদের হাদিস বর্জন করা সঠিক নয়। বেশির চেয়ে বেশি এই দুধের ব্যাপারে সে মূলনীতি দ্বারা দলিল পেশ করা যায় যে দুধ বিক্রির পর ক্রেতার মালিকানায় তৈরি হয়েছে। বিশুদ্ধ জবাব হলো এই হাদিসটি প্রযোজ্য সন্ধির ক্ষেত্রে।

শুধু একসা' খেজুর পরিশোধের আদেশ কেয়াসের বিপরীত

এ হাদিস আমাদের শিক্ষা দেয়- যে ধোঁকাবাজ, যে প্রতারক তোমার কাছে বকরি বিক্রি করেছে, তার বিক্রয় মানসুখ করার যোগ্য। এটি যুক্তির বিপরীত না এবং এতে কোনো মূলনীতির বিরোধিতা হয় না। সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে যে, একসা' খেজুর পরিশোধের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, এটা কোনোক্রমেই বোধগম্য নয়।

কেনোনা, দুধের পরিমাণ কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে এবং দুধের মূল্য একসা' খেজুর অপেক্ষা বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। এবার সর্বাবস্থায় ক্রেতাকে একসা' খেজুরের জিম্মাদার বানানো নিশ্চয়ই কেয়াসের বিপরীত

আবু ইউসুফ ও অনুচ্ছেদের হাদিসের যৌক্তিক ব্যাখ্যা

ইমাম আবু ইউসূফ রহ. তাই দুটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বলেন যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিস অনুযায়ী ক্রেতার বিক্রয়দ্রব্য ফেরত দেওয়ার خيار তো থাকবে; কিন্তু জরিমানায় একসা' খেজুর আবশ্যক না। বরং যে পরিমাণ দুধ ক্রেতা বের করে ব্যবহার করেছে, বিক্রেতাকে আদায় করবে সে পরিমাণের মূল্য।

আর হাদিসে যে একসা' খেজুরের কথা রয়েছে, তা দৃষ্টান্ত হিসেবে কিংবা সন্ধিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পরিপূর্ণরূপে এ কথা জানা মুশকিল যে, ক্রেতা কি পরিমাণ দুধ ব্যবহার করেছিলো। তাই বিক্রেতাকে বলে দিলেন যে, তুমি একসা' খেজুর নিয়ে নাও। যাতে তোমার হক্ব আদায় হয়ে যায়। তারপর এক জন অপর জনের হক্ব মাফ করে দাও। এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এটা উদ্দেশ্য। এই অর্থ নয় যে, ক্রেতা আধা সের দুধ দোহন করুক কিংবা দশ সের দুধ দোহন করুক, সর্বাবস্থাতেই একসা' খেজুর ওয়াজিব। কেনোনা, এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধতার বিপরীত। সুতরাং একসা' খেজুর জরিমানা হিসাবে বিধিবদ্ধ করা এটা চিরস্থায়ী বিষয় নয়; বরং সন্ধি রূপে বর্ণনা করেছেন। আবু ইউসুফ রহ. এর এই বক্তব্যটি অবশ্যই যৌক্তিক।[৭৮]

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ-৩০ : পশু বিক্রয়ের সময় তার পিঠে আরোহণের শত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৬)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِـــ اَنَّهٗ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهٗ اِلَى اَهْلِه.[৭৯]

১২৫৭। অর্থ : জাবের রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি উট বিক্রি করেছিলেন এবং এর ওপর আরোহণ করে বাড়ি পর্যন্ত পৌছার শর্তারোপ করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি হজরত জাবের রা. হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

অনেক সাহাবা এবং আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বেচা-কেনায় শর্তারোপ বৈধ মনে করেন, যদি একটি শর্ত হয়। আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটাই। আর অনেক আলেম বলেছেন, বেচা-কেনায় শর্তারোপ অবৈধ। তাতে কোনো শর্ত থাকলে সে বেচা-কেনা পূর্ণাঙ্গ হবে না।

---

[৭৮] বোখারি : কিতাবুল জেহাদ- باب استئذان الرجل الامام , মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب بيع البعير والاستثناء وركوبه।

[৭৯] বোখারি : কিতাবুর রেহন- باب الرهن مركوب ومحلوب , আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في الرهن।

দরসে তিরমিযী

পেছনে بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهٗ এর অধিনে হজরত জাবের রা. এর এই ঘটনা আলোচিত হয়েছে। সেখানে বলেছিলাম যে, যদি চুক্তি দাবির বিপরীত কোনো শর্ত আরোপ করা হয়, সে ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের কি মতপার্থক্য এবং তাদের কি দলিলাদি?

بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

অনুচ্ছেদ : বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ.২৩৭)

عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلظَّهْرُ يَرْكَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهٗ.[৮০]

১২৫৮। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পশুর ওপর আরোহণ করা যায়, সেটিকে যখন বন্ধক রাখা হয়। আর দুগ্ধ পশুর দুধ পান করা যায় যখন সেটিকে বন্ধক রাখা হয় এবং যে ব্যক্তি এর ওপর আরোহণ করবে কিংবা এর দুধ পান করবে, তার ওপর সে পশুর খোরপোষ আবশ্যক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আমির শা'বি-আবু হুরায়রা রা. সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে হাদিসটি আমরা মারফূ' রূপে জানি না। একাধিক বর্ণনাকারি হাদিসটি আ'মাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব। আর অনেক আলেম বলেছেন, তার জন্য বন্ধকী জিনিস হতে কোনো প্রকার উপকৃত হওয়ার অধিকার নেই।

দরসে তিরমিযী

বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, যদি কেউ কোনো পশু অন্যের কাছে বন্ধক রাখে, তাহলে যে বন্ধকরূপে গ্রহণ করলো, তার জন্য বৈধ, যদি সেটি আরোহণের পশু হয়, তার ওপর সে আরোহণ করতে পারবে। আর যদি দুধের পশু হয়, তবে এর দুধ পান করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, এই পশুর ঘাস এবং অন্যান্য খরচও বন্ধক গ্রহীতা নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিবে। সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের মতে সর্বস্বীকৃত ব্যাপক মূলনীতি হলো, বন্ধক গ্রহীতার জন্য বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া অবৈধ। কেনোনা, যদি বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকার লাভ করে, তবে এটি كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হয়ে যাবে এবং সুদ হবে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকার লাভ করা অবৈধ। তবে ইমাম আহমদ রহ. এই পদ্ধতিটিকে বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আদেশ হতে ব্যতিক্রমভুক্ত

---

[৮০] বিস্তারিত দ্র.- আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/৪২৬, কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ : ২/৩৩৭, ইলাউস সুনান : ১৪/৯২।

করেছেন। তিনি বলেন, যখন বন্ধক গ্রহীতা এটাকে নিজের পক্ষ হতে ঘাস খাওয়াচ্ছে এবং অন্যান্য খরচও বহণ করছে, সুতরাং তার জন্য এই পশু দ্বারা উপকার লাভ করা এবং এর ওপর আরোহণ করা কিংবা এর দুধ ব্যবহার করা বৈধ। এ অনুচ্ছেদের হাদিস তাঁর দলিল। তিনি বলেন وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বন্ধক গ্রহীতা। গরিষ্ঠ ফকিহগণের মতে বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকার লাভ করা অবৈধ।

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম, যাদের অন্তর্ভুক্ত হানাফিগণও তাঁরা বলেন, বন্ধক গ্রহীতার জন্য বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকার লাভ করা কোনো অবস্থাতেই অবৈধ। যদি পশু বন্ধক হয়, তাহলে বন্ধক গ্রহীতার জন্য এর ওপর আরোহণ করা কিংবা এর দুধ পান করা অবৈধ। কেনোনা, এটা كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অবশ্য এই পশুর ব্যয় বন্ধক গ্রহীতার ওপর ওয়াজিব নয়; বরং বন্ধকদাতার ওপর ওয়াজিব। তবে যদি বন্ধক গ্রহীতা এই পশুর পেছনে খরচ করে, তাহলে এই ব্যয় পরিমাণ এই পশুর ওপর আরোহণ করা কিংবা এর দুধ পান করা বন্ধক গ্রহীতার জন্য বৈধ। যেমন বন্ধক গ্রহীতা এক দিনে বন্ধক রাখা পশুর ব্যাপারে দশ টাকা খরচ করলো। এবার সে বন্ধক গ্রহীতা দশ টাকার দুধ দোহন করে ব্যবহার করতে পারবে। কিংবা দশ টাকা পরিমাণ আরোহণ করার অধিকার আছে। তবে যদি বন্ধক গ্রহীতা দশ টাকা ব্যয় করে আর বিশ টাকার দুধ দোহন করে কিংবা বিশ টাকা পরিমাণ এই পশুর ওপর আরোহণ করে, তবে এটা অবৈধ।

অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের দলিল

অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের দলিল প্রথমতো সেসব ব্যাপক হাদিস যেগুলোতে ঋণদাতাকে ঋণ গ্রহীতা হতে যে কোনো প্রকার মুনাফা অর্জন করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- হাদিসে আছে, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًوا। 'যেসব ঋণ মুনাফা টেনে আনে সেগুলো সুদ।'

মুস্তাদরাকে হাকেমে আরেক হাদিসে জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে বর্ণিত আছে, لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنَ الرَّاهِنِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ।

'বন্ধক বন্ধক দাতা হতে বন্ধ করা যায় না।'

অর্থাৎ, বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে বন্ধক দ্বারা উপকৃত হওয়া হতে বিরত রাখতে পারে না। কেনোনা, এই বন্ধকের মুনাফাগুলো বন্ধকদাতারই জন্য এবং তার জিম্মাদারি এবং খরচও বন্ধকদাতারই দায়িত্বে। এই হাদিসে له শব্দটি খবরে মুকাদ্দম। আর غَنَمُهُ শব্দটি مُبْتَدَاء مُؤَخَّرٌ। মূলনীতি হলো, تَقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيْرِ সীমাবদ্ধতা বুঝায়। সুতরাং এই হাদিসে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কেনোনা, বন্ধকী জিনিসের মুনাফাগুলো বন্ধকদাতাই পাবে। এর ব্যয়ভারও বন্ধকদাতাই বহণ করবে। সুতরাং এর মুনাফাগুলো বন্ধক গ্রহিতার নয় এবং এর ব্যয়ভারও বন্ধক গ্রহীতার ওপর নয়।

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

এখন আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এর দুটি জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম জবাব : এই হাদিসে কোথাও সুস্পষ্ট ভাষায় مُرْتَهِن শব্দ নেই। বরং শুধু বলা হয়েছে, اَلظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا। অর্থাৎ,আরোহণের পশুর ওপর সওয়ার হওয়া যায়, যখন এটি বন্ধক রাখা হয়। তবে কে আরোহণ করবে, এর উল্লেখ হাদিসে নেই। এমনভাবে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, দুধদাতা পশুর দুধ পান করা হবে। তবে কে পান করবে? এর উল্লেখ নেই। তাই আমরা বলতে পারি যে, এখানে فاعل মুরতাহিন নয়।

বরং راهن বা বন্ধকদাতা। অর্থাৎ, বন্ধকদাতা নিজের বন্ধকী পশুর ওপর আরোহণ করতে পারে। আর বন্ধক দাতা স্বীয় বন্ধকী পশুর দুধ পান করতে পারে। আর পরবর্তীতে বলেছেন, যে আরোহণ করবে কিংবা দুধ পান করবে তার ওপর পশুর খোরপোষ ওয়াজিব হবে। এখানেও আমরা বলবো যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বন্ধকদাতা। কাজেই একটি জবাবতো হলো, এই হাদিস দ্বারা বন্ধক গ্রহীতা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো বন্ধকদাতা।

দ্বিতীয় জবাব : যদি স্বীকার করে নিয়ে হাদিসে বন্ধক গ্রহীতাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হাদিসের উদ্দেশ্য এই যে, দুধ পান করা এবং আরোহণ করা ব্যয়ের বিপরীতে হবে। সুতরাং বন্ধক গ্রহীতা যে পরিমাণ ব্যয় করবে, সে পরিমাণ আরোহণ করবে বা দুধ পান করবে। যেনো এই অনুমতি খরচের পরিমাণের সংগে শর্তায়িত, ব্যাপক নয়। এর দলিল হলো, হাদিসে উপকৃত হওয়াকে খরচের সংগে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই উপকৃত হওয়া ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সংগে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং বন্ধক গ্রহীতা যে পরিমাণ ব্যয় করবে, এ পরিমাণ দুধ ব্যবহার করবে, কিংবা সে পরিমাণ আরোহণ করবে। এর অতিরিক্ত দুধ পান করা কিংবা আরোহণ করা বৈধ হবে না।[৮১]

বন্ধকী জিনিসের ওপর বন্ধক গ্রহীতার কবজা আবশ্যক

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এ অনুচ্ছেদের হাদিসের যে প্রথম জবাব দিয়েছেন যে এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আরোহণকারি এবং দুধ পানকারি দ্বারা উদ্দেশ্য বন্ধকদাতা। এর দ্বারা একটি মাসআলা উৎসারিত হয় যে, বন্ধকের মধ্যে আসল হলো, এর ওপর বন্ধকগ্রহীতার কবজা হওয়া। কেনোনা, বন্ধক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঋণের ব্যাপারটিকে মজবুত করা। সুতরাং ঋণের মহা রুকন হলো, বন্ধকগ্রহীতার কবজা। কোরআনে কারিমে আল্লাহ তা'আলা তাই বলেছেন,

﴿فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ﴾– البقرة : ٢٨٣

সুতরাং বন্ধক গ্রহীতার জন্য আবশ্যক বন্ধকের ওপর কবজা লাভ করা। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বন্ধক দাতাকে যখন বন্ধকী জিনিস দ্বারা উপকার লাভের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আর উপকার লাভ করা ততোক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকী জিনিসকে বন্ধকগ্রহীতার কবজা হতে বের করে বন্ধকদাতা নিজের কবজায় না নিয়ে আসবে। সুতরাং এ হতে এই মাসআলা উৎসারিত হলো যে, যখন একবার বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী জিনিসের ওপর কবজা করে নিয়েছে, তখন বন্ধক দুরুস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন বন্ধকদাতার জন্য এই বন্ধকী জিনিসের ওপর ধার রূপে কবজা করা বৈধ। এ কারণে আমাদের হানাফি ফুকাহায়ে কেরামও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যে, বন্ধকদাতার জন্য ধার রূপে বন্ধকী জিনিসকে নিজের কবজায় নিয়ে নেওয়া বৈধ। ধার হিসেবে নেওয়া সত্ত্বেও সে জিনিসটিকে বন্ধকই মনে করা হবে। যদি সেটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সে আদেশই হবে, বন্ধকী দ্রব্য ধ্বংস হওয়ার দ্বারা যে আদেশ হয়।

বন্ধকের একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো 'তরল বন্ধক'

আমাদের বর্তমান যুগের একটি মাসআলাও এর দ্বারা উৎসারিত হয়। সেটি হলো বন্ধকের প্রসিদ্ধ পদ্ধতি এই হয় যে, বন্ধকী জিনিসের ওপর বন্ধক গ্রহীতার কবজা হয়ে যায়। তবে আজকাল ব্যবসায়ীদের মাঝে বন্ধকের একটি নতুন পন্থা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। আরবিতে যেটাকে বলা হয়- اَلرَّهْنُ السَّائِلُ 'প্রবাহিতবন্ধক বা তরল

---

[৮১] মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত-باب بيع القلادة فيها حرز وذهب , আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في حلة السيف تباع للدرهم।

বন্ধক।' এর পন্থা এই হয় যে, এতে বন্ধকী জিনিস বন্ধক গ্রহীতার কবজায় দেওয়া হয় না। বরং সেটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বন্ধক দাতারই কবজায় থাকে। সে এটাকে ব্যবহার করতে থাকে। তবে সরকারি কাগজপত্রে লিখে দেওয়া হয় যে, অমুক জিনিস অমুক বন্ধকগ্রহীতার কাছে বন্ধক আছে। যার ফল এই বের হয় যে, যদি বন্ধক গ্রহীতার সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজের ঋণ আদায় না হয়, তাহলে তার এই অধিকার অর্জিত হবে যে, সে বন্ধকী জিনিসকে বাজারে বিক্রি করে নিজের ঋণ আদায় করে নিতে পারবে।

দৃষ্টান্ত- বন্ধকদাতা তার নিজের গাড়ি বন্ধক দিয়েছে। এবার বন্ধক রাখার আসল পদ্ধতিতো ছিলো এই যে, সে গাড়ি কিংবা কার বন্ধকগ্রহীতার কবজায় দিয়ে দিবে। বন্ধকগ্রহীতা এটা নিজের কাছে রাখবে। এটাকে গেরেজে রেখে তালা লাগিয়ে রাখবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত ঋণ আদায় না হবে। তখন উভয় জনের ক্ষতি হয়। বন্ধক দাতার ক্ষতি হলো, তার কার বন্ধ হয়ে গেলো। এবার সে তাদ্বারা লাভ লাভ করতে পারে না এবং কার বেকার থাকার কারণে এটি নষ্ট হয়ে যাওয়ারও আশংকা আছে। বস্তুত বন্ধকগ্রহীতার লোকসান হলো, তার কারের হেফাজত করতে হচ্ছে। আর কার বসিয়ে রাখার জন্য একটি স্বতন্ত্র গেরেজের প্রয়োজন। যদি তার কাছে নিজস্ব গেরেজ না থাকে, তাহলে ভাড়ায় নিয়ে তাতে কার রাখবে। ফলে তখন বন্ধকদাতাও গ্রহীতা উভয়েরই লোকসান হয়।

মালিকানার দলিল-পত্র বন্ধক রাখা

এর একটি সমাধান বের করা হয়েছে যে, এই কারের যেসব দলিলপত্র মালিকানা ও রেজিস্ট্রেশন বই ইত্যাদি রয়েছে, বন্ধকগ্রহীতা সেসব কাগজ পত্র ও রেজিস্ট্রেশন বই নিজের কাছে রেখে দিবে এবং কোনো সরকারি কিংবা বাণিজ্যক প্রতিষ্ঠানে দাখিল করে দিবে যে, এই কারটি বন্ধকগ্রহীতার কাছে বন্ধক রয়েছে। তারপর যদি কোনো সময় বন্ধকগ্রহীতার নিজস্ব ঋণ আদায় না হয়, তাহলে এই কার বাজারে বিক্রি করে এর দ্বারা নিজের ঋণ আদায় করে নিবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকগ্রহীতার ঋণ আদায় না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকদাতা এই কার তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে পারবে না। অবশ্য বন্ধকদাতা এই কার ব্যবহার করতে পারবে। ফলে এই কারটি রীতিমত বন্ধকদাতার কবজাতেই থাকে। এমন কারকে আজকালকার পরিভাষায় বলা হয় যে, এই কারের ওপর চার্জ রয়েছে। অর্থাৎ, বোঝা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত ঋণ আদায় না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এর মালিক তা বিক্রি করতে পারবে না। বন্ধকগ্রহীতার এই অধিকার থাকবে যে, যদি তার নিজের ঋণ আদায় না হয়, সে এই কার বিক্রি করে নিজের ঋণ আদায় করে নিবে। এমন বন্ধককে আরবিতে বলা হয় اَلرَّهْنُ السَّائِلُ। 'তরল বন্ধক।' কেনোনা, এই বন্ধক এক জায়াগায় স্থির থাকে না।

বন্ধকের এই পদ্ধতি বৈধ হওয়া উচিত

বন্ধকের এই পদ্ধতি বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে চলছে। বাহ্যত মনে হয়, এই পদ্ধতিটি বন্ধকের প্রসিদ্ধ কর্মপদ্ধতির বিপরীত। কেনোনা, বন্ধকে বন্ধকী জিনিসকে বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক কবজা করে নেওয়া আবশ্যক। তবে এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, বন্ধকী জিনিসের ওপর বন্ধকগ্রহীতার স্বতন্ত্র কবজা আবশ্যক না। বরং যখন বন্ধকগ্রহীতা এর ওপর একবার কবজা করে নেয়, এর পর ধার রূপে সে বন্ধকী জিনিস বন্ধকদাতাকে ফেরত দিতে পারে। এমনভাবে তখনও যখন বন্ধকগ্রহীতা কারের কাগজ পত্র কবজা করে নেয়, তখন একধরণের কবজা হয়ে গেলো বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক এ কারের ওপর। এর পর সে ওই কার ধাররূপে বন্ধকদাতাকে চালানোর জন্য প্রদান করেছে। সুতরাং এই তরল বন্ধকের পদ্ধতি বৈধ হওয়া উচিত।

তবে এই কার যতোক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকদাতা ব্যবহার করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার দায়িত্বে থাকবে। সুতরাং যদি এই কার দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তখন বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকরূপে দাবি করতে পারে অন্য জিনিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شِرَاءِ الْقَلَادَةِ فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ

অনুচ্ছেদ-৩২ : স্বর্ণ-কড়ি খচিত হার ক্রয় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৭)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِيْ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضـــ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَاتُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ.[৮২]

১২৫৯। অর্থ : ফাজালা ইবনে উবায়দ রা. বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমি বারোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একটি হার কিনেছি। এই হারে ছিলো স্বর্ণ এবং কড়ি। পরবর্তীতে আমি যখন এর স্বর্ণ পৃথক করি তখন দেখলাম এর স্বর্ণ বারো দিনার হতেও বেশি ওজনের। আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এই ঘটনা আলোচনা করলে তিনি বললেন, এটা ততোক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করা অবৈধ যতোক্ষণ পর্যন্ত এর স্বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিক্রি না করা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত কুতাইবা-ইবনে মুবারক-আবু শুজা' সাইদ ইবনে ইয়াজিদ এ সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক সাহাবা এবং আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা সজ্জিত তলোয়ার কিংবা (রূপার কোমরবন্দ বা বেল্ট এর মতো জিনিস দিরহামের বিনিময়ে বিক্রির মত পোষণ করেন না। যতোক্ষণ না তা আলাদা ও পৃথক করা হবে। ইবনে মুবারক, শাফেয়ি ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটিই।

দরসে তিরমিযী

স্বর্ণ এবং ভিন্ন জিনিস দ্বারা মিশ্রিত জিনিস বিক্রয়ে শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব

ইমাম শাফেয়ি রহ. এই হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, কোনো জিনিস যখন স্বর্ণ এবং অন্য জিনিস দ্বারা গঠিত হয়, তখন এটিকে স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ না। যতোক্ষণ পর্যন্ত স্বর্ণকে অস্বর্ণ হতে আলাদা না করা হবে। কেনোনা, তখন সুদ আবশ্যক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং স্বর্ণকে পৃথক করার পর স্বর্ণকে সমান সমান বিক্রি করো আর যেটা স্বর্ণ নয় তা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো। সুতরাং সংযোজিত অবস্থায় বেচা-কেনা করা অবৈধ।

আহনাফদের মাজহাব

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. বলেন, স্বর্ণকে পৃথক করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য দেখতে হবে, তাতে স্বর্ণের পরিমাণ কতটুকু? যদি স্বর্ণের পরিমাণ আলাদা করা ছাড়া বুঝা যায়, তাহলে আলাদা করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এই সংযুক্ত জিনিসটিকে যে স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে, সে স্বর্ণ এই সংযুক্ত জিনিসটিতে যুক্ত স্বর্ণ হতে কিছু বেশি হওয়া আবশ্যক। যাতে স্বর্ণের বিপরীতে স্বর্ণ আর অতিরিক্ত স্বর্ণ অন্য জিনিসের বিপরীতে হয়ে যায়। কাজেই যদি স্বর্ণ সমান হয়ে যায় কিংবা কম তবে তখন ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ একটি হার স্বর্ণ

---

[৮২] বিস্তারিত দ্র.- আল মাজমু' : ১০/৩৬৪, মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/২৯, ইলাউস সুনান : ১৪/২৮৭।

ও অন্য জিনিস দ্বারা সংযুক্ত। এই হারে রয়েছে পাঁচ তোলা স্বর্ণ। এবার এই হারটিকে ছয় তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে পাঁচ তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ। যাতে পাঁচ তোলা স্বর্ণ পাঁচ তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে হয়ে যায়। আর মূল্যে যে অর্ধ তোলা সোনা অতিরিক্ত আছে সেটি অস্বর্ণের বিপরীতে এসে যায়। এতে এই লেনদেন দুরুস্ত হয়ে যাবে। তবে যদি এই হারটিকে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা পাঁচ তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তবে তা বৈধ হবে না। কেনোনা, তখন হয়তো সাড়ে চার তোলা স্বর্ণের বিনিময় পাঁচ তোলা স্বর্ণ দ্বারা হবে। যার ফলে সমতা অবশিষ্ট থাকবে না। বরং কম বেশ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা হারাম হয়ে গেলো। আর যে পদ্ধতিতে মূল্য পাঁচ তোলা স্বর্ণ নির্ধারিত করেছে, সেটিও অবৈধ হবে। কেনোনা, পাঁচ তোলা স্বর্ণ পাঁচ তোলা স্বর্ণের বিপরীতে এসে যাবে। আর হারের মধ্যে যে অস্বর্ণ রয়েছে, সেটি হবে বিনিময় শূন্য। অথচ বিনিময় শূন্য। থাকাও সুদ। কাজেই তখন বলা যাবে যে, পৌনে পাঁচ তোলা স্বর্ণ পাঁচ তোলা স্বর্ণের বিনিময় হয়ে গেলো। আর পৌনে এক তোলা স্বর্ণ অস্বর্ণের বিনিময়ে হয়ে যাবে। আর এ পদ্ধতিটিও হারাম। কেনোনা, এটি সুদ।

হানাফিগণ তাই বলেন, যে স্বর্ণ এ হারে সংযুক্ত আছে, যদি পৃথক করা ব্যতিত এর ওজন জানা যায়, তাহলে আলাদা করার প্রয়োজন নেই। বরং যে পরিমাণ স্বর্ণ এই হারে আছে, এর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি স্বর্ণ দিয়ে দিলে এই বেচা-কেনা বৈধ হয়ে যাবে।

সুদি পণ্য এবং সুদহীন পণ্য দ্বারা গঠিত বস্তু বেচা-কেনা

এই মতপার্থক্য শুধু স্বর্ণেই নয় বরং রূপাতেও রয়েছে। সুতরাং সুসজ্জিত তলোয়ার বিক্রিতেও এই মতপার্থক্যই রয়েছে। অর্থাৎ, এমন তলোয়ার, যেটি মূলত লোহার কিন্তু এর ওপর স্বর্ণ কিংবা রূপা লাগানো আছে, এমন তলোয়ার বিক্রির ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য আছে। এমনভাবে এই মতপার্থক্য কোমরবন্দ এবং পেটি, যেগুলোতে রূপা লাগানো আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ, রূপা লাগানো কোমরবন্দ (বেল্ট) এবং পেটি এবং এর মূল্য রূপার মাধ্যমে নির্ধারিত করা হচ্ছে। যেনো এই মতপার্থক্য সে সব সংযুক্ত জিনিসের ক্ষেত্রে যেটি স্বর্ণ ও অস্বর্ণ দ্বারা গঠিত, আর এর মূল্য স্বর্ণ নির্ধারণ করা হচ্ছে। কিংবা এমন বস্তু রূপা ও গর রূপা দ্বারা গঠিত। আর এর মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে রূপা হিসেবে।

এই মতপার্থক্য সেসব বিক্রয় দ্রব্যতেও চালু হবে যেটি সুদি এবং সুদহীন জিনিস দ্বারা গঠিত। যেমন এক টুকরিতে গম এবং খেজুর (مكس) এবং এর মূল্য খেজুর রূপে নির্ধারণ করা হচ্ছে। শাফেয়ি রহ. এর মতে ততোক্ষণ পর্যন্ত এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ যতোক্ষণ পর্যন্ত গম এবং খেজুর ভিন্ন না করা হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। তবে শর্ত হলো টুকরি বিশিষ্ট খেজুর কম হবে এবং যে খেজুর মূল্য হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, সেটি অধিক হতে হবে। যাতে খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান হয়ে যায় আর অতিরিক্ত খেজুর গমের বিপরীতে হয়ে যায়।

মদ্দে আজওয়াহ্ (مُدِّ عَجْوَةٍ) এর মাসআলা

এই মতপার্থক্যবহুল মাসআলাটি খেজুর হতেই উৎসারিত। কেনোনা, সে যুগে একটি পরিমাপ খেজুর এবং গরখেজুর দ্বারা গঠিত ছিলো এবং এটাকে খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা হতো। তখন এই মতপার্থক্য হয়েছিলো। শাফেয়ি রহ. বলেছেন যে, এই ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হবে না। আবু হানিফা রহ. বলেছেন, যদি অতিরিক্ত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তাহলে এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। এ কারণেই এই মাসআলার নাম مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওপরযুক্ত সমস্ত اِخْتِلَافِىْ مَسَائِلْ এরই অন্তর্ভুক্ত এবং এ সবগুলোকে উল্লেখ করা হয় مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ নামে।

মদ্দে আজওয়াহ্ (مَدِّ عَجْوَةٍ) এর মাসআলায় সে পদ্ধতিটিও অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি সংযুক্ত গালা স্বর্ণকে অগালা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তখন হানাফি ও অধিকাংশের মতে এরও সেই আদেশ যেটি সজ্জিত তলোয়ারের। কেনোনা, অগালা আলাদা স্বর্ণ গালা সংযুক্ত স্বর্ণ অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত। তবে মু'আবিয়া রা. বলতেন, তখন অগালা স্বর্ণ যদি গালা সংযুক্ত স্বর্ণ হতে কম হয়, তবুও এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। তিনি গালা সংযুক্ত স্বর্ণ তৈরি এবং শ্রমকে দামযোগ্য মনে করতেন এবং এই শ্রমের বিনিময়ে অগালা আলাদা স্বর্ণের একটা অংশ রাখতেন। তবে তাঁর এই মাসআলার ওপর সাহাবায়ে কেরামই সমালোচনা করেছেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি আবুদ দারদা রা. বলেছেন- لَا أَسْكُنُ أَرْضًا أَنْتَ بِهَا[৮৩] 'যে জমিনে আপনি আছেন, আমি সেখানে বসবাস করবো না।'

শফিঈদের দলিল এবং এর জবাব

বিপরীত দলিল : নিজ মাসআলার সমর্থনে ইমাম শাফেয়ি রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিস পেশ করেন। এই হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন, ﴿لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ﴾।

জবাব : হানাফিদের পক্ষ হতে এই জবাবের দলিল, এই হাদিসে পরিষ্কার ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে যে, ফাজালা রা. এই হারটি বারো দিনারে ক্রয় করেছিলেন এবং এতে বার দিনারের চেয়ে বেশি স্বর্ণ বের হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হারাম হওয়ার মূল কারণ ছিলো মূল্য কম ছিলো এবং হারে অবস্থিত স্বর্ণ ছিলো বেশি। যার ফলে কম বেশি হয়ে গেছে। এ কারণে এই ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হয়ে গেছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তারপর পরামর্শ রূপে বলেছেন যে, ভবিষ্যতে ততোক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত স্বর্ণ পৃথক না করো। যাতে যথার্থ রূপে জানা যায় যে, স্বর্ণ কতটুকু আর অস্বর্ণ কতটুকু এবং সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যথার্থ রূপে এ বিষয়টি জানা মুশকিল যে, এতে স্বর্ণ কি পরিমাণ আছে, আর অস্বর্ণ কি পরিমাণ। এ জন্য তিনি বলেছেন, যখন এমন পদ্ধতির সন্মুখীন হয়, তখন তোমরা শুধু আন্দাজের ওপর কাজ করো না। বরং স্বর্ণ পৃথকভাবে বিক্রি করো, অস্বর্ণও পৃথকভাবে বিক্রি করো।

আহনাফদের দলিল

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়িনদের প্রচুর বক্তব্য রয়েছে যেগুলোতে তাঁরা সে কথাই বলেছেন, যা ইমাম আবু হানিফা রহ. মত। সেসব আসারে তাঁরা ব্যাপক আকারে এর ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ সাব্যস্ত করেননি। বরং বলেছেন, মূল্য যদি সংযুক্ত স্বর্ণের তুলনায় বেশি হয়, তবে বেচা-কেনা বৈধ। এসব আসার আমি تَكْمِلَةِ فَتْحِ الْمُلْهِمِ -এ লিখে দিয়েছি।

এ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কারণ কম-বেশি হওয়া। বরং এই হাদিস অনেক সূত্রে এসেছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হারের মাসআলা এলো, তখন তিনি তা হতে নিষেধ করলেন এবং সংগে সংগে এই ইরশাদ করলেন, ﴿لَا، اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ﴾। এর দ্বারা বুঝা গেলো, হারাম হওয়ার মূল কারণ, কম-বেশি হওয়া। সুতরাং সমতা আবশ্যক। যেখানে সমতা পাওয়া যাবে না, সেখানে চুক্তি অবৈধ হবে। পক্ষান্তরে হানাফিগণ যে বলেন, এমন চুক্তিতে মূল্যের দিকে স্বর্ণ এবং রূপা বিক্রয়দ্রব্যে সংযুক্ত রূপা অপেক্ষা বেশি হওয়া চাই-এর কারণ হলো, তখন সমতা সুনিশ্চিত রূপে বিদ্যমান। আর যখন সমতা বিদ্যমান, তাই বেচা-কেনা বৈধ হওয়া উচিত। চাই এই স্বর্ণ আলাদা করা হোক কিংবা না হোক।

---

[৮৩] বিস্তারিত দ্র.-মাবসূত :১৪/৫, ইলাউস সুনান : ১৪/২৯০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৬০২।

সুদি পণ্যগুলোতে যেহেতু আন্দাজ করা অবৈধ, তাই যেখানে অনুসন্ধান করে সুনিশ্চিত রূপে এ কথা জানার কোনো পন্থা থাকে যে, তাতে স্বর্ণের পরিমাণ কতটুকু ও অস্বর্ণের পরিমাণ কতটুকু, সেখানে এই পদ্ধতি বৈধ হবে। আর যেখানে শুধু আন্দাজ অনুমান করে জানা যেতে পারে। তবে নিশ্চিত ও প্রকৃত পরিমাণ জানার কোনো পদ্ধতি না থাকে, সেখানে হানাফিদেরন মতেও স্বর্ণকে অস্বর্ণ হতে আলাদা করা ব্যতিত বেচা-কেনা করা অবৈধ।

এই মতপার্থক্য সমজাতীয়তার পদ্ধতিতে

ওপরযুক্ত মতপার্থক্য হবে তখন, যখন বিক্রয়দ্রব্যকে এর সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে ক্রয় করা হবে। যেমন- স্বর্ণ ও অস্বর্ণ দ্বারা তৈরি একটি হার স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করা হচ্ছে, তখন এই মতপার্থক্য। তবে যদি বিক্রয়দ্রব্যকে অসমজাতীয় জিনিস দ্বারা ক্রয় করা হয়, তবে এর বৈধতার ক্ষেত্রে কারও কোনো মতপার্থক্য নেই। যেমন- স্বর্ণ দ্বারা সুসজ্জিত তলোয়ার রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা সম্পূর্ণ বৈধ। এতে কোনো প্রশ্ন নেই। কেনোনা, জাত পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর জাত পরিবর্তিত হলে কম-বেশি করা বৈধ।[৮৪]

কোম্পানিগুলোর শেয়ারের বাস্তবতা

এই মাসআলা হতে বর্তমানের একটি মাসআলাও বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ কোম্পানির শেয়ার সমূহের ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলা। তবে প্রথমে এটা বুঝা আবশ্যক যে, শেয়ার কি জিনিস? শেয়ারকে উর্দুতে বলা হয় حِصّـہ এবং আরবিতে বলা হয় سَہْمٌ।

এ শেয়ার মূলত কোনো কোম্পানির পণ্যগুলোতে শেয়ারের বাহকের মালিকানার একটি যথাযথ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন আমি যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করি, তাহলে শেয়ার সার্টিফিকেট নামক একটি কাগজ সে কোম্পানিতে আমার মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং কোম্পানির যতো পণ্য তাদের মালিকানায় আছে, শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা এখন আমি সেসব পণ্যের মধ্যে আনুপাতিক অংশের মালিক।

শাফেয়িদের মতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ

আর কোম্পানির পণ্য এবং মালিকানা নগদ অর্থ, ঋণ ও বিভিন্ন প্রকারের আসবাব উপকরণ সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেনো প্রতিটি কোম্পানির শেয়ার সুদি মাল ও অসুদি পণ্য সবগুলো মিলে মিশেই থাকে। কেনোনা, নগদ অর্থ ও ঋণ সুদি পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। আসবাব-উপকরণ অসুদি পণ্য। সুতরাং ঈমাম শাফেয়ি রহ. এর মাতে এসব শেয়ার বেচা-কেনা ততোক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ, যতোক্ষণ পর্যন্ত সুদি পণ্য অসুদি পণ্য হতে পৃথক না করা হয়। যেহেতু এগুলো পৃথক করা সম্ভব নয়, সেহেতু তাদের মতে শেয়ার বেচা-কেনার বৈধতার কোনো পদ্ধতি নেই।

হানাফিদের মতে শেয়ার বেচা-কেনা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে শেয়ার বেচা-কেনা বৈধ। এই শর্তে যে, শেয়ারের মূল্য এই শেয়ারের অংশে আগত নগদ অর্থ এবং ঋণগুলো হতে বেশি হতে হবে। যদি মূল্য এর সমান কিংবা কম হয়, তাহলে অবৈধ। যেমন, একটি শেয়ারের মূল্য একশ টাকা আর একটি শেয়ারের অংশে আসন্ন আসবাব-উপকরণের মূল্য হলো ষাট টাকা। আর বাকি চল্লিশ টাকা নগদ অর্থ ও ঋণের বিপরীত। এবার যদি এই একটি শেয়ারকে একচল্লিশ টাকায় বিক্রি করা হয়, কিংবা এর চেয়ে বেশিতে বিক্রি করা হয়, তবে এই পদ্ধতি বৈধ। কেনোনা, চল্লিশ টাকাতো নগদ অর্থ এবং ঋণগুলোর বিপরীতে এসে যাবে। আর এক টাকা আসবে অবশিষ্ট সব পণ্যের বিপরীতে। তবে এই শেয়ারটি ৪০ কিংবা ৩৯ টাকা বিক্রি করা অবৈধ। কেনোনা, ৪০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলে নগদ অর্থ এবং ঋণগুলোর বিনিময়ে ৪০ টাকা আদায় হয়ে যাবে। অবশিষ্ট পণ্যগুলো বিনিময়শূন্য হতে যাবে। এ কারণে এই পদ্ধতিটি অবৈধ। আর যদি ৩৯ টাকায় বিক্রি করে, তবে এটি উত্তমরূপেই অবৈধ হবে। কেনোনা, নগদ অর্থ এবং ঋণগুলোতেও সমতা থাকলো না। বরং কম-বেশি হয়ে গেলো, পণ্যগুলোও বিনিময়

---

[৮৪] বোখারি : কিতাবুল ফারাইজ- باب ميراث السائبة , নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'- باب بيع المكاتب।

শূন্য হতে গেলো। সুতরাং এই পদ্ধতিতে অবৈধ। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় তখন বৈধ হবে, যখন শেয়ারের অংশে আসন্ন নগদ অর্থ ও ঋণগুলোর মূল্য মূল্যের পরিবর্তে কম হবে এবং মূল্য হবে এর বিপরীতে অধিক।

যে কোম্পানির স্থাবর সম্পদ না থাকবে, এর শেয়ার কেনার আদেশ

এ মাসআলা হতে শেয়ারেরই আরেকটি মাসআলা বেরুয়।

প্রথমদিকে যখন কোনো কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বীয় কোম্পানির শেয়ার চালু থাকে এবং লোকজনকে তা ক্রয় করার জন্য আহবান করে যে, তোমরা এগুলো ক্রয় করে কোম্পানির অংশীদার হয়ে যাও। কোম্পানি তাই এক কোটি টাকার শেয়ার জনপ্রতি ১০ টাকা হিসাবে চালু করে। লোকজন সে শেয়ার কিনে। ফলে কোম্পানির কাছে এক কোটি টাকা জমা হয়ে যায়। এখনো কোম্পানি এই অর্থ কোনো বিল্ডিং, মেশিনারি ইত্যাদিতে লাগায়নি। বরং এখনও সে অর্থ কোম্পানির কাছে নগদ অর্থ রয়ে গেছে। তখন এই কোম্পানির শেয়ারগুলো ষ্টক মার্কেটে বেচা-কেনা শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্ন : এ সময় এসব শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ কি না?

জবাব : তখন এই কোম্পানির শেয়ারগুলো এর আসল মূল্যে বিক্রি করাতো বৈধ। তবে কম-বেশিতে বিক্রি করা অবৈধ। কেনোনা, সে ১০ টাকার শেয়ার এই কোম্পানির কাছে বিদ্যমান। এটি দশ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি দশ টাকার শেয়ার এগার টাকায় ক্রয় করে তবে তা বৈধ হবে না। কারণ, এটাতো ঠিক এমনই যেমন- সে দশ টাকা দিয়ে এগার টাকা নিয়ে নিলো। কেনোনা, কোম্পানি এই অর্থ দ্বারা এখন পর্যন্ত কোনো জিনিস ক্রয়ই করেনি। বরং এখন পর্যন্ত তা তার কাছে নগদ অর্থই রয়ে গেছে।

পরবর্তী শাফেয়িদের মতে শেয়ার ক্রয়ের বৈধতা

ওপরে আমি বলে এসেছি যে, শাফেয়িদের মতে শেয়ার বেচা-কেনা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হওয়ার কথা না। তবে বর্তমান যুগের শাফেয়ি আলেমগণ বলেন, যদি শেয়ার বেচা-কেনাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এর দ্বারা মানুষের জন্য অবশ্যই সংকীর্ণতা ও পেরেশানি হবে। কেনোনা, এটা বর্তমান যুগের বাণিজ্যের একটি আবশ্যকীয় অংশে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং এর নিষেধের বক্তব্য অবলম্বন করা মুশকিল। এ জন্য তারা মাঝখানে বৈধতার একটি পদ্ধতি বের করেছেন। সেটি হলো, যদি কোনো কোম্পানির আসবাব উপকরণ এবং মালিকানায় পণ্যের অংশ বেশি হয়, নগদ অর্থ এবং ঋণ কম হয়, যেমন- ৫১% পণ্য আর ৪৯% নগদ অর্থ এবং ঋণ, তাহলে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেনোনা, অধিকাংশ পরিপূর্ণ জিনিসের পর্যায়ভুক্ত। আর যদি এর বিপরীত পদ্ধতি হয়, যেমন- ৫১% নগদ অর্থ ও ঋণ আর ৪৯% উপকরণ, তাহলে শেয়ার বেচা-কেনা তাদের মতে অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ : ওয়ালার শর্তারোপ এবং এ সম্পর্কে হুমকি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৮)

عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ، فَاشْتَرَطُوْا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْطَى الثَّمَنَ اَوْ لِمَنْ وَلِىَ النِّعْمَةَ.[৮৫]

---

[৮৫] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في المضارب يخالف।

১২৬০। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বারিরা রা. কে কিনতে চেয়েছেন। তখন বারিরা রা. এর মালিক ওয়ালা-এর শর্ত আরোপ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে কিনে নাও। কেনোনা, ওয়ালাতো সর্বাবস্থায় সেই পাবে, যে মূল্য আদায় করেছে। কিংবা ওয়ালা পাবে সে-ই ব্যক্তিই, যে নেয়ামতের মালিক হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অর্বাহত। তিনি আরও বলেছেন, মনসুর ইবনুল মু'তামিরের উপনাম আবু আকতাব দেওয়া হয়। আবু বকর আত্তার বসরি-আলি ইবনে মাদিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদকে বলতে শুনেছি, যখন তোমার কাছে মনসুর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করা হয় তবে তুমি তোমার হাত কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিবে, অন্য কারও আর ইচ্ছা করো না।

তারপর ইয়াহইয়া বলেছেন, ইবরাহিম নাখয়ি ও মুজাহিদ রহ.এর ব্যাপারে মনসুর অপেক্ষা অধিক দৃঢ় আর কাউকে আমি পাইনি।

তিনি বলেন, মুহাম্মদ-আবদুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ-আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি বলেন, মনসুর কুফাবাসীর মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়।

দরসে তিরমিযী

হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি হজরত বারিরা রা. কে ক্রয় করতে মনস্থ করেছেন। হজরত বারিরা রা. এর মালিক তখন ওয়ালা-এর শর্ত আরোপ করলেন যে, আমরা এই শর্তে তাকে বিক্রি করছি যে, এর ওয়ালা আমরা পাবো। হজরত আয়েশা রা. এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে নাও। কেনোনা, ওয়ালাতো সর্বাবস্থায় সেই পাবে, যে মূল্য আদায় করেছে। কিংবা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়ালা সেই পাবে, যে নেয়ামতের মালিক হবে। অর্থাৎ, যে গোলাম মুক্ত করবে সে তার মালিক হবে।

এটাই সে হাদিস, যার দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম ইবনে আবু লায়লা রহ. বলেছেন, যদি ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো ফাসেদ শর্ত আরোপ করা হয়, তখন শর্ত ফাসেদ হয়ে যায় এবং বেচা-কেনা স্বস্থানেই দুরুস্ত হতে যায়। কেনোনা, এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রা.-এর ক্রয়-বিক্রয়কে দুরুস্ত সাব্যস্ত করেছেন এবং ওয়ালার শর্তকে সাব্যস্ত করেছেন বাতিল।

হানাফিদের পক্ষ হতে এই দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যে বলেছিলাম, চুক্তির দাবির বিপরীত যে শর্ত হবে, তার ফলে আক্দ বাতিল হয়ে যায়- এটা তখনকার জন্য, যখন চুক্তিতে এমন শর্ত আরোপ করা হয়, যা পূর্ণ করা বান্দার এখতিয়ারাধীন। আর যদি এমন শর্ত হয়, যেটি পূর্ণ করা বান্দার এখতিয়ারাধীন নয়, তখন সে পদ্ধতিতে শর্ত ফাসেদ হয়ে যাবে এব বেচা-কেনা দুরুস্ত হয়ে যাবে। যেহেতু এখানেও ওয়ালা পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রে বান্দার কোনো দখল নেই। এটাতো শরিয়ত নিজেই সিদ্ধান্ত করে দিয়েছে যে, ওয়ালা কে পাবে? সুতরাং এতে বান্দার কোনো এখতিয়ার নেই। এ জন্য এই শর্তারোপের ফলে বেচা-কেনা বাতিল হবে না। বরং স্বয়ং শর্তই বাতিল হয়ে যাবে।

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

অনুচ্ছেদ-৩৪ : (শিরোনামহীন) (মতন পৃ. ২৩৮)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِىْ لَهُ اُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ، فَاشْتَرٰى اُضْحِيَّةً فَاَرْبَحَ فِيْهَا دِيْنَارًا، فَاشْتَرٰى اُخْرٰى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْاُضْحِيَّةِ وَالدِّيْنَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ بِالشَّاءِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّيْنَارِ.[৮৬]

১২৬১। অর্থ : হাকেম ইবনে হেজাম রা. হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিনারে একটি কোরবানির পশু ক্রয় করতে (তাকে) পাঠালেন। সে একটি পশু ক্রয় করলো। পরে তাতে তার একটি দিনার লাভ হলো। তারপর সে এক দিনারে আরেকটি পশু ক্রয় করে নিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সেই পশুটি আর একটি দিনার নিয়ে হাজির হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বকরিটি কোরবানি করো, আর দিনারটি সদকা করে দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত হাকেম ইবনে হিজাম রা. এর হাদিসটি আমরা এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। হাবিব ইবনে আবু সাবেত আমার মতে হাকেম ইবনে হিজাম রা. হতে শুনেননি।

দরসে তিরমিযী

হজরত হাকেম ইবনে হিজাম রহ. হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক দিনারে একটি কোরবানির পশু ক্রয় করার জন্য পাঠালেন। আমি একটি পশু ক্রয় করলাম। পরে আমার এতে একটি দিনার লাভ হলো (এভাবে যে, পথিমধ্যে আমার সংগে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলে সে জিজ্ঞেস করলো, এ পশুটি কত টাকা বিক্রি করবে? আমি বললাম, দুই দিনারে বিক্রি করবো। ফলে লোকটি সে পশুটি দুই দিনারে ক্রয় করে নিলো। ফলে এক দিনার আমার লাভ হয়ে গেলো) তারপর আমি এক দিনারে আরেকটি পশু ক্রয় করে নিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে সেই পশুটি এবং আরেকটি দিনার নিয়ে হাজির হলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বকরিটি কোরবানি করো, আর দিনারটি সদকা করে দাও।

কোরবানির পশু ক্রয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায় কি না?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনার সদকা করার যে আদেশ দিয়েছেন, হানাফিদের মতে এর দু'টি কারণ হতে পারে।

১। আহনাফদের মতে মূলনীতি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি সম্পদশালী ও বিত্তের অধিকারি হয় এবং তার ওপর কোরবানি ওয়াজিব হয়, যদি সে কোরবানির পশু ক্রয় করে, তবে সে পশু কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট হবে না। ফলে যদি পরবর্তীতে সে বিত্তশালী ব্যক্তি এই পশুর পরিবর্তে অন্য পশু কোরবানি করতে পারে এবং সে এই জানোয়ারটিকে বিক্রি করে অন্য আরেকটি পশু ক্রয় করে নেয় তবুও বৈধ। তবে যদি এমন কোনো ব্যক্তি কোরবানির পশু ক্রয় করে, যার ওপর কোরবানি ওয়াজিব ছিলো না, কিংবা কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি নফল কোরবানির নিয়তে কোরবানির পশু ক্রয় করে, তাহলে এই দুই পদ্ধতিতে ক্রয়ের পর সে পশু কোরবানির জন্য

---

[৮৬] বোখারি : কিতাবুল মানাকিব-باب حدثني محمد بن المثني, আবু দাউদ : কিতাবুল বয়ু'-باب في المضارب يخالف।

সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এবার সে জানোয়ার বিক্রি করা কিংবা এর স্থলে অন্য পশু পরিবর্তন করা বৈধ হয় না। এমন ভাবে এই হাদিসে বলা যায় যে, মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর কোরবানি ওয়াজিব ছিলো না। তিনি নফল কোরবানি করছিলেন। সুতরাং এই পশু ক্রয় করা বৈধ ছিলো না। ফলে এর বিনিময়ে যে দিনার অর্জিত হলো, সেটি সদকা করার নির্দেশ দিলেন।

২। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর যদি কোরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে তখন যদিও জানোয়ার বিক্রি করা বৈধ ছিলো; কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ইচ্ছা করেছিলেন, সুতরাং তখন সে দিনার দ্বিতীয়বার ফিরে এলো তখন তিনি সঙ্গত মনে করলেন এটাকে সদকা করাটাই।

সারকথা, প্রথম পদ্ধতিতে দিনার সদকা করা ওয়াজিব আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

একই অনুচ্ছেদের আরেকটি হাদিস

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِــ قَالَ: دَفَعَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا لِاَشْتَرَى لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا بِدِيْنَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّيْنَارِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَاكَانَ مِنْ اَمْرِهِ فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْرُجُ اِلٰى كُنَاسَةِ الْكُوْفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيْمَ فَكَانَ مِنْ اَكْثَرِ اَهْلِ الْكُوْفَةِ مَالًا.[৮৭]

১২৬২। অর্থ : ওরওয়া আল বারেকি রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে একটি দিনার দিয়েছেন তাঁর জন্য একটি বকরি কিনে নিয়ে আসতে। আমি এক দিনারে দু'টি বকরি কিনলাম। তারপর একটি বকরি এক দিনারে বিক্রি করে দিলাম। আরেকটি বকরি এবং একটি দিনার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে এলাম। পূর্ণ ঘটনা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার হাতের চুক্তিতে বরকত দান করুন। তারপর তিনি কুফার ময়লা ফেলার স্থানে বেরিয়ে যেতেন সেখানেও বিরাট লাভবান হতেন। ফলে তিনি ছিলেন কুফাবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আহমদ ইবনে সাইদ-হাব্বান-সাইদ ইবনে জায়েদ জুবাইর ইবনে খিররিত বলেছেন, তারপর অনুরূপ হাদিস আবু লাবিদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, অনেক আলেম এ হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তাঁরা এর প্রবক্তা। আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটিই। অনেক আলেম এ হাদিসটিকে ধর্তব্যে আনেননি। তন্মধ্যে রয়েছেন, শাফেয়ি ও হাম্মাদ ইবনে জায়েদের ভাই সাইদ ইবনে জায়েদ রহ.। আবু লাবিদের নাম লিমাজা ইবনে জিয়াদ।

দরসে তিরমিযী

এই দোয়ার ফল এই দাঁড়ালো যে, এই সাহাবি পরবর্তীতে কুফার কুনাসা নামক স্থানে (বা ময়লা ফেলার স্থানে) যেতেন এবং বহু মুনাফা অর্জন করতেন। ফলে কুফাবাসীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় ধন-সম্পদশালী হয়ে গেলেন।

---

[৮৭] আবু দাউদ : কিতাবুদ দিয়াত-باب في دية المكاتب।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْمُكَاتَبِ اِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدِّيْ

অনুচ্ছেদ-৩৫ : মুকাতাবের নিকট যদি আদায়যোগ্য মাল থাকে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৯)

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبَ حَدًّا اَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوَدِّىَ الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا اَدّٰى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ. ١٢٦٣[৮৮] ।

১২৬৩। **অর্থ** : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মুকাতাবের ওপর কোনো দণ্ডবিধি পৌঁছে যায়। অর্থাৎ, সে কোনো অপরাধ করে ফেলে, যার ফলে তার ওপর দণ্ডবিধি আবশ্যক হয়ে যায়, কিংবা সে কারও মিরাস লাভ করে, তবে সে তার মুক্ত অংশের পরিমাণে ওয়ারিস হবে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন, যে, মুকাতাবের দিয়ত দিবে সে পরিমাণ যে পরিমাণ সে কিতাবাতের অর্থ আদায় করেছে আর গোলামের দিয়ত সে পরিান যে পরিমাণ কিতাবাতের অর্থ তার ওপর অবশিষ্ট রয়েছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উম্মে সালামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن।

অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। আর খালেদ আল হাজ্জা হতে হজরত আলি রা. সূত্রে তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেম বলেছেন, এক দিরহাম বাকি থাকলেও মুকাতাব গোলাম। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব।

মুকাতাব গোলাম কিতাবতের বিনিময় আদায় অনুপাতে মুক্ত হবে

এই হাদিস এই ধারণার ওপর নির্ভরশীল যে, মুকাতাব গোলাম কিতাবতের বিনিময়ে যে পরিমাণ অংশ আদায় করতে থাকবে, সে পরিমাণ সে মুকাতাবের অংশ মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন- মনে করুন, একজন মুনিব তার গোলামকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে মুকাতাব বানিয়েছেন। যদি সে গোলাম পাঁচশ টাকা আদায় করে, তবে এর অর্থ– তার অর্ধাংশ মুক্ত হয়েছে। যদি তখন এই মুকাতাব এমন কোনো অপরাধ করে যার শাস্তিতে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হয়, যেমন সে শরাব পান করলো শরাবের দণ্ডবিধি স্বাধীন ব্যক্তির জন্য আশি ঘা বেত্রাঘাত আর গোলামের জন্য চল্লিশ ঘা বেত্রাঘাত। তবে এই মুকাতাব গোলামের ওপর স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধ দণ্ড এবং গোলামের অর্ধ দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ, তাকে ষাট ঘা বেত্রাঘাত লাগানো হবে। কেনোনা, স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধ দণ্ড চল্লিশ বেত্রাঘাত। আর গোলামের অর্ধ দণ্ড বিশ বেত্রাঘাত উভয়টি মিলালে হবে, (৪০+২০) বা ৬০ ঘা বেত্রাঘাত। এর কারণ, মুকাতাব অর্ধ স্বাধীন ও অর্ধ গোলাম। এমনভাবে সাধারণ অবস্থায় গোলাম ওয়ারিস হয় না। তবে যদি এই মুকাতাব গোলাম ওয়ারিস হয়ে যায়, তাহলে অর্ধ স্বাধীন হওয়ার কারণে অর্ধ উত্তরাধিকারের অধিকারি হবে।

---

[৮৮] আবু দাউদ : কিতাবুল ইত্ক- باب في المكاتب يودي بعض كتابته, ইবনে মাজাহ : কিতাবুল ইত্ক-باب المكاتب।

এ হাদিসটি মানসুখ

কোনো ইসলামি আইনবিদের মতে এ হাদিসটির ওপর আমল হয় না। কেনোনা, এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন-اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ তথা মুকাতাব পরিপূর্ণরূপে গোলামই রয়ে যায়, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর এক দিরহামও অবশিষ্ট থাকে। সাহাবায়ে কেরামের আমলও এর ওপর অব্যাহত ছিলো। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের হাদিস সম্পর্কে এই বক্তব্য করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই যে, এই হাদিসটি মানসুখ। কেনোনা ফোকাহায়ে উম্মতের মধ্য হতে কেউ এর ওপর আমল করেন নি। যা এর নিদর্শন যে, উম্মতের ইসলামি আইনবিদগণ এটাকে মানসুখ মনে করেছেন এবং দ্বিতীয় হাদিসটিকে তথা ﴿اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ﴾কে نَاسِخٌ সাব্যস্ত করেছেন।

মুকাতাব পূর্ণ অর্থ আদায় করা পর্যন্ত গোলাম থাকবে

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهٗ عَلٰى مِائَةِ اُوْقِيَةٍ فَاَدَّاهَا اِلَّا عَشَرَةَ اَوَاقٍ اَوْ قَالَ: عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيْقٌ.[৮৯]

১২৬৪। অর্থ : আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বীয় গোলামকে ১০০ উকিয়া রূপার বিনিময়ে মুকাতাব বানিয়েছে তারপর সে গোলাম কিতাবতের বিনিময়ে ১০ উকিয়া ব্যতিত বাকি সব আদায় করলো। কিংবা বলেছেন, দশ দিরহাম বাকি রয়ে গেলো। তারপর সে গোলাম কিতাবতের অবশিষ্ট বিনিময় পরিশোধে অক্ষম হয়ে গেলো তবে তাকে আগেকার মতো দাস-ই মনে করা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غَرِيبٌ।

সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, মুকাতাব গোলাম যতোক্ষণ পর্যন্ত তার দায়িত্বে কিতাবতের কোনো অংশ হতে যাবে। এটি হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, আমর ইবনে শুআইব হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদিস দ্বারাও এর সমর্থন হয় যে, ওপরের হাদিসটি مَنْسُوْخٌ।

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِـــ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ اِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّيْ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.[৯০]

১২৬৫। অর্থ : হজরত উম্মে সালামা রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো মহিলার মুকাতাব দাসের কাছে এই পরিমাণ সম্পত্তি থাকে, যা সে বদলে কিতাবত রূপে আদায় করতে পারে, তখন সেই রমণীর জন্য ওই মুকাতাব দাস হতে পর্দা করা উচিত।

---

[৮৯] আবু দাউদ : কিতাবুল ইতক- باب في المكاتب يودي بعض كتابته, ইবনে মাজাহ : কিতাবুল ইতক-باب في المكاتب।

[৯০] বোখারি : কিতাবুল ইসতিকরাজ ওয়া আদাইদ দুয়ুন- باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটির অর্থ ওলামায়ে কেরামের মতে পরহেজগারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা বলেছেন, মুকাতাব মুক্ত করা হবে না। যদিও তার কাছে আদায় করার মতো সম্পদ থাকে, যতোক্ষণ না সে আদায় করবে।

এ আদেশটি তাকওয়া ও সতর্কতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেনোনা, সে গোলাম শিঘ্রই সে অর্থ আদায় করে স্বাধীন হয়ে যাবে। এর পর তার হতে তোমাদের পর্দা হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথম হতেই এর প্রস্তুতি নাও এবং পর্দা শুরু করো।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيْمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

অনুচ্ছেদ-৩৬ : দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট যখন পাওনাদারের মাল পাওয়া যায় (মতন পৃ. ২৩৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَإٍ أَفْلَسَ، وَوَجَدَ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.[৭১]

১২৬৬। অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন গরিব এবং দেউলিয়া হয়ে যায় আর অপর ব্যক্তি সে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে হুবহু নিজের পণ্য পেয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায় সে ব্যক্তি অধিক অধিকারি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত সামুরা ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটাই। আর অনেক আলেম বলেছেন, সে অন্যান্য ঋণ পাওনাদারের সমান। এটি কুফাবাসীর বক্তব্য।

দরসে তিরমিযী

মুফলিস বা দেউলিয়ার সংজ্ঞা এবং এর আদেশ

এর পদ্ধতি হলো যে, অনেক সময় এক ব্যক্তির জিম্মায় অনেক লোকের ঋণ ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন- সে লোকজনের কাছে হতে ঋণ নিতে থাকে। এভাবে তার ঋণ অনেক হয়ে গেছে। পরবর্তীতে সে সেসব ঋণ আদায়ে অক্ষম হয়ে গেছে। তার যতো সম্পদ আসবাব আছে সেগুলো সব ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়। তখন বিচারক তাকে মুফলিস তথা দেউলিয়া সাব্যস্ত করে দেয়। এই কাজটিকে আরবিতে বলা তাফলিস। উর্দুতে বলা হয় "দেউলিয়া"। এর সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়, এই ব্যক্তি এখন দেউলিয়া। দেউলিয়া সাব্যস্ত করার সময় তার মালিকানায় যতো সম্পদ থাকে, বিচারক তার ব্যবস্থাপনা নিজে সামলে নেন। তারপর এসব মালিকানায় তার যেগুলো অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় (জিনিস) যেমন- খাদ্য ও পানীয় এবং পরার কাপড়

---

[৭১] মুসনাদে আহমদ :৫/১৩।

চোপড় ইত্যাদি। এসব মালিকানা জিনিস রেখে বাকি সব মালিকানা জিনিস বিক্রি করার পর এগুলোর মূল্য তার পাওনাদারদের মাঝে ঋণের আনুপাতিক হারে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তখন কেউ নিজস্ব পূর্ণ ঋণ ফেরত পায় না। তবে সবাই কিছু না কিছু পেয়ে যায়। এবার সেসব পাওনাদার ব্যক্তি অবশিষ্ট ঋণের দাবি তখন পর্যন্ত তার কাছে করতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দেউলিয়া পুনরায় বিত্তশালী এবং সম্পদশালী না হয়। সম্পদশালী হলে তার কাছে দাবি করা যাবে।

এই মাসআলাতে ইমামত্রয় এবং হানাফিদের মতপার্থক্য

এই পদ্ধতিতে সমস্ত পাওনাদারদের হক সমান হয়ে থাকে। একজন অপরজনের ওপর প্রাধান্য থাকে না। তবে এক পদ্ধতিতে ইমামত্রয়ের মতে একজন পাওনাদারের অপর পাওনাদারদের ওপর প্রাধান্য অর্জিত হবে। সে পদ্ধতিটি হলো, উদাহরণস্বরূপ সে দেউলিয়া ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষণার কয়েক দিন আগে জায়েদ হতে একটি ঘোড়া ক্রয় করলো। এখনও সে এর মূল্য আদায় করেনি। তখন বিচারক তার দেউলিয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং এই সময় সে ঘোড়া তার কাছে বিদ্যমান ছিলো। এবার জায়েদ এই ঘোড়ার অধিক হক্বদার হবে। সুতরাং জায়েদ সে ঘোড়া পেয়ে যাবে। এই ঘোড়াও অন্য সব মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিক্রি করে দেওয়া এবং অন্য সব হক্বদারদের সংগে জায়েদও সমানভাবে শরিক হয়ে যাওয়া- তা হবে না। এই মাজহাবটি হলো, ইমামত্রয় তথা শাফেয়ি মালিক এবং আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর। আবু হানিফা রহ. বলেন, ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সে ঘোড়াটি এখন ক্রেতা অর্থাৎ, দেউলিয়া ব্যক্তির মালিকানায় এসে গেছে এবং এতে জায়েদের মালিকানা অবশিষ্ট থাকেনি। সুতরাং এবার জায়েদও এ ঘোড়াতে অন্য সব পাওনাদারদের সংগে সমান শরিক হবে। অন্য পাওনাদারদের ওপর জায়েদের কোনো প্রাধান্য থাকবে না। সুতরাং যেমনভাবে বিচারক তার অন্যান্য মালিকানাকে নিলামে বিক্রি করে দিবে, এমনভাবে ঘোড়াও বিক্রি করে দিবে। এর মূল্য জায়েদ ও অন্যান্য পাওনাদারের মধ্যে তাদের ঋণের অংশ বরাবর (আনুপাতিক হারে) বণ্টন করবে।

ইমামত্রয় এবং হানাফিদের দলিল

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা ইমামত্রয় দলিল পেশ করেন। কেনোনা, এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে যাবে। তারপর কোনো ব্যক্তি হুবহু নিজের কোনো পণ্য তার কছে পাবে, তবে সে ব্যক্তি অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায় বেশি হক্বদার হবে। এর বিপরীতে অনেক হানাফির পক্ষ হতে একটি হাদিস পেশ করা হয়। সেটি হলো- أَيُّمَا اِمْرَأٌ اَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ

"যে লোক দেউলিয়া হয়ে যায়। আর সে ব্যক্তির কাছে কোনো ব্যক্তি হুবহু তার পণ্য পেয়ে যায়, সে অন্যান্য পাওনাদারের মতোই।"

আল মুহাল্লা গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাজম রহ. এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদিসের সনদ নেহায়েত কমজোর ও জয়িফ। কেনোনা, এই হাদিসটি নির্ভর করে নূহ ইবনে আবু মারইয়ামের ওপর। গলদ রেওয়ায়াত বর্ণনায় তিনি প্রসিদ্ধ। এ জন্য এই রেওয়ায়াতটি দলিলযোগ্য নয়।

হানাফিদের সমর্থনে একটি হাদিস

হানাফিদের আসল দলিলতো মূলনীতি। তবে আমি এতে সহযোগিতার জন্য আরেকটি হাদিস সংযুক্ত করি। এই হাদিসটি তিরমিযীর কিতাবুজ জাকাতে এসেছে। সেটি হলো, এক ব্যক্তি ফল ক্রয়ের ফলে অনেক ঋণী হয়ে গেলেন এবং ফল ক্রয়ের পর টাকা পয়সা আদায় করেন নি। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

কাছে এর সংবাদ পৌছলো, তখন তিনি পাওনাদারদেরকে বললেন, خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ অর্থাৎ, যা কিছু তার কাছে আছে তা তোমরা তার কাছ হতে নিয়ে যাও। এ ছাড়া তোমরা কিছুই পাবে না।

এই হাদিস দ্বারা দলিলস্বরূপ নয়; বরং সহযোগিরূপে বলছি যে, এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেন নি যে, যে ব্যক্তি তার নিজের বিক্রিত দ্রব্য ফল হুবহু পেয়ে যায়, তা যেনো এর মালিক নিয়ে নেয় এবং অবশিষ্ট মাল অন্যান্য পাওনাদার নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে। এ হতে বুঝা গেলো, সমস্ত পাওনাদার মালে ক্ষেত্রে সমান। একজন ওপর অপরজনের কোনো তারজিহ নেই।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাবে হানাফিগণ বলেন যে, এতে বিক্রয়ের কোনো উল্লেখই নেই। বরং তিনিতো বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মাল পত্র হুবহু দেউলিয়ার কাছে পায়, সে অন্যদের তুলনায় বেশি অধিকার। এটা তো আমরাও মানি। উদাহরণস্বরূপ এই দেউলিয়া ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির কাছে হতে কোনো জিনিস ধাররূপে নিয়ে রেখেছে। সুতরাং দাতা ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যে, সে নিজের এ জিনিস তার কাছ হতে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কেনোনা, সে বলতে পারে, এ জিনিসটি আমার মালিকানায়। অন্যান্য পাওনাদারের এতে কোনো অধিকার নেই। কিংবা উদাহরণস্বরূপ সে দেউলিয়ার কাছে কোনো জিনিস আমানত রেখেছে। সুতরাং দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পর মালিক এই আমানতের অধিক অধিকারি। কেনোনা, এটি তার মালিকানাধীন। কিংবা উদাহরণস্বরূপ দেউলিয়া ব্যক্তি কোনো জিনিস ছিনতাই করে নিয়ে এসেছে। এবার যার কাছ হতে সে জিনিস ছিনতাই করে নিয়ে এসেছে, সে এর বেশি হক্বদার। কেনোনা, এটা তারই মালিকানাধীন জিনিস। সুতরাং হানাফিগণ এ অনুচ্ছেদের হাদিসকে ধার, আমানত এবং ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। কেনোনা, এসব পদ্ধতিতে দেউলিয়ার মালিকানা এসব জিনিসের ওপর হয়ই নি। বরং নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগুলো স্বীয় মালিকদের মালিকানাধীন। সুতরাং সেই অধিক অধিকারি।

আরেকটি হাদিস দ্বারা হানাফিদের সমর্থন

মুসনাদে আহমদের একটি রেওয়ায়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। হাদিসটি হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে বর্ণিত। [৯২] مَنْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعُهُ وَوَجَدَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তির মাল চুরি হয়ে যায়, তারপর সে মাল হুবহু দেউলিয়ার কাছে পাওয়া যায়, তাহলে সে অন্যদের তুলনায় অধিক অধিকারি। এই রেওয়ায়াত দ্বারা হানাফিদের মাজহাবের সমর্থন হয়।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের শব্দরাজি দ্বারা হানাফিদের পক্ষে বক্তব্য

আরেকটি সমর্থন এর ফলে হয় যে, এই হাদিসের শব্দরাজিতে আছে-وَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا। এতে سِلْعَتَهُ শব্দতে যে জমির বা সর্বনাম রয়েছে, সেটি رَجُلٌ এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি তার সম্পদ পত্র তার কাছে পেয়েছে। যদি এখানে ক্রয়-বিক্রয় হতো, তাহলে বিক্রয়ের পর সে মাল পত্র তার হতো না। বরং তার মালিকানা হতে খারিজ হয়ে যেতো। যার দ্বারা বুঝা গেলো, সে মালপত্র এখনও তার মালিকানাধীন রয়েছে এবং তার মালিকানাধীন তখনই হবে যখন সে সব পণ্য সামগ্রী ধার বা আমানত কিংবা ছিনতাই কিংবা চুরির মাধ্যমে দেউলিয়ার কাছে পৌছে, বিক্রির মাধ্যমে না।

এমনভাবে এই হাদিসে আরেকটি শব্দ এসেছে-بِعَيْنِهَا। এর দ্বারাও এটাই বুঝা যায় যে, এখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়নি। কেনোনা, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর মালিকানার পরিবর্তনের কারণে

---

[৯২] বিস্তারিত দ্র. -আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/৪৫৩, মুগনিল মুহতাজ : ২/১৫৮, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম :১/৪৯৪।

সরাসরি সে জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়। হাদিসে যেহেতু بيعها শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু এর দ্বারা বুঝা গেলো, এখনও মালিকানা পরিবর্তিত হয়নি। বরং সেটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে রয়েছে মালিকেরই মালিকানাধীন। দেউলিয়ার মালিকানায় আসেনি।

ইমামত্রয়ের অতিরিক্ত দলিল এবং সেগুলোর জবাব

হানাফিদের জবাবে ইমামত্রয়ের পক্ষ হতে এমন কিছু কিছু রেওয়ায়াত পেশ করা হয় যেগুলোতে بيع শব্দ সুস্পষ্টভাবে এসেছে। সুতরাং সেগুলোতে ধার কিংবা ছিনতাই কিংবা চুরি ইত্যাদির ব্যাখ্যা চলতে পারে না। তবে আমি স্বীয় গ্রন্থ তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে এই সবগুলো রেওয়ায়াত আনার চেষ্টা করেছি, যেগুলোতে بيع শব্দ এসেছে। সেখানে আমি তত্ত্বানুসন্ধানের পর দেখেছি যে, মূলত এটা বর্ণনাকারির তাসাররুফ মনে হয়। কেনোনা, صحيح রেওয়ায়াতগুলোতে সেকাহ্ বর্ণনাকারিদের মধ্য হতে অধিকাংশই بيع শব্দ এনেছেন। কোনো বর্ণনাকারি এটাকে بيع এর অর্থে মনে করে অর্থগত বিবরণ দিতে গিয়ে بيع শব্দ যোগ করেছেন। অবশ্য দু'টি হাদিস সম্পূর্ণ صحيح এবং এগুলোতে بيع শব্দ এসেছে। সেগুলো صحيح সনদে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোকে জয়িফ বা সাজ কিংবা রেওয়ায়াত বিল মানা বলতে পারেন না।[৮৩]

আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের মতবিরোধের বাস্তবতা

সারকথা, ইজতিহাদি মাসআলাগুলোতে কোনো একদিককে সম্পূর্ণ সঠিক দলিল করা, যার ফলে অন্য পক্ষের সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবই না। যদি এমন হতো, তাহলে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্যই কেন হতো?

কারণ, দলিলাদি তো উভয় পক্ষেই রয়েছে। অবশ্য হানাফিদের মাজহাব মৌলিক নীতিগুলোর অধিক কাছেবর্তী। হাদিসগুলোরও সুস্পষ্ট বিপরীত না। এগুলো মধ্যে হানাফিদের বর্ণনাকৃত মাজহাবের সম্ভাবনা পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। সুতরাং তাই হানাফিদের ভর্ৎসনা করা ঠিক না যে, তারা صحيح হাদিসগুলো ছেড়ে দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يَدْفَعَ اِلَى الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ الخ.

অনুচ্ছেদ-৩৭ : মুসলমানের জন্য জিম্মির নিকট শরাব দেওয়া নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩১)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضـ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَاخَمْرٌ لِيَتِيْمٍ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْتُ: اِنَّهٗ لِيَتِيْمٍ فَقَالَ: اَهْرِيْقُوْهُ.[৮৪]

১২৬৭। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, আমাদের কাছে একটি এতিম বাচ্চার শরাব ছিলো। এটি তখনকার ঘটনা যখন শরাব হারাম হয়নি। যখন সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হলো, অর্থাৎ, শরাব হারাম হওয়ার আয়াত

---

[৮৩] দারাকুত্বনি : ৪/২৬৫, ইলাউস সুনান : ১৮/৪৩।

[৮৪] বিস্তারিত দ্র.-মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি : ৩/৫৪২, মুগনি-ইবনে কুদামা : ৮/৩১৯, মুগনিল মুহতাজ :১/৮১, মাবসূত : ২৪/৭, রদ্দুল মুহতার : ৫/৩২০, বাদায়ে' : ৫/১১৩, ইলাউস সুনান : ১৮/৪৩, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৩/৬১২।

অবতীর্ণ হলো, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছে অমুক এতিমের শরাব রাখা আছে এগুলো কি করবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো প্রবাহিত করে দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু সাইদ রা.এর হাদিসটি حسن।

একাধিক সূত্রে এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই সিরকা হওয়া পর্যন্ত মুসলমানের ঘরে শরাব থাকা মাকরূহ মনে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আবার অনেকে শরাবের সিরকার অবকাশ দিয়েছেন, যখন তা সিরকায় রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

আবুল ওয়াদ্দাকের নাম হলো, জাবের ইবনে নাওফ।

দরসে তিরমিযী

اَهْرِيْقُوْا শব্দটি বাবে اِفْعَال হতে আমরের সিগা। এটি মূলত ছিলো اَرِيْقُوْا-اَرَاقَ يَرِيْقُ اِرَاقَةً হতে কিয়াসের বিপরীত "ه" সংযুক্ত করা হয়েছে।

শাফেয়িদের মতে শরাব দ্বারা সিরকা বানানো অবৈধ

এই হাদিস দ্বারা ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমানের কাছে কোনো পন্থায় শরাব এসে যায়, তাহলে তার একমাত্র ব্যয়খাত হলো, এটাকে প্রবাহিত করে দেওয়া ও নষ্ট করে ফেলা। এটাকে সিরকা বানিয়ে ব্যবহার করা বৈধ হলে তো এর স্থলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবশ্যই অনুমতি দিতেন। কেনোনা, এটি ছিলো একজন এতিমের মাল। বস্তুত এতিমের মালে সব চেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, যাতে তার কোনো ক্ষতি না হয়। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা বইয়ে দাও। এর দ্বারা বুঝা গেলো, সিরকা বানানো অবৈধ।

হানাফিদের মতে সিরকা বানানো বৈধ

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, শরাব হারাম হয়েছে তাই যে, তার মধ্যে মাদকতা পাওয়া যায়। এবার যদি কোনো ব্যক্তি এর হাক্বিকত পরিবর্তন করে এটাকে সিরকা বানিয়ে নেয়, তাহলে তা ব্যবহার করা বৈধ। কোনো পাপ নেই। এর সমর্থনে হানাফিগণ একটি হাদিসও পেশ করেন। হাদিসটি হাফিজ জায়লায়ি রহ. নাসবুর রায়াতে বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো, خَيْرُ الْخَلِّ خَلُّ الْخَمْرِ অর্থাৎ, সর্বোত্তম সিরকা হলো, যেটি শরাব হতে বানানো হয়।

আর এ অনুচ্ছেদের হাদিস সম্পর্কে হানাফিগণ বলেন যে, এটি সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগের কথা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো যখন একবার শরাবের মন্দত্ব এবং অনিষ্টের কথা মানুষের অন্তরে মজবুতভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া। যাতে কারও অন্তরে তার প্রতি ন্যূনতম ঝোঁকও না থাকে। এ কারণে প্রাথমিক যুগে শরাবের পাত্রগুলো পর্যন্ত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। তাই তিনি শরাব বইয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে পরবর্তীতে যখন শরাবের মন্দত্ব মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন যেমন অন্যান্য বিধিবিধার মানসুখ হয়েছে, সেখানে শরাব বইয়ে দেওয়াও পাত্র ভেঙে ফেলার আদেশ এবং মানসুখ হয়ে গেছে। সুতরাং এবার এটাকে সিরকা বানিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি হয়ে গেছে।[৮৫]

---

[৮৫] ইলাউস সুনান : ১৫/৪৮৩।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৩৮ : (মতন পৃ. ২৩৯)

عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.[٩٦]

১২৬৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমানতের জিনিস সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দাও যে তোমার কাছে কোনো জিনিস আমানত রেখেছে। আর যে ব্যক্তি তোমার সংগে খেয়ানত করেছে, তার সংগে তুমি খেয়ানত করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

অনেক আলেম এ হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যখন কোনো মানুষ অন্য আরেকজনের কাছে কোনো জিনিস পাওয়া থাকে সে সে জিনিসটি নিয়ে যায়। তারপর তার জিনিস তার হাতে এসে পড়ে তবে সে তার যে পরিমাণ জিনিস নিয়ে গেছে সে পরিমাণ জিনিস আটকে রাখার অধিকার তার নেই। এ ব্যাপারে আবার অনেক তাবেয়ি আলেম অনুমতি দিয়েছেন। এটি সাওরি রহ. এর মাজহাব। তিনি আরো বলেছেন, যদি কারও দায়িত্বে কতগুলো দিরহাম থাকে। আর পাওনাদারের কাছে দেনাদারের কিছু দিনার এসে যায়। তবে তার জন্য সে দিরহামগুলোর পরিবর্তে এগুলো আটকে রাখার অধিকার তার নেই, তবে যদি দিরহাম হস্তগত হয়ে যায়, তবে দিরহামের পরিবর্তে সে পরিমাণ দিরহাম আটকে রাখার অধিকার তার আছে।

দরসে তিরমিযী

مَسْئَلَةُ الظُّفَرِ এ ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব

এই হাদিসের দ্বিতীয় অংশ হলো-﴿وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ﴾। এটি দ্বারা ইমাম মালেক রহ. مَسْئَلَةُ الظُّفَرِ-এ নিজের মাজহাবের ওপর দলিল পেশ করেছেন। مَسْئَلَةُ الظُّفَرِ হলো, একটি মাসআলার উপাদি। সে মাসআলাটি হলো, এক ব্যক্তির কিছু মাল অন্য ব্যক্তির দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ঋণী ব্যক্তি ওই মাল আদায় করছে না। এবার যদি সে পাওনাদার ব্যক্তির কাছে ঋণী ব্যক্তির কোনো মাল কোনো পদ্ধতিতে এসে যায়, তখন প্রশ্ন হলো, পাওনাদার ব্যক্তির জন্য কি ঋণী ব্যক্তির যে মাল তার হাতে এসেছে তা হতে নিজের হক্ব আদায় করে নেওয়া? এটিকে বলে مَسْئَلَةُ الظُّفَرِ। এ নামকরণের কারণ হলো, এতে পাওনাদার ব্যক্তি কোনোক্রমে ঋণী ব্যক্তির মাল লাভে সফল হয়ে গেছে। এই মাসআলাতে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালেক রহ. বলেন, যদি ঋণী ব্যক্তির মাল কোনোক্রমে পাওনাদারের হাতে এসে যায়, তখন পাওনাদারের জন্য সে মাল হতে নিজের হক্ব আদায় করা অবৈধ। বরং এই পাওনাদারের ওপর ওয়াজিব হলো, তার হাতে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির যে মাল এসেছে সেটি ঋণী ব্যক্তির আমানত। সুতরাং তা ফেরত দিবে। তার পর নিজের ঋণের দাবি করবে। তবে নিজের পক্ষ হতে এটা নিজের কাছে রেখে দেওয়া অবৈধ। এই অনুচ্ছেদের হাদিসে দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা দলিল

---

[৯৬] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب من اجري امر الامصار علي ما يتعارفون الخ, ইলাউস সুনান : ১৫/৪৮২।

পেশ করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, - وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ অর্থাৎ, যে তোমার সংগে খেয়ানত করে তুমি তার সংগে খেয়ানত করো না। সে ঋণ আদায় না করে তোমার সংগে খেয়ানত করছে; কিন্তু তুমি তার সংগে বিশ্বাঘতকতা করো না।

শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এবং তাঁর দলিল

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব হলো, যদি পাওনাদারের কাছে ঋণী ব্যক্তির সম্পদ কোনো ক্রমে হস্তগত হয়, তাহলে পাওনাদার তা হতে নিজের ঋণ আদায় করে নিবে। চাই সে মাল এ ঋণের সমজাতীয় হোক যা ঋণী ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব কিংবা সমজাতীয় না হোক। উভয় পদ্ধতিতে তাঁর মতে তার এই অধিকার আছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. আবু সুফিয়ান রা. এর স্ত্রী হজরত হিন্দা রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। সেটি হলো, একবার হজরত হিন্দা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলেন। হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার স্বামী কৃপণ। ফলে তিনি আমার ও আমার সন্তান-সন্ততির খোরপোষ যথার্থভাবে আদায় করেন না। আমার জন্য কি তার মাল হতে খোরপোষ পরিমাণ কিছু নিয়ে নেওয়া বৈধ হবে?

জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন- خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যে পরিমাণ তোমার ও তোমার সন্তানদের খোরপেষের জন্য যথেষ্ট হবে, সে পরিমাণ নিয়ে নাও। এ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত হিন্দা রা. কে নিজের স্বামীর মাল হতে নিজের খোরপোষ আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি স্বীয় খোরপোষ নিজের স্বামীর মাল হতে আদায় করতে পারেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, পাওনাদার নিজের হক্ব ঋণী ব্যক্তির সম্পদ হতে আদায় করতে পারেন।

আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব উভয়টি মাজামাঝি। সেটি হলো পাওনাদারের কাছে তার কবজায় ঋণী ব্যক্তির যে মাল এসেছে, যদি সেটি তার ঋণের সমজাতীয় হয়, তা হলেতো পাওনাদারের জন্য তা হতে নিয়ে নেওয়া বৈধ। যেমন- ঋণ নগদ হিসেবে ১০০০ ছিলো। আর পাওনাদারের কাছে কোনো মাধ্যমে ঋণগ্রস্থের ১০০০ টাকা এসে গেলো। তবে এখন পাওনাদারের জন্য ১০০০ টাকা হতে নিজের ঋণ আদায় করে নিতে পারে। এটা বৈধ। তবে যদি সে মাল, যেটি পাওনাদারের হাতে এসেছে সেটি ঋণের সমজাতীয় না হয়; বরং অন্য কোনো জাতীয় হয়। যেমন ঋণ ছিলো এক হাজার টাকা। আর পাওনাদারের কাছে এসেছে ঋণী ব্যক্তির কাপড়, তাহলে তখন ইমাম সাহেবের মতে অসমজাতীয় জিনিস দ্বারা ঋণ আদায় করা অবৈধ। সুতরাং সে কাপড় ঋণী ব্যক্তিকে ফেরত দিবে। তারপর তার হতে ঋণ আদায় করবে।

আবু হানিফা রহ. এর দলিল

ইমাম আবু হানিফা রহ. সমজাতীয় হওয়ার পদ্ধতিতে ঋণ আদায়ের বৈধতার ওপর হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হজরত হিন্দা রা. এর ওপরযুক্ত ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোরপোষ আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। কেনোনা, খোরপোষ যা ছিলো, সেটি ছিলো নগদ। আর যে অর্থ তাঁদের কাছে ছিলো সেটিও ছিলো নগদ অর্থ হিসেবে। এ জন্য তিনি তার হতে ঋণ আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। আর অসমজাতীয় জিনিস দ্বারা ঋণ আদায় করা এই জন্য অবৈধ যে, যদি উদাহরণ স্বরূপ ঋণ নগদ অর্থ ছিলো। হস্তগত হয়েছে কাপড়, তাহলে তখন পাওনাদারকে তখন পর্যন্ত স্বীয় ঋণ আদায় করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কাপড়গুলো বিক্রি করবে না। তখন অন্যের মাল তার অনুমতি ব্যতিত বিক্রি করা আবশ্যক হবে। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত মালিক ইজাযত না দিবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ও দুরুস্ত হবে না। এ জন্য অসমজাতীয় জিনিস দ্বারাও ঋণ আদায় করা অবৈধ।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

বাকি রইলো এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ যা দ্বারা ইমাম মালেক রহ. দলিল পেশ করেন। এর জবাব তাঁরা এই দেন যে, হাদিসের শব্দ দ্বারা এই দলিল ঠিক নয়। কেনোনা, যে ব্যক্তি নিজের ঋণ আদায় করছে, সে খেয়ানত করছে না। বস্তুত এ অনুচ্ছেদের হাদিসে নিষেধ রয়েছে খেয়ানতের। সুতরাং এই পদ্ধতিটি لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই হাদিসের صحيح প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো, করজদার ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তিকে করজ পরিশোধে খুব কষ্ট দিয়েছে। অবশেষে সে তা আদায় করে দিয়েছে। এবার পাওনাদার ব্যক্তির কাছে কোনোক্রমে ঋণী ব্যক্তির মাল এসে গেছে। এবার সেও তাকে প্রতিশোধের ইচ্ছায় পেরেশান করছে। এটা হতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পরবর্তী হানাফিদের ফত্ওয়া শাফেয়িদের মত অনুযায়ী

সেটাই হানাফিদের মূল মাজহাব, যা আমি ওপরে বর্ণনা করলাম তথা সমজাতীয় জিনিস হলে ঋণ আদায় করা বৈধ। যদি সমজাতীয় জিনিস না হয়, তাহলে ঋণ আদায় করা অবৈধ। তবে পরবর্তী হানাফিগণ এই মাসআলাতে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর বক্তব্যের ওপর ফত্ওয়া দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, যেহেতু এই জামানায় লোকজন খেয়ানত বেশি শুরু করে দিয়েছে এবং অন্যদের হক নষ্ট করে ফেলে। যার ফলে লোকজনের জন্য নিজের হক আদায় করা খুব জটিল হয়ে পড়ে। আগের যুগে তো বিচারকের আদালতে গিয়ে মুকাদ্দমা পেশ করা হতো এবং পূর্ণ হক আদায় হয়ে যেতো। তবে আজকাল আদালতের মাধ্যমে নিজের হক আদায় করা বাঘের চোখ (জুয়ে) অর্জনের সমার্থক। সুতরাং মানুষের অধিকার নষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। এই জরুরতের প্রতি লক্ষ করে পরবর্তী হানাফিগণ ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী ফত্ওয়া দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এখন যে প্রকার ঋণী ব্যক্তির মালই হস্তগত হোক না কেনো, তার হতে নিজের ঋণ আদায় করা পাওনাদার ব্যক্তির জন্য বৈধ।[৯৭]

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

অনুচ্ছেদ-৩৯ : ধার করা জিনিস ফেরত দিয়ে দেওয়া আবশ্যক প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৯)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِــ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهٖ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ.[৯৮]

১২৬৯। **অর্থ :** আবু উমামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বিদায় হজ্জের বছর খুতবায় বলতে শুনেছি, ধার করা জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি কোনো দায়দায়িত্ব নিবে সে ঋণী অর্থাৎ, তার ওপর ওয়াজিব হলো, তা পরিশোধ করে দেওয়া।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত সামুরা, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্নিত আছে।

---

[৯৭] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في تضمين العارية, ইবনে মাজাহ : কিতাবুস সাদাকাত- باب العارية।

[৯৮] বিস্তারিত দ্র.- মাজমু' : ১৪/২০৩, আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৫/২২০, ইলাউস সুনান : ১৬/৫২।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু উমামা রা. এর হাদিসটি حسن।

হজরত আবু উমামা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

ধার করা জিনিসের শাফেয়িদের মতে জরিমানা আদায় করতে হয়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে তিনটি বাক্য বলেছেন, একটি ধার সম্পর্কে, একটি জিম্মাদারি সম্পর্কে, আর একটি ঋণ সংক্রান্ত। তন্মধ্যে হতে জিম্মাদারি এবং ঋণ সম্পর্কে কারও কোনো মতপার্থক্য নেই। তবে اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ বাক্যের ব্যাখ্যায় সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ি রহ. বলেন, ধার যে ধার দিবে সে ব্যক্তির ওপর জরিমানা আসে। অথাৎ, তাঁর মতে ধার এবং ঋণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস ধার নেয়, আর সে জিনিসটি ধারগ্রহীতার সীমালঙ্গন ব্যতিতও ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও তার ওপর আবশ্যক হলো, সে জিনিসটির জরিমানা ধারদাতাকে আদায় করে দেওয়া। যেনো তাঁর মতে ধার জিনিসের ওপর ধারগ্রহিতার কবজা জরিমানার কবজাস্বরূপ। এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা তিনি দলিল পেশ করেন যে, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ অর্থাৎ, ধার বস্তু আদায় করে দেওয়া আবশ্যক। সর্বাবস্থাতেই ধারদাতাকে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। চাই তার সীমা লজ্ঘনের কারণে নষ্ট হোক কিংবা তার সীমা লজ্ঘন ব্যতিত ধ্বংস হোক।

ধার জিনিস হানাফিদের মতে আমানত

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, ধার জিনিসের ওপর ধারগ্রহীতার কবজা আমানত স্বরূপ। সুতরাং যদি ধার গ্রহীতার কোনো সীমা লজ্ঘনের কারণে এটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার দায়িত্বে এর জরিমানা আসবে। তবে যদি সীমা লজ্ঘন ছাড়া আসমানি কোনো আপদের কারণে সে ধার বস্তু ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা কেউ চুরি করে নিয়ে যায় এবং সে এর হেফাজতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে, তবে তখন ধারগ্রহীতার ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। হানাফিগণও এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাঁরা বলেন, এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَدَا শব্দ ব্যবহার করেছেন, قَضَا শব্দ ব্যবহার করেন নি। অথচ ঋণের ব্যাপারে قَضَا শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে বলেছেন, اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ। বস্তুত আদা এবং কাজাতে পার্থক্য রয়েছে। আদা বলা হয়, تَسْلِيْمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ তথা হুবহু জিনিস অর্পণ করাকে। আর কাজা বলা تَسْلِيْمُ مِثْلِ مَا وَجَبَ তথা দায়িত্বে যা ওয়াজিব হয়েছে, তার অনুরূপ জিনিস অর্পণ করাকে। ধারে হুবহু ওয়াজিব জিনিস অর্পণ করা আবশ্যক। সুতরাং যতোক্ষণ পর্যন্ত হুবহু সে বস্তু অবশিষ্ট আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত হুবহু সে বস্তু ফেরত দেওয়া আবশ্যক। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজার আদেশ দেননি। কেনোনা, যদি হুবহু জিনিস বিদ্যমান না থাকে, তবে তার অনুরূপ জিনিস আদায় করা আবশ্যক। অথচ ঋণ সম্পর্কে তিনি কাজার আদেশ দিয়েছেন। যার অর্থ যদি হুবহু জিনিস মজুদ না থাকে, তবুও এর অনুরূপ অর্থাৎ, জরিমানা আদায় করবে। সুতরাং জরিমানার আদেশ হলো, ধারে নয় এবং ঋণের ব্যাপারে।[৯৯]

---

[৯৯] আবু দাউদ : باب في تضمين العارية, ইবনে মাজাহ : কিতাবুস সাদাকাত-باب العارية

এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

عَنْ سَمُرَةَ رَضِـــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُوَدِّىَ قَالَ قَتَادَةُ: نَسِىَ الْحَسَنُ فَقَالَ: هُوَ اَمِيْنُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ.[২০০]

১২৭০। **অর্থ :** কাতাদা- হাসান বসরি- সামুরা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মানুষের হাতে ওয়াজিব হলো, সে জিনিস, যেটি সে গ্রহণ করেছ। সেটাই সে পরিশোধ করবে। কাতাদা রহ. বলেছেন, তারপর হাসান রহ. ভুলে গেছেন সে বলেছেন, সে তোমার আমানতদার। তার ওপর জরিমানা আবশ্যক না। তিনি বুঝিয়েছেন ধারের কথা ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম এমত পোষণ করেছেন এবং তারা বলেছেন, ধার গ্রহণকারি ব্যক্তি জরিমানা দিবে। এটি শাফেয়ি ও আহমদ রহ.এর মাজহাব। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, ধার গ্রহণকারি ব্যক্তির ওপর জরিমানা নেই, তবে যদি সে এ ব্যাপারে কোনো খেলাফ কিছু করে তখন। এটি সাওরি ও কুফাবাসীর মত। এ মতই পোষণ করেন ইসহাক রহ.।

দরসে তিরমিযী

يد দ্বারা উদ্দেশ্য, ধার গ্রহীতার কবজা। এ হাদিস কাতাদা হাসান বসরি রহ. হতে বর্ণনা করছেন। ফলে হজরত কাতাদা রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, হজরত হাসান বসরি রহ. এই হাদিসটি ভুলে গেছেন। যার ফলে পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, সে ধারগ্রহীতা তোমার আমানতদার। এর ওপর কোনো জরিমানা আবশ্যক না।

কাতাদা কর্তৃক হাসান বসরি রহ. এর ওপর আপত্তি

হাসান বসরি রহ. এরও সে মাজহাবই ছিলো, যেটি হানাফিদের মাজহাব। অর্থাৎ, ধার জিনিসের ওপর ঋণগ্রহীতার কবজা হল আমানতরূপে। হজরত কাতাদা যিনি হাসান বসরি রহ. হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, হজরত হাসান বসরি রহ. যিনি আমার গুরু তিনি স্বয়ং আমার কাছে এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছিলেন-(على الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُوَدِّىَ)

যার অর্থ, হজরত কাতাদা রহ. এর ধারণা মতে এই ছিলো যে, ধার গ্রহীতার দায়িত্বে জরিমানা ওয়াজিব, কিন্তু এমন মনে হচ্ছে যে, পরবর্তীতে হাসান বসরি রহ. এই হাদিসটি ভুলে গেছেন। যার ফলে তিনি এই মাজহাব অবলম্বন করেছেন যে- ﴿هُوَ اَمِيْنُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ﴾

সে তোমার আমানতদার, তার ওপর কোনো জরিমানা ওয়াজিব নেই। কাতাদা রহ. তার উস্তাদ হজরত হাসান বসরি রহ. এর ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, তিনি এই হাদিস বর্ণনা করেছিলেন। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি ধারকৃত বস্তুর ওপর জরিমানার প্রবক্তা নন। ২০৩ এমন মনে হয় যে, পরবর্তীতে তিনি এই হাদিসটি ভুলে গেছেন। যদি এই হাদিস তাঁর স্মরণ থাকতো, তাহলে তিনি ধার জিনিসের জরিমানা সাব্যস্ত করতেন।

---

[২০০] **মুসলিম :** কিতাবুল মুসাকাত- باب تحريم الاحتكار في الاقوات, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في النهي عن الحكرة।

হজরত হাসান বসরি রহ. এর বক্তব্য

এটি হজরত কাতাদা রহ. এর নিজস্ব ধারণা। যা তিনি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং বাস্তবেও হজরত হাসান বসরি রহ. কর্তৃক এই হাদিসটি ভুলে যাওয়া আবশ্যক নয়। বরং স্পষ্ট বিষয় এটাই যে, এই হাদিসটি তাঁর স্মরণে ছিলো। অবশ্য তিনি এই হাদিসটিকে সে অর্থে প্রয়োগ করেছেন যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন হানাফিগণ। সেটি হলো, ধার জিনিস যতোক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, ধ্বংস না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত ধারগ্রহীতার ওপর সে জিনিসটিই ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। এতে জরিমানার কথা নেই।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُّخَالِفَ : তবে যদি ধারদাতার দিক-নির্দেশনা বিরোধিতা করে তখন সে পদ্ধতিতে তার ওপর জরিমানা আসবে। যেমন ধারদাতা নিজের সাইকেল ধার দেওয়ার সময় তাকে বলেছে, তুমি এই সাইকেলটি কাচা রোডে চালিও না। এবার যদি ধারগ্রহীতা এই দিক নির্দেশনার বিরোধিতা করে কাচা স্থানে নিয়ে যায় এবং এর ফলে সাইকেলের ক্ষতি হয়, তাহলে ধার গ্রহীতার ওপর জরিমানা আসবে। কেনোনা, সে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং ধারদাতার দিক নির্দেশনা মানেনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْتِكَارِ

অনুচ্ছেদ-৪০ : স্টক করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৩৯)

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُضْلَةَ رَضِـــ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ، فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ: يَا اَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ: وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ.[১০১]

১২৭১। **অর্থ :** মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফুজলা রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অপরাধী ছাড়া কেউ স্টক করে না। আমি (মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম) সায়িদকে বললাম, হে মুহাম্মদের পিতা! আপনি তো মজুতদারি করেন। তিনি বলেন, মামারও মজুতদারি করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তৈল, গাছের পাতা ও এই জাতীয় জিনিস মজুত করতেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উমর, আলি, আবু উমামা ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। হজরত মা'মার রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা খাদ্য স্টক করা মাকরুহ মনে করেছেন।

আর অনেকে খাদ্য ছাড়া অন্য জিনিস স্টক করার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে মুবারক রহ.বলেছেন, তুলা, চামড়া এবং এ ধরণের জিনিস স্টক করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

দরসে তিরমিযী

احتكار এর অর্থ, এই নিয়তে কোনো জিনিস স্টক বা জমা করা যে আমি তখন এ দ্রব্যটি বের করবো, যখন বাজারে এটি খুবই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে এবং এর ফলে আমি লোকজনের কাছ হতে বেশি মূল্য আদায় করতে

---

[১০১] বিস্তারিত দ্র.-ফাতহুল বারি : ৪/৩৪৮, আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/২৪৩, আল মাজমু' : ১৩/৪৪, ইলাউস সুনান : ১৭/৪৩০।

পারবো। এটাকে বলে ইহতেকার এবং সম্পদ জমা করা। এই জমা করা মানুষের আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যেও হয়, আবার পশুর খাদ্যদ্রব্যেও হয়। এক হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ জমাকারির ওপর অভিসম্পাতও করেছেন। তিনি বলেছেন, اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ তথা সম্পদ জমা কারি অভিশপ্ত।

অনেক জিনিস জমা করা অবৈধ

এ ব্যাপারে সমস্ত ইসলামি আইনবিদ একমত যে, খাদ্যদ্রব্য জমা করা অবৈধ। তবে এগুলো ব্যতিত অন্যান্য জিনিসে সম্পদ জমা করা বৈধ কি না, এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আবু হানিফা ও শাফেয়ি রহ. এর মতে শস্যজাত জিনিস ব্যতিত অন্যান্য দ্রব্যে স্টক করা বৈধ। আবু ইউসুফ রহ. এর মতে প্রতিটি জরুরতের জিনিসে সম্পদ জমা করা অবৈধ। যে সব ফকিহ সম্পদ জমা করা খাদ্যজাত জিনিসের সাথে বিশেষিত বলেন, তারা বলেন, ইহতেকার শব্দটি অভিধানে খাদ্যজাত জিনিস জমা করাই বুঝায়। অন্যান্য দ্রব্য জমা করার ওপর ইহতেকার শব্দ দলিল করে না। সুতরাং শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য জমা করা নিষেধ হবে। ইমাম আবু ইউসূফ রহ. বলেন, খাদ্যজাত জিনিসের মধ্যে জমা করা নিষেধের যে কারণ পাওয়া যায়, সেটি হলো, লোকজনের এ দ্রব্যটির প্রয়োজন রয়েছে। তবে সম্পদ জমাকারি ব্যক্তি মানুষের কাছ হতে তার দাবি অনুযায়ী দাম আদায় করার উদ্দেশ্যে স্বীয় গুদামে তা জমা করে রেখেছে। সুতরাং এ কারণ যেমনভাবে খাদ্যজাত জিনিসে পাওয়া যায়, এমনিভাবে অন্যান্য জিনিসেও পাওয়া যায়। কাজেই সমস্ত জরুরতের জিনিসে সম্পদ জমা করা অবৈধ।

সম্পদ জমা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

আর এই কথাটুকুও স্মরণ রাখা উচিত যে সম্পদ জমা করা নিষিদ্ধ তখন, যখন তার সম্পদ জমা করার কারণে জনসাধারণের ক্ষতি হয়। আম জনসাধারণের সে জিনিসটির প্রয়োজন রয়েছে। আর এই ব্যক্তি তা বিক্রি কারা জন্য বের করছে না। তবে যদি এই ব্যক্তির সম্পদ জমাকরণের ফলে জনসাধারণের ক্ষতি না হয়, বরং বাজারে এ দ্রব্যের প্রাচুর্য রয়েছে, তখন সম্পদ জমা করার নিষিদ্ধতা নেই। এতে তার ওপর কোনো পাপ নেই। পাপ হবে তখন, যখন লোকজন জরুরতমান্দ হয়, অথচ এই ব্যক্তি দাম বাড়ানোর জন্য সম্পদ জমা করছে।[১০২]

মানুষের মালিকানার ওপর শরয়ি সীমারেখা এবং শর্ত শরায়েত প্রসংগে

এ মূলনীতিটি হাদিসটি পরিষ্কারভাবে দলিল করছে যে, মূলনীতিটি আমি আপনাকে ক্রয়-বিক্রয় পর্বের শুরুতে বলেছিলাম। সেটি হলো, এমনি তো আল্লাহ তা'আলা মালিককে তার মালিকানাধীন জিনিসে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ এখতিয়ার দিয়েছেন। সে তাতে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারে। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে শরিয়ত মালিককে কিছু শর্ত শরায়েতের জালে আবদ্ধ করেছে। সেটি হলো, নিজস্ব মালিকানায় এমন হস্তক্ষেপ করা, যার ফলে অন্য লোকদের বিশেষতো সমাজের আম জন সাধারণের লোকসান ও ক্ষতি হবে। এমন হস্তক্ষেপকে শরিয়ত নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। যা দ্বারা বুঝা গেলো, ইসলামে মালিকানা বে লাগম ও অসীম ও শর্তহীন নয়। বরং এতে সীমা রেখা ও পাবন্দি রয়েছে। বস্তুত ইসলাম এবং পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় এটাই পার্থক্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকানার কোনো সীমা এবং শর্ত-শরায়েতের পাবন্দি নেই। তবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ হলো, মূলত সম্পদ আল্লাহর মালিকানা। তিনি সেই মাল তোমাদেরকে দিয়ে মালিক বানিয়েছেন। তবে এই মালিকানার হক্ব আল্লাহ তা'আলার হকের বিধিবিধানে অধীনস্থ এবং এর পাবন্দ। সুতরাং শরিয়ত সম্পদ জমা করতে নিষিদ্ধ করেছে।

فقلت لسعيد : يا ابا محمد انك تحتكر:

---

[১০২] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ৫/৩১৭, আল মু'জামুল কাবির :১১/২৯২।

প্রশ্ন : এই হাদিসের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম বলেন, যখন হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহ. হতে আমি এই হাদিসটি শুনেছি, তখন আমি তাকে বললাম, আবু মুহাম্মদ! আপনিতো সম্পদ জমা করেন?

উত্তর : হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহ. বললেন, আমার উস্তাদ হজরত মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ রা. সম্পদ স্টক করতেন। তার উদ্দেশ্য এই ছিলো, আমরা এমন পণ্য এমন সময় জমা করতাম, যার ফলে জনসাধারণের কোনো ক্ষতি হয় না। তাই হজরত সাইদ ইবনে মুসায়্যেব রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি যাইতুন এবং বৃক্ষ হতে পতিত পাতা যেগুলো চতুষ্পদ পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো জমা করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ

অনুচ্ছেদ-৪১ : দুধরুদ্ধ পশু বিক্রি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪০)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْالْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوْا السُّوْقَ وَلَا تُحَفِّلُوْا وَلَا يُنَفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ.[১০৩]

১২৭২। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা تلقي جلب (মাল আমদানিকারকদের সংগে শহরের বাইরে মিলিত হবে না। পশুর দুধরুদ্ধ করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা দুধরুদ্ধ পশু বিক্রি করা মাকরুহ মনে করেছেন। দুধরুদ্ধ বলতে বুঝায়, পশুর মালিক কয়েকদিন বা অনুরূপ সময় পর্যন্ত সে পশু দোহন করবে না, যাতে স্তনে দুধ জমা হয়। আর এটা দেখে ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে। এটি এক ধরণের ধোঁকা-প্রতারণা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৪২ : মিথ্যা শপথ করে মুসলমানের সম্পদ আত্মস্যাৎ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪০)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللهِ لَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ

---

[১০৩] বোখারি : কিতাবুশ শুরব ওয়াল মুসাকাত- باب الخصومة في البشر والقضاء , মুসলিম : কিতাবুল আয়মান- باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار الخ।

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقُلْتُ لَا. فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ اَحْلِفْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِذَا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.[১০৪]

১২৭৩। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো মিথ্যা শপথ করে, যে শপথের ফলে কোনো মুসলমানের মাল গ্রাস করে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সংগে তখন সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হবেন।

তখন হজরত আশ'আস রা. মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাদিস শুনে বললেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ, এই হাদিসটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন আমার সম্পর্কে। ঘটনা এই হয়েছিলো যে, আমার এবং এক ইহুদির মাঝে একটি জমির ব্যাপারে ঝগড়া ছিলো। সে জমি দিতে অস্বীকার করলো। ফলে আমি সে ইহুদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোনো সাক্ষী আছে? আমি বললাম, না। তিনি সে ইহুদিকে বললেন, তুমি কসম খাও। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতো ইহুদি। সে মিথ্যা শপথ করে আমার সম্পদ গ্রাস করে নিবে। এর ওপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নেযুক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِلَخ (ال عمران ٧٧)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র, আবু উমামা ইবনে সা'লাবা আনসারি ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। হজরত ইবনে মাসউদ রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ : ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে যখন মতানৈক্য হয় (মতন পৃ. ২৪০)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.[১০৫]

১২৭৪। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ক্রয়-বিক্রয়ের পর ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, যেমন- বিক্রিত দ্রব্য কিংবা মূল্যের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায়, তখন ধর্তব্য হবে বিক্রেতার বক্তব্য ।

---

[১০৪] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب اذا اختلف البيعان والمبيع قائم, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'- باب اختلاف المتبايعين في الثمن।

[১০৫] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في بيع فضل الماء, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'- باب بيع فضل الماء।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি مرسل।

হজরত ইবনে আওন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে পাননি। কাসিম ইবনে আবদুর রহমান-ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিসটি বর্ণিত আছে। এটিও মুরসাল। ইসহাক ইবনে মানসুর রহ. বলেছেন, আমি আহমদ রহ.কে জিজ্ঞেস করেছি, যখন ক্রেতা বিক্রেতা মতপার্থক্য করে এবং কোনো দলিল না থাকে তাহলে? তিনি বললেন, দ্রব্যের মালিক যা বলে সেটাই ধর্তব্য কিংবা উভয়জন (টাকা ও মাল) ফেরত দিবে।

ইসহাক রহ. বলেছেন, যে সব লোকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয় তাদের দায়িত্বে কসম রয়েছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, অনেক তাবেই আলেম হতে অনুরূপই বর্ণিত আছে। তার মধ্যে রয়েছেন শুরাইহ প্রমুখও এ ধরণের মনীষী।

বক্তব্য ধর্তব্য হওয়ার অর্থ, যদি ক্রেতার কাছে বিক্রিত দ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো দলিল থাকে, তবে সে দলিল পেশ করবে এবং স্বীয় দাবি দলিল করবে। আর যদি দলিল না থাকে, তাহলে বিক্রেতাকে কসম দেওয়া হবে। সে যে পরিমাণের ওপর শপথ করবে, সে পরিমাণের ওপর ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। অবশ্য তখন ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছে হলে এই পরিমাণের ওপর ক্রয়-বিক্রয় বাকি রাখবে কিংবা বেচা-কেনা বাতিল করে দিবে।

ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে মতানৈক্যের বহু পদ্ধতি হয়ে তাকে। অনেক পদ্ধতিতে বিক্রেতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়। আর অনেক পদ্ধতিতে ক্রেতার বক্তব্য ধর্তব্য হয়। আর অনেক পদ্ধতিতে উভয় হতে কসম নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেওয়া হয়। এ হাদিসে শুধু এক পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ : অতিরিক্ত পানি বিক্রয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪০)

عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ رَضـــ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.[১০৬]

১২৭৫। অর্থ : ইয়াস ইবনে আবদ্ আল মুজানি রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি বিক্রি করতে নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, বুহাইসা-তাঁর পিতা হতে, আবু হুরায়রা, আয়েশা, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইয়াসের হাদিসটি حسن صحيح।

অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা পানি বিক্রি মাকরুহ মনে করেছেন। ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটাই। আর অনেক আলেম পানি বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন হাসান বসরি রহ.।

---

[১০৬] বিস্তারিত দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৪/৩৫৮, বাদায়ে' : ৬/১৮৮, আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/২৯৮. ইলাউস সুনান :১৪/১৬৪।

কোন পানি বিক্রি করা অবৈধ?

পানি বিক্রি হরেক রকম। প্রতিটির আদেশ স্বতন্ত্র। যে পানি নদী, সমুদ্র এবং খালে অবস্থিত, সেগুলো সবার জন্য ব্যাপক আকারে বৈধ। প্রতিটি ব্যক্তির তা হতে উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং তা বিক্রি করা অবৈধ। এ অনুচ্ছেদের হাদিসের একটি প্রয়োগক্ষেত্র তো এ পানিই। দ্বিতীয়ত এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, যদি কোনো ব্যক্তি ওপরযুক্ত বৈধ পানি তুলে এনে নিজের কাছে রেখে দেয় এবং সে পানি নিজের পাত্র কিংবা স্বীয় হাউজ এবং ট্যাংকিতে সংরক্ষণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি পানির মালিক হয়ে যায়। এবার এ পদ্ধতিতে এ পানি বিক্রি করা বৈধ। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে পানি বিক্রি করা সম্পর্কে নিষিদ্ধ রয়েছে, সেটি এ ধরণের পানির সংগে সংশ্লিষ্ট না।

ব্যক্তিগত কূপের পানি বিক্রির ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, কোনো ব্যক্তির নিজস্ব কূপ রয়েছে। এই ব্যক্তিগত এবং মালিকানাধীন কূপের পানি বিক্রি করা বৈধ কি না? এ সম্পর্কে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। সিদ্ধান্তকৃত বক্তব্য হলো, যদি কেউ পান করার জন্য পানি চায় কিংবা পশুসমূহকে পান করানোর জন্য এবং সাময়িক প্রয়োজন পূর্ণ করতে চায়, তাহলে এমন ব্যক্তির কাছে পানি বিক্রি করা অবৈধ। বরং তাকে ফ্রি দিয়ে দেওয়া উচিত। তবে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কাছে পানি জমা করার জন্য, নিজের কাছে সঞ্চয়ের জন্য পানি চায়, কিংবা নিজের ফসলে সিঞ্চনের উদ্দেশ্য পানি কামনা করে, তাহলে তখন তা ফ্রি দেওয়া আবশ্যক না। অবশ্য খেতে সিঞ্চনের জন্য যে পানি নেওয়া হয়, ইসলামি আইনবিদগণ এ সম্পর্কে বলেছেন, তা বিক্রি করা দুরুস্ত নেই। তবে এই বিক্রি অবৈধ হওয়ার কারণ এটা নয় যে, পানি বিক্রি অবৈধ। বরং এর কারণ হলো, খেত সিঞ্চনের জন্য যে পানি দেওয়া হবে, এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা মুশকিল। ফলে বিক্রিত দ্রব্য অজ্ঞাত থাকবে। সুতরাং এই অজ্ঞতার কারণে তা বিক্রি করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যদি এমন কোনো পদ্ধতি বের হয়, যার ফলে পানির পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে পারে, তবে তখন সে পানি বিক্রি করা বৈধ হবে।

হানাফিদের মূল মাজহাবতো পানি বিক্রি করা অবৈধ। তবে পরবর্তী অনেক হানাফি এর অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং যেখানে প্রয়োজন থাকবে না, সেখানে পানি ক্রয় করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তবে যেখানে পানি অর্জনের জন্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যতিত অন্য কোনো পন্থা না থাকে, আর প্রয়োজনও ভীষণ থাকে তবে তখন পরবর্তী হানাফিদের বক্তব্যের ওপর ফতওয়া দেওয়া যেতে পারে।[১০৭]

নিজে নিজে উৎপন্ন ঘাস হতে বাধা দেওয়ার জন্য বাহানা করা প্রসংগে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ.[১০৮]

১২৭৬। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘাস হতে বারণ করার উদ্দেশে যেনো লোকজনকে অতিরিক্ত পানি হতে নিষেধ না করা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এহাদিসটি حسن صحيح।

---

[১০৭] বোখারি : কিতাবুশ শুরব ওয়াল মুসাকাত- باب من قال لن صاحب الماء احق بالماء حتي يروي, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب تحريم فضل الماء الذي يكون بالفلاة الخ

[১০৮] বোখারি : কিতাবুল ইজারা -باب عسب الفحل , আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب عسب الفحل।

আবুল মিনহালের নাম হলো, আবদুর রহমান ইবনে মুতইম। তিনি কূফার অধিবাসী। তাঁর হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন হাবিব ইবনে আবু সাবেত। আবুল মিনহাল সাইয়ার ইবনে সালামা বসরি আবু বারজা আসলামি রা. এর সংগী।

অর্থাৎ, যেসব ঘাস নিজে নিজে উৎপন্ন হয়, সেগুলো সবার জন্য ব্যাপক আকারে বৈধ হয়ে থাকে। চাই সেসব ঘাস কারও ব্যক্তিগত জমিতে জন্ম হোক। সে ঘাস সবার জন্য বৈধ। জমির মালিকের এই অধিকার নেই যে, সে লোকজনকে ওই ঘাস কাটতে নিষিদ্ধ করবে বা বাধা দিবে। এবার যদি কেউ এই ঘাসে নিজের পশু চরায়, তবে তার জন্য পশু চরানো বৈধ। তবে জমির মালিক ঘাস হতে নিষিদ্ধ করার জন্য এই ফন্দি আঁটে যে, পশুর মালিককে বলে, পশু চরানোর তো অনুমতি আছে, কিন্তু পরবর্তীতে তোমার পশুগুলোর জন্য পানি পানের অনুমতি দেবোনা। স্পষ্ট বিষয়, যখন পানি পানের অনুমতি পাওয়া যাবে না, তখন পশুগুলোকেও সেখানে চরানোর জন্য আনবে না। এভাবে এটা ঘাস হতে নিষিদ্ধ করারও একটি ছুতা হয়ে যাবে। এ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বাহানা বা কৌশল অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। এমন বাহানা করাও অবৈধ। কেনোনা, প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ঘাস সবার জন্য ব্যাপকভাবে বৈধ। সুতরাং পানি পান করানোর অনুমতিও দিয়ে দিতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ

অনু-৪৫ : ষাঁড়ের যৌনক্রিয়ার ভাড়া আদায় করা মাকরুহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৩)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِـــ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.[১০৯]

১২৭৭। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাঁড়ের পালের ভাড়া আদায় হতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, আনাস ও আবু সাইদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আবার এক সম্প্রদায় এ ব্যাপারে সম্মান গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

ষাঁড় কর্তৃক মাদীটির সংগে যৌন সংগম করা। যেমন, গাভীর মালিক চায় আমার গাভীটি গর্ভবতী হোক। তার কাছে কোনো ষাঁড় নেই, তখন সে ষাঁড়ের মালিককে বলে, তুমি তোমার ষাঁড়টি ছেড়ে দাও। যাতে সে ষাঁড়টি গাভীর সংগে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে সেটি গর্ভবতী হয়ে যায়। এর ওপর ষাঁড়ের মালিক ভাড়া আদায় করে। এই ভাড়া আদায় করা ষাঁড়ের মালিকের জন্য অবৈধ। এটাকে বলে عَسْبُ الْفَحْلِ। তা হতে এই অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

---

[১০৯] সুনানে নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'- بيع ضراب الجمل।

ষাঁড়ের মালিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বৈধ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِــ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ كِلَابٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ.[১১১]

১২৭৮। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিলাব গোত্রের এক ব্যক্তি ষাঁড় ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে তা হতে নিষেধ করলেন। সে সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমরা ষাঁড়টিকে কোনো মাদীর মালিকের কাছে নিয়ে যাই। তখন আমাদের কিছু সম্মান করা হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান প্রদর্শনের অনুমতি দিয়ে দেন। এর উদ্দেশ্য হলো, প্রথম হতেই কোনো ভাড়ার সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে যখন ষাঁড়ের মালিক তার ষাঁড় নিয়ে আসে, তখন মাদীর মালিক এর কিছু খাতির তোয়াজ করে। কিংবা কোনো উপহার দিয়ে দেয়। অথচ এর কোনো শর্ত ইত্যাদি আগে হতে সিদ্ধান্ত হয়নি। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি প্রদান করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা ইবরাহিম ইবনে হুমাইদ-হিশাম ইবনে ওরওয়া সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ : কুকুরের মূল্য প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪০)

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِــ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.[১১১]

১২৮০। **অর্থ :** আবু মাসউদ আনসারি রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যার পারিশ্রমিক ও জ্যোতিষীর মিষ্টান্ন তথা নজর-নেওয়াজ হতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন- এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

حلوان মূলত সে পারিশ্রমিককেই বলে, যেটি কোনো ভবিষ্যদ্বক্তাকে দেওয়া হতো। যেহেতু ভবিষ্যদ্বক্তার পারিশ্রামিক হারাম সেহেতু পতিতার পারিশ্রমিকও হারাম এবং কুকুরের মূল্যও হারাম।

---

[১১০] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب ثمن الكلب, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত-الخ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن।

[১১১] নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيع الكلب।

কুকুর বেচা-কেনার আদেশ

এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন যে, কুকুর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। যদি কেউ বিক্রি করে, তবে বিক্রেতার জন্য এর মূল্য নেওয়া হারাম। ইমাম আবু হানিফা ও মালেক রহ. এর পছন্দনীয় মাজহাব হলো, যে কুকুর পালন করা অবৈধ, সেগুলে বিক্রি করাও অবৈধ। আর যে কুকুর প্রতিপালন করা বৈধ, সেটি বিক্রি করাও বৈধ। এর মূল্য নেওয়াও বৈধ। ইমাম মালেক রহ. এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী খাওয়ার জন্যও কুকুর বিক্রি করা বৈধ। কেনোনা, এই রেওয়ায়াতে তাঁর মতে কুকুর খাওয়াও হালাল।

হানাফি এবং মালেকিগণের জবাব

হানাফি ও মালেকিগণ নাসায়িতে বর্ণিত হজরত জাবের রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন। সে রেওয়ায়াতটির শব্দরাজি নিম্নরূপ,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ اِلَّا كَلْبُ صَيْدٍ.[১১২]

এই রেওয়ায়াতে اِلَّا كَلْبُ صَيْدٍ ব্যতিক্রমভুক্তি রয়েছে। তবে সংগে সংগে ইমাম নাসায়ি রহ. এই রেওয়ায়াতের ওপর কালাম করতে গিয়ে বলেন, এই হাদিসটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেনোনা, এই রেওয়ায়াত র মারফু' হওয়া প্রমাণিত নয়। তবে বাস্তবতা হলো, প্রথমতো যে রেওয়ায়াতে এটি মারফু' আকারে বর্ণিত আছে এর সমস্ত বর্ণনাকারি সেকাহ্। সুতরাং এই রেওয়ায়াতটি প্রত্যাখ্যান করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। আর যদি এই রেওয়ায়াতটিকে মারফু' না মানা হয়, অর্থাৎ, عَنْ رَسُوْلِ اللهِ শব্দ নাও হয় তবুও হজরত জাবের রা. যেসব শব্দে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সে দিকে লক্ষ করলে এই হাদিসটি মারফু' এরই পর্যায়ভুক্ত। এর শব্দরাজি নিম্নরূপ- نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ اِلَّا كَلْبُ صَيْدٍ এতে نهي শব্দ এসেছে। যার অর্থ, নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। সুতরাং যদি عَنْ رَسُوْلِ اللهِ শব্দ রেওয়ায়াতে স্পষ্টাকারে বিদ্যমান নাও হয়, তবুও হাদিসটি মারফু' এরই পর্যায়ভুক্ত। এ রেওয়ায়াতটি প্রামাণ্য। এর বহু মুতাবে' রয়েছে।

সাহাবা এবং তাবিঈনের ফাতাওয়া দ্বারা দলিল পেশ

বিভিন্ন সাহাবাও তাবেইন হতে এমন বহু ফতওয়া বর্ণিত আছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি অপরের কুকুর মেরে ফেলে, তবে এর জরিমানা তার দায়িত্বে আবশ্যক হবে। আর জরিমানা সে জিনিসেরই আবশ্যক হতে পারে, যার ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। পক্ষান্তরে যে জিনিসটি বিক্রয়ের ক্ষেত্র (সামগ্রী) হতে পারে না, তার জরিমানাও আবশ্যক হয় না। হজরত উসমান রা. এবং প্রবল ধারণা অনুযায়ী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর এক ফতওয়া রয়েছে, যাতে তাঁরা জরিমানা আদায়ে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য তাবেইরও ফতওয়া রয়েছে। কাজেই এ সব সাহাবা এবং তাবেইনের ফতওয়া হতে বুঝা যায়, যে কুকুর প্রতিপালন করা বৈধ, সেটি বিক্রি করাও বৈধ।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

---

[১১২] বিস্তারিত দ্র.-আল মুগনি ইবনে কুদামা : ৪/২৭৮, আল মাজমু' : ৯/২২৮, মুগনিল মুহতাজ : ২/১১, বাদায়ে' : ৬/৩০৬, কিতাবুল ফিক্হ : ২/২৩১, ইলাউস সুনান : ১৪/৪৩৯, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৫৩৬।

১. এ হাদিসে সে কুকুর উদ্দেশ্য, যেটি প্রতিপালন করা অবৈধ।

২. এ হাদিসটি মানসুখ। এর নাসেখ সে সব হাদিস, যেগুলোতে إلا كلب صيد ব্যতিক্রমভুক্তি রয়েছে। আর মানসুখ হওয়ার আরেকটি কারণ এটিও যে, আপনি একাধিক হাদিসে পড়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুকুরের বিধি আদেশ কঠোর হতে নরমের দিকে এসেছে। প্রথমদিকে আদেশ ছিলো, কুকুর মেরে ফেলো। পরবর্তীতে শুধু কালো কুকুর মারার নির্দেশ এসেছে। তারপর কুকুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তারপর শিকারি কুকুর এবং ফসলি কুকুরের ব্যতিক্রমভুক্তি এসেছে। এমনভাবে এ সংক্রান্ত আহকাম নরমের দিকে চলে এসেছে। এখানেও ঠিক এমনভাবে বলা যায় যে, প্রথমদিকে প্রতিটি কুকুর ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ ছিলো। পরবর্তীতে এর অনুমতি হয়েছে। যার দলিল হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরাম এর জরিমানা নির্ধারণ করেছেন।

৩. এ হাদিসে নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য নয়; বরং তানজিহি। যার দলিল হলো, পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদে হজরত জাবের রা. এর একটি রেওয়ায়াত আসছে। এর শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত–

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.

এ হাদিসে কুকুরের সংগে বিড়ালকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ বিড়াল বিক্রি করা কারও মতেই হারাম নয়। সুতরাং এ হাদিসে নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহে তানজিহির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, অনেক রেওয়ায়াতে কুকুরের মূল্যকে শিঙ্গাদাতার পারিশ্রমিকের সংগে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ শিঙ্গাদাতার পারিশ্রমিক সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি শিঙ্গাদাতাকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন। এই রেওয়ায়াতেও নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহে তানজিহির ওপর প্রয়োগ করা হবে। সারকথা, এই অনুচ্ছেদের হাদিসের এই তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ : শিঙ্গাদাতার উপার্জন প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪০)

عَنْ اِبْنِ مُحَيِّصَةَ اَخِىْ بَنِىْ حَارِثَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اسْتَاذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَاذِنُهُ حَتّٰى قَالَ اِعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَاَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ.[১১৩]

১২৮১। অর্থ : আবু মুহাইয়িসা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিঙ্গাদাতার ভাড়া তথা পারিশ্রমিক সম্পর্কে অনুমতি চান। তখন তিনি তা হতে নিষিদ্ধ করে দেন। তবে তিনি ধারাবাহিকভাবে তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনাই করতে থাকেন ও জিজ্ঞেস করতে থাকেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, সে পারিশ্রমিক স্বীয় উটকে খাওয়াও এবং নিজের দাসকে খাওয়াও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত নাফে' ইবনে খাদিজ, আবু জুহাইফা, জাবের ও সাইদ ইবনে ইয়াজিদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[১১৩] বোখারি : কিতাবুত তাহারাত- باب الحجامة من الداء, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত-باب حل اجرة الحجامة।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাইয়িসা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, যদি কোনো শিঙ্গাদাতা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তবে আমি তাকে নিষিদ্ধ করবো এবং এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করবো।

দরসে তিরমিযী

শিঙ্গাদাতার পারিশ্রমিক বৈধ

এই হাদিসে শিঙ্গাদাতার পারিশ্রমিক হতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা উম্মতের ইজমা অনুযায়ী হারামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। স্বয়ং এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিও হারাম দলিল করছে না। কেনোনা, যদি হারাম হতো, তা হলে নিজের গোলামকে খাওয়ানোও হারাম হতো। তবে তিনি এদিকে ইশারা করলেন যে, এটা কোনো ভালো পেশা নয়। কেনোনা, এই পেশায় মানুষকে লাগাতার নাপাকে পড়ে থাকতে হয়। কেনোনা, শিঙ্গাদাতা নিজের মুখ দ্বারা মানুষের দেহের ময়লা এবং অপবিত্র রক্ত চুষে টেনে আনে। যার দ্বারা তার মুখেও রক্ত এসে যায়। ফলে এই পেশায় এক ধরণের খবিসিপনা রয়েছে; তাই পেশারূপে এটাকে তিনি পছন্দ করেননি। বাকি রইলো, এর বৈধতার বিষয়টি। বৈধতার বিষয়টি পরবর্তী হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِىْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ : সিঙ্গাদাতার উপার্জনের অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪০)

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ رَضــ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اَنَسٌ رَضــ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَلَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ اَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ اَوْ اِنَّ مِنْ اَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ.[١١٤]

১২৮২। অর্থ : হজরত হুমাইদ রহ. বলেন, একবার হজরত আনাস রা. এর কাছে শিঙ্গাদাতার রোজগার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, জবাবে তিনি বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা গ্রহণ করেছিলেন। আবু তাইবা শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁকে পারিশ্রমিকরূপে দুই সা' খাদ্য দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। (যেহেতু তিনি দাস ছিলেন) সেহেতু তিনি তাঁর মনিবের সংগে কথা বলেছেন। এ আলোচনার ফলে তাঁর মনিবগণ তাঁর ট্যাক্স কমিয়েছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম শিঙ্গাদাতার রুজি সম্পর্কে অবকাশ দিয়েছেন। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ.এর মাজহাব।

---

[১১৪] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب في ثمن السنور , ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي।

দরসে তিরমিযী

খারাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আগের যুগে অনেক সময় মনিব স্বীয় গোলামের ওপর একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতেন যে, তুমি দৈনিক এতো টাকা অর্জন করে আমাকে দাও। যে দিন গোলাম নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আনতো না, সেদিন তাকে মারপিট করা হতো কিংবা মনিব অন্য কোনো শাস্তি তার ওপর আরোপ করতো। এই নির্দিষ্ট পরিমাণকে বলা হতো খারাজ বা কর এবং তিনি বললেন, সর্বোত্তম জিনিস কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা হলো যার মাধ্যমে তোমরা চিকিৎসা কর-শিঙ্গাদান।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ : কুকুর ও বিড়ালের মূল্য মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪১)

عَنْ جَابِرٍ رَضِـــ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.[১১৫]

১২৮৩। অর্থ : হজরত জাবের রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর এবং বিড়ালের মূল্য গ্রাস করতে নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটির সনদে اضطراب রয়েছে। এ হাদিসটি আ'মাশ-তাঁর জনৈক ছাত্র-জাবের রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারিগণ আ'মাশের ব্যাপারে ইজতেরাব করেছেন। একদল আলেম বিড়ালের মূল্য মাকরূহ মনে করেছেন। আর অনেকে অবকাশ দিয়েছেন। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। ইবনে ফুজাইল আ'মাশ-আবু হাজেম-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ সনদ ব্যতিত অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই সম্পর্কে পেছনে সবিস্তারে আরজ করেছিলাম যে, এটা মাকরূহে তাহরিমি নয়, বরং তানজিহি।

বিড়াল বিক্রি করা বৈধ, গোশ্‌ত হারাম

عَنْ جَابِرٍ رَضِـــ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهٖ.[১১৬]

১২৮৪। অর্থ : জাবের রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল এবং এর মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

উমর ইবনে জায়েদ হতে আবদুর রাজ্জাক ব্যতিত কোনো বড় মনীষী রেওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা জানি না।

দরসে তিরমিযী

পেছনে সবিস্তারে বলেছিলাম যে, বিড়াল বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। যেহেতু বিক্রি করা বৈধ, সেহেতু এর মূল্যও বৈধ। অবশ্য এর গোশ্‌ত হারাম। বস্তুত যে জিনিসের গোশ্‌ত হারাম সে জিনিস বিক্রি করা হারাম

---

[১১৫] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب في السنور, ইবনে মাজাহ : কিতাবুস সাইদ-باب الهرة।

[১১৬] আল মুসনাদুল জামে' : ১৭/২৮৭।

হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন- গাধা বা ঘোড়া ইত্যাদি। কিংবা অন্যান্য এমন পশু, যেগুলোর গোশ্ত খাওয়া হয় না, যেগুলো আরোহণ ও পরিবহণের কাজে লাগে, সেগুলো বিক্রি করা বৈধ। এ ব্যাপারে প্রায় ইজমা রয়েছে যে, বিড়াল বিক্রি করা হারাম নয়। অবশ্য এই হাদিসের কারণে এতোটুকু বলা যাবে যে, বিড়াল বিক্রি করা مَكْرُوْهٌ تَنْزِيْهِيٌّ।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৫০ : (মতন পৃ. ২৪১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضــ قَالَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ اِلَّاكَلْبَ الصَّيْدِ.[১১৭]

১২৮৫। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, কুকুরের মূল্য হতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে শিকারি কুকুর এর ব্যতিক্রম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে صحيح নয়। আবুল মুহাজজিমের নাম হলো, ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ান। তার ব্যাপারে শো'বা ইবনে হাজ্জাজ কালাম করেছেন এবং তাকে জয়িফ বলেছেন। জাবের রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে, তবে এর সনদও صحيح নয়।

এই সম্পর্কেও পেছনে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। তবে এই হাদিসের সনদের ওপর ইমাম তিরমিযী রহ. কালাম করতে গিয়ে বলেন, এই হাদিসটি আবুল মুহাজজিম হতে বর্ণিত আছে। আর আবুল মুহাজজিম দুর্বল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আবুল মুহাযযিম বাস্তবিকই জয়িফ। তবে অনেক আলেম তাঁর মুতাবা'আত করেছেন। যেমন, ওলিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও মুসান্না ইবনে সাববাহ, এঁরা দুজন মুতাবে' বহু হাদিসের কিতাবে মজুদ আছে। সুতরাং মুতাবাআত ও সনদের আধিক্যের কারণে এই হাদিসটি حسن لغيره হয়ে গেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

অনুচ্ছেদ-৫১ : গায়িকাদের বিক্রি করা মাকরুহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪১)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضــ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيْعُوْا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلَاخَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِىْ مِثْلِ هٰذَاۤ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.[১১৮]

১২৮৬। অর্থ : আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তাদের ক্রয়-বিক্রয় করো না এবং তাদেরকে গান-বাদ্য শিখিও না। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তাদের মূল্য হারাম। তাদের সম্পর্কে কোরআনে কারিমের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে- ومن الناس الخ।

---

[১১৭] ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب مالا يحل بيعه।

[১১৮] মুসনাদে আহমদ : ৫/৪১৩, মুসতাদরাকে হাকেম : ২/৫৫।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু উমামা রা. এর হাদিসটি আমরা অনুরূপভাবে চিনি শুধু এই সূত্রে। অনেক আলেম আলি ইবনে ইয়াজিদ সম্পর্কে কালাম করেছেন ও তাকে জয়িফ বলেছেন। তিনি হলেন শামের অধিবাসী।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ الْاَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ-৫২ : দু'ভাই কিংবা মা এবং সন্তানের মাঝে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪১)

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ رَضِــ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[১১৯]

১২৮৭। অর্থ : আবু আইয়ুব রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বাচ্চা এবং মায়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার ও তার বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি মা এবং তার সন্তানের মালিক হয়ে গেছে। তারা দু'জন গোলাম ছিলো। এবার মনিব মাকে একজনের কাছে বিক্রি করেছে, আর শিশুকে আরেক জনের হাতে। এমন করা অবৈধ।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِــ قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ! مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ.[১২০]

১২৮৮। অর্থ : আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু'টি গোলাম দান করেছেন। তারা ছিলো পরস্পর দু' ভাই। তাদের একজনকে আমি বিক্রি করে দিলাম। আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আলি! দ্বিতীয় গোলামের কি হলো? আমি বললাম, বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি বললেন, ফেরত নিয়ে আস। ফেরত নিয়ে আস।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কয়েদিদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরুহ মনে করেছেন। আর অনেক আলেম যে সব সন্তান ইসলামি রাষ্ট্রে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অবকাশ দিয়েছেন, তবে প্রথম বক্তব্যটি আসাহ্।

---

[১১৯] ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب النهي عن التفريق بين السبي।

[১২০] আবু দাউদ :কিতাবুল বুয়ূ'- باب فيمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا, নাসায়ি :কিতাবুল বুয়ূ'-.......।

ইবরাহিম হতে বর্ণিত আছে, তিনি এক মা ও সন্তানের মাঝে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, সে বাঁদি মায়ের কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছি, সে সম্মত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مَنْ يَشْتَرِى الْعَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

অনুচ্ছেদ-৫৩ : যে গোলাম ক্রয় করে এবং তার দ্বারা তা কাজে লাগায়, তারপর তাতে কোনো দোষ পেয়ে যায় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪১)

عَنْ عَائِشَةَ رَضــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.[১২১]

১২৮৯। অর্থ : আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আয় দায়-দায়িত্বের বিপরীতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এহাদিসটি حسن صحيح।

এ সূত্র ছাড়া অন্য সূত্রেও এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

১২৯০। অর্থ : আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আয় হলো, দায়িত্বের বিপরীতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি হিশাম ইবনে ওরওয়া সূত্রে صحيح غريب।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল এ হাদিসটিকে উমর ইবনে আলি সূত্রে গরিব মনে করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুসলিম ইবনে খালেদ জানজি এ হাদিসটি হিশাম ইবনে উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জারির হিশাম হতেও বর্ণনা করেছেন। বলা হয় জারিরের হাদিসটিতে তাদলিস রয়েছে। এতে তাদলিস করেছেন জারির। তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া হতে শুনেননি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসামাইল রহ. উমর ইবনে আলি সূত্রে এ হাদিসটিকে গরিব মনে করেছেন। (ইমাম তিরমিযী রহ.বলেন) আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এতে তাদলিস আছে বলে মনে করেন? জবাবে তিনি বললেন, না।

দরসে তিরমিযী

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ এর ব্যাখ্যা হলো, এক ব্যক্তি কোনো গোলাম ক্রয় করলো। তারপর সে তার দ্বারা আয় রোজগার করলো। তারপর তার মধ্যে কোনো দোষ পেলো। ফলে সে তাকে তার ক্রেতার কাছে ফেরত দিলো। তাহলে সে আয় ক্রেতার। কেনোনা, গোলাম যদি মরে যেতো, তাহলে ক্রেতার সম্পদ হতেই তা ধ্বংস হতো। এধরণের মাসআলাগুলোতে আয় হয় দায়-দায়িত্বের বিপরীতে।

---

[১২১] ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত-باب من مر علي ماشية قوم او حائط هل يصيب منه।

খারাজের অর্থ আমদানি তথা আয়। যে স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সেখানকার ঘটনা ছিলো, এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করেছিলো। তারপর তাকে চাকরিতে লাগিয়ে দিয়েছিলো। যার ফলে মনিবের আয়-রোজগার হচ্ছিলো। পরবর্তীতে এ গোলামের মধ্যে দোষ বেরিয়ে এলো। ফলে তাকে গোলাম বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে হলো।

যখন গোলাম ফেরত দিলো, তখন এ প্রশ্ন হলো যে, যতো দিন এ গোলাম ক্রেতার কাছে ছিলো, এতোদিন ক্রেতার এই গোলামের মাধ্যমে যে আয় হলো, তার কি হবে? আয়ও কি ফেরত দিতে হবে? নাকি আয় ক্রেতার মালিকানা মনে করা হবে? সুতরাং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি এই বাক্যটি ইরশাদ করলেন, اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ অর্থাৎ, আয় হলো, দায়-দায়িত্বের বিপরীতে। তথা যখন এই গোলাম ক্রেতার কবজায় ছিলো, তখন এ গোলামের দায়-দায়িত্ব ক্রেতার ওপর ছিলো। সুতরাং যদি তখন সে গোলাম মরে যেতো, তাহলে লোকসান হতো ক্রেতার। আর যেহেতু ক্রেতার দায়-দায়িত্বে ছিলো, সেহেতু যে আয় হয়েছে, সে আয়ও হবে ক্রেতার। ক্রেতা এর মালিক হবে। সেটা তার জন্য হালাল এবং পবিত্র। যেমন আমি আগেও আরজ করেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ শরিয়তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি আদায়।

يَسْتَغِلُّهٗ শব্দের অর্থ, সে তার দ্বারা আয়-রোজগার করে। اِسْتِغْلَالٌ শব্দের অর্থ, আয় উপার্জন করা।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِىْ اَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّبِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৪ : পথিকের জন্য ফল খাওয়ার অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪১)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَاكُلْ وَلَايَتَّخِذْ خُبْنَةً.[১২২]

১২৯১। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কারও বাগানে প্রবেশ করে, সে ওই বাগানের ফল খেতে পারে। তবে লুকাতে পারবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আব্বাদ ইবনে শুরাহবিল, রাফে' ইবনে আমর, আবুল লাহমের মুক্তকৃত গোলাম উমাইর ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি গরিব। এটি আমরা এ সূত্রে কেবল ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান হতেই জানি। অনেক আলেম মুসাফিরের জন্য ফল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর অনেকে মূল্য ছাড়া এটাকে মাকরুহ মনে করেছেন।

দরসে তিরমিযী

خُبْنَةٌ **শব্দের অর্থ :** এমন জিনিস, যেটি মানুষ তার কাপড়ে গোপন করে ফেলে। অবশ্য এই খাওয়ার অনুমতিও ওরফের সংগে শর্তায়িত। অনেক এলাকায় এমন প্রচলন রয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বাগানে আসে, তখন এই বাগানের মালিক তাকে ফল খেতে নিষিদ্ধ করেনা। এমন এলাকায় ফল খাওয়া বৈধ। আর অনেক অঞ্চলের প্রচলন হলো, যে ফল জমিনে পতিত হয়, সেটি খাওয়ার অনুমতি থাকে। তবে বৃক্ষ হতে ফল ছেড়ার

---

[১২২] আল মুসনাদুল জামি' : ৫/৪০৫।

অনুমতি থাকে না। সে সব অঞ্চলে তদনুযায়ী হুকুম হবে। তাই অনেক হাদিসেও সুস্পষ্ট ভাষায় এসেছে, যে ফল নীচে পড়ে যাবে, সেটা খাও। তবে গাছ হতে ছিঁড়ে খেয়ো না। আবার অনেক এলাকায় কোনো ধরণের ফল খাওয়ারই অনুমতি থাকেনা। তখন কোনো ফল খাওয়া বৈধ হবে না। সারকথা, এটা নির্ভর করে আঞ্চলিক প্রচলনের ওপর। যদি অনুমতি থাকে তাহলে খেতে পারবে, তাছাড়া খাবে না।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو رَضِـــ قَالَ كُنْتُ اَرْمِى نَخْلَ اَنْصَارِيٍّ فَاَخَذُوْنِىْ فَذَهَبُوْا بِىْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَافِعُ لِمَ تَرْمِىْ نَخْلَهُمْ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلْجُوْعُ قَالَ لَا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ اَشْبَعَكَ اللهُ وَاَرْوَاكَ.[১২৩]

১২৯২। অর্থ: রাফে' ইবনে আমর রা. বলেন, একবার এক আনসারির গাছে তীর ছুঁড়ছিলাম, যাতে খেজুর ছুটে পড়ে এবং সেগুলো খেতে পারি। ফলে তারা আমাকে ধরে ফেললো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত করলো। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাফে'! কেনো তীর মারছিলে? আমি জবাবে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধার তাড়নায় অপারগ হয়ে। তিনি বললেন, তীর ছুঁড়ো না। তবে যে খেজুর নিজে নিজে পড়ে যায়, সেটা খাও। তোমার পেটের ক্ষুধা আল্লাহ তা'আলা নিবারিত করুন এবং তৃপ্তি মিটান। যেহেতু সেখানে প্রচলন এটাই ছিলো, সেহেতু তিনি ফল ছিঁড়তে নিষেধ করেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ ذِيْ حَاجِةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ.

১২৯৩। অর্থ : আমর ইবনে শোয়াইবের দাদা হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তিনি বললেন, যে তা হতে কোনো হাজতমন্দ ব্যক্তিকে দেয় গোপনে তা নিয়ে যায় না, তার জন্য এর ওপর কোনো কিছু নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الثُّنْيَا

অনুচ্ছেদ-৫৫ : ব্যতিক্রমভুক্ত করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪২)

عَنْ جَابِرٍ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا اِلَّا اَنْ تَعْلَمَ.[১২৪]

---

[১২৩] বোখারি : কিতাবুশ শুরব ওয়াল মুসাকাত- باب الرجل يكون له او شرب او حائط, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ু'- باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة الخ।

[১২৪] বোখারি : কিতাবুল বুয়ু'- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ু'- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض।

১২৯৪। অর্থ : জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাক্বালা, মুজাবানা এবং মুখাবারা ও ব্যতিক্রমভুক্তি হতে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে ব্যতিক্রমটিকে নির্ধারিত করা হলে তা নিষিদ্ধ নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে তথা ইউনুস ইবনে উবাইদ-আতা-জাবের রা. সূত্রে حسن صحيح غريب।

দরসে তিরমিযী

মুহাক্বালা এবং মুজাবানা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেছনে এসেছে। মুখাবারা! এটি বর্গাচাষের একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ মুজারা'আত তথা বর্গাচাষের বিবরণে আসবে। অবশ্য এতোটুকু কথা বুঝে নিন যে, বর্গাচাষের সে পদ্ধতিটি নিষিদ্ধ, যাতে জমির মালিক জমির কোনো বিশেষ অংশে উৎপন্ন ফসল নিজের জন্য নির্ধারিত করে নেয় যে, এই বিশেষ অংশে যে ফসল উৎপন্ন হবে, সেটি হবে আমার। আর বাকি অংশ হবে তোমার। এই পদ্ধতিটি অবৈধ। কেনোনা, হতে পারে ফসল শুধু সে বিশেষ অংশেই উৎপন্ন হবে, অন্যত্র হবে না। ফলে তা হতে তিনি নিষেধ করেছেন।

وَقَوْلُهُ : وَالثُّنْيَا اِلَّا اَنْ تَعْلَمَ

ثُنْيَا হলো, যেমন কোনো লোক বললো, আমি আমার বাগানের সমস্ত ফল তোমার কাছে বিক্রি করলাম; কিন্তু দু'টি গাছের ফল বিক্রি করছি না এবং সে দুটি গাছ সে নির্ধারিতও করে নি। তা হলে এটা হবে ثنيا। অর্থাৎ, ব্যতিক্রমভুক্তি যা অবৈধ। তবে যদি সে গাছ দুটি নির্ধারিত করে বলে দেয় যে, অমুক দুটি গাছ। তবে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ : করায়ত্তের আগে খাদ্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪২)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِـــ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.[১২৫]

১২৯৫। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শষ্য ক্রয় করলো, তার জন্য তা ততোক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করা অবৈধ, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে তা নিজের কব্জায় না নিবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[১২৫] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب لا يبع على بيع اخيه، মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'- باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه।

অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা মাকরুহ মনে করেছেন ক্রেতা কর্তৃক তার কব্জা করার আগে। আর অনেক আলেম সে পদ্ধতিতে অনুমতি দিয়েছেন যে পদ্ধতিতে কেউ এমন কোনো জিনিস ক্রয় করলো, যেটি পরিমাপ করা হয় না, ওজনও দেওয়া হয়না, যেগুলো খাওয়াও হয় না, পান করাও হয় না। তাতে সেগুলো কব্জা করার আগে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য ওলামায়ে কেরামের মতে কড়াকড়ি শুধু খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে। আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব এটাই।

দরসে তিরমিযী

মাসআলাটি পেছনে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমার মতে প্রতিটি জিনিসের এটাই আদেশ যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তা কব্জা না করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এটাকে বিক্রি করা অবৈধ। এই নিষেধের কারণ পেছনে এসেছে। অর্থাৎ, رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ তথা যে জিনিস এখনো জিম্মায় আসেনি, এর ওপর লাভ নেওয়াও অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْبَيْعِ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ : মুসলমান ভাইয়ের বিক্রির ওপর বিক্রি নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪২)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَايَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ بَعْضٍ.[١٢٦]

১২৯৬। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যেনো অন্য আরেকজনের বিক্রির ওপর বিক্রি না করে এবং আরেকজনের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা ও সামুরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, কোনো ভাইয়ের দরদাম করার ওপর যেনো অন্য কেউ দরদাম না করে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এ হাদিসে অবস্থিত বাইয়ের অর্থ অনেক আলেমের মতে দরদাম করা।

দরসে তিরমিযী

বিক্রয়ের ওপর বিক্রি দ্বারা উদ্দেশ্য

বিক্রয়ের ওপর বিক্রি না করার এক অর্থ তো হলো, প্রথমে একবার বিক্রি হয়েছে, এবার আরেকজন এসে বললো, তুমি তার সংগে বেচা-কেনা বাতিল করে দাও। আমার কাছে এটি বিক্রি করো। এটা অবৈধ। দ্বিতীয় অর্থ, এখানে بيع শব্দটি দরদাম করার অর্থে ব্যবহৃত। যার অর্থ এই হবে যে, এক ব্যক্তি আরেকজনের সংগে দরদাম করছে এবং বিক্রেতা তা বিক্রয়ের জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে গেছে। তবে তৃতীয় ব্যক্তি এসে মাঝখানে বললো, আমি তার চেয়ে পয়সা বেশি দিবো। এ পণ্যটি আমার কাছে বিক্রি করুন। এ পদ্ধতিটিও অবৈধ।

---

[১২৬] আবু দাউদ : কিতাবুল আশরিবা- باب ما جاء في الخمر تخلل।

আরেকজনের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ

خِطْبَةٌ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ এর অর্থ, একজন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, মেয়ে পক্ষ এ প্রস্তাবের ওপর রাজি হওয়ার উপক্রম এবং এদিকে ঝুঁকে পড়েছে। এবার অপর ব্যক্তির জন্য এই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া অবৈধ। এই নিষিদ্ধতা তখন, যখন ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। তবে যদি ঝোঁক সৃষ্টি না হয়, তাহলে অন্য ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবে কোনো সমস্যা নেই।

بَابُ مَا جَآءَ فِىْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّهْىِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫৮ : শরাব বিক্রি ও তা হতে নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪২)

عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضــ اَنَّهٗ قَالَ يَانَبِىَّ اللهِ! اِنِّىْ اِشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِاَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِىْ قَالَ اَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ.[১২৭]

১২৯৭। অর্থ : আবু তালহা রা. হতে বর্ণিত, একবার তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার প্রতিপাল্য এতিম শিশুদের জন্য কিছু শরাব কিনেছি। ক্রয়ের পর হারাম হওয়ার আদেশ এসে গেছে। এবার আমি কি করবো? জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, শরাব বইয়ে দাও এবং মটকাগুলো ভেঙে দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, আয়েশা, আবু সাইদ, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু তালহার হাদিসটি সাওরি রহ. বর্ণনা করেছেন, সুদ্দি-ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ-আনাস রা. সূত্রে যে, আবু তালহা তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। এটি লাইসের হাদিস অপেক্ষা আসাহ্।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, শরাব বিক্রি করা অবৈধ। কেনোনা, যদি বিক্রি বৈধ হতো, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই এতিমদের শরাব বিক্রয় অবশ্যই বৈধ সাব্যস্ত করতেন। মুসলমানের জন্য শরাব বিক্রয় করা হারাম। এ মাসআলাটি সর্বসম্মত। সমস্ত ইসলামি আইনবিদ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। অবশ্য এই ইজমা প্রকৃত অর্থে শরাব বিক্রির ক্ষেত্রে। আর প্রকৃত অর্থে শরাবের প্রয়োগ হয় اَلنِّيُّ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ এর ওপর অর্থাৎ, আঙ্গুরের কিছু শিরা যা দ্বারা শরাব তৈরি করা হয়। এটি মূলত খমর বা মদ। এটি বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

এলকোহল বেচা-কেনা করা

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, এই হুকুমে আরো তিন প্রকার শরাব অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক. طِلَا, দুই. نَقِيْعُ الزَّبِيْبِ তিন. نَقِيْعُ التَّمْرِ। এগুলো বিক্রি করাও অবৈধ। অবশ্য এগুলো ছাড়া যতো শরাব রয়েছে যদি এগুলো বিক্রির উদ্দেশ্য সঠিক হয়, তাহলে এগুলো বিক্রি করা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে সম্পূর্ণ বৈধ। অবশ্য অন্যান্য আয়িম্মায়ে কেরামের মতে এগুলো বিক্রি করাও অবৈধ।

---

[১২৭] বিস্তারিত দ্র.-তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৫৫১।

যেমন এলকোহল, এটি অনেক সায়েন্টিফিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঔষধে, রং এ কেমিক্যাল ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এগুলোর বৈধ ব্যবহারও আছে, সেহেতু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী এর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি রয়েছে।[১২৮]

عَنْ اَنَسٍ رَضِـــ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًا؟ قَالَ : لَا.[১২৯]

এই সম্পর্কেও পেছনে আলোচনা হয়েছে যে, প্রথমদিকে এ হতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে এর অনুমতিও হয়েছিলো।

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَتَّخِذَ الْخَمْرَ خَلًا

অনুচ্ছেদ-৫৯ : শরাবকে সিরকা বানানো নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪২)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِـــ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًا؟ قَالَ لَا.

১২৯৮। অর্থ : হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, শরাবকে কি সিরকা বানানো যাবে? জবাবে তিনি বললেন, না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِـــ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً : عَاصِرَهَا مُعْتَصِرَهَا شَارِبَهَا حَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ.

১২৯৯। অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাবের ব্যাপারে দশজনের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

১. যে নিংড়ায়।
২. মু'তাসির (যার জন্য নিংড়ায়)।
৩. শরাব পানকারি।
৪. শরাব বহনকারি।
৫। বয়ে যার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।
৬। যে শরাব পান করায়।
৭. যে শরাব বিক্রি করে।
৮। যে এর মূল্য ভক্ষণ করে।
৯. যে তা ক্রয় করে।
১০. যার জন্য তা ক্রয় করা হয়।

(এদের সবার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আনাস রা. সূত্রে غريب।

অনুরূপ হাদিস ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

---

[১২৮] মুসলিম : কিতাবুল আশরিবা-باب تحريم تخليل الخمر।

[১২৯] আবু দাউদ : কিতাবুল জেহাদ- بال في ابن السبيل ياكل من التمر ويشرب من اللبن اذا مر به الخ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ احْتِلَابِ الْمَوَاشِيْ بِغَيْرِ اِذْنِ الْاَرْبَابِ

অনুচ্ছেদ-৬০ : মালিকের অনুমতি ব্যতিত চতুষ্পদ পশুর দুধ দোহন করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪২)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِـــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَاِنْ اَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَاِنْ اَجَابَهُ اَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَاِنْ لَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ.[১৩০]

১৩০০। **অর্থ :** সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ চতুষ্পদ পশুর কাছে আসে, তখন যদি সে সব চতুষ্পদ পশুর মালিক সেখানে বিদ্যমান থাকে, তবে দুধ দোহনের আগে মালিকের কাছ হতে অনুমতি নিয়ে নিবে। আর সে যদি দুধের অনুমতি দেয় তবে দুধ দোহন করে পান করো। আর যদি সেখানে এগুলোর কোনো মালিক বিদ্যমান না থাকে, অথচ তার দুধের প্রয়োজন, তখন তার উচিত, তিন বার আওয়াজ দেওয়া। যদি কেউ জবাব দেয়, তবে তার কাছ হতে অনুমতি নিবে। আর যদি তিন বার আওয়াজ দেওয়ার পরেও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে দুধ দোহন করে পান করবে। তবে দুধ সংগে করে নিয়ে যাবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উমর ও আবু সাইদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত সামুরা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেছেন আহমদ ও ইসহাক রহ.।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি ইবনে মাদিনি রহ. বলেছেন, সামুরা রা. হতে হাসান রহ.এর শ্রবণ صحيح। অনেক মুহাদ্দিস হাসান-সামুরা রা. সূত্রে বিবরণের ক্ষেত্রে কালাম করেছেন। তিনি শুধু সামুরা রা.এর সহিফা হতে বর্ণনা করেন।

মালিকের অনুমতি ব্যতিত তার মালিকানা হতে উপকৃত হওয়া

এই আদেশটিও প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল। যেসব এলাকায় চতুষ্পদ পশুর মালিকের পক্ষ হতে অনুমতি থাকে যে, কোনো মুসাফির যদি ক্ষুধার্ত হয় এবং তার দুধের প্রয়োজন হয়, তবে সে দুধ পান করতে পারে, তাহলে সেসব এলাকায় অনুমতি ছাড়াও দুধ পান করা বৈধ। তবে যেখানে এমন প্রচলন নেই, সেখানে অনুমতি ছাড়া দুধ পান করা অবৈধ। মূলনীতি হলো, মালিকের অনুমতি ছাড়া তার কোনো জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া অবৈধ। এবার যদি সুস্পষ্ট অনুমতি লাভ হয়, তখনই উপকৃত হওয়া বৈধ হয়, কিংবা সুস্পষ্ট অনুমতি নেই; বরং প্রচলিত অনুমতি রয়েছে, যদি মালিক মওজুদ থাকতো তাহলে অনুমতি দিয়ে দিতো, তখনও উপকৃত হওয়া বৈধ। তবে যেখানে প্রচলিত অনুমতি নেই, সেখানে উপকৃত হওয়া অবৈধ।

---

[১৩০] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب بيع الميتة و الاصنام, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب تحريم بيع الخمر।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ بَيْعِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ وَالْاَصْنَامِ

অনুচ্ছেদ-৬১ : মৃতের চামড়া এবং মূর্তি বিক্রি করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضـــ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ صــــ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهٗ يُطْلَى بِهِ السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَاَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهٗ.[১৩১]

১৩০১। **অর্থ :** জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, তিনি মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা মুকাররামায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তা'আলা শরাব, মৃত এবং শূকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম করে দিয়েছেন। তারপর বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃতের চর্বিগুলো সম্পর্কে আপনি কি বলেন? এগুলো দ্বারা তো নৌকা বা জাহাজে প্রলেপ দেওয়া হয় এবং এগুলো দ্বারা চামড়াতে প্রলেপ দেওয়া হয়, লোকজন এগুলো দ্বারা চেরাগ জ্বালায়? জবাবে তিনি বললেন, না, এটা হারাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুহূর্তে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের ধ্বংস করুন। তিনি তাদের ওপর চর্বিগুলো হারাম করেছিলেন। তারপর তারা এগুলো গালিয়ে বিক্রি করলো ও এর মূল্য গ্রাস করলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা.হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

দরসে তিরমিযী

বাকি রইলো, শরাবের বিষয়। শরাব বস্তুত আঙুর দ্বারা তৈরি হয়, যেটিকে মূলত আভিধানিকভাবে خمر বলা হয়। এটি বিক্রি করা কোনো অবস্থাতেই অবৈধ। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা রহ. এরই হুকুমে আরও তিনটি শরাব সংযুক্ত করেছেন। এক. طِلَا দুই. نَقِيْعُ الزَّبِيْبِ তিন. نَقِيْعُ التَّمَرِ। এগুলো ছাড়া অন্যান্য শরাবগুলো যেহেতু মূলত নাপাক হয় না এবং এগুলোর বৈধ ব্যবহারও সম্ভব, সেহেতু এগুলো বিক্রি করা ইমাম সাহেব রহ. এর মতে বৈধ এবং এর ওপরই ফতওয়া। অবশ্য পান করার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্যের ওপর ফতওয়া। সেটি হলো, مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهٗ فَقَلِيْلُهٗ حَرَامٌ তথা যার অধিক পরিমাণ উন্মাদনা সৃষ্টি করে, তার অল্পও হারাম। তবে বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম সাহেব রহ. এর বক্তব্যের ওপর ফতওয়া। সেটি হলো, চার প্রকার শরাব ব্যতিত সব শরাব বিক্রি করা বৈধ। কেনোনা, এগুলোর বৈধ ব্যবহারও সম্ভব।

যে সব জিনিসের বৈধ ব্যবহার বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা

বিক্রি সম্পর্কে মূলনীতিও এটা যে, যে জিনিসের বৈধ ব্যবহার সম্ভব এটি বিক্রি করাও বৈধ। আর যে জিনিসের বৈধ ব্যবহার সম্ভব নয়; বরং সে জিনিসটি সর্বদা অবৈধ কাজেই ব্যবহৃত হয়, তবে তা বিক্রি করা

---

[১৩১] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب الرجوع في الهبة, নাসায়ি : কিতাবুন নিহাল- باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده।

অবৈধ। এ হতে আফিম, ভাং, চরসের আদেশও বেরিয়ে এলো যে, এগুলো খাওয়া অবৈধ। কেনোনা, এসব জিনিস নেশা সৃষ্টিকারক হয়, কিন্তু যেহেতু এর বৈধ ব্যবহারও রয়েছে, সুতরাং অনেক ঔষধে এসব জিনিস ব্যবহৃত হয়, সেহেতু এগুলো বিক্রি করা বৈধ। এবার যদি কেউ এগুলোকে অবৈধ ভাবে ব্যবহার করে, তবে সেটা তার কর্ম। তার জিম্মাদারি বিক্রেতার ওপর অর্পিত হবে না।

মূর্তি বিক্রি সত্তাগতভাবে অবৈধ

মূর্তি বিক্রি, যা এ হাদিসে হারাম করা হয়েছে, সেটি সত্তাগতভাবেই মূর্তি হিসাবে বিক্রি করা হারাম। তবে যদি কোনো ব্যক্তি মূর্তি এর মূল উপাদানের দিকে লক্ষ করে বিক্রি করে, যেমন- স্বর্ণের তৈরি মূর্তি সে বিক্রেতা এটিকে স্বর্ণের মূল্য হিসেবে বিক্রি করছে, তবে এ বিক্রি বৈধ। অবশ্য তখনও তার জন্য উত্তম হলো, এটা ভেঙে দেওয়া। যাতে সে মূর্তি অবশিষ্ট না থাকে। অবশ্য মূর্তি হিসাবে বিক্রি করা অবৈধ।

মৃতের চর্বির আদেশ

প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বলুন, মৃতের চর্বির কি আদেশ? এটা বিক্রি করতে পারি কি না? কারণ, এর চর্বি দ্বারা নৌকার তেল তৈরি করা হয় এবং এটি চামড়ার ওপর ডলে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে লোকজন (চেরাগ জ্বালিয়ে) আলো পায়।

إِسْتِصْبَاحٌ এর অর্থ আলো লাভ করা। জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন, না। সে মুরদারের চর্বি হারামই। এ স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা সে সব ইহুদিদের ধ্বংস করুন। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর চর্বি হারাম করেছিলেন, তবে তারা সে চর্বি গালিয়ে তারপর বিক্রি করে এর মূল্য গ্রাস করেছে। ইহুদিরা চর্বি ব্যবহারের এই বাহানা করলো যে, তারা বললো, আমাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয়েছে। شَحْمٌ শব্দ চর্বির ওপর তখন প্রয়োগ হয়, যখন এটাকে গালানো না হয়। গালানোর পর এটাকে شحم বলা হয় না; বরং ودك বলে। আমরা যখন তা গালিয়ে নিয়েছি, তখন আর সেটি شَحْمٌ থাকেনি। সেটি হয়েছে وَدَكٌ। এটি আমাদের জন্য হারাম নয়। অথচ হাকিকতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সুতরাং তাদের এই বাহানা সঠিক ছিলো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই এই হিলা-বাহানার নিন্দা করেছেন।

নাম পরিবর্তনের কারণে মূল জিনিস পরিবর্তিত হয় না

এ হতে এই মূলনীতি জানা গেলো যে, শুধু নাম পরিবর্তনের কারণে বাস্তবতা বা মূল জিনিস পরিবর্তন হয় না এবং হালাল হারামের কোনো পার্থক্য হয় না। আবশ্য যদি মূল বস্তুই পরিবর্তন হয়ে যায়, যেমন, মদের বাস্তবতা পরিবর্তন হয়ে সিরকা হয়ে গেলো, তবে তখন হুকুমেরও পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, হারামের আদেশ বাকি থাকে না। বরং সে জিনিসটি পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

নিষেধের সুস্পষ্ট নস থাকলে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ

যে জিনিসের বৈধ ব্যবহার সম্ভব, তা বিক্রি করা বৈধ-এ আদেশটি তখন, যখন এর বিপরীত কোনো নস বিদ্যমান না থাকে। তবে যদি নিষেধের নস বিদ্যমান থাকে, তবে তখন চাই এর ব্যবহারের বৈধ পদ্ধতি সম্ভব হোক না কেনো? তবুও তা বিক্রি করা বৈধ হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الرُّجُوْعِ مِنَ الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ-৬২ : হেবা ফেরত নেওয়া মাকরুহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৩)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضـــ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوْءِ الْعَائِدِ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ.[১৩২]

১৩০২। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের জন্য এই খারাপ উদাহরণ না হওয়া চাই। কেনোনা, নিজের হেবাকৃত জিনিসকে ফেরত গ্রহণকারি এমন, যেমন কোনো কুকুর বমি করে তা চেটে ফেললো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

হেবা হতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে শাফেয়ি ও হানাফিদের বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ি প্রমুখ এক হাদিস দ্বারা এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, যখন কেউ কোনো জিনিস হেবা করে তখন আর হেবাকারির জন্য তা ফেরত নেওয়ার অধিকার নেই, বিচারের ক্ষেত্রেও নয়, দিয়ানতের ক্ষেত্রেও নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দিকে এ বক্তব্যটি সম্বন্ধযুক্ত যে, তাঁর মতে হেবা করে ফেরত নেওয়া শুধু এক পদ্ধতিতে বৈধ। সেটি হলো যদি পিতা পুত্রকে কোনো জিনিস হেবা করে তখন পিতার জন্য পুত্র হতে তা ফেরত নেওয়া বৈধ। বস্তুত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে যদি অমাহরাম আত্মীয়কে হেবা করে দেয়, তবে তা ফেরত নেওয়া বৈধ। আর যদি মাহরাম আত্মীয়কে হেবা করে, তবে হেবাকৃত জিনিস ফেরত নেওয়া অবৈধ। এমনভাবে যদি কেউ অমাহরাম আত্মীয়কে হেবা করে এবং যাকে দান করেছে সে এই হেবার পরিবর্তে হেবাকারিকে কোনো জিনিস দেয়, তবে তখনও হেবাকৃত জিনিস ফেরত নেওয়া ইমাম সাহেব রহ. এর মতে অবৈধ। আর যদি কোনো বিনিময় না দেয় তবে হেবা ফেরত নেওয়া বৈধ।

হানাফিদের দলিল এবং এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

আবু হানিফা রহ.একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে তিনি (নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, - اَلْوَاهِبُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا অর্থাৎ, হেবাকারি স্বীয় হেবার অধিক হকদার, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই হেবার কোনো বিনিময় না দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ি রহ.এর দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তাতে হেবা হতে প্রত্যাবর্তনকারিকে কুকুর কর্তৃক বমি করে চেটে খাওয়ার মতো সাব্যস্ত করেছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হানাফিগণের পক্ষ হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিভিন্ন জবাব দেয় হয়েছে। একটি জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, এই হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেননি যে, হেবা হতে প্রত্যাবর্তন করা অবৈধ ও হারাম। বরং এদিকে ইশারা করেছেন যে, হেবা হতে প্রত্যাবর্তন করা পৌরুষ ও মরুওয়াতের বিপরীত। তাই তিনি হেবা হতে প্রত্যাবর্তনকারিকে কুকুরের বমি চেটে খাওয়ার সংগে উপমা দিয়েছেন। বস্তুত

---

[১৩২] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب الرجوع في الهبة , নাসায়ি : কিতাবুন নিহাল-باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده।

কুকুরের জন্য বমি চেটে খাওয়া হারাম হয় না। তিনি এই উদাহরণ দেননি যে, মানুষ নিজে বমি করে চেটে নিলো। এর দ্বারা বুঝা গেলো, যখন যার সংগে উপমা দেওয়া হয়েছে সে জিনিসটি হারাম নয়, সুতরাং যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে সেটিও হারাম নয়। তবে এই জবাবটি খুবই হালকা এবং জয়িফ। কেনোনা, এই উদাহরণের মাধ্যমে তিনি একাজটি যে মারাত্মক খারাপ তার বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং যেহেতু কুকুরের জন্য এ কাজটি হালাল, সেহেতু হেবা করে ফেরত নেওয়াও হালাল-একথাটি বাগধারার বিপরীত।

দিয়ানত এবং কাজার মতপার্থক্য

সুতরাং বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে দিয়ানতের বিবরণ রয়েছে। বস্তুত হানাফিদের মতেও বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, দিয়ানতরূপে হেবাকারির জন্য হেবার জিনিস ফেরত নেওয়া অবৈধ। যদিও কাজা হিসেবে (বিচারকের বিচারে) সে ফেরত গ্রহণের বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। যে হাদিসটি হানাফিগণ স্বীয় প্রমাণে পেশ করেছেন তাতে রয়েছে বিচারের বিবরণ অর্থাৎ, যদি বিচারকের আদালতে এই মুকাদ্দমা যায় তাহলে বিচারক তা ফেরত দিয়ে দিবেন। শাফেয়িগণ এর বিপরীত বলতে পারেন যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বিচারের বিবরণ, আর দ্বিতীয় হাদিস اَلْوَاهِبُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ তে দিয়ানতের বিবরণ রয়েছে। সারকথা, হাদিস সমূহের আলোকে উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত এমন বিষয়েই মুজতাহিদগণের মাঝে মতপার্থক্য হয়ে থাকে। কোনো পক্ষকে বাতিল বলা যায় না। উভয়দিকে দলিলাদি বিদ্যমান এবং উভয় হাদিসের ওপর কালামও হয়েছে। হানাফিগণ যে হাদিসটি পেশ করেছেন, এর সনদের ওপর শাফেয়িদের পক্ষ হতে কালাম করা হয়েছে। তবে আমি তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে এই হাদিসের সমস্ত সূত্র ও শাহেদ উল্লেখ করে দলিল করেছি যে, এই হাদিসটি দলিলযোগ্য। সনদের দুর্বলতার কারণে এটাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

পিতা তার পুত্র হতে হেবাকৃত জিনিস ফেরত নিতে পারেন

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يُّعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا اِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ.[১৩৩]

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. সূত্রে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয় কোনো কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেওয়া। ব্যতিক্রম শুধু পিতা। তিনি যে সম্পদ তার সন্তানকে হেবা করেছেন তা ফেরত নিতে পারবেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضــ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

১৩০৩। অর্থ : ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিসটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মাহরাম আত্মীয়কে কোনো কিছু হেবা করে তবে সে তা ফেরত নিতে পারবেনা যদি এর প্রতিদান না দেওয়া হয়। সাওরি রহ.এর মাজহাব।

---

[১৩৩] বিস্তারিত দ্র.- আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৫/৬৬৮, মুগনিল মুহতাজ : ২/৪০২, আল ফিকহুল ইসলামি : ৫/২৮।

দরসে তিরমিযী

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য দান করে তা ফেরত নেওয়া হালাল হবে না। তবে ব্যতিক্রম শুধু পিতার ক্ষেত্রে। যিনি তার সন্তানকে দান করেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يُّعْطِى عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا اِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ.

হানাফিদের মতে মূলনীতি হলো, যদি কোনো নিকটাত্মীয় মাহরামকে হেবা করেন, তবে তা ফেরত নেওয়া অবৈধ। বস্তুত ছেলেও নিকটাত্মীয় মাহরাম, সুতরাং তার কাছ হতেও ফেরত নেওয়া অবৈধ হওয়ার কথা। তবে হানাফিগণ এর এই ব্যাখ্যা করেন যে, এ অনুমতি اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, বাপের জন্য স্বীয় পুত্রের সমস্ত মালিকানায় তাসাররুফ তথা ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। এতে হেবা করে ফেরত নেওয়ার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পুত্রকে দান করে তার কাছ হতে তা ফেরত নেওয়ার অধিকারও আছে।[১৩৪]

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعَرَايَا وَالرُّخْصَةُ فِى ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ : দান এবং এ ব্যাপারে অবকাশ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৩)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِـــ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ اِلَّا اَنَّهُ قَدْ اَذِنَ لِاَهْلِ الْعَرَايَا اَنْ يَّبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.[١٣٥]

১৩০৪। অর্থ : জায়েদ ইবনে সাবেত রা. বর্ণনা করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা এবং মুজাবানা হতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি আরিয়্যা তথা দানকারিদের জন্য তা অনুমান করে সে পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর হাদিসটি এমন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আইউব, উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর ও মালেক ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন, নাফে' সূত্রে হজরত ইবনে উমর রা. হতে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুজাবানা হতে নিষিদ্ধ করেছেন। এ সনদেই হজরত ইবনে উমর রা. জায়েদ ইবনে সাবেত- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি (পাঁচ ওয়াসাকের কমে) আরিয়্যা করার অবকাশ দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদিস অপেক্ষা এটি আসাহ্।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ ' اَوْ كَذَا.

---

[১৩৪] বোখারি : কিতাবুল বুয়ু'-باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام , মুসলিম : কিতাবুল বুয়ু'- باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا।

[১৩৫] বিস্তারিত দ্র.- আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/৬৫, কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ : ২/২৯৫, হিলইয়াতুল উলামা : ৪/১৮৪, বাদায়ে' : ৫/১৯৪, আল মুনতাকা : ৪/২২৬।

১৩০৫। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাকের কমে আরিয়্যা বিক্রি করার অবকাশ দিয়েছেন। কিংবা অনুরূপ বলেছেন।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِــ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

১৩০৬। অর্থ : জায়েদ ইবনে সাবেত রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করে আরায়া বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح এবং হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটিও حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তন্মধ্যে রয়েছেন, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। তাঁরা বলেছেন, আরায়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ জিনিসগুলো হতে ব্যতিক্রমভুক্ত। কেনোনা, তিনি মুহাকালা ও মুজাবানা হতে নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁরা জায়েদ ইবনে সাবেত ও আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন এবং বলেছেন, তার জন্য পাঁচ ওয়াসাকের কম ক্রয় করার অধিকার আছে। অনেক আলেমের মতে এর অর্থ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাদের ক্ষেত্রে উদারতা দেখাতে চেয়েছেন। কেনোনা, তারা তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, বলেছিলেন, কোনো ফল বিক্রি করার মত পাইনা খেজুর ব্যতীত। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পাঁচ ওয়াসাকের কম ক্রয় করতে এবং তা হতে তাজা খেজুর খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

মুহাকালা এবং মুজাবানার অর্থ এবং এগুলোর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আগে এসেছে। অবশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানকারিদেরকে অনুমান করে আরিয়্যার বরাবর জিনিস দ্বারা বিক্রি করার অবকাশ দিয়েছেন।

আরিয়্যাতে শাফেয়িদের বক্তব্য এবং ব্যাখ্যা

অনেক হাদিসে আরায়ার অনুমতির কথা এসেছে, কিন্তু আরায়া বা আরিয়্যা কি জিনিস যা বিক্রি করার অনুমতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে অনেক মতপার্থক্য হয়েছে। শাফেয়ি রহ. বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের কমে বাইয়ে মুজাবানাকে আরায়া বলে। এটা বৈধ। আর যদি পাঁচ ওয়াসাক কিংবা ততোধিক হয়, তবে সেটা মুজাবানা। এটা হারাম। সুতরাং তাঁদের মতে যদি কোনো ব্যক্তি গাছে থাকা খেজুর পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে তবে এটা বৈধ। এটা হলো বাইয়ে আরায়া। যেনো তাদের মতে মুজাবানা এবং আরায়াতে শুধু এই পার্থক্য যে, মুজাবানা হয় পাচ ওয়াসাকের বেশিতে, আর আরায়া হয় পাঁচ ওয়াসাকের কমে।

হাম্বলিদের মাজহাব ও এর ব্যাখ্যা

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, (عَرَايَا) আরায়া শব্দটি আরিয়্যাতুনের জমা। আরিয়্যা মানে আতিয়্যা তথা দান। আগের যুগে লোকজন অনেক সময় স্বীয় খেজুর গাছের ফল পাকার আগে কিংবা কর্তনের আগে কোনো ফকিরকে হাদিয়া দিতো এবং তাকে বলতো, এই গাছের ফল তোমাদের। যে বৃক্ষ দান করতো তাকে মু'রি, আর যাকে দান করা হতো তাকে বলা হয় মু'রালাহু। মু'রালাহু যেহেতু গরিব হয়ে থাকে সেহেতু তার কামনা হতো, যে ফল আমাকে হেবা করা হয়েছে সেটা যদি এখনই পেয়ে যেতাম! অথচ সে ফল এখনো আছে গাছে কিংবা সে

কামনা করতো যে, এই ফলের লাভ এবং বিনিময়ে কোনো জিনিস যদি এখনই পেয়ে যেতাম! এ কারণে সে গাছের ফল কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিতো। তাকে বলতো, অমুক বৃক্ষের ফল কিংবা খেজুর তোমরা নিয়ে নাও এবং এর বিনিময়ে আমাকে কর্তিত খেজুর দিয়ে দাও। যাতে তা আমি এখনই ব্যবহার করতে পারি, কিংবা তা বিক্রি করে এর মূল্য স্বীয় বাচ্চাদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারি। এটাকে বলা হতো বাইউল আরায়া। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসকের কমে এটাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। আহমদ রহ. বলেন, মূলত তো এ বিক্রি হারাম হওয়া উচিৎ ছিলো। কেনোনা, এটা মুজাবানাই। তবে লোকজনের প্রয়োজন এবং হাজতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত এর অনুমতি দিয়েছেন। এটাকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা যেতে পারে بَيْعُ الْمَوْهُوْبِ لَهُ عَرِيَّةً مِّنْ غَيْرِ الْوَاهِبِ।

মালেকিদের মাজহাব এবং এর ব্যাখ্যা

মালেক রহ. বাইউল আরায়ার ব্যাখ্যা এই করেন যে, অনেক সময় বাগানের মালিক স্বীয় বাগানের একটি বৃক্ষের ফল কোনো ফকির এবং হাজতমন্দ ব্যক্তিকে হেবা করে দিতেন। তারপর ফল কর্তনের সময় বাগানের মালিক স্বীয় স্ত্রী-সন্তানদেরকে নিয়ে বাগানে অবস্থান করতেন। যাতে ফলও খেতে পারেন আবার বিনোদনও হয়। তবে সে ফকির স্বীয় গাছের ফল পারার জন্য বারবার সকাল-বিকাল বাগানে আসে। যার ফলে মালিক এবং তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের পেরেশানি হয়। তাই মালিক সে ফকিরকে বলেন, তুমি এই গাছের ফল আমার কাছে বিক্রি করে দাও এবং এর বিনিময়ে আমার কাছ হতে কর্তিত খেজুর নিয়ে যাও। ফলে সে ফকির কর্তিত খেজুর নিয়ে চলে যেতো। মালেক রহ. বলেন, এটা হলো বাইউল আরায়া। এটাকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা যায়- بَيْعُ الْمَوْهُوْبِ لَهُ عَرِيَّةً مِّنَ الْوَاهِبِ। মালেক রহ. এর মতে এই হাদিসে এটাকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হানাফিদের বক্তব্য এবং এর ব্যাখ্যা

আবু হানিফা রহ. بَيْعُ الْعَرَايَا এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটি প্রায় অনুরূপ যা ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, বাগানের মালিক এবং ফকিরের মাঝে যে লেনদেন হয়েছে এটি শুধু বাহ্যত বেচা-কেনা। তবে বস্তুত বেচা-কেনা নয়; বরং হেবাকৃত জিনিসের পরিবর্তন অর্থাৎ, اِسْتِبْدَالُ الْمَوْهُوْبِ بِمَوْهُوْبٍ اٰخَرَ قَبْلَ قَبْضِهٖ। যেনো প্রথমে বাগানের মালিক গাছে অবস্থিত ও ফকির কর্তৃক অকব্জাকৃত ফল হেবা করেছিলেন। আর যখন কব্জা করেনি ফলে এখনো পর্যন্ত হেবা পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কেনোনা, হেবাতে কব্জা করা শর্ত। সুতরাং হেবা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগে বাগানের মালিক তাকে বললেন যে, আমি এর পরিবর্তে কর্তিত খেজুর হেবা করছি। সুতরাং বাস্তবে এটি বেচা-কেনা হয়নি। কেনোনা, বেচা-কেনা তো তখন হতো, যখন গাছের ফল ফকিরের কব্জায় এসে যেতো এবং সে তার মালিক হয়ে যেতো তারপর বিক্রি করতো। মালেক রহ.এর মতে এটা বিক্রি। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য হলো হেবা পরিবর্তন।

হানাফি মাজহাবের প্রাধান্যের কারণসমূহ

ওপরযুক্ত মাজহাব চারটি এবং بَيْعُ الْعَرَايَا সংক্রান্ত চারটি মাজহাবের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে এতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, আরায়া সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যাখ্যা সর্বদিক হতে প্রধান। অভিধান, রেওয়ায়াত এবং দিরায়াত তথা যৌক্তিক সর্বদিক দিয়ে। অভিধানগত ভাবে একারণে যে, عَرَايَا শব্দটি আরিয়্যাতুনের বহুবচন। আরিয়্যাতুনের অর্থ আতিয়্যা তথা দান। বস্তুতঃ আরব অভিধানে এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ যে, গাছে অবস্থিত খেজুর হেবা করে দেওয়ার নাম আরিয়্যা। অথচ শাফেয়িগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে দানের কোনো দিক বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়ত মদিনাবাসীদের মধ্যেও এর এই অর্থই বুঝা

যেতো। ইমাম মালেক রহ. عرايا এর যে ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন, এর কারণ এই ব্যাখ্যা মদিনাবাসীর মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো। এ কারণে বোখারি শরিফে আছে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সম্পর্কে কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি عرايا এর ব্যাখ্যা করেন, তখন অপর এক সাহাবি জবাবে বললেন,

مَاعِلْمَ اَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَايَا অর্থাৎ عرايا কি জিনিস তা মক্কাবাসী কি জানেন? মদিনাবাসীই জানেন আরায়ার তাৎপর্য। কেনোনা, সেখানেই খেজুরের বাগান ছিলো, সেখানে একজন অপরজনকে দান হিসেবে খেজুর গাছ প্রদান করতেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, অভিধানিকভাবে হানাফিদের মাজহাব শ্রেষ্ঠ।

রেওয়ায়াতগতভাবে হানাফিদের মাজহাব এ কারণে প্রধান যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তাহলো قَدْ اَذِنَ لِاَهْلِ الْعَرَايَا اَنْ يَّبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا. অর্থাৎ, দানকারিদের জন্য আরায়া তথা দান বিক্রির অনুমতি প্রদান করেছেন। اهل শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, আরায়ার অর্থ আতিয়্যা বা দান, এর অর্থ মুজাবানা নয়। আর যদি রেওয়ায়াতগুলো দেখেন, তাহলে পরিলক্ষিত হবে যে, বহু রেওয়ায়াতে এ ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে যে, اَهْلُ عَرِيَّةٍ - আরিয়্যার মালিক স্বয়ং মু'রা তথা দানকৃত জিনিস বিক্রি করতো অথচ আহমদ রহ. কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যার স্বপক্ষে এতোগুলো রেওয়ায়াত নেই।

হানাফিদের ওপর একটি প্রশ্ন এবং এর জবাব

প্রশ্ন : এই হয়, আপনি যে বলছেন, মদিনাবাসী আরায়ার অর্থ বেশি জানেন, তাহলে তো ইমাম মালেক রহ. এর বক্তব্যই অবলম্বন করা উচিৎ।

জবাব : আমরা আরায়ার তাৎপর্য সংক্রান্ত সে ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য করেছি যা ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এর আইনগত বিবরণে আমাদের এবং তাদের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেছে। সেটা হলো হানাফিগণ বলেন, আমরা এটাকে বিক্রি এ জন্য বলতে পারিনা যে, হেবা কব্জা ব্যতিত পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আর এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, আরায়াতে যাকে দান করা হয়েছে তার পক্ষ হতে খেজুর কব্জা করা হয়নি। যেহেতু কব্জা করা হয়নি সেহেতু সে মালিকও হয়নি। যেহেতু মালিক হয়নি সেহেতু বিক্রি করবে কিভাবে? সুতরাং এটাকে প্রকৃত অর্থে বিক্রি বলতে পারেন না। বরং বাস্তবে এটা হলো হেবার পরিবর্তন। আর যে সব রেওয়ায়াতে بيع শব্দ এসেছে তার কারণ হলো এটি বাহ্যত বিক্রি।

এটাও অযৌক্তিক নয় যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে بيع শব্দ ব্যবহার করেননি। আমি তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে বহু হাদিস বর্ণনা করেছি যেগুলোতে بيع শব্দ আসেনি। হতে পারে বর্ণনাকারি বিবরণের সময় এটাকে বাহ্যিক বিক্রি মনে করে بيع শব্দ প্রবিষ্ট করেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ও এর জবাব

প্রশ্ন : যদি হানাফিদের বর্ণিত ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য করে বলা হয়, এটা হেবার পরিবর্তন, তাহলে তাতে আরায়ার কি বৈশিষ্ট? কারণ, কব্জার আগে তো প্রতিটি দাতা ব্যক্তিরই নিজের হেবার জিনিস পরিবর্তনের অধিকার থাকে।

জবাব : হানাফিদের পক্ষ হতে এই প্রশ্নের জবাব হলো, যেহেতু এ বিষয়টি পৌরুষ ও মরুওয়াতের খেলাফ যে, আপনি একটি জিনিস হেবা করেছেন আবার পরবর্তীতে তাকে তা ফেরত দিতে বলেছেন এবং অন্য আরেকটি জিনিস নিতে বলেছেন এটা করা, পৌরুষ এবং মরুওয়াতের বিপরীত। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহলে আরায়ার সংগে তথা দাতাদের সংগে এমন করা হলে এটা মরুওয়াতের বিপরীত না হওয়ার কথা।

তৃতীয় প্রশ্ন ও এর জবাব

প্রশ্ন : এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আরায়াকে মুজাবানা হতে মুসতাসনা তথা ব্যতিক্রম ভুক্ত করা হয়েছে। বস্তুত : মুজাবানা এক প্রকার বিক্রি। যদি আরায়া বিক্রি না হয় তাহলে মুজাবানা হতে তার ইসতিসনা বা ব্যতিক্রমভুক্তি না হওয়ার কথা।

জবাব : এটা ইসতিসনা মুনকাতে'। সুতরাং কোনো প্রশ্ন থাকলো না।

হানাফিদের মাজহাব যৌক্তিকভাবেও প্রধান

হানাফিদের মাজহাব যৌক্তিকভাবেও এ জন্যে প্রধান যে, মুজাবানা বস্তুত সুদের একটি শাখা। সুদের মধ্যে কম-বেশির কোনো পার্থক্য হয় না যে, কম হলে বৈধ আর বেশিতে অবৈধ। বস্তুত হানাফিদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে কমের মধ্যেও সুদের সম্ভাবনা বাকি থাকেনা। সুতরাং অভিধান, রেওয়ায়াত এবং যৌক্তিকভাবেও হানাফিদের মাজহাব প্রধান।[১৩৬]

بَابٌ مِّنْهُ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৬৪ : (মতন পৃ. ২৪৪)

عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِيْ حَارِثَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ اَبِيْ حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ التَّمَرِ بِالتَّمَرِ اِلاَّ لِاَصْحَابِ الْعَرَايَا فَاِنَّهُ قَدْ اَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهٖ.

১৩০৭। **অর্থ :** রাফে' ইবনে খাদিজ এবং সাহল ইবনে আবু হাসমা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন মুজাবানা তথা খেজুরের বিনিময়ে ফল বিক্রি করতে। তবে আরায়াওয়ালাদের জন্য ব্যতিক্রম। তাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এমনভাবে কিশমিশের বিনিময়ে আঙুর বিক্রি এমনভাবে প্রতিটি আন্দাজকৃত ফল সম্পর্কেও অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ সূত্রে এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ

অনুচ্ছেদ-৬৫ : প্রতারণা করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ.২৪৪)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنَاجَشُوْا.[١٣٧]

---

[১৩৬] বোখারি : কিতাবুল বুয়ূ'-باب لا يبيع علي بيع اخيه, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ূ'- باب تحريم بيع الرجل علي بيع اخيه وسومه علي سومه الخ।

[১৩৭] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب في الرجحان في الوزن , নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'-باب الرجحان في الوزن।

১৩০৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন অপরজনের কাছে আগে বেড়ে কথা দিয়ো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা ধোঁকাবাজিকে মাকরুহ মনে করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, نجش অর্থ, কোনো অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এক ব্যক্তি, যে কোনো জিনিসের ভালোমন্দ ভালোরূপে বুঝে, সে সামগ্রীটি বিক্রেতার কাছে এনে দ্রব্যের আসল মূল্য অপেক্ষা আরো বেশি দিতে বলে। এটা সে ক্রেতার সামনে এ জন্য করে যাতে ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে যায়। তার মতলব হলো যে বস্তুর দাম করছে সেটির ব্যাপারে ক্রেতা যেনো প্রতারিত হয়। এটা একপ্রকার ধোঁকা প্রতারণা।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, তবে সে তার কৃতকর্মে গুনাহগার হবে, তবে বেচা-কেনা বৈধ। কেনোনা, বিক্রেতা প্রতারক নয়, অন্য ব্যক্তি প্রতারক।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّجْحَانِ فِى الْوَزْنِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ : ওজন দেওয়ার সময় পাল্লা ঝুঁকিয়ে নেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৪)

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِّنْ هَجَرٍ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ وَعِنْدِيْ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَارْجِحْ.[১৩৮]

১৩০৯। **অর্থ :** সুওয়াইদ ইবনে কায়স রা. বলেন, আমি এবং মাখরাফা আবদি হিজর হতে কাপড় আনিয়েছিলাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদের কাছে তাশরিফ এনে সেলোয়ারের কাপড়ের ব্যাপারে দরদাম করলেন। তখন আমার কাছে একজন ওজনদাতা বসেছিলো। যে পারিশ্রমিক নিয়ে দোকানদারদের পণ্যসামগ্রী ওজন করে দিতো। সে ওজনদাতাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওজন করো এবং ঝুঁকিয়ে ওজন করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সুয়াইদের হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরাম ওজনে পাল্লা ভারি করা মোস্তাহাব মনে করেন। শো'বা রহ.এর হাদিসটি সিমাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু সফওয়ান হতে বলেন, তারপর এ হাদিসটি উল্লেখ করেন।

---

[১৩৮] আল মু'জামুল কাবির : ১৯/১৬৯।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهٖ

অনুচ্ছেদ-৬৭ : গরিব দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে অনুমতি তার সংগে নম্র আচরণ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ انْظَرَ مُعْسَرًا اَوْ وَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ.[১৩৯]

১৩১০। আবু কুরাইব ...... হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গরিব ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়, কিংবা তার হতে কোনো কিছু কমিয়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে স্বীয় আরশের ছায়া তলে ছায়া দান করবেন। যে দিন তার ছায়া ব্যতিত আর কোনো ছায়া থাকবে না। {তিরমিযী ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি}

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবুল ইউস্‌র, আবু কাতাদা, হুজাইফা, ইবনে মাসঊদ, উবাদা ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এসূত্রে حسن صحيح غريب।

পূর্ববর্তী এক উম্মতের ঘটনা

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئٌ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوْسَرًا وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ فَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ اَنْ يَّتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللهُ تَعَالٰى نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.[١٤٠]

১৩১১। অর্থ : আবু মাসঊদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হয়েছে। তখন তার আমলনামায় কোনো নেকি ছিলো না। অবশ্য লোকটি ছিলো বিত্তশালী এবং সে লোকজনের সংগে লেন-দেন করতো। সে তার গোলামদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো যাতে দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়। অর্থাৎ, তার প্রতি কঠোরতা আরোপ না করে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি এ বান্দা অপেক্ষা ক্ষমা ও মাফের অধিক হকদার। সুতরাং তাকে ক্ষমা করে দাও এবং মাফ করে দাও।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবুল ইউস্‌র হলেন, কার ইবনে আম।

এতে বুঝা গেলো, কোনো গরিব দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে মাফ করে দেওয়া অনেক বড় ফজিলতের কাজ এবং এর ফলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ পাওয়ার আশা করা যায়।

---

[১৩৯] মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب فضل انظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء الخ।

[১৪০] বোখারি : কিতাবুল হাওয়ালাত-باب في الحوالة, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة الخ।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مَطَلِ الْغَنِىِّ اَنَّهٗ ظُلْمٌ

অনুচ্ছেদ-৬৮ : ধনী লোকের তালবাহানা অত্যাচার প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.[১৪১]

১৩১২। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিত্তশালী ব্যক্তির তালবাহানা করা অত্যাচার। আর যখন তোমাদের মধ্য হতে কাউকে কোনো ধনী ব্যক্তির পেছনে লাগানো হয় তখন তার উচিৎ তার পেছনে লেগে যাওয়া।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর ও শারিদ ইবনে সুয়াইদ সাকাফি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُحِلْتَ عَلٰى مَلِيْءٍ فَاتَّبِعْهُ وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ.

১৩১৩। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিত্তশালীর তালবাহানা অত্যাচার। আর যখন তোমাকে কোনো বিত্তশালীর ওপর হাওয়ালা করা হয়, তুমি তার অনুসরণ করো। এক বিক্রিতে দু'বার বিক্রি করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

এর অর্থ, তোমাদের কাউকে যখন কোনো ধনী ব্যক্তির ওপর হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেনো তার অনুসরণ করে। এ কারণে অনেক আলেম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিত্তশালীর ওপর সোপর্দ করা হয়, আর সে হাওয়ালা গ্রহণ করে, তবে হাওয়ালাকারি দায়মুক্ত হয়ে যায়। তার জন্য হাওয়ালাকারির শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার নেই। এটি শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব। আর অনেক আলেম বলেছেন, যখন এ ব্যক্তির মাল ধ্বংস হয়ে যায়, যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছিলো তার দেউলিয়াত্বের কারণে, তবে প্রথমে শরণাপন্ন হওয়া তার জন্য বৈধ। তাঁরা হজরত উসমান রা. প্রমুখের বক্তব্য দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, যখন তারা বলেছেন 'যে কোনো মুসলমানের সম্পদের ওপর ধ্বংস নেই'- ইসহাক রহ. বলেছেন, 'কোনো মুসলমানের সম্পদের ওপর ধ্বংস নেই।' এ হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন এ ব্যক্তিকে অন্য আরেকজনের ওপর হাওয়ালা করা হয় আর সে মনে করে সে ধনী, অথচ সে হলো গরিব, কপর্দকহীন, তাহলে মুসলমানের সম্পদের ওপর ধ্বংস নেই।

---

[১৪১] বিস্তারিত দ্র.-আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৪/৫৮৩, আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/১৬৩, বাদায়ি' : ৬/১৬, রদ্দুল মুহতার : ৫/৩৪১, কাশফুল কিনা' : ৩/৩৭৪, আল মাজমু' : ১৩/৪৩২, মুগনিল মুহতাজ : ২/১৯৩।

বিত্তশালীর তালবাহানা করা অত্যাচার

এই হাদিসে প্রথম বাক্য হলো- مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ। মাতলুন শব্দের অর্থ তালবাহানা করা, দেরি করা। অর্থাৎ, এক ব্যক্তির দায়িত্বে অন্য আরেকজনের ঋণ রয়েছে, সে ব্যক্তি বিত্তশালী। ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে। তা সত্ত্বেও ঋণ আদায় করে না। এটা তার পক্ষ হতে অত্যাচার।

আরেকটি হাদিসের শব্দরাজি নিম্নরূপ- لِيُّ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

لي এর অর্থ তালবাহানা করা। অর্থাৎ, বিত্তশালীর তালবাহানা করা তার ইজ্জত আব্রু এবং সাজাকে হালাল করে দেয়।

ঋণগ্রস্থ তালবাহানাকারি হতে ক্ষতির বিনিময় তলব করার আদেশ

আমাদের যুগের একটি বিষয় হাদিসের এই বাক্যের সংগে সম্পৃক্ত। সেটি হলো অনেক আলেম বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ঋণ দেয় তাহলে এই ঋণের ওপর সুদ দাবি করার কোনো অধিকার শরয়ি মতে তার নেই। কেনোনা, সুদ হারাম। দ্বিতীয় বস্তু যা তলব করা যেতো সেটি ছিলো মুদ্রাস্ফীতির কারণে টাকার মূল্যে যে ঘাটতি এসেছে তার ক্ষতিপূরণ ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি হতে করানো। এ হতেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে আমরা দেখেছি ঋণী ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, আমি এক মাস পর টাকা-পয়সা আদায় করে দিবো। তবে যখন তারিখ আসার পর তার কাছে ঋণের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয় তখন সে টাকা আদায় করে না। অথচ আমরা দেখেছি তার মধ্যে করজ পরিশোধের সামর্থ্য আছে। ইচ্ছা করলে আদায় করতে পারে। তা সত্ত্বেও সে তালবাহানা করছে। তখন পাওনাদার ব্যক্তি তাকে বলে, যদি তুমি গরিব দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি হতে, তবে আমি তোমাকে সময় দিতাম। তবে তুমি তো ধনী ব্যক্তি, পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তুমি আদায় করছোনা। সুতরাং যতোটুকু সময় তুমি আমার ঋণ আদায় করবে না সে সময়ের লাভ তোমাকে পরিশাধ করতে হবে। যেমন, এক লাখ টাকার ঋণ তুমি এক মাস পর্যন্ত আদায় করনি। যেহেতু এক মাস পর্যন্ত যদি আমি এক লাখ টাকা কোনো ইসলামি ব্যাংকে রাখতাম, তাহলে এক মাসে এক হাজার টাকা ফেরত দিতো। তুমি আমাকে এই লাভ হতে বঞ্চিত করেছো। সমকালীন অনেক আলেম এই দাবিকে বৈধ সাব্যস্ত করেন। এটাকে তারা নাম দেন ক্ষতির বিনিময়। অর্থাৎ, এটা সে ক্ষতির বিনিময় করেছে যেটা ঋণী ব্যক্তির তালবাহানার কারণে পাওনাদার করেছে। সুতরাং এই বিনিময় দাবি করা বৈধ।

ক্ষতির বিনিময়ের ওপর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ

সে হাদিস দ্বারা এসব আলেম দলিল পেশ করেন, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ অর্থাৎ, কারও জন্য অবৈধ অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করা। যদি কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তাহলে এর পরিবর্তে বিনিময়ও আদায় করে দিবে। যে হাদিসটি কেবলমাত্র তিলাওয়াত করলাম, সেটি হলো, لِيُّ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ অর্থাৎ, বিত্তশালীর তালবাহানা তার শাস্তি ও ইজ্জত আব্রুকে বৈধ করে দেয়। এ হাদিস দ্বারাও বুঝা গেলো সে শাস্তির যোগ্য। সুতরাং যদি তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয় যে, তুমি এতো টাকা অতিরিক্ত আদায় করো, তবে এটা এসব হাদিসের আলোকে বৈধ হওয়া উচিৎ। আরবের অনেক আলেমের অবস্থান এটাই।

এই পদ্ধতিটি সুদি পদ্ধতির মতো

কিন্তু আমার নগণ্য মত হলো, এই অবস্থান বিশুদ্ধ নয়। কেনোনা, এই অবস্থান প্রায় সেই পদ্ধতির মতো যে সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে যে, যখন কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ থাকে এবং ঋণ পরিশোধের সময় এসে

যায়, তখন পাওনাদার ঋণী ব্যক্তিকে যেয়ে বলে, إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ অর্থাৎ, হয় তুমি ঋণ আদায় কর, কিংবা তাতে বৃদ্ধি করো। এই ওপরযুক্ত পদ্ধতিটিও এর মতো হয়ে যায়। যদিও হুবহু সে পদ্ধতি নয়। সুতরাং এই পদ্ধতিটিও অবৈধ।

ক্ষতির পরিবর্তে কোনো কিছু প্রদান এবং সুদি লেন-দেনে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এই অতিরিক্ত অংশের দাবি তখন করা হয়, যখন ঋণী ব্যক্তি ধনী হয়, কিন্তু যদি ঋনী ব্যক্তি গরিব-অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে অতিরিক্তের দাবি করা অবৈধ। অথচ শুধু ঋণে চাই ঋণী ব্যক্তি বিত্তশালী হোক কিংবা অভাবগ্রস্ত, সর্বাবস্থায় তার কাছ হতে সুদ দাবি করা হয়।

এমনভাবে এই অতিরিক্তের দাবির জন্য তালবাহানা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। যখন তালবাহানা পাওয়া যাবে তখন অতিরিক্তের দাবি করা বৈধ। যদি তালবাহানা পাওয়া না যায় তাহলে দাবি করা অবৈধ।

এমনভাবে সে সব আলেমের মতে এই অতিরিক্ত দাবি করা তখন বৈধ যখন ঋণী ব্যক্তি যে সময় ঋণ আদায় করেনি সে সময়টুকু এ পরিমাণ হয় যে, এর মাঝে যদি এই পাওনাদার এই অর্থ কোনো বৈধ ইসলামি ব্যাংকে রাখতো এবং এর দ্বারা তার লাভ হতো তখন শুধু এই পরিমাণ অতিরিক্ত দাবি করা বৈধ, যতোটুকু লাভ তার এই সময়ে ইসলামি ব্যাংক হতে হতো। তবে যদি এতোটুকু সময় হয় যে সময়ে ইসলামি ব্যাংক হতে কোনো লাভ বর্ধিত হতো না তবে অতিরিক্ত দাবি করাও অবৈধ। এসব আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওলামায়ে কেরামের বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং সুদের প্রচলিত পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। তবে এই পার্থক্য সত্ত্বেও সুদের সংগে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাই আমি এ পদ্ধতিটিকে বৈধ মনে করিনা।

ক্ষতির বিনিময় প্রদানেও আর্থিক শাস্তি পাওয়া যায়

হজরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরিফে বলেছেন, لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ্জত-আব্রু ও সাজার বিবরণ দিয়েছেন যে, তার আব্রু ও সাজা বৈধ হয়ে যায়। তবে তিনি একথা বলেননি যে, يُحِلُّ مَالَهُ অর্থাৎ, তার মাল হালাল হয়ে যায়। বস্তুত : শাস্তি সম্পর্কেও অধিকাংশ আলেম বলেন যে, আর্থিক শাস্তি অবৈধ। আর যে সব আলেম বৈধও বলেন, তাদের মতেও সে মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং সরকারের কাছে যাবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে যাবেনা। অথচ এ পদ্ধতিতে সে অতিরিক্ত সম্পদ পাওনাদারের কাছে যায়। তাই এই পদ্ধতি অবৈধ।

তালবাহানাকারির অপরাধ চোর ডাকাতের অপরাধের চেয়ে অনেক কম

ঋণী তালবাহানাকারির অপরাধ চোর ডাকাত এবং ছিনতাইকারির অপরাধের চেয়ে বড় নয়। এক ব্যক্তি এক লাখ টাকা চুরি করে নিয়ে গেলো। ছয় মাস পর এক লাখ টাকা বের হলো এবং এই ছয় মাসের মধ্যে সে চোর এই এক লাখ দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে এবং লাভ করতে থাকে। এবার দেখুন, শরিয়ত এই নির্দেশ তো দিয়েছে যে, চোরের হাত কর্তন করা হবে। তবে চোরের কাছে এই দাবি করেনা যে, যদি এক লাখ টাকা মালিকের কাছে (যার মাল চুরি করা হয়েছে) থাকতো, তাহলে সে এ সময়ে এর দ্বারা লাভ অর্জন করতো। সুতরাং তুমি এতো টাকা অতিরিক্ত আদায় কর- এই দাবি চোরের কাছে করে না। সুতরাং যখন চোর ডাকাত যারা ঋণী তালবাহানাকারি অপেক্ষা বড় অপরাধী, তাদের কাছ হতে অতিরিক্তের দাবি করা হয় না, তাহলে ঋণী তালবাহানাকারি হতে অতিরিক্ত দাবি করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

ছিনতাইকৃত লাভের জরিমানা আসে না

হানাফিদের মতে ছিনতাইকৃত লাভের জরিমানা আসে না। আর সেসব আইনবিদের মতে জরিমানা আসে। তাঁদের মতেও তখন জরিমানা আসে যখন সেটি নগদ অর্থ হয়। যদি নগদ রূপে না হয় তাহলে তাদের মতে এর জরিমানা আসেনা। এটাই ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালেক রহ. এর মতও। সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে, ঋণী তালবাহানাকারি লাভ ছিনতাই করে যে ক্ষতি করেছে, সে ক্ষতিপূরণ দিবে।

এটা সুদখোরি মানসিকতার পরিচায়ক বহন করে

মূলত কথা হলো, এই ধারণা এবং মানসিকতা যে, যদি এতোদিন পর্যন্ত এই অর্থ অমুক স্থানে লাগাতাম তখন সেখান হতে আমার এতো লাভ হতো এবং এতো টাকা পেতাম। সুতরাং সে অর্থ আমাকে আদায় করো। এটা হলো সুদখোরি মানসিকতা। কেনোনা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সুদখোরি ব্যবস্থার মানসিকতা হলো পয়সা প্রতিদিন উপকারি। অর্থাৎ, পয়সা সত্তাগতভাবে লাভজনক। এটা হলো ডিমদাতা মুরগি। যার দৈনন্দিন একটি ডিম দেওয়া উচিৎ। যেদিন সে ডিম দেয়নি, সেদিন যার কারণে ডিম দিলোনা, তার কাছ হতে সে ডিম আদায় করো। এটা হলো সুদখোরি মানসিকতা। আজকালের অর্থনৈতিক পরিভাষায় এটাকে বলা হয় Opportunity Cost. অর্থাৎ, সম্ভাব্য এবং প্রত্যাশিত লাভ। কিংবা এমন বলতে পারেন, কোনো জিনিস লাভজনক হওয়ার ক্ষমতা রাখা। এই টাকা লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এক সপ্তাহ বা এক দিনের জন্য টাকা আটকে রাখে সে যেনো সম্ভাব্য লাভকে বাধাগ্রস্ত করলো। সুতরাং তার ক্ষতিপূরণ তার দায়িত্বে আবশ্যক।

শরয়িভাবে সম্ভাব্য লাভ ধর্তব্য নয়

মূলত কথা হলো, শরিয়ত নগদ অর্থের মধ্যে সম্ভাব্য লাভ ধর্তব্যে আনে না। কেনোনা, যদি তা ধর্তব্যে আনা হতো, তাহলে সুদের দরজা চৌকাঠ খুলে যেতো। তাই এই সম্ভাব্য লাভ দাবি করা অবৈধ।

তবে তো ঋণদাতার ওপর অত্যাচার হবে

প্রশ্ন : এই পদ্ধতিতে তো এই ঋণদাতার ওপর বড় অত্যাচার হবে এবং তার কাছে বলা হবে যে, তুমি করজ দিয়ে কেনো বেওকুফি করেছ? যেনো সমস্ত ক্ষতি বা লোকসান ঋণদাতার হবে এবং আজকালের নীতি নৈতিকতার যে মানদণ্ড আছে যে, লোকজন প্রতিশ্রুতির ধার ধারে না। সময় মতো টাকা আদায় করে না। এবার যদি ঋণগ্রহীতাকে সুস্পষ্ট ছুটি দেওয়া হয় এবং তার কাছে কোনো দাবি না করা হয় তবে তো সে আরো বেশি দেরি করবে, ফলে লোকজন ঋণপ্রদান হতে এড়িয়ে চলবে। এ দ্বারা কারবারে লোকসান হবে। এর কি সমাধান কি?

তালবাহানাকারি ঋণীর ওপর চাপ সৃষ্টির শরয়ি নিয়ম

সমাধান : আমি এই সমস্যার এই সমাধান পেশ করেছি যে, সে ঋণী ব্যক্তি হতে ঋণ চুক্তি করার সময়ই এই চুক্তিনামা লিখে নিতে হবে যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি সময় মতো ঋণ আদায় না করে, তাহলে শতকরা এতো টাকা দানদক্ষিণার কাজে লাগাবে। সে টাকা ঋণদাতার আয়ের অংশ হবে না এবং সে সেটা পাবে না বরং খয়রাতি কাজে ব্যয় হবে। সুতরাং এবার তালবাহানা করলে ঋণীর ওপর সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খয়রাতি কাজে প্রদান করা আবশ্যক হবে। আর যদি ঋণদাতা কোনো ব্যাংক হয় তবে সে ব্যাংক নিজের কাছে একটি খয়রাত বা কল্যাণ ফান্ড বানিয়ে নিবে। ঋণপ্রদানের সময় ঋণগ্রহীতা হতে এই চুক্তি লিখে নিবে যে, সময় মতো আদায় না করলে শতকরা এতো টাকা এই খয়রাতি ফান্ডে জমা করাবে এবং সে অর্থ ব্যাংকের আয়ের অংশ হবে না। এই চুক্তি করা হবে তাই যাতে তার ওপর চাপ থাকে। এই চাপের ফলে সে যেনো সময় মতো ঋণ আদায় করে।

এই সমাধানের শরয়ি অনুমতি

এই সমাধানের শরয়ি বৈধতার বিষয়টি, সেটি হলো এই চুক্তিটি একটি প্রতিশ্রুতি, যেটি ঋণগ্রহণের সময় ঋণী ব্যক্তি করছে যে, যদি আমি সময় মতো আদায় না করি, তাহলে এতো টাকা দানদক্ষিণার কাজে লাগবে। মালেকি ফকিহগণ সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, যে এমন করা বৈধ। অনেক মালেকি আইনবিদ তো এই পর্যন্ত লিখেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রহণের সময় এমন ওয়াদা করে তবে এটা বিচারগত ভাবেও বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ, সময় মতো আদায় না করলে আদালতের মাধ্যমেও তাকে বাধ্য করা যেতে পাবে। যাতে সে স্বীয় এই ওয়াদা পূর্ণ করে ও আদায় করে। সুতরাং এই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে উভয়ের হকের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। ঋণদাতার অধিকার এবং তার অর্থের হিফাজতও হয়ে যায় আর ঋণী ব্যক্তির ওপর চাপও পড়ে, যাতে সে সময় মতো পরিশোধ করে এবং সুদের ফাসাদ-ক্ষতিও জরুরি না।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের দ্বিতীয় বাক্য

এই হাদিসের দ্বিতীয় বাক্য হলো- وَإِذَا اتُّبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ অর্থাৎ, যখন তোমাদের কাউকে কোনো ধনীর পেছনে লাগানো হয় তখন তার উচিৎ তার পেছনে লাগা। পেছনে লাগানোর অর্থ, ঋণ যদি অন্যের ওপর হাওয়ালা করা হয়, তাহলে ঋণদাতা সেই ধনীর পেছনে লেগে যাবে। যেমন, ঋণী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার কাছ হতে পয়সা আদায় করার পরিবর্তে অমুকের কাছ হতে আদায় করবে। এটাকে আরবিতে হাওয়ালা বলে। আর পেছনে লাগার অর্থ, ঋণদাতা তার হাওয়ালাকে গ্রহণ করে নিবে। যেনো হাদিসের এ বাক্যে হাওয়ালা গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ হাদিস দ্বারা এটাও জানা গেলো যে, শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে হাওয়ালা বৈধ। তবে অনেক ফিকহি মাসআলা হাদিসের এই বাক্যের সংগে সম্পৃক্ত।

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাজহাব

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, যে হাওয়ালা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য হাওয়ালা কর্তার হাওয়ালা বা অর্পণই যথেষ্ট। ঋণদাতার সম্মতি আবশ্যক না। যেনো ঋণী ব্যক্তি যদি স্বীয় ঋণদাতাকে বলে যে, আমি নিজ ঋণের হাওয়ালা অমুকের ওপর করছি এবং সে অমুক ব্যক্তি তা গ্রহণ করে নেয়, তবে ঋণদাতার ওপর ওয়াজিব হলো, সে হাওয়ালা গ্রহণ করে নেওয়া। যদি ঋণদাতা সম্মত না হয়, তবুও হাওয়ালা বৈধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে فَلْيَتَّبِعْ শব্দটি নির্দেশসূচক। আর নির্দেশসূচক শব্দ ওয়াজিব তথা আবশ্যকতা বুঝায়। এর হতে বুঝা গেলো যে, পেছনে লাগা ওয়াজিব। চাই ঋণদাতা এর ওপর সম্মত হোক বা না হোক।

অধিকাংশ আইনবিদের বক্তব্য এবং তাঁদের দলিল

ইমামত্রয় তথা হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি এবং অধিকাংশ ফকিহ এর পক্ষে যে, ঋণদাতার সম্মতি ব্যতিত হাওয়ালা বৈধ হয় না। তাদের মতে হাওয়ালা একটি ত্রিপক্ষীয় লেন-দেন। এতে তিনটি পক্ষ থাকে। তাদের তিন পক্ষেরই সম্মতি আবশ্যক। ১. হাওয়ালাকারি, ২. হাওয়ালা গ্রহণকারি, ৩. যার ওপর হাওয়ালা করা হচ্ছে সে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই তিনটি পক্ষ একমত না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত হাওয়ালা বৈধ হবে না। সুতরাং ঋণদাতার সম্মতিও আবশ্যক। অধিকাংশ ফকিহ তিরমিযী শরিফের পেছনের অনুচ্ছেদ- بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ এ বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ অর্থাৎ, প্রতি হাতের ওপর সে জিনিস ওয়াজিব যা সে গ্রহণ করেছে, যতোক্ষণ না সে তা মালিককে আদায় করে। এই হাদিসের আলোকে ঋণী ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হলো, স্বীয় ঋণ ঋণদাতার কাছে

পৌঁছানো। আর এই আবশ্যকতা ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ না সে আদায় করবে। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, মূল দায়িত্ব ঋণীর ওপর। ঋণদাতার অধিকার রয়েছে ঋণীর কাছে তা দাবি করার। এই অধিকার ঋণদাতার সম্মতি ব্যতিত বাতিল হবেনা।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো- فَلْيَتَّبِعْ তে যে নির্দেশ সূচক শব্দটি রয়েছে এটি ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং মোস্তাহাবের জন্য। যেনো ঋণদাতাকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনো ঋণী কোনো ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করে তবে তা গ্রহণ করে নাও। তবে তার দায়িত্বে গ্রহণ করে নেওয়া ওয়াজিব করা হয়নি।

অধিকাংশ আইনবিদের যৌক্তিক দলিল

অধিকাংশ আইনবিদ যৌক্তিক দলিল এই পেশ করেন যে, ঋণী ঋণীতেও পার্থক্য হয়, এক ঋণীর মেজাজ নরম হয়ে থাকে। তার সংগে কথা বলা সহজ। তার কাছে ঋণ চাওয়া সহজ। তার সংগে কথা বললে কমপক্ষে মন ঠাণ্ডা হবে। চাই পয়সা তখন আদায় নাই করুক না কেনো। আরেক ঋণী আছে কঠোর স্বভাবী। তার সংগে সাক্ষাত করাও কঠিন ব্যাপার। সাক্ষাত হলেও কথা বলার সময় ঝাড়ি মারে। এমন ব্যক্তির কাছ হতে ঋণ দাবি করা এবং ঋণ আদায় করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ নম্র স্বভাবী লোকের কাছ হতে ঋণ আদায় করা সহজ হয়ে থাকে। সুতরাং ঋণদাতাকে এর ওপর বাধ্য করা শরিয়তের দাবি নয় যে, তুমি অমুক কঠোর মেজাজি লোকের কাছ হতে স্বীয় ঋণ আদায় করো, ঋণী ব্যক্তির কাছে দাবি করো না।

অধিকাংশ আইনবিদ এটাও বলেন, যদি একবার এটা কবুল করে নেওয়া হয় যে, ঋণদাতার ওপর হাওয়ালা গ্রহণ করা ওয়াজিব, তাহলে এই ধারা অসীম হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ- ক ঋণের হাওয়ালা খ এর ওপর করলো, যখন ঋণদাতা খ এর কাছে ঋণ দাবি করতে গেলো, তখন সে গ এর ওপর হাওয়ালা করে দিলো। যখন গ এর কাছে ঋণদাতা পৌঁছল তখন সে ঘ এর ওপর হাওয়ালা করলো এবং সর্বত্র ঋণদাতার ওপর হাওয়ালা গ্রহণ করা ওয়াজিব করে দেওয়া হলো তখন বেচারা ঋণদাতা ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে যাবে, তারপরেও ঋণ আদায় হবে না। এর ফলে একথা উৎসারিত হয় যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে নির্দেশসূচক শব্দ ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়, বরং মোস্তাহাব বুঝানোর জন্য।

হাওয়ালাতে হাওয়ালাকারি কি দায়মুক্ত?

দ্বিতীয় মাসআলা যেটি এ হাদিসের সংগে সম্পৃক্ত যার দিকে তিরমিযী রহ. ইশারা করেছেন, সেটি হলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো হাওয়ালার ফলে হাওয়ালাকারি (মূল ঋণী) দায়মুক্ত হয়ে যায়। হাওয়ালাকারির কাছে ঋণদাতার ঋণের দাবির অধিকার ভবিষ্যতে কখনও থাকেনা। বরং তার ওপর ওয়াজিব হলো, সর্বদা যার হাওয়ালা করেছে তার কাছে দাবি করা। এবার কোনো অবস্থাতেই মূল ঋণী (হাওয়ালাকারি) হতে দাবি করার অধিকার কখনও ফিরে আসবে না। মালেক রহ. এর বক্তব্যও এটাই।

ইমাম সাহেব রহ. এর বক্তব্য

ইমাম আবু হানিফা রহ.বলেন, যদি (ঋণ) বাস্তবে ধ্বংস (توى) হয়ে যায়, তাহলে তখন ঋণদাতা মূল ঋণী (হাওয়ালাকারি) হতে দাবি করার অধিকার রাখে। توى শব্দটি تَوِىَ يَتْوِيْ تُوًى হতে ক্রিয়ামূল। এর অর্থ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। হাওয়ালাতে توى এর কয়েকটি পদ্ধতি হয়ে থাকে। এক পদ্ধতি এই হয় যেমন, যার ওপর হাওয়ালা করা হলো, সে ঋণ আদায় করতে অস্বীকার করলো যে, আমি ঋণ আদায় করবো না এবং ঋণদাতার কাছে ঋণ দলিল করার জন্য কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। তখন তো توى বাস্তবে সাব্যস্ত হলো। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ঋণ পরিশোধের আগে যার ওপর হাওয়ালা করেছিলো তার ইন্তেকাল হয়ে গেলো। সে তার পরিত্যক্ত মালে

এ পরিমাণ সম্পদ রেখে যায়নি, যা দ্বারা ঋণ আদায় হতে পারে। তখনও توى পাওয়া গেলো। তৃতীয় পদ্ধতি ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.এই বর্ণনা করেন যে, যদি বিচারক ও আদালত, যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছিলো তাকে কপর্দকহীন দেউলিয়া সাব্যস্ত করেন তাহলেও توى সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং ওপরযুক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্য হতে কোনো পদ্ধতি পাওয়া যাওয়ার ফলে বাস্তবে توى বা ধ্বংস পাওয়া গেলে ঋণদাতা মূল ঋণী ব্যক্তির কাছে দাবি করতে বা বলতে পারে যে, এবার তুমি আমার ঋণ আদায় করো।

ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ রহ.-এর দলিল

শাফেয়ি রহ. ও আহমদ রহ. প্রমুখ এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ। এতে বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে কোনো ধনী ব্যক্তির পেছনে লাগানো হয় সে যেনো তার পেছনে লেগে থাকে। অর্থাৎ, সর্বদা পেছনে লেগে থাকবে। এতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, যার পেছনে লাগিয়েছে তার হতে ফিরে আসতে পারবে। সুতরাং সর্বদা তার পেছনে লেগে থাকতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দলিল

আবু হানিফা রহ. উসমান রা.-এর আছর দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেটি তিরমিযী রহ. প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো- لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى[১৪২] অর্থাৎ, মুসলমানের সম্পদের ওপর ধ্বংস আসতে পারে না। উসমান গণী রা. এ কথাটি এ প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন যে, যদি আমরা বলি করজপ্রাপক এবার হাওয়ালাকারির শরণাপন্ন হতে পারে না ও তার কাছে দাবি করতে পারে না, তাহলে মুসলমানের সম্পদের ওপর ধ্বংস এসে গেলো। কেনোনা, ঋণপ্রাপকের মাল ধ্বংস হয়ে গেলো। এবার তা পাওয়ারও কোনো আসা নেই। অথচ মুসলমানের সম্পদের ওপর ধ্বংস থাকে না।

শাফেয়িদের পক্ষ হতে একটি প্রশ্ন এবং এর জবাব

শাফেয়ি রহ. এ আছরের ওপর একটি প্রশ্ন তোলেন যে, এই আছরটি নির্ভর করে খুলাইদ ইবনে জাফর নামক বর্ণনাকারির ওপর। তাকে অজ্ঞাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই আছর দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়। তবে صحيح কথা হলো, খুলাইদ ইবনে জাফর صحيح মুসলিমের একজন বর্ণনাকারি। বর্ণনাকারিদের সম্পর্কে কঠোর ব্যক্তি শো'বা রহ.এর মতো মনীষী তাঁর সূত্রে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার হাদিস প্রামাণ্য। অনেক শাফেয়ি এই আছর لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সেটি হলো, এটা তখনকার পদ্ধতিতে যখন হাওয়ালার সময় ঋণপ্রাপক মনে করেছিলো যে, যার ওপর হাওয়ালা করা হলো সে ধনী-বিত্তশালী এবং টাকা পরিশোধে সক্ষম। তবে পরবর্তীতে জানা গেলো, সে ধনী নয় বরং সে ফকির। তখন لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى হাদিস বাস্তবায়িত হবে। তবে যদি আগেও সে ধনী হয় এবং তার এই ধনী হওয়ার বিষয়টি জানা থাকে, পরবর্তীতে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন এই পদ্ধতিতে এই আছরটির বাস্তবায়ন হবে না।

যদি আমরা এর এই জবাব দেই যে, এই আছরটি তো মুতলাক বা শর্তহীন। তারপর আপনি কোথা হতে এই কয়েদ তথা শর্তগুলো প্রবিষ্ট করলেন? এবং এর সমর্থনে আলি রা.-এর আছরও বিদ্যমান রয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, হাওয়ালাতে ধ্বংসের পদ্ধতিতে হাওয়ালাকারির শরণাপন্ন হতে পারে। এমনভাবে হজরত হাসান

---

[১৪২] বোখারি : কিতাবুস সলম-باب السلم في كيل معلوم, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب السلم।

রহ., কাজি শুরাইহ রহ., ইবরাহিম রহ. তাঁরা সব তাবেয়ি ও এর প্রবক্তা যে, এই হাওয়ালাকারির শরণাপন্ন হতে পারে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

বাকি রইল এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিষয়টি। এর জবাব হলো এতে একথা কোথায় বলা হয়েছে যে, উচিৎ কেয়ামত পর্যন্ত তার পেছনে লেগে থাকা। পয়সা পাক আর না পাক, যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে সে মরে যাক কিংবা জীবিত থাকুক, চাই সে অস্বীকার করুক বা স্বীকার করুক, এসব কথা হাদিসের কোথায় রয়েছে? বরং হাদিসে তো হাওয়ালাকে ধনী হওয়ার ওপর মওকূফ করা হয়েছে যে, যদি ধনীর পেছনে লাগানো হয় তাহলে তার পেছনে লেগে যাও। যার অর্থ হাওয়ালার মঞ্জুরি নির্ভর করে যার ওপর হাওয়ালা করেছে তার ধনী হওয়ার ওপর। যদি সে ধনী না হয় তাহলে তখন হাওয়ালা গ্রহণ করার কারণ অবশিষ্ট থাকেনি। সুতরাং দেউলিয়া ঘোষণার পদ্ধতিতে আসল ঋণী ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ।

চেকের ওপর হাওয়ালার বিধি-বিধান চালু হবে

বর্তমান আমলের হাওয়ালার প্রচলন প্রচুর হয়ে গেছে। যেমন, এই একটি চেক। যে ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট আছে, সে কারও নামে চেক প্রয়োগ করে যে, তুমি যেয়ে ব্যাংক হতে এই অর্থ আদায় করে নাও। এটাও হাওয়ালা। কেনোনা, চেক প্রয়োগকারকের ঋণ ব্যাংকের ওপর আছে, আর চেক প্রয়োগকারকের ওপর আছে আরেক ব্যক্তির ঋণ। এবার এই চেক প্রয়োগকারক ব্যক্তি নিজের ঋণের হাওয়ালা করছে ব্যাংকের ওপর। তখন ব্যাংক হয় মুহতাল আলাইহ্ (যার ওপর হাওয়ালা করা হয়েছে), চেক প্রয়োগ করনেওয়ালা হাওয়ালাকারি, আর যার নামে চেক প্রয়োগ হয়েছে সে হলো, মুহতাল (যে হাওয়ালা গ্রহণ করেছে)। সুতরাং তার ওপর হাওয়ালার সমস্ত বিধি-বিধান চালু হবে।

চেক দ্বারা জাকাত আদায় এবং বাইয়ে ছরফের (স্বর্ণ-রূপা লেনদেনের) আদেশ

এটা যেহেতু হাওয়ালা তাই যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে চেক দেয়, তাহলে এটা বলা হবে না যে, সে নগদ পয়সা আদায় করে দিয়েছে। সুতরাং যদি চেকের মাধ্যমে জাকাত আদায় করে, তবে ততোক্ষণ পর্যন্ত জাকাত আদায় হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক হতে নগদ অর্থ আদায় না করবে। এমন চেকের মাধ্যমে পরিশোধের পদ্ধতিতে বাইয়ে ছরফ্ (স্বর্ণ-রূপা লেনদেন) বৈধ হবে না। কেনোনা, বাইয়ে ছরফে মজলিসের মধ্যে (মাল) কব্জা করা আবশ্যক। অথচ চেকের মধ্যে আদায় বা আদায় নেই বরং হাওয়ালা রয়েছে। এমনভাবে চেক ছাড়াও ঋণের যে সমস্ত রসিদ আজ-কাল প্রচলিত আছে বরং হাওয়ালা আছে, সে সবেরও এটাই আদেশ।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত কারেন্সি নোট সম্পর্কেও সমস্ত ওলামায়ে কেরাম বলতেন যে, এই নোটও ঋণের রসিদ এবং এটা আদায় করাও বস্তুত হাওয়ালা। তাই এর ফলে জাকাত আদায় হবে না এবং এর মাধ্যমে বাইয়ে ছরফও অবৈধ। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রথমে আরজ করেছি যে, এখন কারেন্সি নোট রসিদ নয় বরং এখন ওরফি মূল্য হয়ে গেছে। সুতরাং এর মাধ্যমে জাকাতও আদায় হয়ে যাবে এবং বাইয়ে ছরফও বৈধ হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ : মুনাবাজা, মুলামাসা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৪)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.[১৪৩]

---

[১৪৩] বিস্তারিত দ্র.- আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৪/৬১৫, আল-মাবসুত : ১২/১৩১, বাদায়ি : ৫/২০৯, আল মুগনি ইবনে-কুদামা : ৪/৩০৭, ইলাউস সুনান : ১৪/৪১৯।

১৩১৪। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাবাজা ও মুলামাসা (বিক্রয়পণ্য স্পর্শ করা) হতে নিষিদ্ধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

এ হাদিসের অর্থ, এমন বলা, যখন আমি তোমার দিকে দ্রব্যটি নিক্ষেপ করবো, তখন তোমার ও আমার মাঝে বেচা-কেনা আবশ্যক হবে। আর মুলামাসার অর্থ এমন বলা যে, তুমি যখন পণ্যটি স্পর্শ করবে, তখন বেচা-কেনা আবশ্যক হবে। যদিও বিক্রয় দ্রব্যের কিছুই সে দেখেনা। যেমন, থলে কিংবা অন্য কিছুর মধ্যে বিক্রয়দ্রব্য আছে। এটা ছিলো জাহেলি যুগের লোকদের বেচা-কেনা। ফলে তা হতে নিষেধ করেছেন।

مُنَابَذَةٌ এর অর্থ, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, যখন এই জিনিসটি যার সংগে দরদাম হয়েছে, আমি তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করবো, তখন বেচা-কেনা আবশ্যক হয়ে যাবে। আর মুলামাসার অর্থ, ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে যে জিনিসের দরদাম হচ্ছে এর সম্পর্কে ক্রেতা বলবে, যখন আমি এটাকে হাতে স্পর্শ করবো, তখন বেচা-কেনা আবশ্যক হবে। এই হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো হতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে এই দুটি জিনিসের প্রচলন ছিলো। নিষেধের কারণ হলো, এগুলোতে تَعْلِيْقُ التَّمْلِيْكِ عَلَى الْخَطَرِ (মালিকানা আশংকার ওপর নির্ভরশীল হওয়া) পাওয়া যায়, যেটি একপ্রকার ওজর। তাই এ দুটি আদেশই অবৈধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّلَفِ فِى الطَّعَامِ وَالتَّمَرِ

অনুচ্ছেদ-৭০ : খাদ্য ও খেজুর বাইয়ে সলম প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِــ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثَّمَرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.[১৪৪]

১৩১৫। অর্থ : ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন, তখন মদিনাবাসী খেজুরে বাইয়ে সলম করতেন। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা বাইয়ে সলম করো, তখন মাপ এবং ওজন জানা থাকা উচিৎ এবং সময়ও নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। এ হাদিস দ্বারা বাইয়ে সলমের বিধিবদ্ধতা জানা যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা র. বলেছেন, হজরত ইবনে আবু আওফা ও আব্দুর রহমান ইবনে আবযা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[১৪৪] বিস্তারিত দ্র.- আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৪/৭২৩, মুগনিল মুহতাজ : ২/১১৮,-আল মুহাজ্জাব : ১/৩০৩, আল মুগনি ইবনে-কুদামা : ৪/৩৫০।

সাহাবা প্রমুখ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা খাদ্যদ্রব্য ও কাপড় ইত্যাদি যেগুলোর সংজ্ঞা ও গুণ জানা যায় সেগুলোতে সলমের অনুমতি দিয়েছেন। তারা প্রাণিতে সলমের ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে প্রাণিতে সলম করা বৈধ। শাফিই, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই। বস্তুত : সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম প্রাণিতে সলম করা মাকরুহ মনে করেছেন। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত।

আবুল মিনহালের নাম হলো, আব্দুর রহমান ইবনে মুতইম।

দরসে তিরমিযী

জীব-পশুতে বাইয়ে সলমের আদেশ

পশুর মধ্যে বাইয়ে সলমের বৈধতা সম্পর্কে ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে পশুতে বাইয়ে সলম বৈধ। হানাফিদের মতে জীব-পশুতে বাইয়ে সলম অবৈধ। কেনোনা, হানাফিদের মতে বাইয়ে সলমের জন্য আবশ্যক হলো, হয়ত সে জিনিসটি পরিমাপের হবে, কিংবা ওজনের, কিংবা কাছাকাছি পর্যায়ের সংখ্যা বিশিষ্ট হবে। যার শাখাগুলোতে অনেক বেশি পার্থক্য হয়, সেগুলোতে বাইয়ে সলম অবৈধ। কেনোনা, এগুলোতে ঝগড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যখন পরিশোধের সময় আসবে তখন বিক্রেতা বলবে, আমি নিম্নপর্যায়ের জিনিসে সলম করেছিলাম। আর ক্রেতা বলবে– না, আফজাল ও উচুঁ পর্যায়ের জিনিসের মধ্যে হয়েছিলো সলম।[১৪৫]

প্রাণি করজ নেওয়া বৈধ কি না? এই মতপার্থক্য আরেকটি মাসআলার ওপর নির্ভরশীল। সেটি হলো, শাফেয়িদের মতে প্রাণি ঋণ নেওয়া বৈধ। আমাদের মতে প্রাণি করজ নেওয়াও অবৈধ। কেনোনা, সর্বদা করজ নেওয়ার বিষয়টি হয়ে থাকে মিসলি জিনিসের মধ্যে, মূল্য বিশিষ্ট জিনিসের মধ্যে ঋণগ্রহণ করা অবৈধ। কেনোনা, এই মূলনীতি ও আদায় রয়েছে যে, اَلْاِقْرَاضُ تَقْضِيْ بِاَمْثَالِهَا তথা করজ আদায় করা হয় তার অনুরূপ জিনিস দ্বারা। সুতরাং করজের জন্য মিসলি (অনুরূপ) দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। আর কাছাকাছি পর্যায়ের সংখ্যা বিশিষ্ট জিনিসের মিসল্ (অনুরূপ) হয়না। তাই এগুলোতে না ঋণগ্রহণ করা বৈধ, না বাইয়ে সলম বৈধ।

পশু বাকিতে বিক্রি করা অবৈধ

এ হাদিসটি পেছনে এসেছে- نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে বস্তুকে বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু বাকি বিক্রি করা নিষিদ্ধ সেহেতু ঋণগ্রহণ করাও নিষিদ্ধ হবে। কেনোনা, উভয়টির কারণ একই। সেটি হলো, এর নিকটবর্তী বা কাছাকাছি পর্যায়ের গণনাবিশিষ্ট জিনিসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। সুতরাং বাইয়ে সলমও বৈধ হবে না।

হানাফিদের দলিল

হজরত ফারুকে আজম রা.-এর আছর।

হজরত ফারুকে আজম রা.-এর আছর আমাদের আরেকটি দলিল। সেটি হলো, তিনি একবার ইরশাদ করলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া হতে তাশরিফ নিয়ে গেছেন, অথচ সুদ সম্পর্কে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেননি। সুতরাং তোমরা সুদ হতেও বাঁচো এবং সন্দেহ হতেও। অর্থাৎ, যেখানে সুদের সন্দেহ হয়,তা হতেও বাঁচো। যখন উমর ফারুক রা. এ কথাটি বলেছিলেন, তখন কারও কারও অন্তরে

[১৪৫] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৮/২৬, আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ৬/২৩, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৬৪১।

এই খেয়াল সৃষ্টি হতে লাগলো যে, সুদের পূর্ণ বিষয়টি অস্পষ্ট এবং এতে এটা জানা মুশকিল যে, কোনো জিনিস সুদ আর কোনোটি সুদ নয়। তখন অন্যত্র ফারূকে আজম রা. এই ভুল বুঝাবুঝির অবসান করতে গিয়ে বলেছেন,

اِنَّ مِنَ الرِّبَا اَبْوَابًا لَا تُخْفٰى عَلٰى اَحَدٍ وَمِنْهَا السَّلَمُ فِى السِّنِّ[১৪৬] .

"সুদের এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো কারও কাছে অস্পষ্ট নয়, সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো, চতুষ্পদ পশুগুলোতে সলম করা।"

سن এর আভিধানিক অর্থ, বয়স। তবে ইশারা হিসেবে এই শব্দের প্রয়োগ পশুর ওপরও হয়। হজরত ফারূকে আজম রা. বলেছেন যে, পশুগুলোতে সলম করা সুদের সে বিষয় যা কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। যেনো তিনি পশুর মধ্যে সলমকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন এবং সুদের একটি শাখা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং হানাফিদের মতে না পশুতে বাইয়ে সলম বৈধ, না ঋণ নেওয়া বৈধ, আর না বাকিতে বিক্রি করা বৈধ।

শাফেয়ি রহ.-এর দলিলাদি এবং এর জবাবগুলো পেছনে بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً এ এসেছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

بَابُ مَاجَآءَ فِىْ اَرْضِ الْمُشْتَرَكِ يُرِيْدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيْبِهٖ

অনুচ্ছেদ-৭১ : যৌথ ভূমির কোনো অংশ কোন্ শরিক বিক্রি করতে চায় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৫)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِــ اَنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهٗ شَرِيْكٌ فِىْ حَائِطٍ فَلَا يَبِيْعُ نَصِيْبَهٗ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى يَعْرِضَهٗ عَلٰى شَرِيْكِهٖ.[১৪৭]

১৩১৬। অর্থ : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির কোনো বাগানে কোনো শরিক রয়েছে সে তার অংশ বাগানের মধ্য হতে যেনো বিক্রি না করে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার অংশ নিজের শরিককে পেশ করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটির সনদ মুত্তাসিল না। আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, বলা হয়, সুলাইমান ইয়াশকুরি হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, তাঁর হতে কাতাদা ও আবু বিশর্ শ্রবণ করেননি। মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, সুলাইমান ইয়াশকুরি হতে আমর ইবনে দিনার ব্যতিত অন্য কারও শ্রবণ সম্পর্কে আমরা জানিনা। সম্ভবত আমর ইবনে দিনার তার হতে শুনেছেন, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর জীবদ্দশায়।

---

[১৪৬] বিস্তারিত দ্র.-তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৬৬২।

[১৪৭] বোখারি : কিতাবুশ শুরব ওয়াল মুসাকাত-باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل, মুসলিম : কিতাবুল বুয়ু'- باب النهي عن المحاقلة والمخابرة و عن بيع المعلومة الخ।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, কাতাদা হাদিস বর্ণনা করেন কেবল সুলাইমান ইয়াশকুরীর সহিফা হতে। জাবের ইবনে আব্দুল কুদ্দুস-আলি ইবনে মাদিনি-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-সুলাইমান তাইমি সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, লোকজন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর সহিফা হজরত হাসান বসরি রহ. এর কাছে নিয়ে এসেছেন, তখন তিনি তা গ্রহণ করেছেন। কিংবা তিনি বলেছেন, তারপর তিনি তা রেওয়ায়াত করেছেন। তারপর তারা এ সহিফা হজরত কাতাদার কাছে নিয়ে গেলে তিনি তা হতে বর্ণনা করেছেন। লোকজন সেটি আমার কাছেও নিয়ে এসেছে, তখন আমি তার ইচ্ছা করিনি। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আমি এটি ফেরত দিয়েছি।

দরসে তিরমিযী

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি বাগানে দুই ব্যক্তি শরিক। এক অংশীদার স্বীয় অংশ অন্য আরেক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে চায়, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো, অন্য আরেকজনের কাছে বিক্রি করার আগে স্বীয় অংশ আপন অংশীদারের কাছে পেশ করা এবং তাকে বলা যে, আমি নিজ অংশ বিক্রি করতে চাই, এর মূল্য এতো। আপনি ইচ্ছা করলে এই দামে নিয়ে নিন। যদি সে শরিক ক্রয় করে তবে তো ঠিক আছে, অন্যথায় আরেকজনের কাছে বিক্রি করে দিবে।

সারকথা, এ বিধানটি সর্বসম্মত যে, শরিকের কাছে তা পেশ করা চাই, তবে যদি সে শরিকের কাছে পেশ করে, আর সে অংশীদার ক্রয় করতে অস্বীকার করে, তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অস্বীকারের ফলে তার শোফআ'র হক বাতিল হয়ে যাবে কি না?

শরিক ক্রয়ে অস্বীকার করলে শোফআ'র অধিকার বাতিলের আদেশ

শাফেয়ি রহ.-এর মতে শোফআ'র অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেনোনা, তার কাছে তা পেশ করা হয়েছে। ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও সে ক্রয় করেনি। সুতরাং সে নিজেই শোফআ'র অধিকার বাতিল করে দিয়েছে। সুতরাং এবার যদি সে অন্য আরেকজনের কাছে বিক্রি করে তবে এই শরিকের শোফআ'র অধিকার অর্জিত হবে না এবং বেচা-কেনা পূর্ণ হয়ে যাবে।

আবু হানিফা রহ. বলেন, যখন শরিক পেশ করার সময় ক্রয়ে অস্বীকার করলো, তখন তার অস্বীকারের ফলে শোফআ'র অধিকার বাতিল হয়নি। বরং যখন সে শরিক অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়, তখন তার শোফআ'র অধিকার অর্জিত হবে। কেনোনা, শোফআ'র অধিকার অর্জিত হয় বিক্রির কারণেই। যতোক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা বিক্রি করেনি ততোক্ষণ পর্যন্ত শোফআ'র অধিকার সাব্যস্তই হয়নি। আর যেহেতু বিক্রির আগে সাব্যস্তই হয়নি সেহেতু বাতিল হবে কিভাবে? কারণ, বাতিল হওয়া তো সাব্যস্ত হওয়ার শাখা। সুতরাং প্রস্তাবের সময় ক্রয়ে অস্বীকার শোফআ'র হক বাতিল হওয়ার কারণ না। সুতরাং বিক্রির পর অস্বীকার করার ফলে এ হক্ব বাতিল হবে, এর আগে বাতিল হবে না।

বিজাদা বা পাণ্ডুলিপির আদেশ

হজরত কাতাদা রহ.-এর কাছে হজরত সুলাইমান ইয়াশকুরি রহ.-এর সহিফা এসেছিলো। হজরত সুলাইমান ইয়াশকুরি রহ.-এর কাছে হজরত জাবের রা.-এর সহিফা পাণ্ডুলিপি কে বলা হয় বিজাদা। আরেকটি হয় মুনাবালা। সেটা এমন সহিফা হয়ে থাকে যেটি উস্তাদ কোনো ছাত্রকে প্রদান করেন। তাকে বলেন, তুমি এতে বিদ্যমান যে সমস্ত রেওয়ায়াত আছে, আমি তোমাকে এগুলোর অনুমতি দিচ্ছি। তবে যদি কোনো শাগরিদকে স্বীয় শায়খের কোনো সহিফা মুনাবালা অনুমতি ব্যতিত কোথাও হতে অর্জিত হয়, তবে সেই সহিফাকে বলে বিজাদা। এটা ধর্তব্য বা গ্রহণযোগ্য হয়না। ইমাম তিরমিযী রহ. এখানে বর্ণনা করছেন যে, হজরত সুলাইমান রহ. যিনি হজরত জাবের রা. হতে বিজাদা হতে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন, সে সব রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য না।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

অনুচ্ছেদ-৭২ : মুখাবারা এবং মুআওয়ামা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৫)

عَنْ جَابِرٍ رَضِــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا.[১৪৮]

১৩১৭। অর্থ : জাবের রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুজাবানা, মুখাবারা, মুআওয়ামা হতে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, এ হাদিসটি বিশুদ্ধ।

দরসে তিরমিযী

মুহাকালা এবং মুজাবানা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেছনে এসেছে। পরবর্তীতে মুখাবারা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আসবে। আর মুআওয়ামার অর্থ, বাগানের ফল এক বছর বা ততোধিক সময় পর্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া। যেমন, বিক্রেতা বলবে, তিন বছর পর্যন্ত এই বাগানে যে ফল উৎপন্ন হবে সে ফল আজকেই বিক্রি করছি। যেহেতু এটা অস্তিত্বহীন জিনিসকে বিক্রি করা হচ্ছে, সেহেতু এটা অবৈধ। এটাকে বাইউস সিনীনও বলে। আগেই আরায়া সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৭৩ : (মতন পৃ. ২৪৫)

عَنْ اَنَسٍ رَضِــ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! سَعِّرْلَنَا فَقَالَ اِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَاِنِّى لَاَرْجُوْآ اَنْ اَلْقٰى رَبِّىْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِىْ بِمَظْلَمَةٍ فِىْ دَمٍ وَّلَا مَالٍ.[১৪৯]

১৩১৮। অর্থ : আনাস রা. বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে জিনিসের দাম বেড়ে যায়। লোকজন আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য তাসয়ির করে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলাই অধিক মূল্য নির্ধারক এবং তিনিই দ্রব্যের রসদ ঘাটতি করেন এবং সংকুচিত করেন এবং তিনিই দ্রব্যাদি ছড়িয়ে (প্রাচুর্য) দেন এবং তিনিই রিজিক দেন। আমি স্বীয় পরওয়ারদিগারের কাছে আশা করি এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো যে, তোমাদের কেউ আমার কাছে জুলুমের দাবিদার থাকবে না। না জানের ক্ষেত্রে না সম্পদের ক্ষেত্রে।

---

[১৪৮] আবু দাউদ : কিতাবুল ঈমান- باب في التسعير, ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুত তিজারাত- باب من كره ان يسعر।

[১৪৯] মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুজারা'আত- باب جواز اقتراض الحيوان, বোখারি : কিতাবুল ওয়াকালা- باب وكالة الشاهد والغائب جائزة।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সরকারের জন্য সাময়িকভাবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারনের অবকাশ আছে

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসের মাধমে বলে দিয়েছেন, শরিয়তের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হবে, দ্রব্যমূল্য ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পারিক সম্মতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করবে। সরকার নিজের পক্ষ হতে উভয়ের ওপর কোনো দাম চাপিয়ে দিবেনা। যেমন, বেচা-কেনা অধ্যায়ের শুরুতে বলেছিলাম যে, রসদ এবং তলব (যোগান ও চাহিদা) মিলে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে। কেনোনা, যখন বাজারে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, কারও ইজারাদারি থাকে না তখন শরিয়তের লক্ষ্য হলো, সেটাই বাজারের শক্তি অর্থাৎ, রসদ এবং তলব মিলে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করবে। তবে যেখানে ইজারাদারি কায়েম হবে এবং বড় পুঁজিপতিরা সিদ্ধান্ত দিতে শুরু করবে-যার ফলে সাধারণ লোকদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে, সেখানে সরকারের পক্ষ হতে সাময়িক ভাবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অনুমতি আছে। তবে এটা সব সময়ের জন্য নয়, সাময়িক ভাবেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْغِشِّ فِى الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ : বেচা-কেনায় প্রতারণা করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ! مَا هٰذَا؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.[১৫০]

১৩১৯। অর্থ : আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খাদ্য শস্যের স্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্ত মুবারক স্তূপের ভেতর প্রবিষ্ট করলেন, তখন তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে শস্য মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? সে জবাব দিলো, হে আল্লাহর রাসূল! এর ওপর বৃষ্টি পড়েছিলো, যার ফলে এগুলো ভেজা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই ভেজা শষ্যগুলোকে ওপরে রাখলেনা কেনো, যাতে লোকজন দেখতে পারে যে এগুলো ভেজা? তারপর তিনি বললেন, যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

দরসে তিরমিযী

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, আবুল হামরা, ইবনে আব্বাস, বুরাইদা, আবু বুরদা ইবনে নিয়ার ও হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়ারা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা প্রতারণাকে অপছন্দ করেছেন ও বলেছেন, প্রতারণা করা হারাম।

---

[১৫০] বোখারি : কিতাবুল ওয়াকালা- باب الوكالة في قضاء الدين , মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب جواز اقتراض الحيوان।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيْرِ أَوِ الشَّيْئِ مِنَ الْحَيْوَانِ أَوِ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ-৭৫ : উট কিংবা অন্য কোনো পশু করজ নেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَاَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِّنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.[১৫১]

১৩২০। অর্থ : আবু হুরাইরা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার চতুষ্পদ পশু (কিংবা উট) করজ হিসেবে নিয়েছিলেন এবং যখন ফেরত দিয়েছেন তখন এর চেয়ে উত্তম পশু ফেরত দিয়েছেন। তিনি তখন বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে উত্তম তারা যারা উত্তমভাবে ঋণ আদায় করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

শো'বাও সুফিয়ান এটি বর্ণনা করেছেন সালামা হতে। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা পশু, উট করজ নেওয়াতে কোনো অসুবিধা মনে করেন না। এটি শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে এটিকে মাকরুহ মনে করেছেন। হজরত আবু রাফে' রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

পশু করজ নেওয়া বৈধ কি না? এ সম্পর্কে পেছনে بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ এ সবিস্তারে আলোচনা এসেছে। এ অনুচ্ছেদের হাদিস শাফেয়িদের দলিল যে, পশু করজ নেওয়া বৈধ। হানাফিদের মতে পশু করজ নেওয়া অবৈধ। কেনোনা, পশু মিসলি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ করযের মধ্যে এক রকম হওয়া আবশ্যক। অথচ পশুতে এক রকম হতে পারে না।

● এ অনুচ্ছেদের হাদিস তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অন্যান্য যে সব হাদিসে করজ নেওয়া প্রমাণিত, সেগুলোর জবাব হলো, সে সব সুদ হারাম হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। একারণে এসব হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক না।

হকদারের বলার অধিকার আছে

● দ্বিতীয় জবাব হলো, এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পশু নিয়ে উত্তম আরেকটি পশু ফিরত দিয়েছেন এবং এ বিষয়টি ঋণচুক্তিতে শর্ত ছিলো না যে, তিনি এর চেয়ে উত্তম পশু ফেরত দিবেন। সুতরাং এটা হলো উত্তম আদায়। এটা বৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِــ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اِشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَطَلَبُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْا اِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.[১৫২]

---

[১৫১] মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته , আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب حسن القضاء।

[১৫২] নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'-باب حسن المعامله والرفق في المطالبة।

১৩২১। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি নিজের ঋণ আদায় করার দাবি করলো। দাবির সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শক্ত কথা বললো, সাহাবায়ে কেরাম তাকে সতর্ক করার ইচ্ছা করলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেনোনা, হকদারের বলার অধিকার আছে। সুতরাং তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না। তারপর বললেন, তাকে একটি উট ক্রয় করে দাও। যখন সাহাবায়ে কেরাম তার জন্য বাজারে উট তালাশ করলেন, তখন তারা বাজারে এর চেয়ে উত্তম উট পাচ্ছিলেন না, যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই উত্তম উটটি তাকে কিনে দাও। কেনোনা, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি সে যে উত্তম ভাবে ঋণ আদায় করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাম্মদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মদ ইবনে জাফর-শো'বা-সালামা ইবনে কুহাইল সূত্রে অনুরূপ সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

উত্তম পন্থায় ঋণ আদায় করো

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَا اَجِدُ فِى الْاِبِلِ اِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحَاسِنُهُمْ قَضَاءً.[১৫৩]

১৩২২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তকৃত গোলাম আবু রাফে' রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তি হতে একটি জওয়ান উট করজ হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে যখন সদকার কিছু উট এলো, তখন আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো এলোকটিকে এর করজের উট আদায় করে দেই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সদকার যে উট এসেছে, সেগুলোতে আমি উত্তম এবং চার বছরের বড় উট ব্যতিত আর কোনো উট পাই না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে সেই উত্তম এবং বড় উটটি দিয়ে দাও। সুতরাং নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা ঋণ আদায় করে উত্তমভাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৭৬ (মতন পৃ. ২৪৬)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ.[১৫৪]

---

[১৫৩] বোখারি : কিতাবুল বুয়ু'- باب السهولة و السماحة في الشراء, মুসনাদে আহমদ : ৬/৩৯০।

[১৫৪] নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ু'-باب حسن المعامله و الرفق في المطالبة।

১৩২৩। **অর্থ :** আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, যারা বিক্রির সময়ও নরম হয় এবং ক্রয়ের সময়ও নরম হয় এবং ঋণ পরিশোধের সময়ও নম্র হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। অনেকে এ হাদিসটি ইউসুন-সাইদ মাকবুরি-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

বিক্রি করার সময় নরম হওয়ার অর্থ, কোনো বিশেষ মূল্যের ওপর যেনো গোঁ ধরে বসে না থাকে। ক্রেতা দাম কমাতে চাইলে একদম কমাতে তৈরি হবে না এমন যেনো না হয়। কেনোনা, আফজাল হলো, নম্র ব্যবহার করা। আর যদি কম দামেও দিতে হয় তাহলে দিয়ে দিবে। আর ক্রয় করার সময় নরম হওয়ার অর্থ, এমন যেনো না হয় যে, একেকটি পয়সার ওপর জান দিয়ে দেয়। বরং যদি সামান্য পয়সা বেশি দিতে হয় তবে দিয়ে দিবে। আর ঋণ পরিশোধে নরম হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণ মেপে ওজন করে ঋণ পরিশোধের পরিবর্তে উত্তমভাবে ঋণ আদায় করবে। সারকথা, মুমিনের এমন না হওয়া উচিৎ যে, একেকটি পয়সার জন্য জান দিয়ে দেয় বরং স্বীয় প্রতিপক্ষের সংগে নম্র ব্যবহার করবে, চাই বিক্রির সময় হোক কিংবা কেনার সময় কিংবা ঋণ পরিশোধের সময়। আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এমন ব্যক্তিকে।

নম্রতার কারণে ক্ষমা

عَنْ جَابِرٍ رَضـــ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا اِذَا بَاعَ سَهْلًا اِذَا اِشْتَرٰى سَهْلًا اِذَا اِقْتَضٰى.[১৫৫]

১৩২৪। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেনোনা, সে বিক্রির সময়ও নম্র ছিলো, ক্রয়ের সময়ও নম্র ছিলো, ঋণ আদায় করার সময়ও ছিলো নম্র।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে صحيح حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

এসব হাদিস দলিল করছে যে, পয়সার ব্যাপারে মানুষের এতো বেশি শক্ত হওয়া উচিৎ নয় যে, তাতে মানুষ সাধারণ বিষয়েও মারাত্মক যুদ্ধ শুরু করে দিবে। বরং যথাসম্ভব নিজের অধিকার ছেড়ে দিবে। অবশ্য যদি সহনীয় পর্যায়ের বাইরে হয় তাহলে ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। তবে যখন পর্যন্ত মানুষ বরদাশত করতে পারবে স্বীয় হক ছেড়ে দেওয়াকে প্রাধান্য দিবে, লড়াই করবে না।

---

[১৫৫] বিস্তারিত দ্র.-আল ফাতাওয়াল 'আলমগীরিয়্যাহ আল-মা'রূফ বিল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা : ৫/৩২১।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ : মসজিদে বেচা-কেনা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْ يُبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا اَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ.[১৫৬]

১৩২৫। অর্থ : আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, সে মসজিদে কোনো কিছু বিক্রি করছে, কিংবা ক্রয় করছে তখন তোমরা তাকে বলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মুনাফা না দিন। আর তোমরা যখন কাউকে দেখবে, সে মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিচ্ছে তোমরা তখন তাকে বলো, আল্লাহ তা'আলা তোমার হারানো জিনিস তোমাকে ফেরত না দিন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মসজিদে বেচা-কেনা অপছন্দ করেছেন। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। অনেক আলেম মসজিদে বেচা-কেনার অবকাশ দিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

হানাফিদের এমতই যে, মসজিদে দ্রব্যাদি উপস্থিত করে বেচা-কেনা করা অবৈধ। অবশ্য যদি বাণিজ্যিক পণ্য মসজিদে না হয়, মসজিদে শুধু প্রস্তাব ও গ্রহণ করা হয় তবে এর অনুমতি।[১৫৭]

মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া প্রসংগে

যদি শিশু হারানো যায় তবে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া সমীচীন নয়। কেনোনা, হারানো জিনিস তালাশ এবং ঘোষণা করার হুকুম ব্যাপক। অবশ্য তখন মসজিদের অভ্যন্তরে দাঁড়ানোর পরিবর্তে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলে তা বৈধ। আজকাল যেহেতু লাউড স্পীকার হয়ে থাকে, এটাকে মসজিদ হতে বের করে ঘোষণা দিলে তা বৈধ। মসজিদের ভেতর ঘোষণা দেওয়া সতর্কতার বিপরীত। যদিও অনেকে বলেন, বাচ্চা সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেনোনা, ضَالَّةٌ শব্দ হাদিসে এসেছে। এ শব্দটি সাধারণত পশু-জানোয়ারের জন্য বলা হতো। শিশুর ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রয়োগ হয় না। তবে অধিক সতর্কতার বিষয় হলো, শিশু সংক্রান্ত ঘোষণাও মসজিদে না করা।

---

[১৫৬] আল মুসনাদুল জামে' : ১০/৫২২।

[১৫৭] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ২/৫৩৬।

أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সা. হতে আহকাম সংক্রান্ত অধ্যায়-১৩

بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَاضِىْ

অনুচ্ছেদ-১ : রাসূলুল্লাহ সা. হতে বিচারক সম্পর্কে বর্ণনা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ عُثْمَانَ رَضــ قَالَ لِابْنِ عُمَرَرَضـــ: اِذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ . قَالَ: اَوَ تُعَافِيْنِىْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ وَقَدْ كَانَ اَبُوْكَ يَقْضِىْ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضٰى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِىِّ اَنْ يَّنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا اَرْجُوْ بَعْدَ ذٰلِكَ.[১৫৮]

১৩২৬। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব রহ. বর্ণনা করেন, হজরত উসমান রা. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে বললেন, যাও, লোকজনের মাঝে ফয়সালা করো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, আমিরুল মুমিনিন! আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহলে বেশি ভালো হবে। উসমান রা. বললেন, তুমি এটাকে কেনো অপছন্দ কর? অথচ তোমার পিতা হজরত উমর রা. ফয়সালা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিচারক হয়ে যায় এবং ইনসাফের সংগে সিদ্ধান্ত দান করে, তবে এটা মানোপযোগী হবে। অর্থাৎ, সে সমান সমান ভাবে বিচারকের পদমর্যাদা হতে ফিরে আসবে। তারপর আমি কি আশা করতে পারি?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসে একটি ঘটনা আছে। এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতেও হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি غريب। আমার মতে এর সনদ মুত্তাসিল নয়। আব্দুল মালিক যিনি মু'তামির হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন আব্দুল মালেক ইবনে আবু জামিলা।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. এখান হতে আহকাম পর্ব আরম্ভ করছেন। আহকাম শব্দটি হুকমুন এর বহুবচন। হুকমুন অর্থ ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিচারকের সিদ্ধান্ত। বিচারকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে সব হাদিস এসেছে সেগুলো তিনি এই অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। অনেক কিতাবে এর নাম أَبْوَابُ الْأَقْضِيَّةِ। উভয়ের সারমর্ম একই। অর্থাৎ, বিচারককে ফয়সালা করার সময় অনেক জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এর সম্পর্কে বিধিবিধান কি? এটা এ পর্বের লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

---

[১৫৮] আল মুসনাদুল জামে' : ২/৭৮, ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুল আহকাম- باب ذكر القضاء।

عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضٰى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضٰى بِالْحَقِّ فَذَالِكَ فِي الْجَنَّةِ .

১৩২৭। অর্থ : বুরাইদা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচারক তিন জন। দু'জন জাহান্নামি আর একজন জান্নাতি। একজন জেনে শুনে অন্যায়ভাবে ফায়সালা করেছে। সে জাহান্নামি। আরেকজন তা জানেনি, ফলে মানুষের হক নষ্ট করেছে। সে জাহান্নামি। আরেক বিচারক হক ফয়সালা করেছে। সে জান্নাতি।

দরসে তিরমিযী

বিচারকের পদ গ্রহণ করার আদেশ

সামনেও আরেকটি হাদিস আসছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বলেছেন, مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءُ اَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ

অর্থাৎ, যাকে বিচারকের পদ দেওয়া হয়েছে কিংবা যাকে লোকদের মাঝে বিচারক বানানো হয়েছে, সে এমন যেমন, তাকে ছুরি ব্যতিত জবাই করে দেওয়া হয়েছে। এসব হাদিস বলে যে, বিচারকের পদ নাজুকতার বিবরন দেয় যে, এ পদ বড়ই স্পর্শকাতর। বড়ই দায়-দায়িত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা হেফাজতে রাখুন। অন্যথায় এ পদের মাধ্যমে যেনো মানুষ ধ্বংস হয়ে না যায়। এসব হাদিসের কারণেই পূর্ব মনীষীগণের একটি বিরাট অংশ বিচারকের পদ হতে বিমুখতা অবলম্বন করতেন এবং এই পদ গ্রহণ করেননি। এমনকি যখন আবু হানিফা রহ.-এর কাছে বিচারকের পদ পেশ করা হয়েছিলো, তখন তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এই অস্বীকৃতির ফলে তিনি কয়েদ এবং বন্দির কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন। তা ছাড়া আরো অনেক আলেম বিচারপতির দায়িত্ব হতে দূরে সরেছেন।

অনেক আলেম বিচারপতির পদ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

পূর্ববর্তী অনেক আলেম এই পদ গ্রহণও করেছেন। তাই ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এবং অন্যান্য আলেম এই পদ গ্রহণও করেছেন। এসব ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি দ্বিতীয় দিকের ওপর ছিলো। সেটা হলো, এক হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, -যে ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মাঝে ইনসাফের সংগে ফয়সালা করে, তার এই সিদ্ধান্ত প্রদান সত্তর বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

উভয় প্রকার রেওয়ায়াতের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান এভাবে করা যায়– যে ব্যক্তি বিচারের পদের যোগ্য এবং সে নিজের পক্ষ হতে খাহেশ এবং চেষ্টা করে বিচারকের পদ অর্জন না করে, বরং জবরদস্তিমূলক তাকে পদ দেওয়া হয়, তারপর সে ব্যক্তি তাতে আল্লাহকে ভয় করে শরিয়তের আহকাম অনুযায়ী এবং ইনসাফের দাবি অনুযায়ী ফয়সালা করে, তবে এই পদ্ধতি এ হাদিসটির প্রয়োগক্ষেত্র, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইনসাফের সংগে ফয়সালা করা সত্তর বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। আর যে বিচারকের পদের যোগ্যতা আছে, কিন্তু স্বয়ং চেষ্টা করে সুপারিশ করিয়ে করিয়ে বিচারকের দায়িত্ব লাভ করেছে, এই পদ্ধতিটি সে সব হাদিসের প্রয়োগক্ষেত্র, যেগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেনো সে ব্যক্তিকে ছুরি ব্যতিত জবাই করা হয়েছে।

বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

ওলামায়ে কেরাম এর বিস্তারিত আলোচনা এই বর্ণনা করেছেন, যদি বিচারকের দায়িত্বের জন্য অন্য যোগ্য লোক বিদ্যমান থাকে এবং সে দ্বিতীয় বিচারক হতে পারে। যথাসম্ভব মানুষকে এ পদ হতে পরহেজ করা উচিৎ। অবশ্য যদি অন্য ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে এবং স্বয়ং তার আন্তরিক খাহেশ এবং চেষ্টাও নেই যে, আমি এ পদ অর্জন করবো, কিন্তু তাকে এই পদ গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে, তবে তখন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সহায়তা হবে। যেমন, হাদিস শরিফে এসেছে, এমন ব্যক্তির জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয়, যে তাকে صحيح রাস্তার ওপর রাখে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি স্বয়ং চেষ্টা করিয়ে এবং তলব করে এ পদ অর্জন করে তবে তার সম্পর্কে রয়েছে নিম্নেযুক্ত শব্দ- وُكِّلَ اِلٰى نَفْسِهٖ। অর্থাৎ, তাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর সোপর্দ করেন এবং আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তার কোনো মদদ হয় না।

সারকথা, সারনির্যাস এই যে, যথাসম্ভব নিজেকে এই পদ হতে বাঁচিয়ে রাখা চাই এবং স্বয়ং নিজ হতে বিচারকের পদমর্যাদা অর্জনের চেষ্টা কখনও না করা চাই। অবশ্য যদি এ পদমর্যাদা জবরদস্তিমূলক দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে সহায়তা কামনা করবে এবং যথাসম্ভব আদল্-ইনসাফের সংগে ফয়সালা করার চেষ্টা করবে।

হজরত ইউসুফ আ. কর্তৃক পদমর্যাদা দাবি

হজরত ইউসুফ আ. পদমর্যাদা তলব করতে গিয়ে বলেছেন, اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ. سورة يوسف: ৫৫ এটা না তো বিচারকের মর্যাদা ছিলো এবং না ফতওয়া প্রদানের পদ ছিলো, বরং এটি একটি মন্ত্রনা এবং এনতেজামী পদমর্যাদা ছিলো। আর এনতেজামি তথা ব্যবস্থাপনামূলক পদেরও আসল আদেশ এটাই যে, মানুষের এটা অর্জনের খাহেশ, এর আকাঙ্ক্ষা এবং নিজ হতে অর্জন করার জন্য দাবি এবং চেষ্টা না করা উচিৎ। তবে, ব্যতিক্রম অবস্থায় এমন হয়, যাতে এর জন্য দাবি ও চেষ্টা করাও বৈধ। সে ব্যতিক্রম পন্থাটি হলো, যেই পদের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য নেই এবং আশংকা আছে যে, যদি সে পদে না যায় তাহলে লোকজন ইনসাফ পাবে না, লোকজন পেরেশানিতে পড়বে, এমন স্থানে নিজের পক্ষ হতে তলব করাও বৈধ। এই ব্যতিক্রম পদ্ধতিটি সমস্ত পদমর্যাদায় রয়েছে, চাই সেটি আমিরি হোক, কিংবা এনতেজামী পদমর্যাদা হোক, যখন এসব পদমর্যাদার জন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইনসাফের সংগে ফয়সালাকারি মওজুদ না থাকে, তখন এমতাবুস্থায় নিজের পক্ষ হতে এই পযমর্যাদা চাওয়াও বৈধ। হজরত ইউসুফ আ.ও যে বলেছেন- اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ তখনও পরিস্থিতি এই ছিলো যে, সম্রাট তাকে কোনো পদমর্যাদা দিতে চাইতেন, কিন্তু কোনো পদ দেওয়া হবে তা নির্ধারণ এখনো তিনি করেননি। তাই হজরত ইউসুফ আ. এমন পদমর্যাদা দাবি করেছেন, যার সম্পর্কে তাঁর ধারনা ছিলো, যদি আমি এই পদমর্যাদা গ্রহণ না করি, তাহলে অন্য কোনো অযোগ্য ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয় তাহলে লোকদের কষ্ট পৌছাবে।

ভোটাভোটিতে প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ানোর আদেশ

বর্তমান প্রচলিত ভোটের আদেশও এর দ্বারা উৎসারিত হয়ে যায়। এসব ভোটে ব্যক্তি স্বয়ং প্রার্থী হন যে, আমাকে নির্বাচিত করুন। শুধু প্রার্থী হন না, বরং তার ফাজায়েল এবং মর্যাদা বর্ণনা করেন যে, আমার মধ্যে এই সৌন্দর্যগুণ আছে, নির্বাচিত হয়ে আমি এই কাজ করবো, ওটা করবো। তারপর শুধু এতোটুকুর ওপর ক্ষান্ত হন না বরং যিনি তার প্রতিদ্বন্ধি হিসেবে দাঁড়ান তার বিভিন্ন দুর্নাম রটনা করেন যে, তিনি যোগ্য নন, আমি যোগ্য। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে শরিয়ত বিপরীত। অবশ্য যদি কোনো দ্বিতীয় যথার্থ ব্যক্তি মওজুদ না থাকে এবং

লোকজনের ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় তবে তখন হজরত ইউসুফ আ.-এর পদ্ধতির ওপর আমল করতে গিয়ে প্রার্থী হতে পারবেন, এর অবকাশ আছে। তবে, এমনভাবে স্বীয় ফাজায়েল এবং মর্যাদা বর্ণনা করে ফেরা যেমন, আজকালের নির্বাচনগুলোতে হয়ে থাকে, এটা কোনো পছন্দনীয় পদ্ধতি না।

বিস্ময়ের ব্যাপার! দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাও উল্টে গেছে। আগেকার দিনে যখন কেউ বলতো, আমি এই পদের যোগ্য, আমার কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বি নেই, তখন এটাকে নৈতিকভাবে মারাত্মক দূষণীয় মনে করা হতো। তবে বর্তমান যুগে সেই দোষটি জ্ঞান ও কৌশলের বিষয় হয়ে গেছে। প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে এবং ঘরে ঘেরে যেয়ে নিজের ফাজায়েল এবং মর্যাদা বর্ণনা করছে। এসব বিষয়ের সংগে দীন ও শরিয়তের কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার বিচারপতি পদ গ্রহণের ঘটনা

এই ঘটনাই আমার সংগেও ঘটেছে যে, বিচারপতির পদ হতে পালানোর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব গলায় পড়েছে। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই হয়েছিলো যে, বেফাকি শরয়ি আদালত কায়েম হয়েছিলো ওলামায়ে কেরামের দাবিতে। এটা কায়েম করেছিলেন মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। পুরো দেশের পয়তাল্লিশটি বিভিন্ন দলের ওলামা মিলে জিয়াউল হক রহ. এর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে দাবি করেছিলেন, এমন একটি আদালত যেনো প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাতে সেসব আইনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করা যায়, যেগুলো ইসলামের বিপরীত। এই আদালতে যেনো ওলামায়ে কেরামকে শরিক করা হয়। জিয়াউল হক রহ. বললেন, আপনারা সে সব ওলামায়ে কেরামের নাম পেশ করুন। আমি এই আদালত তৈরি করবো।

সাক্ষাতের পর জিয়াউল হক রহ. এর সংগে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ অনষ্ঠিত হয়েছিলো রাওয়ালপিণ্ডিতে। যেহেতু আমার আশংকা হচ্ছিলো, লটারিতে আবার আমার নাম এসে যায় কি না? তাই আমি আমার দৃষ্টিতে এই কাজের যোগ্য দুই জন আলেমের নাম একটি কাগজে লিখে ওলামায়ে কেরামের কাছে পেশ করে তৎক্ষণাৎ দ্রুত করাচি চলে এসেছি। এটাও সংগে সংগে লিখে দিয়েছি যে, তারা দুজন একাজের যোগ্য। আপনারা পরামর্শ করে নাম পেশ করুন। আমার দ্রুত চলে আসার উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, আমি যদি সেখানে থাকি তাহলে আমার আশংকা ছিলো সব আলেম আমাকে এর জন্য বাধ্য করবেন। তিন দিন পর্যন্ত সে ওলামায়ে কেরামের এজলাস অব্যাহত থাকল। এর ওপর আলোচনা চলতে থাকল, কাদের নাম পেশ করা যায়। তিন দিন পর সে সব ওলামায়ে কেরাম তাঁদের তিন জন প্রতিনিধি আমার কাছে প্রেরণ করলেন। তার মধ্যে একজন হজরত মুফতি যয়নুল আবেদীন সাহেব, আরেক জন হাকেম আব্দুর রহীম আশরাফ সাহেব, আরেক জন বড় মনীষী ছিলেন। তাঁরা এসে আমাকে বললেন, তিন দিনের আলোচনার পর সমস্ত ওলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আপনাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ওজরখাহি পেশ করতে গিয়ে বললাম, আমি না এই পদের যোগ্য এবং না আমার পরিস্থিতি এটা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। আমি দারুল উলুম ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবো না। অথচ এই দায়িত্বের জন্য আমাকে দারুল উলুম ছাড়তে হবে। কেনোনা, সেখানে স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে হবে। সুতরাং আমি অপারগ। এমনকি আমি তাদের সামনে হাতজোড় করে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই দায়িত্ব হতে হেফাজতে রাখার জন্য বলেছি। তারা এর ওপর বহু অনুরোধ করেছেন। আমি তখন বললাম, আপনাদের আমি সব কথা মানার জন্য তৈরি, কিন্তু এটা আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা বললেন, যদি আপনি অস্বীকার করেন তবে পাপ হবে। এখন আপনি মানেন বা না মানেন আমরা আপনার নাম দিচ্ছি।

আমি বললাম, আপনি তার জিম্মাদারিতে দিন। যখন আমার নাম ঘোষিত হবে, তখন আমি পত্রিকায় অস্বীকার করে লিখে দিবো যে, আমার মঞ্জুরী ব্যতিত এই নাম দেওয়া হয়েছে। তারা আরজ করলেন, আপনি যা ইচ্ছা করুন, আমরা তো শুধু অবহিতির জন্য এসেছি। পরামর্শ করার জন্য আসিনি।

এই ঘটনার আগে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক আমার কাছে আলোচনা করেছিলেন যে, আমি এমন আদালত প্রতিষ্ঠা করছি এবং তাতে আপনাকে রাখার চিন্তা আছে। আমি তাঁকেও বলেছিলাম যে, আমি একাজের জন্য বিলকুল অপ্রস্তুত।

সারকথা, তারা তিন জন যখন চলে গেলেন তারপর তাদের একজন আমার সংগে যোগাযোগ করলেন যে, আমরা এবার সর্বশেষে তথা চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনার নাম দিচ্ছি। আমি বললাম, আমি সর্বশেষ বলছি, আমি তা গ্রহণ করবো না। তারপর হঠাৎ জিয়াউল হক সাহেব রহ. আমার নাম ঘোষণা করলেন। এরপর আমাকে ফোন করে বললেন, আমরা এভাবে করেছি এবং আমি জানি, আপনি তা গ্রহণ করতে চান না। তবে এখন আমার সম্মান রক্ষার্থে কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করুন। তারপর ইচ্ছা করলে ইস্তফা দিয়ে দিবেন।

আমি তখন আমার শায়খ ডাক্তার আব্দুল হাই কু. সি. এর কাছে যেয়ে পরামর্শ নিলাম। তখন ছিলো শাবান মাস। দারুল উলুম ছুটি হবার ছিলো। তাই হজরত বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত ছুটি আছে ততোক্ষণ পর্যন্ত কাজ কর, ছুটির পর ইস্তফা দিয়ে দাও। হজরতের ফরমান মুতাবিক দারুল উলুমের ছুটির সময় আমি সেখানে চলে গেলাম। আল্লাহর নামে কাজ আরম্ভ করলাম।

দুই মাস অতিক্রান্ত হলো। শাওয়াল মাস এলো। তখন আমি ইস্তফা দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সংগে যোগাযোগ করলাম। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক রহ. বললেন, ইস্তফা দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ার কি আছে? আপনি একটা কাজ করুন। ইস্তফা না দিয়ে ছুটি নিয়ে নিন। ছুটি নিয়ে দারুল উলুম চলে যান। সেখানে ক্লাস করতে থাকুন।

আমি চাচ্ছি, অবশেষে আপনাকে সুপ্রীম কোর্টে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে কাজ কম থাকবে। যার ফলে ইসলামাবাদে অবস্থান করা আবশ্যক হবে না। আমি তারপর আমার শায়খ ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. এর কাছে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে চল। এভাবে করো। ফলে যতোক্ষণ পর্যন্ত বেফাকী শরয়ি আদালতে ছিলাম তো অধিকাংশ সময় ছুটিতেই ছিলাম। দারুল উলুমে ক্লাশ করাতাম। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মোকাদ্দমা আসতো তখন আমি চলে যেতাম। অবশেষে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক রহ. আমাকে সুপ্রীম কোর্টে পাঠিয়ে দিলেন।

আমি তারপর আমার শায়খের কাছে পরামর্শ করলাম। তখন ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বললেন, যেহেতু সমস্ত ওলামায়ে কেরাম তোমার নাম দেওয়ার ব্যাপারে একমত, ওলামায়ে দেওবন্দি, বেরলভি, আহলে হাদিস সব দলের সংগে সম্পৃক্ত আলেমগণই এবং এই কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ, আবার লোকজনও বলে যে, তুমি এ দায়িত্ব যথার্থরূপে সম্পাদন করতে পারবে, তখন তা অস্বীকার করা সঙ্গত হবে না।

সুতরাং এবার যখন তাঁরা তোমাকে সুপ্রীম কোর্টে পাঠাচ্ছেন, ফলে তোমাদের দারুল উলুমের ক্লাস ইত্যাদিও চলতে থাকবে আবার সংগে সংগে সেখানকার কাজও অব্যাহত থাকবে। সুতরাং আল্লাহর নামে গ্রহণ করো। এভাবে বিচারপতির দায়িত্ব আমার গলায় বুনিয়ে দেওয়া হয়।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ الْقَضَاءَ وُكِّلَ اِلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِ مَلِكًا فَيُسَدِّدُهُ.

১৩২৮। অর্থ : আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ দাবি করে তা লাভ করে, আল্লাহ তা'আলা এটাকে তার নিজের ওপর অর্পণ করেন। আর যাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয় তার জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যে তাকে সঠিক ও সঠিক রাস্তার ওপর রাখে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ اَنَسٍ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَالَ فِيْهِ شُفَعَاءَ وُكِّلَ اِلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهٗ.

১৩২৯। অর্থ : আনাস রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে বিচারকের পদ অন্বেষণ করে এবং তাতে সুপারিশকারি কামনা করে, (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে) তাকে তার হাওয়ালা করে দেন। আর যাকে জোরপূর্বক এ দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার ওপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যে তাকে সঠিক রাস্তার ওপর রাখে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এহাদিসটি حسن غريب।

এটি ইসরাঈল-আব্দুল আ'লা সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা আসাহ্।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ اَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.[১৫৯]

১৩৩০। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার বিচারকের দায়িত্ব লাভ হয়েছে কিংবা যাকে লোকজনের মাঝে সিদ্ধান্তদাতা বানানো হয়েছে, তাকে যেনো ছুরি ব্যতিত জবাই করে দেওয়া হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقَاضِى يُصِيْبُ وَيُخْطِئُ

অনুচ্ছেদ-২ : বিচারক ভুল শুদ্ধ সবই করে থাকে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهٗ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاَخْطَاَ فَلَهٗ اَجْرٌ وَاحِدٌ.[১৬০]

১৩৩১। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো বিচারক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ইচ্ছা করে এবং চিন্তা ফিকিরের মাধ্যমে তার বাস্তবতা পর্যন্ত পৌছার ফিকির করে, তারপর সঠিক ফয়সালা করে, তখন তার জন্য দুটি সওয়াব। আর যখন বিচারক কোনো ফয়সালা করে এবং ভুল করে তবে তার জন্য একটি সওয়াব।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আমর ইবনে আ'স ও উকবা ইবনে আমির রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এ সূত্রে حسن غريب।

এটি আমরা সুফিয়ান সাওরি-ইয়াহইয়া-সাইদ সূত্রে আবদুর রাজ্জাক-মা'মার-সুফিয়ান সাওরি রহ. এর হাদিসরূপেই কেবল জানি।

---

[১৫৯] আবু দাউদ : কিতাবুল আকজিয়া-القضاء باب اجتهاد الراي في , মুসনাদে আহমদ : ৫/২৩৬, আল মুসনাদুল জা'মে : ১৫/২৪০।

[১৬০] মুসনাদে আহমদ : ৩/২২,৫৫, আস সুনানুল কুবরা-বাইহাকি : ১০/৮৮।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقَاضِى كَيْفَ يَقْضِى

অনুচ্ছেদ-৩ : বিচারক কিভাবে বিচার করবেন (মতন পৃ. ২৪৭)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ مُعَاذًا رَضِـــ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِى؟ فَقَالَ اَقْضِىْ بِمَا فِىْ كِتَابِ اللهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَجْتَهِدُ رَاْئِىْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُحِبُّ وَيَرْضٰى.[১৬১]

১৩৩২। অর্থ : হজরত মুআজ রা. হতে বর্ণিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করেছেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি লোকজনের মাঝে কিভাবে ফয়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের বিধিবিধান মুতাবিক সিদ্ধান্ত দিবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে মাসআলার আদেশ আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান না থাকে তবে? তিনি জবাবে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিবো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে যদি সে আদেশ না থাকে তাহলে? প্রতি জবাবে তিনি বললেন, আমি নিজের রায় মতো ইজতেহাদ করবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর তাঁর সমর্থন ও নির্ভরতার বিবরণ করতে গিয়ে বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُحِبُّ وَيَرْضٰى - সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার, যিনি তাঁর রাসূলের বার্তা বাহককে তাঁর মর্জি অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اَخٍ لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اُنَاسٍ مِّنْ اَهْلِ حِمْصَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِـــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم نَحْوَهُ.

১৩৩৩। অর্থ : মুআজ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

শরয়ি দলিলাদিতে ধারাবাহিকতা

এ হাদিসটি শরয়ি দলিলাদির বিবরণ এবং এগুলোর পারস্পরিক ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে মূল। অর্থাৎ, শরয়ি দলিলাদিতে সর্ব প্রথম হলো, কোরআনে করিম, দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তৃতীয় নম্বরে ইজতেহাদ। অনেক আলেম এ হাদিসের সনদের ব্যাপারে কালাম করেছেন। কেনোনা, এতে হজরত মুআজ রা. হতে বর্ণনাকারি লোকজনের নাম উল্লেখ নেই। বরং عَنْ رِجَالٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ رَضِ তথা মুআজ রা. এর কয়েকজন ছাত্র মনীষী হতে বর্ণিত বলে দেওয়া হয়েছে। এবার সে সব মনীষী কারা তাদের

---

[১৬১] ইবনে মাজাহ : আবওয়াবুল আহকাম- باب التغليظ في الحيف والرشوة, আল মুসনাদুল জা'মে : ৮/১৭১।

নাম অজানা। সুতরাং অজানা হওয়ার কারণে অনেক আলেম এ হাদিসের সনদের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তবে এ প্রশ্ন সঠিক নয়। কেনোনা, হজরত মুআজ রা.-এর যে সব ছাত্র তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হাফেজ এবং সবাই সেকাহ্ ছিলেন। সুতরাং এই হাদিস প্রামাণ্য। দ্বিতীয়ত এ হাদিসটিকে সর্বসম্মতিক্রমে উম্মত গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণের কারণে জয়িফ হাদিসও প্রামাণ্য হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন এবং এর জবাব

প্রশ্ন : হাদিসের স্তর কোরআনে কারিমের পরে হওয়া আমাদের দিকে লক্ষ্য করলে তো সঠিক। কেনোনা, অধিকাংশ হাদিস আমাদের কাছে পৌঁছেছে ধারণা নির্ভর মাধ্যমে। তবে সাহাবায়ে কেরাম তো এসব হাদিস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রে তো সে সব হাদিস এমন অকাট্য, যেমন কোরআনে করিম অকাট্য। সুতরাং তাদের দিকে লক্ষ করলে হাদিসের স্তর কোরআনে কারিমের পরে হলো কিভাবে?

জবাব : সাহাবায়ে কেরাম সমস্ত হাদিস প্রত্যক্ষ ভাবে অর্জন করেননি। বরং অনেক হাদিস তাঁরা একজন অপরজনের কাছ হতে শুনে লাভ করতেন। তাই হাদিসের স্তর কোরআনে কারিমের পরে হলো। এ হাদিসে ইজমার (ঐকমত্যের) উল্লেখ নেই। কেনোনা, ইজমা তথা সর্বসম্মত বিষয়গুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাই. ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর দলিল হয়েছে স্বতন্ত্র।

তাকলিদে শখসির (ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণের) দলিল

ইজতেহাদ এবং কিয়াসের বৈধতাও এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেনোনা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজরত মুআজ রা. কে ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন, তখন ইয়ামানবাসীর দায়িত্বে এ বিষয়টি আবশ্যক করে দিলেন যে, তারা যেনো সর্ববিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয় এবং সমস্ত মাসআলাতে তাঁর অনুসরণ করে। ইয়ামানে হজরত মুআজ রা. ব্যতিত অন্য আর এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি তাঁর মতো শরয়ি মাসায়েল জানতেন। ফলে ইয়ামানবাসী তাঁরই তাকলিদে শখসি করতেন। বিশেষ ভাবে তার অনুসরণ করতেন। যেহেতু মুআজ রা.কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছিলেন, সেহেতু ইয়ামানবাসীর এই আমল স্বয়ং রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছিলো।

প্রশ্ন : এর ওপর গায়রে মুকাল্লিদগণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, হজরত মুআজ রা. কে বিচারক হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো এবং এই হিসেবেই তাঁর আনুগত্য আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, মুফতি হিসেবে নয়।

জবাব : হজরত মুআজ রা. একই সময় শাসকও ছিলেন, বিচারকও ছিলেন, আবার মুফতিও ছিলেন, শিক্ষকও ছিলেন। এ জন্য صحيح বোখারিতে بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ এর অধীনে আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদের রেওয়ায়াতে আছে–

اَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَاَمِيْرًا فَسَاَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ اِبْنَتَهُ وَاُخْتَهُ فَاَعْطَى الْاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْاُخْتَ النِّصْفَ

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. আমাদের কাছে ইয়ামানে এসেছেন শিক্ষক ও শাসক রূপে। তারপর আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে ইনতেকাল করেছে এক কন্যা ও এক বোন রেখে। তিনি কন্যাকে সম্পদের অর্ধেক আর বোনকে অর্ধেক দিলেন। এই রেওয়ায়াতে হজরত মুআজ রা. এর মুফতি হওয়ার বিষয়টি সাফ-স্পষ্ট এবং এ হিসেবে তিনি মিরাসের এই ফতওয়া দিয়েছেন এবং এর কোনো দলিল করেননি। ইয়ামানবাসীও দলিল জিজ্ঞেস করা ছাড়াই এ হুকুমের ওপর আমল করেছেন। এরই নাম তাকলিদ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِمَامِ الْعَادِلِ

অনুচ্ছেদ-৪ : ন্যায়পরায়ণ শাসক প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৮)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللهِ وَ اَبْعَدُ هُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ .١٦٢

১৩৩৪। অর্থ : আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং মজলিসের দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং দূরবর্তী হবে জালেম শাসক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আবু আওফা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু সাইদ রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল জানি এ সূত্রেই।

عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفى رَضِــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللهُ مَعَ الْقَاضِىْ مَالَمْ يَجُرْ فَاِذَا جَارَ تَخَلّٰى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.١٦٣

১৩৩৫। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচারকের সংগে আল্লাহর রহমত হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত বিচারক অত্যাচার না করে। যখন সে অত্যাচার করে তখন আল্লাহ তা'আলার রহমত বিচারক হতে দূরে সরে যায়, আর তার সংগে মিলিত হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقَاضِىْ لَايَقْضِىْ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

অনুচ্ছেদ-৫ : বিচারক উভয় পক্ষের কথা শোনার আগে সিদ্ধান্ত দিবে না (মতন পৃ. ২৪৮)

عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِــ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَقَاضَا اِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِىْ كَيْفَ تَقْضِىْ قَالَ عَلِيٌّ رضــ فَمَازِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.١٦٤

১৩৩৬। অর্থ : আলি রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুই ব্যক্তি তোমার কাছে যখন ফয়সালার জন্য আসে তখন প্রথম ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা করনা যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয়

---

[১৬২] আবু দাউদ : কিতাবুল আকজিয়া-باب كيف القضاء, ইবনে মাজাহ : কিতাবুল আহকাম- باب ذكر القضاء।

[১৬৩] আত তারগিব ওয়াত তারহিব : ৩/১৭৭।

[১৬৪] বোখারি : কিতাবুল আহকাম-باب هل يقضي الحاكم او يفتي وهو غضبان, মুসলিম :কিতাবুল আকজিয়া- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان।

ব্যক্তির কথা না শুনো। এভাবে তুমি জানতে পারবে যে, কি সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিৎ। আলি রা. বলেন, এরপর আমি সর্বদা বিচারক থাকি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

এটা হলো, বিচারের উসুল। এক তরফা কথা শুনে ফয়সালা করা অবৈধ, যতোক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষের কথা না শোনা হয়। এ হাদিসের ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম এই পর্যন্ত বলেছেন যে, যে মুকাদ্দামা তাঁর সামনে পেশকৃত আছে এর কোনো এক পক্ষের সংগে বিচারকের জন্য নির্জনে সাক্ষাৎ করাও বৈধ নয়, যখন দ্বিতীয় পক্ষ সেখানে উপস্থিত না থাকে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ اِمَامِ الرَّعِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬ : প্রজার নেতা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৮)

حَدَّثَنِيْ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ عَمْرُوبْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِــ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ اِمَامٍ يُغْلَقُ بَابَهٗ دُوْنَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ اِلَّا اَغْلَقَ اللهُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خُلَّتِهٖ وَحَاجَتِهٖ وَمَسْكَنَتِهٖ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَضِــ رَجُلًا عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ.[১৬৫]

১৩৩৭। অর্থ : এ হাদিস আমর ইবনে মুররা রা. মুআবিয়া রা.কে শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যে শাসক নিজের দরজা মুখাপেক্ষী, অসহায় এবং নিংস্ব লোকদের জন্য বন্ধ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন, হাজাত আর দারিদ্র দূর করার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর হতে মুআবিয়া রা. একজন লোক ঠিক করলেন যে, জরুরতমন্দ লোকের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দিবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমর ইবনে মুররা রা. এর হাদিসটি গরিব।

এ হাদিসটি এ সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আমর ইবনে মুররা জুহানির লকব দেওয়া হয়, আবু মারইয়াম।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ.

১৩৩৮। আলি ইবনে হুজর ...আবু মারইয়াম রা. সূত্রে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইয়াজিদ ইবনে আবু মারইয়াম শামি, বুরাইদ ইবনে আবু মারইয়াম কুফি, আবু মারইয়াম হলেন, আমর ইবনে মুররা জুহানি।

এর উদ্দেশ্য হলো, কোনো শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের জন্য সমস্যায় নিপতিত জরুরতমন্দ লোকদের জন্য তার

---

[১৬৫] আল মুসনাদুল জা'মে : ১৫/২৬২।

দরজা বন্ধ করা অবৈধ। ফলে এ হাদিস শুনে হজরত মুআবিয়া রা. একজন লোক নিযুক্ত করে দিলেন, যিনি লোকজনের প্রয়োজন জেনে তা পূর্ণ করে দিবেন।

বর্ণনায় রয়েছে হজরত মুআবিয়া রা. স্বীয় শাসনামলে এই ঘোষণা করিয়ে ছিলেন যে, যার ঘরে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করবে তার নাম আমাদের এখানে লিখিয়ে দিবে। তাই চালু করে দেওয়া হতো এর ভাতা।

بَابُ مَا جَاءَ لَايَقْضِى الْقَاضِى وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুচ্ছেদ-৭ : রাগান্বিত অবস্থায় বিচারক সিদ্ধান্ত দিবে না (মতন পৃ. ২৪৮)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبِى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ اَنْ لَاتَحْكُمْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَحْكُمِ الْحَاكِمُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.[১৬৬]

১৩৩৯। **অর্থ :** আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরা রা. বলেন, আমার বাবা উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বাকরা রা. কে একথা লিখেছিলেন তিনি যখন বিচারক ছিলেন যে, দু ব্যক্তির মঝে ক্রদ্ধাবস্থায় কখনও ফয়সালা করো না। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, বিচারক যেনো দু' ব্যক্তির মাঝে ক্রদ্ধাবস্থায় ফয়সালা না করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবু বাকরার নাম হলো, নুফাই'।

কারণ, ক্রোধের অবস্থায় মানুষের চিন্তা-ফিকির ঠিক থাকে না। ফলে সঠিক ফল পর্যন্ত পৌছতে পারে না। এমনভাবে ভীষণ ক্ষুধা, ভীষণ পিপাসা এবং রুগ্নাবস্থায়ও ফয়সালা না করা উচিৎ।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ هَدَايَا الْاُمَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮ : শাসকদের উপহার প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৯)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضــ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّاسِرْتُ اَرْسَلَ فِىْ اِثْرِىْ فَرُدِدْتُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ لِمَ بَعَثْتُ اِلَيْكَ؟ قَالَ لَا تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ اِذْنِىْ فَاِنَّهٗ غُلُوْلٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِهٰذَا دَعَوْتُكَ وَامْضِ لِعَمَلِكَ.[১৬৭]

১৩৪০। **অর্থ :** মুআজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান পাঠালেন। যখন আমি রওয়ানা হলাম, তখন আমার পেছনে তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠালেন এবং আমাকে ফিরিয়ে আনা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, তোমাকে কেনো ফেরত

---

[১৬৬] আল মুসনাদুল জা'মে : ১৭/৩৭৭, মুসনাদে আহমদ : ২/৩৭৭।
[১৬৭] আল মুসনাদুল জা'মে : ২/৯৭।

ডেকে পাঠানো হয়েছে? তারপর বললেন, অনুমতি ছাড়া কারও হতে কোনো জিনিস নিবেনা। কেনোনা, সে মাল খেয়ানতের অন্তর্ভূক্ত হবে। যে ব্যক্তি কোনো জিনিসে খেয়ানত করবে সে এটা নিয়ে কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। একথাটি বলার জন্য আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। এবার তুমি তোমার কাজের জন্য চলে যাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আদি ইবনে আমিরা, বুরাইদা, মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ, আবু হুমাইদ ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত মুআজ রা. এর হাদিসটি غريب ।

এটি আমরা এ সূত্রে কেবল আবু উসামা- দাউদ আইদীর হাদিস হিসেবেই জানি।

দরসে তিরমিযী

বিচারকের জন্য উপহার গ্রহণ করার আদেশ

ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, আমির উমারাদের জন্য লোকজনের কাছ হতে হাদিয়া-উপহার আদায় করা অবৈধ। কেনোনা, আমির তথা শাসকদেরকে লোকজন যে সব হাদিয়া পেশ করে তা দ্বারা স্বীয় কোনো স্বার্থোদ্ধার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে। তাই সে সব হাদিয়া-উপহার ঘুষের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং যেনো হাদিয়া গ্রহণ না করে। অবশ্য ইসলামি আইনবিদগণ সমস্ত রেওয়ায়াতের আলোকে এই তাফসিল বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিচারককে বিচারক হওয়ার আগেও হাদিয়া দেওয়ার অভ্যাস থাকে এবং এখনও সে ব্যক্তি হাদিয়া দিচ্ছে। তাহলে স্পষ্ট বিষয় যে, সে স্বীয় আগেকার সম্পর্কের কারণেই তা এসে দিচ্ছে, তখন হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। তবে এক ব্যক্তি বিচারক হওয়ার আগে তো কখনও কোনো হাদিয়া দিতো না, এখন বিচারক হওয়ার পর দৈনিক সকাল-বিকাল বিচারকের খেদমতে হাদিয়া নিয়ে যায়, তাহলে এর অর্থ, সে বিচারকের সত্তার কারণে তাকে হাদিয়া দিচ্ছে না, বরং তার পদের কারণে দিচ্ছে। তাই এটা ঘুষের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। যেটা অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ-৯ : মুকাদ্দমায় ঘুষদাতা এবং গ্রহীতা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৮)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضــ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ.[١٦٨]

১৩৪১। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুকাদ্দমায় ঘুষগ্রহীতা ও ঘুষদাতা উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা, ইবনে হাদিদা ও উম্মে সালাম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[১৬৮] বোখারি : কিতাবুশ শাহাদাত- باب من اقام البينة بعد اليمين মুসলিম : কিতাবুল আকযিয়া- بابيان ان حكم الحاكم لا يغير الباطن।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে। এটি আবু সালামা-তার পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তবে এটি صحيح নয়।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে বলতে শুনেছি, আবু সালামা-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে সবচেয়ে সুন্দরতম ও আসাহ্।

حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضـــ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ.

১৩৪২। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, ঘুষদাতা ও গ্রহীতার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قُبُوْلِ الْهَدِيَّةِ وَاِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ : হাদিয়া ও দাওয়াত গ্রহণ করা (মতন পৃ. ২৪৮)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا بِشْرِ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَاَجَبْتُ.[১৬৯]

১৩৪৩। অর্থ : হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি বকরির একটি খুরও আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়, তাহলে তা আমি গ্রহণ করবো। আর যদি আমাকে এর দাওয়াত দেওয়া হয়, তবে আমি চলে যাবো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি, আয়েশা, মুগিরা ইবনে শো'বা, সালমান, মুআবিয়া ইবনে হাওদা ও আবদুর রহমান ইবনে আলকামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

হজরত ঈসা রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[১৬৯] বিস্তারিত দ্র.-ইলাউস সুনান : ১৫/১১১, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ২/৫৬৮।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّشْدِيْدِ عَلٰى مَنْ يَّقْضِىْ لَهٗ بِشَئٍ لَيْسَ لَهٗ اَنْ يَّاْخُذَ

অনুচ্ছেদ-১১ : অধিকারহীন কারো জন্য কোনো বস্তুর সিদ্ধান্ত হলে তা গ্রহণ সম্পর্কে কঠোরতা আরোপ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৮)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِـــ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اَنَابَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهٖ مِنْ بَعْضٍ فَاِنْ قَضَيْتُ لِاَحَدٍ مِّنْكُمْ بِشَيْئٍ مِّنْ حَقِّ اَخِيْهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهٗ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ فَلَا يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.[১৭০]

১৩৪৪। **অর্থ :** উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কাছে তোমরা তোমাদের ঝগড়া বা মামলা-মুকাদ্দমা নিয়ে আসো। আমি তো একজন মানুষ, হতে পারে তোমাদের মধ্য হতে একজন নিজ দাবি এবং দলিলকে অন্যের তুলনায় অধিক সুন্দরভাবে বর্ণনাকারি হবে। সুতরাং যদি তোমাদের কারও ক্ষেত্রে কোনো জিনিসের ফয়সালা করে দেই যা বস্তুত তোমাদের ভাইয়ের হক, তবে যে জিনিসটি আমি তাকে দিবো সেটি হবে আগুনের টুকরা। সুতরাং কারও জন্য এমন জিনিস নেওয়া উচিৎ নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, উম্মে সালামা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

কাজির সিদ্ধান্ত কি শুধু বাহ্যতই বাস্তবায়িত হবে?

আলেমগণের মতপার্থক্য

ইমামত্রয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, বিচারকের ফয়সালা শুধু বাহ্যতই বাস্তবায়িত হয়, বাতেনিভাবেও বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক না। অর্থাৎ, যদি বিচারক অন্য কারও ব্যাপারে কোনো জিনিসের সিদ্ধান্ত দিয়েও দেন, কিন্তু পার্থিব বিধি-বিধানরূপে সে জিনিসটি তাকে দিয়ে দেওয়া হবে, যার পক্ষ্যে বিচারক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তবে তার ও আল্লাহর মাঝে (দীনদারী হিসেবে) এর জন্য সে জিনিসটি ব্যবহার করা অবৈধ। যদি ব্যবহার করে তাহলে গুনাহগার হবে। আবু হানিফা রহ.-এর দিকে এ বক্তব্যটি সম্বন্ধযুক্ত যে, বিচারকের সিদ্ধান্ত জাহেরিভাবেও বাস্তবায়িত হয় ও বাতেনীভাবেও (অর্থাৎ, যখন বিচারক কারও পক্ষে কোনো জিনিসের ফয়সালা করে দেন তাহলে জাহেরি এবং দুনিয়াবী আহকামের দিকে লক্ষ করলে তো সে জিনিস তারই হবে, যার পক্ষে ফয়সালা করা হয়েছে, এর সংগে সংগে বাতেনিভাবেও তার মালিকানা হয়ে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, কোনো মহিলার বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি দাবি করলো যে, তার সংগে আমার বিয়ে হয়েছে। মহিলা অস্বীকার করে বললো, সে তার বিবাহিতা নয়। বিচারক বাদীর কাছ হতে সাক্ষী তলব করলেন,

---

[১৭০] মুসলিম : কিতাবুল আয়মান- باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار, আবু দাউদ : কিতাবুল আয়মান ওয়ান নুজুর- باب التغليظ في الايمان الفاجرة।

বাদী সাক্ষী পেশ করে দিলো, যদিও সে সাক্ষী বাস্তবে মিথ্যুক ছিলো, কিন্তু বিচারক তাদের সাফাইর পর তাদেরকে সত্যবাদী মনে করলেন এবং এর ভিত্তিতে বাদীর সপক্ষে ফয়সালা করে দিলেন যে, এই মহিলা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। ইমামত্রয় বলেন, যদিও বিচারক তার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং দুনিয়াবী আহকামের দিকে লক্ষ্য করে বিচারপতি সে মহিলাকে তার কাছে অর্পণ করেন। তবে বাতেনিভাবে বিচারকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে না। সুতরাং বাস্তবে সে মহিলা তার বিবাহিতা স্ত্রী হবে না এবং না এ পুরুষের জন্য এ মহিলাকে তার স্ত্রীর মতো ব্যবহার করা বৈধ। যদি সন্তান হয় তবে বাতেনিভাবে সেগুলোর বংশ প্রমাণিত হবে না।

আবু হানিফা রহ. বলেন, যখন বিচারক এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এই মহিলা তার বিবাহিতা স্ত্রী, সেহেতু চাই তাদের মাঝে আগে বিয়ে নাই হয়ে থাকুক না কেনো তা সত্ত্বেও বিচারকের এই সিদ্ধান্তের কারণে বিয়ে হয়ে যাবে এবং এবার সে তার বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে যাবে। যদিও এই ব্যক্তির মিথ্যাচার এবং মিথ্যা সাক্ষী পেশ করার পাপ হবে। তবে তার দাম্পত্য জীবনের অধিকার অর্জিত হবে বা তার যৌনাঙ্গের মালিক সে হয়ে যাবে। বিচারকের সিদ্ধান্ত জাহেরি এবং বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার অর্থ।

বাতেনিভাবে বিচারকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার প্রথম শর্ত

তবে হানাফিদের মতে বিচারকের ফয়সালা বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সেসব শর্ত পাওয়া যাবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত বিচারকের ফয়সালা বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে না। প্রথম শর্ত হলো, বিচারকের সে সিদ্ধান্ত আকদ্ কিংবা মানসুখের সংগে সংশ্লিষ্ট হবে। অর্থাৎ, দাবি হবে আকদের। যেমন, এই দাবি করবে যে, আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম, কিংবা রহিতের দাবি হবে। যেমন, কোনো মহিলা দাবি করলো যে আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছিলেন। সুতরাং যদি আকদ্ এবং রহিতের দাবি না হয় তাহলে বিচারকের ফয়সালা বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত : কারণহীন মালিকানার দাবি না হতে হবে

কারণহীন মালিকানার দাবি না হতে হবে। আমলাকে মুরসালার অর্থ, কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস সম্পর্কে নিজ মালিকানার দাবি করলো, কিন্তু মালিকানায় আসার কারণ রেওয়ায়াত করলো না, এমন মালিকানাকে বলা হয় আমলাকে মুরসালা। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি আমলাকে মুরসালার দাবি করে, আর বিচারক তার পক্ষে রায় দেন তাহলে বিচারকের বিচার জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হবে, বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে না। যেমন, এক ব্যক্তি দাবি করলো যে, বিবাদীর কাছে এই যে বইটি রয়েছে সেটি আমার। বিবাদী অস্বীকার করলো। বাদী সাক্ষী পেশ করলো এবং কারণ বর্ণনা করলো না, এ বইটি তার মালিকানায় কিভাবে এলো। এবার যদি বিচারক সাক্ষীদের ভিত্তিতে বিবাদীর পক্ষে বইয়ের সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে বিচারকের এই ফয়সালা জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হবে, বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে না। সুতরাং বিবাদীর জন্য এ বইটি নেওয়া এবং এটাকে ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

তৃতীয় শর্ত : সে লেনদেন তৈরির সম্ভাবনা রাখবে নতুনভাবে

সে লেনদেন নতুনভাবে তৈরির সম্ভাবনা রাখবে। অর্থাৎ, এতে এ চুক্তিটি এখন কায়েম করার সম্ভাবনা থাকবে। যেমন, বিয়ে। আর যদি লেনদেন নতুনভাবে করার সম্ভাবনা না রাখে, তবে বিচারকের ফয়সালা শুধু জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হবে, বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে না। যেমন, মিরাসের দাবি। মিরাস তথা উত্তরাধিকার একবার ওয়ারিসদের দিকে স্থানান্তরিত বা হস্তান্তর হয়ে যায়। তবে এরপর তাতে ইনশা বা নতুন ভাবে তৈরির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে, এই ঘরটি আমি আমার পিতার মিরাসে পেয়েছি, আর বিবাদী তা অস্বীকার করে, আর বাদী এর ওপর মিথ্যা দলিল পেশ করে এবং বিচারক এ দলিল অনুযায়ী

বাদীর পক্ষে ফয়সালা করে তবে বিচারকের ফয়সালা শুধু জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হবে, বাতেনিভাবে নয়। কেনোনা, মিরাসের মধ্যে নতুনভাবে তৈরি করার সম্ভাবনা উপস্থিত নেই।

চতুর্থ শর্ত : সে মহলটি হতে হবে চুক্তিযোগ্য

সে মহলটি চুক্তিযোগ্য হতে হবে। যদি এই মহলেই চুক্তি গ্রহণ করার যোগ্যতা না থাকে, তবে বিচারকের সিদ্ধান্ত না জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হবে, না বাতেনিভাবে। যেমন, কোনো ব্যক্তি কোনো মাহরাম মহিলার ক্ষেত্রে দাবি করলো যে, সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী, তাহলে যদি সে বাদী সাক্ষী পেশ করে আর বিচারক ফয়সালাও করেন, তবুও তার সিদ্ধান্ত জাহেরি এবং বাতেনি কোনোভাবেই বাস্তবায়িত হবে না। কেনোনা, মহলটি চুক্তিযোগ্য না।

পঞ্চম শর্ত :

বিচারক দলিলের ভিত্তিতে কিংবা বিবাদীর কসম খেতে অস্বীকার করার কারণে সিদ্ধান্ত করেছে তাহলে বিচারকের সিদ্ধান্ত বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে। তবে যদি বিচারক বিবাদীর শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন, বিচারকের সিদ্ধান্ত তাহলে বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে না।

সারকথা, ওপরযুক্ত শর্তগুলো সহকারে হানাফিদের মতে বিচারকের ফয়সালা জাহেরি ও বাতেনিভাবে বাস্ত বায়িত হবে।

আবু হানিফা রহ. এর দলিল

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল ইমাম মুহাম্মদ রহ. তাঁর কিতাবুল আসলে হানাফিদের এই মাজহাবের ওপর হজরত আলি রা. এর একটি ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। সেটি হলো এক ব্যক্তি একজন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। মহিলা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললো, আমি তোমাকে বিয়ে করবো না। লোকটি যেয়ে বিচারকের আদালতে দাবি করলো যে, অমুক নারী আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

আলি রা. বিচারপতি ছিলেন। তিনি বাদীর কাছে দলিল তলব করলেন। লোকটি দুজন মিথ্যা সাক্ষী পেশ করলো, তারা এসে সাক্ষ্য দিলো যে, আমাদের সামনে এ ব্যক্তির সংগে অমুক নারীর বিয়ে হয়েছিলো। হজরত আলি রা. সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করে দিলেন যে, এই নারী তার বিবাহিতা স্ত্রী এবং মহিলাকে তার সংগে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মহিলা হজরত আলি রা. কে বললেন, আমার তো সুনিশ্চিতরূপে জানা আছে যে, লোকটি মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজি করছে। বাস্তবে আমার সংগে তার বিয়ে হয়নি। কিন্তু যখন আপনি এ সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন যে, এখন তুমি তার সংগে চলে যাও, সুতরাং এবার বাস্তবে তার সংগে আমার বিয়ে বন্ধন করিয়ে দিন। যাতে আমার জন্য তার সংগে থাকা হালাল হয়ে যায়। অন্যথায় আমি হারামে লিপ্ত থাকবো। আলি রা. জবাবে বললেন, شاهداك زوجاك অর্থাৎ, তোমার দু সাক্ষী তোমাকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এখন আর নতুন বিয়ের প্রয়োজন নেই। আমি যখন এই দুই সাক্ষীর ভিত্তিতে রায় দিয়েছি, তখন বাস্ত বেই বিয়ে হয়ে গেছে।

এই ঘটনার বাস্তবতা

অন্যান্য ইসলামি আইনবিদও এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন, শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদিতে এই ঘটনাটি পাওয়া যায় না। তাই হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে বলেছেন, এ ঘটনাটি সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ র. কিতাবুল আসলে এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, وَبِهٰذَا نَأْخُذُ। তথা আমরা এর দ্বারা দলিল পেশ করি এবং এর

ওপরই আমল করি। বস্তুত যখন কোনো মুজতাহিদ অনেক হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন যে, আমরা এর দ্বারা দলিল পেশ করি, তখন এটা এর দলিল যে, এ হাদিসটি তাঁর মতে صحيح। যদি সে হাদিস صحيح না হতো তবে সে মুজতাহিদ এর ওপর আমল করতেন না। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, মুহাম্মদ রহ. এর কাছে কোনো সেকাহ্ সূত্রে এই ঘটনা পৌছেছিলো।

নারীর সম্মতি ব্যতিত বিয়ে কিভাবে বৈধ?

এ ঘটনার ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মহিলার সম্মতি ব্যতিত বিয়ে কিভাবে বৈধ হলো? এর জবাব হলো, যে বিয়ে বিচারকের রায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সম্মতি শর্ত হয় না। কেনোনা, যখন বিচারক এক পক্ষের ক্ষেত্রে রায় দিবেন তখন দ্বিতীয় পক্ষ নিশ্চিতরূপে অসন্তুষ্ট হবে। তবে তা সত্ত্বেও বিচারকের রায় আবশ্যক হয়ে যায়। এমনভাবে এখানেও এই পদ্ধতিটি হয়েছে। সারকথা, এ ঘটনাটি হানাফিদের নকলি তথা ঐতিহ্যগত শ্রুত দলিল।

ইমাম সাহেব রহ.-এর ওপর প্রশ্নাবলি

অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ হতে হানাফিদের এই অবস্থানের ওপর অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষীর দরজাই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যেনো লোকজন মিথ্যা সাক্ষী দেয়। আর শুধু এতোটুকু নয় যে, বিচারকের ফয়সালা জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হবে না বরং বাতেনিভাবেও সে সব জিনিস মিথ্যাদাবিকারিদের মালিকানায় চলে যাবে। তবে বাস্তবতা হলো, আবু হানিফা রহ. এর এই বক্তব্য বিরাট হেকমতের ওপর নির্ভরশীল। সে হেকমতটি হলো, আল্লাহ তা'আলা বিচারককে সাধারণ অভিভাকত্ব দান করেছেন। বিচারকের মজলিস তৈরি করা হয়েছে তাই যাতে তিনি ঝগড়া-বিবাদের নিরসন করতে পারেন, মতপার্থক্য মিটাতে পারেন এবং কোনো একটি দিক নির্ধারণ করতে পারেন, যাতে এই রায়ের পর আর কোনো ঝগড়া অবশিষ্ট না থাকে। সুতরাং যদি এবার আপনি বলেন যে, বিচারকের রায় জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হবে, বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হবে না, তাহলে শুধু ঝগড়া খতম হবে না তাই নয়; বরং সৃষ্টি হবে সীমাহীন জটিলতা।

ইমাম সাহেবের মাজহাবের হেকমতসমূহ

যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মহিলার বিরুদ্ধে বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দাবি করে, আর বিচারক তার পক্ষে রায় দেন, তবে আপনি বলেন যে, এই মহিলা জাহেরিভাবে তো তার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু বাতেনিভাবে তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, এর অর্থ, বাস্তবে বিয়ে হয়নি এবং মহিলার ওপর ওয়াজিব হলো এই রায়ের পর সে মহিলা ওই ব্যক্তিকে নিজের ওপর ক্ষমতা দিবেনা। কেনোনা, বাস্তবে সে তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। আর যদি সে মহিলা এ ব্যক্তিকে নিজের ওপর ক্ষমতা দেয় এবং দাম্পত্য অধিকার আদায়ের অনুমতি দেয় তাহলে সে নিজে গুনাহগার হবে। আর যদি দাম্পত্য অধিকার আদায়ের অধিকার না দেয় তাহলে স্বামীর জন্য বিচারকের পক্ষাবলম্বন ও সমর্থন-সহায়তা অর্জিত হয়েছে। কেনোনা, স্বামী বিচারকের আদালতে এই দাবি করতে পারে যে, এই মহিলা দাম্পত্য অধিকার আদায়ের অনুমতি দিচ্ছে না। এবার বিচারপতি এ স্বামীর পক্ষেই রায় দিবেন। আর যদি সে মহিলা স্বামীর কাছ হতে পালিয়ে যায়, তবে বিচারক তাকে ধরে এনে দ্বিতীয়বার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিবেন। এমনভাবে সেই মহিলা এক আজাবে লিপ্ত থাকবে। তার কাছে মুক্তির কোনো রাস্তা থাকবে না। আর যদি স্বামী জোরপূর্বক তার সংগে সহবাস করে এবং সন্তান জন্ম নেয়, আপনি বলবেন, সে বাচ্চার বংশ জাহেরিভাবে প্রমাণিত, প্রকৃত অর্থে তার বংশ প্রমাণিত না। যার অর্থ, জাহেরিভাবে সে স্বীয় পিতার ওয়ারিস, বাতেনিভাবে ওয়ারিস নয় এবং এই অবস্থায় যখন সে মহিলা বাদীর কাছে ছিলো, যদি সে মহিলা অন্য কোনো লোকের কাছে বিয়ে বসে তবে তখন বিচারক তাকে ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত করবেন এবং তার সে বিয়ে জেনায় পরিগণিত হবে।

তবে বাতেনিভাবে সেই বিয়ে বৈধ এবং এই দ্বিতীয় স্বামী হতে যদি সন্তান জন্ম হয় তবে সে শিশুর বংশ জাহেরিভাবে সাব্যস্ত নয়, বাতেনিভাবে সাব্যস্ত।

এই মহিলার সংগে এমনভাবে একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির সীমাহীন ধারা চালু হয়ে যাবে। যাতে জাহের এবং বাতেনের আদেশাবলি চলতে থাকবে। আর ঝগড়া তৈরি হবে। অথচ বিচারকের মজলিসের উদ্দেশ্য তো ছিলো তাদের ঝগড়া-ঝাটির নিরসন করা এবং বাদানুবাদ দূর করা এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতি খতম হওয়া ও একটি নিশ্চিত পদ্ধতি বাস্তবায়িত হওয়া। তাই আমরা বলি যে, বিচারকের মজলিস ঝগড়া বিবাদের সিদ্ধান্তের জন্য। সুতরাং যথাসম্ভব বিচারকের রায় জাহেরি এবং বাতেনিভাবে বাস্তায়িত হবে। সুতরাং যদি কোনো জায়গায় এই পদ্ধতি হয় যে, প্রথমে বিয়ে চুক্তি হয়নি, বাদী বিয়ের মিথ্যে দাবি করেছিলো, তবে তখন বিচারকের রায়ের কারণে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। এমনভাবে যদি প্রথমে বেচা-কেনা না হয়, তাহলে বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে বেচা-কেনা অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। কেনোনা, বিচারকের সাধারণ অভিভাবকত্ত রয়েছে। তবে বিচারকের রায় বাতেনিভাবে বাস্তবায়নের জন্য এসব শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক, যেগুলো আমরা আগে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, সেগুলো আকদ্ তথা চুক্তি কিংবা ফসখ্ তথা রহিতের দাবি হবে, কারণহীন মালিকানার দাবি হবেনা, মহল চুক্তিযোগ্য হবে এবং ইনশা তথা নতুনভাবে চুক্তি তৈরির সম্ভাবনা থাকতে হবে। এমন অবস্থায় বিচারকের ফয়সালার পর সে চুক্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। এমনিভাবে সে অনিশ্চিত পরিস্থিতি তিরোহিত হয়ে যাবে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব বাকি রইলো। এ অনুচ্ছেদের হাদিস এটি কারণবিহীন মালিকানার সংগে সম্পৃক্ত। চুক্তি করা বা রহিতের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়। এর দলিল হলো, এ হাদিসটি আবু দাউদে এসেছে। সেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে, এ ব্যাপারটি ছিলো উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। একব্যক্তি উত্তরাধিকারের দাবি করেছিলো যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষে রায় দিলেন, তিনি এই বাক্যটি বললেন এবং মিরাসের ব্যাপার এমন যেটি ইনশা তথা নতুনভাবে তৈরির সম্ভাবনা রাখেনা। সুতরাং এ ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায় শুধু জাহেরিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, বাতেনিভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

অনেক আলেম এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এই জবাব দিয়েছেন যে, এ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি বিচারক হিসেবে বলেননি। বরং রায় হিসেবে বলেছেন, অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলার উদ্দেশ্য ছিলো, যদি মুকাদ্দমারূপে আমার কাছে কোনো বিষয় অর্পণ করা হয়, আর আমি কোনো দলিলের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে পারস্পরিক সন্ধি করিয়ে দিই, আর সে সন্ধি বাস্তবের বিপরীত হয়, তাহলে যার পক্ষে রায় হবে তার উচিৎ তা না নেওয়া। তবে আমার মতে প্রথম জবাবটি আসাহ্।

ইমাম সাহেব রহ.-এর ওপর একটি প্রশ্ন এবং এর জবাব

অবশ্য কয়েকটি কথা এ প্রসংগে মনে রাখা আবশ্যক। যেগুলো মনে না থাকার কারণে হানাফিদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। প্রথম কথাটি হলো, হানাফিদের মত অবলম্বন করার অর্থ এই নয় যে, লোকজন মিথ্যা দাবি করে মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে অবৈধভাবে মানুষের মাল-সম্পদ কব্জা করে সেগুলো চিরস্থায়ী নিজের বানিয়ে নেওয়ার রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। আপনি এক বৃদ্ধার ঘটনা শুনে থাকবেন। একবার এক বুড়ির গাট্টি হারিয়ে গিয়েছিলো। সে বুড়ি দোয়া করেছিলো, হে আল্লাহ! এই গাট্টি যেনো কোনো মৌলবি না নেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এই দোয়া কেনো করলে যে, কোনো মৌলবি যেনো তা না পায়? বরং তুমি এই দোয়া করতে যে, সে গাট্টি যেনো তুমি পেয়ে যাও। বৃদ্ধা জবাবে বললো, যদি সে গাট্টি অন্য কেউ পায় তাহলে যদি দুনিয়াতে সে আমাকে না দেয় তবে পরকালে অবশ্যই তা আদায় করে নিবো। তবে যদি মৌলবি সাহেব তা পান, তবে সে গাট্টি হালাল করে নিজের বানিয়ে নিবেন। যার ফলে আমি তা আখিরাতেও পাবো না।

সারকথা, অন্যান্য আলেম বলেন, হানাফিগণ জাহেরি এবং বাতেনিভাবে বিচারকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে সে জিনিস হালাল করে দিয়েছেন। আর শুধু এতোটুকু নয় যে, মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতে দুনিয়াতে ফয়সালা হয়ে গেছে। বরং পরকালেরও ফয়সালা হয়ে গেছে। কেনোনা, সে তা হালাল করে ভক্ষণ করেছে।

ইমাম সাহেব রহ. এমনভাবে মিথ্যা সাক্ষীর দরজা চৌকাঠ খুলে দিয়েছেন। এই প্রশ্ন বস্তুত মাসআলাটিকে যথার্থ পদ্ধতিতে না বুঝার ফল। প্রথম কথাতো হলো, স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন যে, এমন ব্যক্তির মিথ্যা দাবি করা এবং মিথ্যা সাক্ষী পেশ করা মারাত্মক পাপের কাজ হবে। এর মারাত্মক কুপরিণতি হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমি এর চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে বলছি যে, আবু হানিফা রহ.-এর মূলনীতি সমূহের দাবি হলো, এই মিথ্যার শাস্তি ও কুপরিণতি এমন নয়, যেটি একবার হয়ে খতম হয়ে যাবে। বরং যতোক্ষণ সে ব্যক্তি সে বিবাহিতা স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখবে ততোক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সে বিপদে লিপ্ত থাকবে। যদিও আমি আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্যতে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট বিবরণ দেখিনি। তবে ইমাম সাহেব রহ.-এর মূলনীতিগুলোর দাবি হলো, যদিও সে মহিলা এই রায়ের ফলে তার বিবাহিতা হয়ে গেছে। তবে তারপরেও এ ব্যক্তির জন্য এ মহিলার সংগে সহবাস করা হালাল হবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে এই চুক্তিকে বাতিল করে নতুন ভাবে প্রথম হতে সহিহ্ চুক্তি না করবে। এসব কথা যদিও কোথাও বর্ণিত দেখেনি, কিন্তু মূলনীতি সমূহের এটাই দাবি।

মালিকানায় থাকার দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল হওয়া আবশ্যক হয় না

সঙ্গম করা তাই হালাল হবে না যে, মহল মালিকানাধীন হওয়া এটি এক জিনিস, আর এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার বৈধতা আরেক জিনিস। হতে পারে একটি মহল মালিকানাধীন কিন্তু তার দ্বারা উপকৃত হওয়া অবৈধ। যেমন, এক ব্যক্তি ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে একটি বাঁদি ক্রয় করলো, আর এই ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে এই বাঁদি দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল নয়। বরং তার জন্য আদেশ হলো, বেচা-কিনা মানসুখ করে দেওয়া এবং শুরু হতে সহিহ্ পন্থায় বেচা-কেনা করা। তখন এই বাঁদি দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল হবে। এতে আপনি দেখেছেন যে, মহল মালিকানাধীন। তবে উপকৃত হওয়া হালাল নয়। এমনভাবে একজন মহিলা মাসিক অবস্থায় আছে। তখন মহল মালিকানাধীন। তবে উপকৃত হওয়া হালাল নয়। সুতরাং হানাফিগণ যখন বলেন যে, বিচারকের সিদ্ধান্ত বাতেনিভাবেও বাস্তবায়িত হবে, তখন এর অর্থ, মহল তার মালিকানাধীন হয়ে গেলো এবং মহল মালিকানাধীন হওয়ার ফলশ্রুতি হলো, যদি সন্তান হয়ে যায় তাহলে তার বংশ প্রমাণিত হবে। এ ব্যক্তির ওপর ব্যভিচারের দণ্ড জারি হবে না। তবে এ ব্যক্তির জন্য উপকৃত হওয়া হালাল নয়। কারণ, সে এই মালিকানা খবিস তথা নিকৃষ্ট-ঘৃণিত পন্থায় লাভ করেছে। আর যে জিনিস ঘৃণিত পন্থায় মালিকানায় আসে তা দ্বারা উপকৃত হওয়াও হালাল হয় না।

এখানে অর্জনের ঘৃণিত রাস্তা রয়েছে

আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরি রহ. বলেন, হানাফিদের মতে খুবছ্ তথা হারাম বা ঘৃণিত পন্থার কয়েকটি প্রকার রয়েছে। ১. মহল হারাম। ২. বিনিময় হারাম। ৩. কামাই হারাম। আলোচ্য মাসআলায় 'উপার্জন হারাম' বিদ্যমান। কারণ, অবৈধ পন্থায় একটি জিনিস অর্জন করা হয়েছে এবং অর্জন করার হারাম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যদিও সে জিনিস মালিকানায় এসে গেছে। তবে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত হালাল পন্থায় দ্বিতীয় বার স্বীয় মালিকানায় না আনবে।

শাহ্ সাহেব রহ. -এর আলোচনা দ্বারা সমর্থন

আমি আরজ করেছিলাম, যে কথাটি আমি বর্ণনা করেছি সেটি এই পদ্ধতিতে হানাফি আইনবিদগণের গ্রন্থাদিতে সুস্পষ্ট ভাবে আমি দেখিনি। অবশ্য তাঁদের মূলনীতিগুলোর দাবি এটাই। তবে পরবর্তীতে এর দুটি

সমর্থনও পাওয়া গেলো, একটি সমর্থন তো পেলাম হজরত শাহ্ সাহেব রহ. এর আলোচনায়। সেটি হলো, আল-আরফুশশাজিতে হজরত শাহ্ সাহেব রহ. বলেন, আমি বলি যে, এই খুবস বা হারাম শুধু একবারের নয় বরং সর্বদার। এটি সব সময় থাকবে। এর অর্থ এটাই যে, এর জন্য উপকৃত হওয়া অবৈধ।

দ্বিতীয় সমর্থন

হজরত আলি রা. -এর যে ঘটনাটি কেবলমাত্র বর্ণনা করলাম, এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যে, যখন হজরত আলি রা. সে মহিলাকে বললেন, তোমার দুই সাক্ষী তোমাকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে। তাই আমি দ্বিতীয় বার বিয়ে করাচ্ছি না। তাই সে মহিলা এবং বাদী সেখান হতে ফিরে যাওয়ার পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শব্দ এসেছে-فتزوجا তথা তারা দু'জন পরস্পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুতরাং পরবর্তীতে তাদের দু'জনের পারস্পরিক বিয়ের ফলে আমার বক্তব্যের সমর্থন হয়। সেটি হলো, খুবছ্ তথা অপবিত্রতা ততোক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তিকে তালাকের মাধ্যমে খতম করে দ্বিতীয় আকদ্ না করা হয়।

হজরত আলি রা. কেনো বিয়ে করাতে অস্বীকার করলেন?

প্রশ্ন : যখন সে মহিলা ফয়সালা শোনার পর হজরত আলি রা. কে বললেন, এবার সে লোকটির সংগে আমার বিয়ে পরিয়ে দিন, তখন তিনি বিয়ে করালেন না কেনো?

জবাব : যদি তখন হজরত আলি রা. স্বয়ং দ্বিতীয় বার বিয়ে করাতেন তবে যেনো এই বিয়ে তাঁর পক্ষ হতে একথার স্বীকারোক্তি হতো যে, আমি এই ফয়সালা করেছি ভুল। কারণ, একবার যখন রায় বাস্তবায়িত হয়ে গেছে সে মহিলা তার বিবাহিতা স্ত্রী। তাহলে এরপর দ্বিতীয় বার বিয়ে করার কোনো অর্থ নেই। কারণ, বিচারক স্বয়ং দ্বিতীয় বার বিয়ে পড়াতে পারেন না। তবে স্বয়ং এ ব্যক্তির দায়িত্বে আল্লাহ ও তার মাঝে দিয়ানত হিসেবে এটা ওয়াজিব যে, সে প্রথমে আকদ্‌কে তালাকের মাধ্যমে খতম করে দিবে। তারপর নতুনভাবে দ্বিতীয় বার বিয়ে করিয়ে দিবে। তাই এই যুগল পুরুষ-স্ত্রী পুনরায় আবদ্ধ হয়েছে বিবাহ বন্ধনে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১২ : বাদীর দায়িত্বে দলিল আর বিবাদীর দায়িত্বে কসম প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৯)

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَارَسُوْلَ اللهِ! اِنَّ هٰذَا غَلَبَنِىْ عَلٰى اَرْضٍ لِىْ فَقَالَ الْكِنْدِىْ هِىَ اَرْضِيْ وَفِيْ يَدِيْ لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ! اَنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَايُبَالِىْ عَلٰى مَاحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلَّا ذٰلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِكَ لِيَاْكُلَهٗ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.[١٧١]

---

[১৭১] বোখারি : কিতাবুর রেহন- باب اذا اختلف الراهن والمرتهن, মুসলিম : কিতাবুল আকজিয়া- باب اليمين علي المدعي عليه

১৩৪৫। অর্থ : ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বর্ণনা করেন, হাদরামাওতের জনৈক ব্যক্তি এবং কিনদার এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। হাদরামি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই কিনদি আমার একটি জমি দখল করে ফেলেছে। কিনদি উত্তর দিলো, এই জমি আমার এবং আমার কব্জায় চলে এসেছে। হাদরামীর এই জমিতে কোনো অধিকার নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামীকে বললেন, তোমার কাছে কি কোনো দলিল আছে? হাদরামী বললো, আমার কাছে তো কোনো সাক্ষী নেই। এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি এই কিনদির কাছ হতে কসম নিয়ে নাও তাকে শপথ করাও। হাদরামি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার মধ্যে তাকওয়া ও পরহেযগারি নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, তোমার কসম দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো অধিকার নেই। বর্ণনাকারি বলেন, যখন কিনদি কসম খাওয়ার ইচ্ছা করলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কোনো ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে নেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে সে আল্লাহ তা'আলার সংগে তখন সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার হতে বিমুখ থাকবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত উমর, ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আশআস ইবনে কায়েস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ওয়াইল ইবনে হুজর রা.এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য হাদিস

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.[১৭২]

১৩৪৬। অর্থ : আমর ইবনে শুআইব-তার পিতা-তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য রাখতে গিয়ে উলেছেন, বাদীর দায়িত্ব হলো সাক্ষী পেশ করা। আর বিবাদীর দায়িত্ব হলো কসম খাওয়া।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ-হাদিসটির সনদে কালাম রয়েছে। হিফজের দিক দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ হাদরামিকে হাদিসে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়। ইবনে মুবারক রহ. প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.[১৭৩]

১৩৪৭। অর্থ : ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, বিবাদী কসম খাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, বাদীর দায়িত্বে হলো দলিল, আর বিবাদীর দায়িত্বে হলো কসম।

---

[১৭২] আবু দাউদ : কিতাবুল আকজিয়া- باب القضاء بالشاهد واليمين, ইবনে মাজাহ : কিতাবুল আহকাম- باب القضاء بالشاهد واليمين

[১৭৩] ইবনে মাজাহ : কিতাবুল আহকাম- باب القضاء باليمين والشاهد, মুসনাদে আহমদ : ৩/৩০৫।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ

অনুচ্ছেদ-১৩ : সাক্ষীর সংগে কসম প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৯)

حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِـــ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.[১৭৪]

১৩৪৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাক্ষীর বর্তমানে কসমের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

রবি'আ বলেছেন, আমাকে সা'দ ইবনে উবাদার এক ছেলে বলেছেন, আমরা সা'দের একটি কিতাবে পেয়েছি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সংগে কসমের মাধ্যমে ফয়সালা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আলি, জাবের, ইবনে আব্বাস ও সুররাক্ব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফয়সালা করেছেন। -এটি حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

ইমামত্রয় এই হাদিস দ্বারা এর দলিল পেশ করেন যে, যদি বাদীর কাছে স্বীয় দাবি প্রমাণে দু'জন সাক্ষী মওজুদ না থাকে, তখন শুধু এক সাক্ষীকেই যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, বাদী এই সাক্ষীর সংগে নিজের সত্যতার ব্যাপারে কসম খাবে। যেনো তাঁদের মতে বাদীর কসম খাওয়া দ্বিতীয় সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, স্বীয় দাবি প্রমাণে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলার সাক্ষী পেশ করা জরুরি। যদি বাদী শুধু একটি সাক্ষী পেশ করে তবে শুধু একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে না। চাই বাদী কসম খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হোক না কেন। যেনো ইমামত্রয়ের মতে সাক্ষী এবং কসমের মাধ্যমে বিচার করা বৈধ। আর হানাফিদের মতে এক সাক্ষী ও কসম দ্বারা ফয়সালা করা অবৈধ।

এ মাসআলায় ইসলামি আইনবিদগণের দলিল

ইমামত্রয় এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কসমের মাধ্যমে ফয়সালা করেছেন। এ হাদিসটি অনেক সাহাবি হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. কোরআনে কারিমের আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন, তিনি বলেছেন,

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ.

'তোমরা তোমাদের পুরুষদের হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাও। যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা।' সুরা বাকারা-২৮২।

---

[১৭৪] বিস্তারিত দ্র.-ইলাউস সুনান : ১৫/৩৫০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ২/৫৫৭।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে-২ : (وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ) سورة الطلاق । 'তোমরা তোমাদের মধ্য হতে ন্যায়পরায়ণ লোকদের সাক্ষী বানাও।' সুরা তালাক-২।

এ দুটি আয়াতে সাক্ষীদের জন্য দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এর দলিল যে, সাক্ষ্যের নেসাব দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা।

এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কোনো বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে কারিমে বর্ণনা করেননি। স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষ্যের নেসাব বর্ণনা করেছেন। হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল পেছনের অনুচ্ছেদের এ হাদিস- اَلْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَي الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ

এই হাদিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলিল পেশ করা বাদীর দায়িত্ব ও তার কাজ সাব্যস্ত করেছেন। আর কসমকে সাব্যস্ত করেছেন বিবাদীর কাজ। যেনো উভয়ের কাজ বণ্টন করেছেন, অথচ বণ্টন শরিকানার পরিপন্থি। সুতরাং বিবাদী হতে দলিল এবং সাক্ষ্য দাবি করা যেতে পারে না। আর বাদী হতে কসম দাবি করা যেতে পারে না। অথচ সাক্ষী ও কসমের দ্বারা বিচারের ক্ষেত্রে বাদীর কাছ হতে কসম দাবি করা হয়, যা এ হাদিসের বিপরীত।

হানাফিদের তৃতীয় দলিল

হানাফিদের দলিল সে ঘটনা, যেটি নাসায়ি এবং আবু দাউদে আছে। সেটি হলো, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইন হতে একটি উট ক্রয় করেছিলেন, পয়সাও চূড়ান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনকে বললেন, আমার সংগে ঘরে চলো। সেখান হতে তোমাকে পয়সা দিয়ে দিব। ফলে তিনি দ্রুত এসে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, সে বেদুইন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে উট নিয়ে ধীরগতিতে আসতে লাগলো। যার ফল এই হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছেন। সে বেদুইন পেছনে রয়ে গেলো। পথিমধ্যে তার সংগে কিছু সংখ্যক লোকের সাক্ষাত হলো এবং তাদের কাছে উটের দাম বলতে আরম্ভ করলো। বেদুইন দূর হতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাক দিয়ে বললো, আপনি উট ক্রয় করছেন, না কি তা আমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দিবো? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো এই উট তোমার কাছ হতে ক্রয় করেছি এবং পয়সা পরিশোধ করার জন্য ঘরের দিকে যাচ্ছি। আমি কি তোমার কাছ হতে এই উট ক্রয় করিনি? সে বেদুইন বললো, আপনি এখনো ক্রয় করেননি আর যদি আপনি ক্রয় করে থাকেন, তবে কোনো সাক্ষী পেশ করুন। তখন হজরত খুজায়মা ইবনে সাবেত আনসারি সাহাবি রা. সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উট ক্রয় করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি কিভাবে সাক্ষী দিলে? অথচ তুমি তখন মওজুদ ছিলে না? হজরত খুজায়মা রা. জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো এর চেয়ে বড় বিষয়ে আপনার সত্যায়ন করেছি। সেটি হলো, আপনার কাছে জিবরাইল আমিন আ. আসেন। আপনার কাছে ওহি আসে। আপনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। আমি এসব বিষয়ে আপনাকে বিশ্বাস করেছি। এগুলোর তুলনায় এতো একদম মামুলি বা সাধারণ বিষয়। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমি এই উট ক্রয় করেছি। ব্যাস, এর ওপর আমি সাক্ষ্য দিয়েছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই আবেগের কদর করতে গিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে তোমার সাক্ষ্য দুই পুরুষের সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হবে। এর ফল এই হলো যে, হজরত খুজায়মা রা. এর ছিলো সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এই বিশেষ মর্যাদাগত বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর এক পুরুষের সাক্ষী দুই পুরুষের সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত ছিলো। এ কারণেই তাঁর উপাধি সাহিবুশ শাহাদাতাইন প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

এই ঘটনা এর দলিল যে, সাক্ষ্যের নেসাব দুই পুরুষ। যদি এক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হতো, তাহলে হজরত খুজায়মা রা. এর কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতো না। তাঁর বৈশিষ্ট্য তখন হতে পারে, যখন বলা হয় যে, অন্যান্য লোকের হতে তো দুই দুই সাক্ষী দাবি করা হয়, কিন্তু হজরত খুজায়মা রা.কে সাক্ষ্যের ব্যাপারে দুই ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা গেলো, প্রমাণে সাক্ষ্যের নেসাব পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

হানাফিদের পক্ষ হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

অনেক হানাফি এই হাদিসের সনদের প্রতিটির ওপর কালাম করেছেন এবং এটা দলিল করার চেষ্টা করেছেন যে, এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি সনদ সহিহ্ রূপে প্রমাণিত নেই। তবে ইনসাফের কথা হলো, এই হাদিসের দুর্বলতার ভিত্তিতে এটিকে রদ করে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার অসম্পূর্ণ তাহকিক অনুযায়ী পাঁচটি হাদিস এমন রয়েছে, যেগুলো প্রামাণ্য এবং এগুলোর সনদে এমন ত্রুটি নেই, যার ফলে এগুলো অপ্রমাণযোগ্য প্রমাণিত হয়। এই পাঁচটি ছাড়া অনেক হাদিস সনদগত ভাবে যদিও দুর্বল, কিন্তু সমর্থন হিসেবে সেগুলোকেও পেশ করা যেতে পারে। সুতরাং এই জবাব সঠিক না।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের দ্বিতীয় জবাব

অন্য অনেক আলেম এই জবাব দিয়েছেন যে, قَضٰي بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ এর অর্থ, قَضٰي بِيَمِيْنِ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ لِلْمُدَّعِي। যার অর্থ, যেহেতু বাদীর কাছে শুধু একটি সাক্ষী ছিলো সেহেতু বিবাদী হতে কসম নিয়ে তিনি ফয়সালা করেছেন। তখন এ হাদিসটি ফয়সালার সাধারণ মূলনীতির অনুকূল হয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদিসের শব্দের দিকে লক্ষ করলে এই জবাব কিছুটা দূরবর্তী এবং জাহিরের পরিপন্থি। আর সাহাবায়ে কেরামের অনেক বড় দল ইমামত্রয়ের অবস্থানের প্রবক্তা, তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, এই হাদিসে يمين বা কসম দ্বারা উদ্দেশ্য বিবাদীর কসম নয়; বরং স্বয়ং বাদীর কসম। সুতরাং এটাও কোনো ভালো উত্তর নয়।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের তৃতীয় জবাব

হানাফিদের পক্ষ হতে এই হাদিসের জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, সাক্ষ্যের নেসাবের দলিল কোরআনে কারিমের আয়াত-

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ. البقرة : ٢٨٢

আর এসব হাদিস হলো খবরে ওয়াহিদ। বস্তুত খবরে ওয়াহিদগুলো দ্বারা আল্লাহর কিতাবের ওপর বৃদ্ধি হতে পারে না। তাই এসব হাদিসকে কোরআনে কারিমের আয়াতসমূহের মুকাবিলায় পেশ করা যেতে পারে না।

এই জবাব তখন বড় শক্তিশালী হতো যখন প্রমাণিত হতো এসব হাদিস খবরে ওয়াহিদ। তবে বাস্তব ঘটনা হলো, যেমনভাবে এসব হাদিস বর্ণিত আছে, সেগুলোর প্রতি লক্ষ করলে এগুলোকে খবরে ওয়াহিদ বলা মুশকিল। কারণ, খবরে মশহুরের সংজ্ঞা দিয়েছেন-এর বর্ণনাকারি প্রতিটি যুগে কমপক্ষে তিনজন থাকবেন। তিন হতে কম নয়। এই সংজ্ঞাটিকে যদি সামনে রাখা হয় তাহলে এ অনুচ্ছেদের হাদিস মশহুর সাব্যস্ত হয়। কারণ, এহাদিসটির বর্ণনাকারি প্রতি যুগে তিন বরং তিনের অধিক ছিলেন। বস্তুত আদায়কারিগণ খবরে মশহুরের সংজ্ঞা দিয়েছেন- সে হাদিসটি প্রথমদিকে তো একজন বর্ণনাকারি হতে বর্ণিত পরবর্তী যমানায় এর বর্ণনাকারি অনেক হয়ে গেছে। এই সংজ্ঞার দিকে লক্ষ করলে এ হাদিসটি খবরে মশহুর। কারণ, আমি তালাশ করে জানতে পারলাম, সতেরজন তাবেঈ এই হাদিসটি বর্ণনা করেন। এমনভাবে এ হাদিসটি উভয় সংজ্ঞার দিকে লক্ষ করলে খবরে মশহুর সাব্যস্ত হয়, খবরে ওয়াহিদ নয়। আর খবরে মশহুর দ্বারা আল্লাহর কিতাবের ওপর বৃদ্ধি বৈধ হওয়া উচিৎ।

আমার কাছে সবচেয়ে সহিহ বক্তব্য

অতএব যে বিষয়টি আমার কাছে সহিহের নিকটতম মনে হয়- وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى أَعْلَمُ সেটি হলো, মূল নেসাবতো সেটি যেটি কোরআনে কারিম وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ. আয়াতে বর্ণনা করেছে। তবে অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যেগুলোতে সাক্ষ্যের পূর্ণ নেসাব প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। যেমন, জঙ্গলে-বিয়াবানে একটি লেন-দেন হলো। স্পষ্ট বিষয় যে, সেখানে সাক্ষ্যের নেসাব পূর্ণ করা কঠিন। সুতরাং এমন খাস ওজরের অবস্থায় যেগুলো সম্পর্কে সুনিশ্চিত রূপে জানা যায় যে, সেখানে সাক্ষ্য গ্রহণের সময় একাধিক ব্যক্তিকে সাক্ষী বানানো সম্ভব ছিলো না, এমন স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাক্ষী ও কসমের মাধ্যমে ফয়সালা করার অনুমতি দিয়েছেন। এটি একটি ব্যতিক্রম ছুরত। আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিসের মাধ্যমে এই ছুরতটিকে মূল হুকমটি হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।

খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনে কারিমের তাফসির

এই তাফসির গ্রহণ করা তাই ঠিক যে, প্রথম তো এই হাদিসটি খবরে মশহুর, আর খবরে মশহুর দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধি হতে পারে। আর যদি এ হাদিসটিকে খবরে মশহুর না মানে বরং খবরে ওয়াহিদ বলে তখন হানাফিদের এই মূলনীতি রয়েছে যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধি হতে পারে না। এর অর্থ, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর আদেশকে সম্পূর্ণরূপে মানসুখ করে দেওয়া, কিংবা কিতাবুল্লাহর হুকুমে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা শর্তায়ন কিংবা খাস করা অবৈধ। তবে যদি কোনো স্বতন্ত্র মাসআলা হয় যেগুলো সম্পর্কে কোরআনে কারিমে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, যার সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, যদি খবরে ওয়াহিদ সেটির বিবরণ দেয়, তবে এটাকে কোরআনে কারিমের ওপর বৃদ্ধি বলে না। স্বয়ং হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ওযর অবস্থায় সাক্ষ্যের নেসাব কি হবে? এই ছুরতটি সম্পর্কে কোরআনে কারিমে নীরবতা অলবম্বন করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের হাদিস এর বিবরণ দিয়েছে। যার ফলে না তো কোরআনে কারিমের আদেশ মানসুখ হলো, আর না এর কারণে শর্তায়ন এবং তাখসিস বা খাস করা হয়েছে। এমনভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজর অবস্থায় সাক্ষী এবং কসমের দ্বারা ফয়সালার অনুমতি দিয়েছেন।

ওজরের সময় এক সাক্ষী ও কসমের ভিত্তিতে ফয়সালা

তাই স্বয়ং হানাফিগণও বলেন যে, অনেক লেনদেনে না শুধু একজন পুরুষের বরং একজন মহিলার স্বাক্ষীও গ্রহণযোগ্য। যেমন, এমন দোষ যেগুলো সম্পর্কে মহিলারা ব্যতিত আর কেউ অবহিত হতে পারে না, সেগুলোতে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এমনভাবে শিশুর জন্মের ওপর শুধু দাঈমার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য। কবুল করার কারণ হলো, এই ছুরতগুলো সম্পর্কে কোরআনে কারিমে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। আর কিয়াসের ভিত্তিতে এসব ছুরতকে সাক্ষ্যের নেসাব হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং যখন কিয়াসের ভিত্তিতে এ ছুরতগুলোকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা যায়, তাহলে হাদিসের ভিত্তিতে উত্তমরূপেই ব্যতিক্রমভুক্ত হতে পারে। কাজেই ওজরাবস্থায় সাক্ষী এবং কসমের ভিত্তিতে ফয়সালা করার অবকাশ আছে।

এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য হাদিস

عَنْ جَابِرٍ رَضِــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.[১৭৫]

---

[১৭৪] বোখারি : কিতাবুল ইতক- باب اذا اعتق عبدا بين اثنين، মুসলিম : কিতাবুল ইতক- باب التجزي في العتق।

১৩৪৯। অর্থ : জাবের রা. বলেন, হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাক্ষীর সংগে কসমের মাধ্যমে ফয়সালা করেছেন।

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ رَضِــ فِيْكُمْ.[১৭৬]

১৩৫০। অর্থ : মুহাম্মদ ইবনে বাকির রা. বর্ণনা করেন, হজরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাক্ষী এবং কসমের মাধ্যমে ফয়সালা করেছেন। তারপর হজরত বাকির রা. বললেন, তাঁর পর হজরত আলি রা. তোমাদের মাঝে এ উসূলের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি বিশুদ্ধতম। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরি-জাফর ইবনে মুহাম্মদ-তার পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল আকারে।

আব্দুল আজিজ ইবনে আবু সালামা ও ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়ম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন-জাফর ইবনে মুহাম্মদ-তার পিতা-আলি-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা এ মত পোষণ করেছেন যে, এক সাক্ষীর সংগে কসম হক ও সম্পদের ক্ষেত্রে বৈধ। এটি মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা আরো বলেছেন, এক সাক্ষীর সংগে কসমের মাধ্যমে ফয়সালা শুধু অধিকার ও সম্পদের ক্ষেত্রেই করা যাবে। কুফাবাসী প্রমুখ অনেক আলেম এক সাক্ষীর মাধ্যমে কসম দ্বারা ফয়সালা করার মত পোষণ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ

অনুচ্ছেদ-১৪ : যে গোলাম দুজনের মাঝে যৌথ থাকে, তারপর তাদের একজন স্বীয় অংশ মুক্ত করে দেয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৯)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عِتْقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوْبُ وَرُبَمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ : يَعْنِيْ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .[১৭৭]

১৩৫১। অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গোলামের মধ্য হতে স্বীয় মালিকানাধীন বরাবর মুক্তকারির কাছে মাল মওজুদ তাকে, তাহলে তখন পুরা গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মুক্তকারির কাছে এতোটুকু পরিমাণ সম্পদ না হয়, তাহলে তখন শুধু এতোটুকু অংশ মুক্ত হয়ে যায় যতোটুকু অংশ সে মুক্ত করেছে।

---

[১৭৬] বিস্তারিত দ্র.- হিলয়াতুল উলামা ফী মা'রিফাতি মাজাহিবিল উলামা : ৬/১৬০,৬৩, বাদায়ি' : ৪/৮৬।

[১৭৭] বোখারি : কিতাবুল ইতক- باب اذا اعتق نصيبا في عبد, মুসলিম : কিতাবুল ইতক-باب ثبوت السعاية।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আইউব রহ. বলেছেন, এ হাদিসে নাফে' রহ. অনেক সময় বলেছেন, অর্থাৎ, فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ বা যতোটুকু মুক্ত হবার ততোটুকু মুক্ত হয়ে গেছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। এটি সালেম তাঁর পিতা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ (সমার্থক) বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

অর্ধেক গোলাম মুক্তি করার মাসআলা

এই মাসআলাটিকেও ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে বড় বিতর্কিত মনে করা হয়। যদি কোনো গোলাম দুই ব্যক্তির মাঝে যৌথ হয়, আর এক ব্যক্তি স্বীয় অংশ মুক্ত করে দেয় তাহলে তখন কি আহকাম হবে? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে যেহেতু এই মাসআলাটির এখন কোনো আমলী ফায়দা নেই, না গোলাম আছে, না বাঁদি, না এখন মুক্তকারি আছে, না মুক্তকৃত, সেহেতু এ সম্পর্কে অনেক বেশি তাফসিলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য সংক্ষিপ্ত আকারে ফুকাহায়ে কেরামের মাজহাবগুলো বর্ণনা করে দেওয়া সংগত।

মাসআলার ছুরত হলো, একটি গোলাম দুই ব্যক্তির মাঝে যৌথ। মনে করুন, একজনের নাম জায়েদ অপর জনের নাম খালেদ। জায়েদ এই গোলামে স্বীয় অংশ মুক্ত করেছেন, বাকি অর্ধেক মুক্ত হয়নি। এবার খালেদ দেখবে, জায়েদ যে স্বীয় অর্ধাংশ মুক্ত করেছেন সে কি বিত্তশালী না গরিব, যদি জায়েদ বিত্তশালী হয় তাহলে খালিদের তিনটি এখতিয়ার আছে। ১. হয়ত সে নিজেও নিজের অংশ মুক্ত করে দিবে। ২. কিংবা খালেদ জায়েদকে জিম্মাদার বানাবে এবং জায়েদকে বলবে, তুমি আমার অংশের মূল্য আমাকে পরিশোধ করে দাও এবং বাকি গোলামকেও মুক্ত করে দাও। ৩. কিংবা গোলামকে বলবে, তুমি শ্রম দিয়ে আমার অংশে মুক্ত হয়ে যাও। আর যদি জায়েদ গরিব হয় তাহলে তখন খালিদের দুটি এখতিয়ার আছে, ১. হয়ত নিজের অংশ মুক্ত করবে। ২. কিংবা গোলামকে দিয়ে কাজ করাবে।

ইমাম সাহেব রহ. -এর মাজহাব

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন যে, আজাদি অংশত্বকে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, এটা হতে পারে যে, এক সময়ে গোলামের অর্ধেক মুক্ত আর বাকি অর্ধেক মুক্ত হবে না। যখন জায়েদ নিজের অর্ধাংশ মুক্ত করেছিলো তখন এর ফলে অর্ধেক মুক্ত হয়েছে, আর অর্ধেক মুক্ত হয়নি। এবার যদি খালেদও নিজের অর্ধাংশ মুক্ত করে দেয়, তাহলে ওয়ালার অর্ধাংশ জায়েদ পাবে, আর ওয়ালার বাকি অর্ধাংশ পাবে খালেদ। কারণ, অর্ধাংশের মুক্তকারি জায়েদ আর অর্ধাংশের মুক্তকারি খালেদ। বস্তুত ওয়ালা মুক্তকারির অধীনস্থ হয়। যদি এই ছুরতটি হয় যে, খালেদ জায়েদকে বলবে, তুমি গোলামের অর্ধেকের মূল্য আমাকে পরিশোধ করে বাকি অর্ধেক গোলামও মুক্ত করে দাও, তাহলে এর অর্থ এই যে, জায়েদ খালিদের অংশ তার হতে ক্রয় করে নিজে মুক্ত করে দিয়েছে। তখন পূর্ণ ওয়ালা জায়েদ পাবে। কারণ, পূর্ণাঙ্গ আজাদি বাস্তবে ঘটেছে তার পক্ষ হতে। আর যদি খালেদ গোলামকে কাজে খাটায়, তাহলে এর অর্থ, খালেদ নিজের অংশে গোলামকে মুখাতাব (সম্বোধিত) বানিয়েছে এবং গোলামকে বলে দিয়েছে যে, এতো অর্থ পরিশোধ করো, তাহলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যখন সে পয়সা আদায় করে দিবে তখন বাকি অর্ধাংশ মুক্ত হয়ে যাবে এবং এই আজাদি খালিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। ফলশ্রুতিতে এই ছুরতে অর্ধেক ওয়ালা জায়েদের এবং অর্ধেক ওয়ালা খালিদের হবে। এটা হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব।

ইমাম শাফেয়ি রহ. -এর মাজহাব

ইমাম শাফেয়ি রহ. -এর মাজহাব হলো, মুক্তকারি ধনী হলে আজাদিঅংশত্বকে গ্রহণ করেনা। আর গরিব হলে অংশত্বকে গ্রহণ করে। সুতরাং যদি জায়েদ ধনী থাকে তাহলে তখন জায়েদ কর্তৃক অর্ধ গোলাম মুক্ত করলে

পূর্ণ গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। খালিদের অধিকার থাকবে জায়েদের ওপর জরিমানা আরোপ করার। তাকে বলবে যে, যেহেতু তোমার স্বীয় অংশ মুক্ত করার ফলে পূর্ণ গোলাম মুক্ত হয়ে গেছে, সেহেতু আমার অংশের মূল্য আমাকে পরিশোধ করো। তাঁর মতে তখন গোলামের ওপর কাজ করার দায়িত্ব নেই। আর যদি জায়েদ গরিব হয়, তাহলে তখন জায়েদের অর্ধ গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে এবং খালিদের অংশ মুক্ত হবে না। যার ফল এই হবে যে, গোলাম একদিন মুক্ত থাকবে, আরেকদিন খালিদের গোলামি করবে। তাঁর মতে তখনও গোলামের কাজ নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাব

তারা দু'জন বলেন, আজাদি কোনো অবস্থাতেই অংশত্বকে গ্রহণ করবে না। সুতরাং যে ছুরতে জায়েদ ধনী সে ছুরতে পুরা গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। এবার খালিদের এখতিয়ার আছে, সে হয়ত জায়েদ হতে অর্ধ গোলামের মূল্যের জরিমানা আদায় করবে কিংবা গোলাম দ্বারা কাজ করাবে। তবে গোলাম দ্বারা কাজ করানোর এই অর্থ নয় যে, সে গোলাম মুক্ত হয়নি, বরং সে গোলাম স্বাধীন হয়ে গেছে। এবার মুক্ত হওয়ার পর স্বীয় অর্ধ মূল্য এনে খালেদকে পরিশোধ করবে এবং ওয়ালা এই দুই ছুরতেই জায়েদই পাবে। আর যদি জায়েদ গরিব হয়, তাহলে জায়েদ হতে অর্ধ গোলামের মূল্যের জরিমানা নিবেনা, বরং শুধু গোলাম দ্বারা কাজ করাবে। ওয়ালা এ ছুরতেও জায়েদই পাবে। কারণ, আজাদি অংশত্ব গ্রহণ করে না।

বুনিয়াদি মতপার্থক্য দুটি

অতএব ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মৌলিক মতপার্থক্য দুটি হলো। ১, আজাদিঅংশত্ব কবুল করে কি না? ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে আজাদি অংশত্ব কবুল করে। তাঁর দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। যাতে বলেছেন-فقد عتق منه ما عتق। এই বাক্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মুক্তকারি গোলামের যতোটুকু অংশ মুক্ত করেছে ততোটুকুই মুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় মতপার্থক্য হলো, ইমাম শফিঈ রহ. কোনো অবস্থাতেই গোলামের কাজ করানোর প্রবক্তা নন। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. গরিব হলে কাজ করানোর প্রবক্তা। তাঁদের দলিল এ অনুচ্ছেদের শেষ হাদিস। সেটি হলো,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا أَوْ قَالَ شِقْصًا فِيْ مَمْلُوْكٍ فَخَلَاصُهُ فِيْ مَالِهٖ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ مَالٌ قُوِّمَ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعٰى فِيْ نَصِيْبِ الَّذِيْ لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ .[১৭৮]

১৩৫৩। অর্থ : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গোলাম হতে স্বীয় মালিকানাধীন অংশ মুক্ত করেছে তার মুক্তি হবে তার মালে। যদি তার কাছে মাল থাকে (অর্থাৎ, যদি মুক্তকারি বিত্তশালী হয় তবে সে স্বীয় অপর শরিককে মাল আদায় করে দিবে। তারপর পূর্ণ গোলামকে স্বাধীন মনে করা হবে।) আর যদি মুক্তকারির কাছে সম্পদ না থাকে তাহলে কোনো ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির মাধ্যমে গোলামের মূল্য লাগানো হবে। তারপর গোলামকে সে ব্যক্তির অংশে কাজ করাবে, যে মুক্ত করেনি তখন যে, গোলামের ওপর কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

(অর্থাৎ, এ গোলামের ওপর এ ধরনের কষ্ট চাপানো হবে না যে, তুমি পূর্ণ মূল্য একদিনে কিংবা এক সপ্তাহের মধ্যে এনে দাও। বরং সে সহজে যতোটুকু সময়ে পরিশোধ করতে পারবে, তা আদায় করবে।) কাজ

---

[১৭৮] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في العمري, আল মুসনাদুল জামে : ৭/১৯২, মুসনাদে আহমদ : ৫/৮।

করানো সম্পর্কে এই হাদিসটি ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. -এর দলিল। এতে কাজ করানোর সুস্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-সাইদ ইবনে আবু আরুবা এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (شِقْصًا এর স্থলে) شَقِيْصًا (অংশ)।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, আব্বান ইবনে ইয়াজিদ কাতাদা হতে সাইদ ইবনে আবু আরূবার রেওয়ায়াতের মতো। শো'বা এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কাতাদা হতে। তাতে তিনি তার (গোলামের) কাজ করার বিষয়টি উল্লেখ করেননি। ওলামায়ে কেরাম কাজ করার ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। অনেক আলেম এ ক্ষেত্রে কাজ করার মত পোষণ করেন। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত। এ মতই পোষণ করেন ইসহাক রহ.। আর অনেক আলেম বলেছেন, যখন গোলাম দু'ব্যক্তির মাঝে যৌথ থাকবে, তারপর কোনো একজন তার অংশ মুক্ত করে দেয়, যদি তার মাল থাকে তবে তার সংগীর অংশের দায়ভার তার ওপর পড়বে এবং গোলাম তার হতে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি তার মাল না থাকে তবে গোলাম হতে যতোটুকু মুক্ত করে দেয়, যদি তার মাল থাকে তবে তার সংগীর অংশের দায়ভার তার ওপর পড়বে এবং গোলাম তার হতে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি তার মাল না থাকে তবে গোলাম হতে যতোটুকু মুক্ত হবার ততোটুকু মুক্ত হয়ে যাবে। তবে গোলামের কাছে কাজ চাওয়া যাবেনা এবং ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে হজরত ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এটি মদিনাবাসীর উক্তি। এ মতই পোষণ করেন, মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি ও আহমদ রহ.।

এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৯)

حَدَّثَنَا بِذَالِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيْقٌ مِّنْ مَالِهِ .[১৭৯]

১৩৫২। হাসান ইবনে আলি .... হজরত সালেম রহ. স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গোলাম হতে স্বীয় অংশ মুক্ত করে যদি মুক্তকারির কাছে এ পরিমাণ মাল থাকে যা গোলামের মূল্য হয়ে যায়, তবে সে গোলামকে তার মাল হতে মুক্ত মনে করা হবে। অর্থাৎ, সে মুক্তকারি অন্য অংশীদারকে মাল পরিশোধ করে দিবে। তাকেই পূর্ণ গোলাম মুক্তকারি মনে করা হবে। গোলামের ওয়ালাও সেই পাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[১৭৯] বিস্তারিত দ্র.-আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/৮, শরহুল কাবির সহ দুসুকি : ৪/৯৭।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَي

অনুচ্ছেদ-১৫ : ওমরা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫১)

عَنْ سَمُرَةَ رَضِـــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا اَوْ مِيْرَاثٌ لِاَهْلِهَا.[১৮০]

১৩৫৪। **অর্থ** : সামুরা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উমরাকারিদের জন্য উমরা (দাতা বা গ্রহীতার জীবনকাল পর্যন্ত দানকৃত বস্তু) বৈধ। কিংবা বলেছেন, উমরা হলো, উমরাকারিদের জন্য মিরাস।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত, জাবের, আবু হুরায়রা, আয়েশা, ইবনে জুবাইর ও মুআবিয়া রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

উমরা এক বিশেষ ধরনের দান হতো। যেটি জমি, ঘর, জায়গা আসবাবপত্র ইত্যাদির সংগে খাস হতো। এর ছুরত এই হতো যে, এক ব্যক্তি অন্যকে বলতো, اَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ অর্থাৎ, এই বাড়িটি আমি তোমাকে উমরারূপে দান করেছি। কিংবা এই উদ্দেশ্য হতো যে, আমি সারা জীবনের জন্য এ বাড়িটি তোমাকে দিয়ে দিলাম। সারা জীবন তুমি এ ঘরটি ব্যবহার করতে পারো।

উমরার অর্থ ও এর বিভিন্ন পদ্ধতি

জাহেলিয়াতের যুগেও উমরা সুপ্রসিদ্ধ ছিলো। এর অর্থ এই মনে করা হতো যে, এটি ধার, হেবা নয়। সুতরাং যতোক্ষণ পর্যন্ত সে উমরাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবিত থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত সে তার দ্বারা উপকৃত হবে। এ অনুচ্ছেদের হাদিস জাহিলী যুগের উমরায় পরিবর্তন এনেছে। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ। উমরার তিনটি ছুরত হতে পারে। এক ছুরত হলো, উমরাকারি সুস্পষ্টপভাবে বলবে-اَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ وَهِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ অর্থাৎ, এই বাড়ি তোমাকে উমরারূপে দিলাম এবং এটা তোমার ও তোমার ওয়ারিসদের। দ্বিতীয় ছুরত হলো, প্রথম ছুরতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি সুস্পষ্ট ভাষায় বলবে, যেমন, বলবে-دَارِيْ لَكَ عُمْرَيْ مَا عِشْتَ فَاِنْ مُتَّ فَهِيَ رَاجِعَةٌ اِلَيَّ অর্থাৎ, আমি আমার এই বাড়ি তোমাকে উমরারূপে দিচ্ছি যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে। আর যখন তোমার ইন্তিকাল হবে তখন এটা আমার কাছে ফেরত আসবে। তৃতীয় ছুরত হলো, তুমি শুধু এতোটুকু বলবে, اَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ কিংবা دَارِيْ لَكَ عُمْرَيْ তথা আমি তোমাকে এই বাড়িটি কিংবা আমার বাড়িটি উমরারূপে দিলাম। তবে যাকে উমরা দান করা হয়েছে, তার মৃত্যুর পরে কি হবে? এটি কি তার ওয়ারিসরা পাবে? না দাতার কাছে ফেরত আসবে? এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ নেই।

ইমাম মালেক রহ. -এর মাজহাব হলো, তিন ছুরতে উমরাকে ধারই মনে করা হবে, হেবা মনে করা হবে না। বাকি রইলো প্রথম ছুরত, যাতে উমরাদাতা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে, هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ (এটা তোমার এবং তোমার পরবর্তী ওয়ারিসদের।) তোমার মৃত্যুর পর তোমার ওয়ারিসদের দিকে তা হস্তান্তর হবে। এর অর্থ, ওয়ারিসগণ এই বাড়ি দ্বারা শুধু উপকৃত হওয়ার অধিকার পাবে, মালিকানা তাদের দিকে হস্তান্তরিত হবে না।

---

[১৮০] বোখারি : কিতাবুল হিবা- باب ما قيل في العمري و الرقبي, মুসলিম : হিবাত-باب العمري।

এমনকি যখন উমরাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইন্তেকাল করবে, কোনো ওয়ারিস অবশিষ্ট না থাকবে, তখন এই বাড়ি উমরাদাতার কাছে হস্তান্তরিত হবে। আর যদি সে জীবিত না থাকে তবে তার ওয়ারিসরা পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় ছুরত যাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, উমরাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইন্তিকালের পর আমার কাছে ফেরত এসে যাবে এতে কোনো প্রশ্নই অবিশিষ্ট থাকে না। যাতে সে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেনি, বরং ব্যাপক রেখে দিয়েছে, তখনও উমরাদাতার কাছে ফেরৎ এসে যাবে।

ওমরা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

হানাফি, শাফেয়ি এবং সহিহ্ উক্তি মতে হাম্বলিগণও এর প্রবক্তা যে, তিন ছুরতেই উমরা হেবা। যখন উমরা শব্দ ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি স্বীয় ঘর অন্যকে দিয়ে দেয়, তখন এর অর্থ এই হয় যে, যাকে তা দান করা হয়েছে, তাকে এই বাড়ির মালিক বানিয়ে দিয়েছে। প্রথম ছুরতে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, এতে উমরাকারি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ। আর দ্বিতীয় ছুরতে সে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তোমার মৃত্যুর পর এই বাড়ি আমার কাছে ফিরে আসবে। এই ছুরতেও ইমামত্রয়ের মতে হেবাই। আর উমরাকারি যে শর্ত আরোপ করেছে যে, তোমার মৃত্যুর পর এটা আমার কাছে ফিরে আসবে এই শর্ত ফাসেদ। সুতরাং সে স্থানটি সর্বদার জন্য যাকে উমরা বা দান করা হয়েছে তার কাছে হস্তান্তর হয়ে যাবে এবং সে শর্ত বাতিল বা নিরর্থক হয়ে যাবে। তৃতীয় ছুরতে সে কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়নি। এতেও উত্তমরূপেই হেবা সংঘটিত হবে। সুতরাং এখন এই বাড়ি কোনো অবস্থাতেই উমরাকারি তথা দানকারির দিকে ফিরে যাবেনা।

ইমাম মালেক রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন-اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا এসব শব্দের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, তখন এর অর্থ এই হয় যে, তাঁর তাশরিফ আনয়নের সময় উমরার যে, অর্থ প্রসিদ্ধ ছিলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি ঠিক রেখেছেন। বস্তুত : জাহিলিয়াতের যুগে উমরার যে অর্থ প্রসিদ্ধ ছিলো, সেটি ছিলো এই- উমরা হলো ধার, হেবা নয় এবং সে জিনিস কোনো না কোনো সময় পুনরায় উমরাকারির কাছে চলে আসতো। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অনুমোদন করেছেন সেহেতু এখন সে অর্থই শরিয়তে ধর্তব্য মনে করা হবে। সুতরাং উমরাকে ধারই মনে করা হবে।

ইমামত্রয় বলেন, اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ এর এই অর্থ নয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলি যুগের পদ্ধতিগুলোর অনুমোদন দিয়েছেন, বরং এর অর্থ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলে দিয়েছেন যে, এবার ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি উমরা করবে সেটাকে হেবা মনে করা হবে। তাই অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে-اَوْ مِيْرَاثٌ لِأَهْلِهَا এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাকে উমরাওয়ালাদের জন্য মিরাস সাব্যস্ত করেছেন এবং পরবর্তী হাদিসে আরো অধিক স্পষ্ট শব্দ এসেছে। তা হলো,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِيْ يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ اِلَى الَّذِيْ اَعْطَاهَا لِاَنَّهُ عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ.[১৮১]

১৩৫৫। অর্থ : জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে له ولعقبه বলে উমরা দেওয়া হয়েছে, সেটা তার হয়ে গেছে, যাকে তা দেওয়া হয়েছে। এটা দাতার দিকে কখনও

---

[১৮১] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'-باب في الرقبي, ইবনে মাজাহ : কিতাবুল হিবাত- باب الرقبي।

ফিরে যাবেনা। কারণ, সে এমন জিনিস দিয়েছে যাতে উত্তরাধিকার জারি হয়। এই রেওয়ায়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সে উমরা উমারাদাতা দিকে ফিরে যাবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, মা'মার ও একাধিক বর্ণনাকারি জুহরি হতে মালেক রহ.এর রেওয়ায়াতের মতো। আর কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, জুহরি হতে, তবে তাতে তিনি ولعقبه শব্দ উল্লেখ করেননি। এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে হজরত জাবের রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا। তাতে ولعقبه শব্দের উল্লেখ নেই।

এ হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, যখন কেউ বলবে, এ বাড়ি তোমার, তোমার জীবদ্দশায় এবং তোমার ওয়ারিসদের জন্য, তবে তা সে ব্যক্তির জন্য হবে যার জন্য সে তা উমরারূপে তা দান করেছে। এ বাড়ি প্রথম ব্যক্তির দিকে ফিরে যাবেনা। আর যখন সে ولعقبك বলবে না তখন সেটি প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে যাবে যখন যার জন্য দান করা হয়েছে তার ইন্তেকাল হবে। এটি মালেক ইবনে আনাস ও শাফেয়ি রহ.এর মাজহাব।

একাধিক সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, উমরা উমরাকারিদের জন্য বৈধ। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, যাকে উমরারূপে দান করা হয়েছে, তার যখন ইন্তেকাল হবে তখন সেটি হবে তার ওয়ারিসদের জন্য। যদিও তার ওয়ারিসদের জন্য না করা হোক। এটি সুফিয়ান সাওরি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

মুসনাদে আহমদের একটি হাদিসে এর চেয়েও সুস্পষ্টতর শব্দ রয়েছে। সেটি হলো, لَا تُفْسِدُوْا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرٰى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ[১৮২]. অর্থাৎ, নিজেদের মালগুলোকে নষ্ট করো না। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে উমরা করবে, সে উমরা তার এবং ওয়ারিসদের হক হবে। এটা তারা পাবে। এসব হাদিস দ্বারা সাফ-স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেকার প্রচলিত পদ্ধতির অনুমোদন দেননি। বরং এতে পরিবর্তন করেছেন এবং এটাকে ধারের পরিবর্তে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেবা সাব্যস্ত করেছেন।

অবশ্য এসব মতপার্থক্য ও তাফসিল তখনকার যখন কোনো ব্যক্তি শুধু কেবল উমরা শব্দই ব্যবহার করে। যেমন, বললো, أَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ কিংবা دَارِيْ لَكَ عُمْرٰى। তবে যদি কোনো ব্যক্তি উমরার পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করে। যেমন, دَارِيْ لَكَ مَا عِشْتَ তখন এই ছুরতে এটা আমাদের মতেও ধার। কিংবা বললো, دَارِيْ لَكَ عُمْرٰى سُكْنٰى অর্থাৎ, سُكْنٰى শব্দ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে এই ছুরতেও ধার হবে, হেবা নয়। তাই যাকে দান করা হয়েছে তার ইন্তেকালের পর সে বাড়ি দাতার দিকে ফিরে আসবে।

---

[১৮২] বিস্তারিত দ্র.-মুগনিল মুহতাজ : ২/৩৯৯, বাদায়ি' : ৬/১১৭।

ইমাম তিরমিযী রহ. -এর ভুল

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا اِذَا قَالَ (هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ) فَاِنَّهَا لِمَنْ اُعْمِرَ هَا لَا تَرْجِعُ اِلَى الْاَوَّلِ وَاِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ اِلَى الْاَوَّلِ اِذَا مَاتَ الْمُعَمَّرُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ.

এখানে ইমাম তিরমিযী রহ. মাজহাবগুলোর বিবরণ দিতে যেয়ে কিছুটা মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছেন। প্রথম ছুরতে যাতে বলবে- هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ এর দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, ইমাম মালেক রহ.এর মতে হেবা হয়ে যায়। অথচ সহিহ হলো, এই ছুরতেও হেবা হবেনা। বরং ধার হবে এবং শুধু লাভ হস্তান্তর হবে। এটাও ততোক্ষণ পর্যন্ত ধার হবে যতোক্ষণ পর্যন্ত উত্তরাধিকারিরা অবশিষ্ট থাকবে। যখন উত্তরাধিকারিদের ইন্তেকাল হয়ে যাবে, এরপর সে বাড়ি দাতা কিংবা তার ওয়ারিসরা পুনরায় পেয়ে যাবে। ইমাম তিরমিযী রহ. এর একটি ভুল তো এই হলো।

দ্বিতীয় ভুল হলো, ওপরের ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি উমরাকর্তা ولعقبه শব্দ না বলে, তাহলে তখন ইমাম শাফেয়ি রহ.এর উক্তি অনুযায়ী সে বাড়ি উমরাকারির দিকে ফিরে যাবে। অথচ ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সহিহ উক্তি হলো, তা ফিরে যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় হেবা সংঘটিত হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبٰي.

অনুচ্ছেদ-১৬ : রোকবা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫১)

عَنْ جَابِرٍ رَ ضـ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرٰي جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰي جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا.[১৮৩]

১৩৫৬। অর্থ : জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উমরা বৈধ উমরাওয়ালাদের জন্য, রোকবা বৈধ রোকবাওয়ালাদের জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান। অনেক আলেম আবুজ জুবায়র হতে এ সনদে জাবের রা. হতে মাওকুফ সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, রোকবা উমরার মত বৈধ। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। কুফাবাসী প্রমুখ অনেক আলেম উমরা ও রোকবার মাঝে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা উমরার অনুমতি দিয়েছেন। তবে রোকবার অনুমতি দেননি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, রোকবার অর্থ, এমন বলবে যে, এ জিনিসটি যতোদিন পর্যন্ত তুমি জীবিত থাক ততোদিন পর্যন্ত জিনিসটি তোমার। তারপর যদি তোমার মৃত্যু আমার পূর্বে হয় তবে এটি আমার কাছে ফেরত চলে আসবে। আর ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, রোকবা উমরার মতো। এটি তার জন্যই যাকে এটি দান করা হয়েছে। প্রথম ব্যক্তির দিকে তা ফেরত যাবে না।

---

[১৮৩] ইবনে মাজাহ : কিতাবুল আহকাম- باب في الصلح।

দরসে তিরমিযী

রোকবার দুটি অর্থ হয়, একটি অর্থ বেশি প্রসিদ্ধ। সেটি হলো, এক ব্যক্তি অন্যকে বলবে داري لك رقبي তথা আমি স্বীয় বাড়ি তোমাকে রোকবা হিসেবে দিচ্ছি। এর অর্থ এই হয় যে, তুমি আজীবন এটা ব্যবহার করো। যদি তোমার ইন্তেকাল আগে হয়ে যায়, তাহলে এ বাড়ি ফেরৎ আমার কাছে চলে আসবে। আর যদি আমার ইন্তেকাল আগে হয়ে যায় তাহলে এই বাড়ি সর্বদার জন্য তোমার হয়ে যাবে। এটাকে রোকবা তাই বলে যে, এ দু'জনের প্রত্যেকেই একজন আরেকজনের মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। এতে জানা থাকে না কে প্রথমে মরবে, অবশেষে এ বাড়ি কার কাছে যাবে।

রোকবা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

ইমামত্রয়ের মতে রোকবার আদেশ সেটি যেটি উমরার আদেশ। বিভিন্ন উক্তির ভিত্তিতে। অর্থাৎ, ইমাম মালেক রহ.-এর মতে এর আদেশ হলো, ধার। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ র-এর মতে এর দ্বারা হেবা সংঘটিত হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত যে, রোকবা বাতিল। অর্থাৎ, এই শব্দ বললে কোনো পার্থক্য হবে না। এই বাড়ি রীতিমতো রোকবাকারির মালিকানায় রয়ে যাবে। এর কারণ হলো, এই ছুরত বিশ্বাসভঙ্গকে আবশ্যক করে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এ দু'জনের মধ্য হতে একজনের ইন্তেকাল না হবে, ততোক্ষণ এই লেন-দেন বাতিল। বাকি রইলো এ অনুচ্ছেদের হাদিস। যাতে বলা হয়েছে-اَلرُّقْبِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا। এর অর্থ সেটি নয় যেটি আপনি বর্ণনা করেছেন। বরং এর অর্থ, যদি কেউ বলে, اَرْقَبْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ তবে এর অর্থ, أَعْطَيْتُكَ رُقْبَةَ هٰذِهِ অর্থাৎ, এই বাড়িটি পূর্ণ জমিসহ তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اَلرُّقْبِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهِ। সুতরাং যদি কেউ اَرْقَبْتُكَ শব্দ বলে হেবা করে, তাহলে উমরার মতো হেবা সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে যেখানে রোকবার সে অর্থ উদ্দেশ্য হবে যাতে বিশ্বাসঘাতকতা পাওয়া যায়, সেখানে রোকবা বাতিল।

بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صـــ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : মানুষের মাঝে সন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. -এর বাণী প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৯)

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلي شُرُوْطِهِمْ اِلَّاشَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا.[১৮৪]

১৩৫৭। **অর্থ :** আমর ইবনে আওফ মুজানি রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের মাঝে সন্ধি করা বৈধ। তবে ব্যতিক্রম শুধু সে সন্ধি যাতে হালালকে হারাম কিংবা হালালকে হারাম করা হয়েছে (এটা অবৈধ)। মুসলমানদের জন্য নিজ শর্তগুলো পূর্ণ করা উচিৎ। তবে ব্যতিক্রম এমন শর্ত যেগুলো হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে দেয় (সেটা হারাম)।

---

[১৮৪] বিস্তারিত দ্র.-তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৬৬৮।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

অনুচ্ছেদ-১৮ : যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখে (মতন পৃ. ২৫১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا اسْتَاذَنَ اَحَدَكُمْ جَارُهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ فَلَمَّا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ طَأْطَئُوْا رُؤُوْسَهُمْ فَقَالَ: مَالِيْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللهِ لَاَرْمِيَنَّ بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ.[১৮৫]

১৩৫৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো কোনো প্রতিবেশী তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে যে, তোমাদের দেওয়ালের ওপর কাঠ গাড়বে, তাহলে সে তাকে নিষেধ করবে না (বরং তা রাখার অনুমতি দিবে)। যখন হজরত আবু হুরায়রা রা. এ হাদিস শুনালেন, তখন শ্রোতা লোকজন নিজেদের মাথা নিচু করে ফেললেন, যার ফলে হজরত আবু হুরায়রা রা. মনে করলেন তারা একথাটি পছন্দ করেননি। ফলে হজরত আবু হুরায়রা রা. তাদেরকে বললেন, কি হলো, আমি তোমাদেরকে এ আদেশ হতে বিমুখ দেখছি! আল্লাহর কসম! আমি এ আদেশ তোমাদের কাঁধের মাঝে নিক্ষেপ করবো। অর্থাৎ, তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক অবশ্য আমি এ আদেশ তোমাদেরকে শুনাবো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাম্মি' ইবনে জারিয়া রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন, ইমাম শাফেয়ি রহ.। আর ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. সহ অনেক আলেম বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন, তার জন্য প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালের ওপর কাঠ রাখতে নিষেধ করার অধিকার আছে। তবে প্রথম উক্তিটি বিশুদ্ধতম।

দরসে তিরমিযী

অনেক আহলে জাহেরের মাজহাব

এ হাদিসের ভিত্তিতে অনেক আহলে জাহের কাঠ রাখার অনুমতি প্রদানকে ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ, যদি কোনো প্রতিবেশী নিজের ঘরের ছাদের শাহতীর বা কড়িকাঠ অন্যের দেওয়ালের ওপর রাখতে চায় তবে প্রতিবেশীর জন্য এমন করার অধিকার আছে। যদি নিষেধ করে তবে গুনাহগার হবে। তবে অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ বলেন, এই হাদিসের কারণে এটা বলা যাবে না যে, এই প্রতিবেশীর ব্যাপক আকারে শর্তহীন অধিকার অর্জিত হয়ে গেছে এবং এর জন্য নিষেধ করা বিলকুল অবৈধ। বরং এটি একটি ইরশাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে পরামর্শ যে, যদি কেউ স্বীয় শাহতীর বা কাঠ

---

[১৮৫] মুসলিম : কিতাবুল আয়মান-باب اليمين علي نية المستخلف, আবু দাউদ : কিতাবুল আয়মান- باب المعاريض في اليمين।

রাখতে চায়, তাহলে তোমরা তাকে অনুমতি দাও। কারণ, এর ফলে তার তো ফায়দা হবে, তোমাদের কোনো লোকসান হবে না। স্বয়ং হাদিসের শব্দাবলিও তা বুঝায়। হাদিসে বলেছেন- فَلَا يَمْنَعْهُ অর্থাৎ, তাকে নিষিদ্ধ করো না। যদি নিষিদ্ধ করার অধিকারই না হতো তবে لَا يَمْنَعْهُ বলা হতো না। এতে বুঝা গেলো, নিষেধ করারও অধিকার আছে। যদি নিষেধ করে তবে তার এ নিষেধ ক্রিয়াশীলও হবে। অবশ্য উত্তম হলো, তোমরা তাকে নিষেধ করো না। তার সংগে প্রাধান্যের আচরণ করো।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلٰي مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

অনুচ্ছেদ-১৯ : কসম সে অর্থেই গ্রহণযোগ্য যে অর্থে সংগী সত্যায়ন করে (মতন পৃ. ২৫১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَمِيْنُ عَلٰي مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَلٰي مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.[১৮৬]

১৩৫৯। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কসম সে অর্থেই ধর্তব্য হয়, যে অর্থে তোমার সংগী তোমার সত্যায়ন করে। কুতাইবা রহ. বলেছেন, তোমার সংগী যে অর্থে সত্যায়ন করেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান গরিব। এটি আমরা হুসাইন-আবদুল্লাহ ইবনে আবু সালেহ সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আবদুল্লাহ হলেন, সুহাইল ইবনে আবু সালিহের ভাই। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন, আহমদ ও ইসহাক রহ.। ইবরাহিম নাখয়ি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যখন কসমদাতা জালেম হয় তবে শপথকারির নিয়তই ধর্তব্য হবে। আর যখন শপথদাতা মজলুম হয় তবে শপথদাতার নিয়তই ধর্তব্য হবে।

দরসে তিরমিযী

এর অর্থ, এক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে তোমাকে কসম দিচ্ছে এবং তোমাকে কসম দেওয়ার অধিকার তার আছে যদি তুমি এই কসমে তাওরিয়া (বাহ্যার্থের আড়ালে ভিন্ন অর্থ নেওয়া) করো, এমন অর্থ উদ্দেশ্য করো যেটি এতে সুপ্ত রয়েছে, অথচ তোমার সংগী মনে করছে যে, তুমি সত্যিকার অর্থে কসম খেয়েছ- এমন করা দুরস্ত নয়। তখনও কসম সে অর্থে সংঘটিত হবে যে অর্থে কসমদাতা কসম দিচ্ছে।

কসমে তাওরিয়া হতে পারে না

যেমন, কোনো ব্যক্তি দাবি করলো, যে ঘরে তুমি অবস্থান কর সে ঘরটি আমার এবং এর কাছে কোনো দলিল নেই। ফলে সে বিবাদীর কাছে কসম দাবি করলো, সে যেনো কসম খায় যে, আমার ঘরটি আমার নয়, ফলে সে কসম করে নেয়। আর অন্তরে অন্তরে নিয়ত করে যে, এ ঘরের পূর্ণাঙ্গ মালিকানা বাদীর নেই। কারণ,

---

[১৮৬] বোখারি : কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গজব-باب اذا اختلفوا في الطريق الميثاء, মুসলিম : কিতাবুল মুসাকাত- باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه।

পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতি জিনিসে আল্লাহ তা'আলার। এমন তাওরিয়া করা গ্রহণযোগ্য নয়। আর কসম সে অর্থে ধর্তব্য হবে যে অর্থে কসমদাতা কসম দিয়েছে। তবে শর্ত হলো, শপথদাতাকে শপথ করানোর ক্ষেত্রে হকের ওপর থাকতে হবে। সুতরাং যদি সে জুলুমপূর্বক কসম নেয় তাহলে যে কসম খায় তার নিয়ত ধর্তব্য হবে। তখন যদি সে তাওরিয়া করে তবে তার জন্য তাওরিয়া করা বৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ؟

অনুচ্ছেদ-২০ : রাস্তার ব্যাপারে যদি মতপার্থক্য হয় তবে কতটুকু রাখা হবে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ .

٢٠٧

১৩৬০। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাস্তা সাত হাত বানাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসে ঝগড়া নিরসনের একটি পন্থা বাতলে দিয়েছেন। যেমন, মনে করুন, দু'জনের বাড়ি সামনা-সামনি। মধ্যখানে রাস্তা নির্ধারণের কোনো দলিল মওজুদ নেই, যার মাধ্যমে রাস্তা নির্ধারিত হতে পারে। তখন ঝগড়া খতম করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তোমরা মনে করো, রাস্তা সাত হাত। এবার যদি কেউ সাত হাতের মধ্যে বাড়ি বানায় তবে তা ভেঙে ফেলো। আর যদি সাত হাতের বাইরে হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমান কোনো স্থায়ী বিধিবদ্ধতা নয় যে, সর্বদা রাস্তা সাত হাতই হওয়া চাই। বরং সুবিধা মতো যতোটুকু হয় রাস্তা বানাতে পারে। এবার যেমন আজ-কালকার সরকারি প্রতিষ্ঠান এল.জি.ই.ডি. এর পক্ষ হতে রাস্তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আজ-কালকের ঝগড়ার ছুরতে সেটাই নির্ভরযোগ্য হবে।

এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّي بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.[١٨٧]

১৩৬১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন রাস্তার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ঝগড়া হয় তখন সাত হাত রাস্তা বানাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি ওয়াকির হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[১৮৭] আবু দাউদ : কিতাবুত তালাক- باب من احق بالولد ইবনে মাজাহ : কিতাবুল আহকাম- باب تخيير الصبي ابويه।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, বুশাইর ইবনে কা'ব আদাভি-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি حسن صحيح। কেউ কেউ এটি বর্ণনা করেছেন, কাতাদা-বাশির ইবনে নাহিক-আবু হুরায়রা রা., সূত্রে। তবে এটি সংরক্ষিত নয়।

এ হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْيِيْرِ الْغُلَامِ بَيْنَ اَبَوَيْهِ اِذَا افْتَرَقَا

অনুচ্ছেদ-২১ : মাতা-পিতার বিচ্ছেদের সময় শিশুর যে কাউকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ.[১৮৮]

১৩৬২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে মা-বাপের মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আব্দুল হামিদ ইবনে জাফরের দাদা হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। আবু মায়মুনার নাম হলো, সুলাইম। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, শিশুকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হবে, যখন সন্তান নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা আরো বলেছেন, বাচ্চা যখন ছোট হয় তখন মা অধিক হকদার। তারপর যখন বাচ্চা সাত বছরে পৌঁছে তখন তার মাতা-পিতার মাঝে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। (সে যাকে গ্রহণ করে তার কাছে যাবে।)

হিলাল ইবনে আবু মায়মুনা হলেন, হিলাল ইবনে আলি ইবনে উসামা। তিনি মাদানি। তাঁর হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির, মালেক ইবনে আনাস ও ফুলাইহ্ ইবনে সুলাইমান।

দরসে তিরমিযী

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে মা-বাপের মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। মাতা-পিতার মাঝে তালাক ইত্যাদির কারণে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো। এবার প্রশ্ন ছিলো বাচ্চা কার কাছে থাকবে? মায়ের কাছে না বাপের কাছে? এ ব্যাপারে যখন উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাকে এখতিয়ার দিলেন, তুমি যেখানে থাকতে চাও, সেখানে থাকো।

এ হাদিসটি দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, যাদি বাচ্চার বুঝ-জ্ঞানের বয়স হয়, তবে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। হানাফিদের মতে বাচ্চাকে এখতিয়ার দেওয়ার কোনো ছুরত নেই। বরং তাঁর

---

[১৮৮] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في الرجل ياكل من مال ولده, নাসায়ি : কিতাবুল বুয়ূ'- باب الحث علي الكسب।

মতে আদেশ হলো, ছেলে হলে সাত বছর পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে। সাত বছর পর থাকবে বাপের কাছে। আর যদি কন্যা হয়, তাহলে বালেগা হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে, আর বালেগা হওয়ার পর বাপের কাছে থাকবে।

হানাফিগণ এ অনুচ্ছেদের এই জবাব দেন যে, তিনি এই ঘটনায় বাচ্চাকে যে এখতিয়ার দিয়েছেন, এটি এই ঘটনার সংগে খাস। অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা পূর্ণ ঘটনা জানা যায় যে, আসলে মা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। আর বাপ ছিলো কাফের। বিচ্ছেদের কারণ এই হয়েছিলো যে, বাপ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। ফলশ্রুতিতে বিচ্ছেদ হয়েছিলো। এমন ঘটনায় সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, বাচ্চা তখন তার কাছে যাবে, যে এই দু'জনের মধ্য হতে দীনের দিক দিয়ে ভালো। এখানে মা দীনের দিক দিয়ে উত্তম ছিলো, তাই বাচ্চা পাওয়ার কথা ছিলো মায়ের। তবে এই ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এখতিয়ার দিয়েছেন সেটি এই কাফেরের ওপর দলিল পূর্ণ করার জন্য ছিলো। কারণ, কাফেরের অন্তরে এ ধারণা আসতে পারতো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের কারণে বাচ্চাকে মায়ের কাছে অর্পণ করেছেন, আমাকে দেননি। তাই তার ওপর দলিল পূর্ণাঙ্গ করার জন্য একদিকে তো এখতিয়ার দিয়েছেন, অপরদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছেন- আয় আল্লাহ! এ বাচ্চাটিকে হেদায়াত দান করো। ফলে বাচ্চা মাকে অবলম্বন করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জেনেও ছিলেন যে, এ বাচ্চা মাকে অবলম্বন করবে এবং الولد يتبع خير الأبوين دينا এর ওপরও আমল হয়ে যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْوَالِدَ يَاْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهٖ

অনুচ্ছেদ-২২ : পিতা সন্তানের মাল নিতে পারবে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫২)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِّنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.[১৮৯]

১৩৬৩। **অর্থ** : আয়িশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজ কামাই হতে তুমি যা কিছু খাও সব তোমাদের জন্য হালাল। মূলত তোমাদের সন্তানও তোমাদের কামাইয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

কেউ কেউ এটি বর্ণনা করেছেন, উমারা ইবনে উমাইর-তাঁর মাতা-আয়েশা রা.সূত্রে। তাদের অধিকাংশই বলেছেন, "উমারা ইবনে উমাইরের ফুফু-আয়েশা রা. সূত্রে।" সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, পিতার হাত সন্তানের মালে দীর্ঘায়িত। যা ইচ্ছা তিনি তা নিতে পারেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, তার মাল হতে কেবল প্রয়োজনের সময়ই নিবে।

দরসে তিরমিযী

অনেক ফকিহ্ এ হাদিসের ভিত্তিতে বলেছেন, বাপের অধিকার আছে স্বীয় সন্তানের কামাইয়ের যতোটুকু অংশ ইচ্ছা সে নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। অথচ অন্যরা এটাকে জরুরতের সংগে শর্তান্বিত করেছেন। অর্থাৎ, যখন বাপের প্রয়োজন হয় তখন নিতে পারে। দ্বিতীয় উক্তিটিই বিশুদ্ধ।

---

[১৮৯] তিরমিযী : কিতাবুল আহকাম- باب ما جاء فيمن يكسر له الشي।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَكْسُرُ لَهُ الشَّئِي مَا يَحْكُمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

অনুচ্ছেদ-২৩ : যার কোনো কিছু ভেঙে ফেলা হয়েছে তার জন্য ভঙ্গকারির কোনো সম্পদের আদেশ দেওয়া হবে? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫২)

عَنْ اَنَسٍ رَضِــ قَالَ اَهْدَتْ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْ قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ اَلْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَاِنَاءٌ بِاِنَاءٍ.[১৯০]

১৩৬৪। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্য হতে কেউ একটি পেয়ালার মধ্যে কিছু খানা হাদিয়ারূপে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। হজরত আয়েশা রা. এই পেয়ালায় হাত মেরে তা ফেলে দেন। যেহেতু সেদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রা. এর ঘরে ছিলেন, সেহেতু হজরত আয়েশা রা. এর মনে মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদাবোধ এলো যে, আমার ঘরে এবং আমার পালায় অন্য স্ত্রী কেনো খানা পাঠালেন? তাই তিনি হাত মারলেন এবং এর ফলে পেয়ালাতে যা কিছু ছিলো সেগুলো পড়ে যায়। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খানার পরিবর্তে খানা আর পাত্রের পরিবর্তে পাত্র।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

মিস্‌লি জিনিসের মধ্যে জরিমানা হবে মিস্‌লি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে এ মূলনীতি বর্ণনা করে দিলেন, যখন কেউ অন্য কারো কোনো মাল নষ্ট করে দেয় তবে তার ওপর জরিমানা আসবে। তারপর জরিমানা দু'প্রকার হয়ে থাকে। মিসলি জিনিসের মধ্যে জরিমানা হবে মিসলি তথা অনুরূপ জিনিস। আর মূল্য বিশিষ্ট জিনিসের মধ্যে জরিমানা হবে মূল্য দ্বারা। যদিও সে জমানায় পাত্র মূল্য বিশিষ্ট জিনিসের মধ্যে গণ্য হতো। কারণ, পাত্র সাধারণত হাতে তৈরি করা হতো। যার ফলে পাত্রগুলোর মাঝে পারস্পরিক ব্যবধান হতো। একটি পাত্র অপর পাত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ হতো না। তবে যেহেতু আজ-কাল পাত্র তৈরি হয় মেশিনে এবং এগুলোতে পার্থক্য হয় না, সেহেতু আজ-কালকের পেয়ালা-পাত্র এগুলো মিসলি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : এ কারণে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যেহেতু সেযুগে পাত্র মিসলি হতো না সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের বিনিময়ে পাত্র দেওয়ার নির্দেশ কেনো দিলেন? বরং নির্দেশ দেওয়া উচিৎ ছিলো, পাত্রের বিনিময়ে মূল্য পরিশোধ করার?

জবাব : এ অনুচ্ছেদের হাদিসে اناء باناء শব্দ দ্বারা বস্তুত জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ দিতে চেয়েছেন যে, পাত্রের জরিমানা আসবে। এটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় যে, জরিমানা মিসল্ দ্বারা কিংবা মূল্য দ্বারা হবে।

---

[১৯০] বোখারি : কিতাবুল মাগাজি- باب غزوة الخندق, মুসলিম : কিতাবুল জেহাদ-باب بيان سن البلاغ।

عَنْ اَنَسٍ رَضِــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ.[১৯১]

১৩৬৫। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালা ধার নিয়েছিলেন পরে সে পেয়ালা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তিনি এর বিনিময়ে তাদেরকে একটি পেয়ালা দেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি অসংরক্ষিত। আমার মতে সুলাইম মনস্থ করেছেন শুধু সাওরি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি। বস্তুত সাওরির হাদিসটি বিশুদ্ধতম। আবু দাউদের নাম উমর ইবনে সা'দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ بُلُوْغِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ- ২৪ : নারী-পুরুষের বালেগ হওয়ার সীমানা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫২)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِــ قَالَ عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَيْشٍ وَاَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِيْ فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِيْ جَيْشٍ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِيْ قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ يُّفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ.[১৯২]

১৩৬৬। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি সৈন্যবাহিনীতে পেশ করা হয়েছিলো যখন আমার বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সৈন্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য গ্রহণ করেননি। তারপর আমাকে পরবর্তি বছর পুনরায় একটি সৈন্যবাহিনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হলো। তখন আমার বয়স ছিলো পনেরো বছর। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে গ্রহণ করেন। হজরত নাফে' রহ. বলেন, যখন এ হাদিসটি হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.কে শুনালাম তখন তিনি বললেন, এটা ছোট এবং বড় তথা বালেগ-না বালেগের মাঝে ব্যবধানের সীমানা। তারপর তিনি এই আদেশ জারি করলেন, যখন পনেরো বছর বয়সে পৌঁছে যাবে বালেগদের ভাতা তার জন্য রেজিস্ট্রি করা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আবু উমর-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর-নাফে' ইবনে উমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি "উমর ইবনে আবদুল আজিজ লিখেছেন যে, এটা হলো বড় ও ছোট এর মাঝে মধ্যবর্তী সীমানা" এ কথাটি উল্লেখ করেননি। ইবনে উয়াইনা রহ. এটি তার হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

নাফে' রহ. বলেছেন, আমি এ হাদিসটি উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে বর্ণনা করেছি, তারপর তিনি বলেছেন, এটি সন্তান ও যোদ্ধার মধ্যবর্তী সীমানা।

---

[১৯১] বিস্তারিত দ্র. আদ দুররুল মুখতার : ৬/১৫৩।

[১৯২] আবু দাউদ : কিতাবুল হুদুদ- باب في الرجل يزني بحريمه, ইবনে মাজাহ : কিতাবুল হুদুদ- باب من تزوج امرأة ابيه من بعده।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। তাঁরা মনে করেন, বাচ্চা যখন পনেরো বছর পূর্ণ করে তবে সে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পর্যায়ভুক্ত। আর যদি পনেরো বছরের পূর্বে তার স্বপ্নদোষ হয় তবে সে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, বালেগ হওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। পনেরো বছরে পদার্পণ, কিংবা স্বপ্নদো। অতএব যদি তার বয়স চেনা না যায় কিংবা স্বপ্নদোষ জানা না যায় তাহলে নাভীর নিচে পশম গজানো।

দরসে তিরমিযী

বালেগ হওয়ার বয়স সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেছেন যে, বালেগ হওয়ার বয়স হলো চৌদ্দ বছর। যদি পনেরো বছরের পূর্বে বালিগ হওয়ার আলামত প্রকাশ না পায় তাহলে চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলে বালককে বালেগ মনে করা হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. -এর মতে এ ব্যাপারে ছেলে এবং মেয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের আদেশ একই। হানাফিদের কাছে এ উক্তির ওপর ফতওয়া। যদিও ইমাম আবু হানিফা রহ. -এর দিকে এ উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত যে, তার মতে মেয়ে বালেগ হওয়ার বয়স সতের বছর। আর ছেলে বালেগ হওয়ার বয়স আঠার বছর। তবে ফতওয়া ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর উক্তির ওপর।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اَبِيْهِ

অনুচ্ছেদ-২৫ : প্রসংগ : যে বাপের স্ত্রীকে বিয়ে করে (মতন পৃ. ২৫২)

حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضـــ قَالَ مَرَّ بِيْ خَالِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ اَيْنَ تُرِيْدُ: فَقَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةَ اَبِيْهِ اَنْ اٰتِيَهُ بِرَاْسِهٖ.[১৯৩]

১৩৬৭। **অর্থ :** বারা ইবনে আজেব রা. বলেন, আমার কাছে দিয়ে আমার মামা আবু বুরদা ইবনে নিয়ার রা. অতিক্রম করলেন এবং তার কাছে ছিলো একটি ঝাণ্ডা অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি ঝাণ্ডা দিয়ে কোনো অভিযানে রওয়ানা করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করেছেন যে, স্বীয় পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। যাতে আমি তার মস্তক নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত কুররা মুজানি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন. বারা রা. এর হাদিসটি حسن غريب। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আদি ইবনে সাবেত-আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ-বারা রা. সূত্রে। এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, আশআস-আদি-ইয়াজিদ ইবনে বারা-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত আছে।

---

[১৯৩] মুসলিম : কিতাবুল ঈমান- باب من اعتق شركاله في العبد, আবু দাউদ : কিতাবুল ইতক- باب فيمن اعتق عبيدا لم يبلغهم الثلث।

দরসে তিরমিযী

বাপের স্ত্রীকে বিয়ে করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন, যার শাস্তি হলো, মৃত্যুদণ্ড। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মস্তক আনয়নের নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُوْنُ اَحَدُهُمَا اَسْفَلُ فِي الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৬ : দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যদি পানির ব্যাপারে নিম্ন জায়গায় অধিবাসী হয় (মতন পৃ. ২৫২)

عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَنْ كَانَ اِبْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اَسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجُدُرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَ اللهِ اِنِّيْ لَاَحْسِبُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِي ذٰلِكَ- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.[194]

১৩৬৮। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. তাকে হাদিস বর্ণনা করেন যে, এক আনসারি ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হজরত জুবায়র রা. -এর সংগে হাররার সে সব নালা সম্পর্কে ঝগড়া করলো, যে সব নালা হজরত জুবায়র রা.-এর বাগান সিঞ্চন করতো। হাররা সে জমিনকে বলা হয় যাতে কৃষ্ণ পাথর থাকে। মদিনা মুনাওয়ারার আশে পাশে অনেক কৃষ্ণ পাথর বিশিষ্ট জমি রয়েছে। হজরত জুবায়র রা.-এর বাগান ছিলো হাররার নিকটবর্তী। আর কৃষ্ণ পাথর বিশিষ্ট জমি গুলোর মাঝে ছিলো পানির অনেক তৈরি নালা। এসব নালা হতে বাগানে পানি আসতো। সে আনসারি হজরত জুবায়র রা.কে বললো, পানি উন্মুক্ত ছেড়ে দিন, -যাতে সে পানি এদিকে অতিক্রম করে। হজরত জুবায়র রা. তা অস্বীকার করলেন যে, প্রথমে পানি আবদ্ধ করে নিজের বাগানে পানি দিবো। যখন এই ঝগড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌছলো, তখন তিনি হজরত জুবায়র রা. কে বললেন, হে জুবায়র! প্রথমে নিজের বাগানকে সিঞ্চন করো। তারপর নিজের প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ রায় শুনে সে আনসারির রাগ এলো এবং সে এসে বললো, اَنْ كَانَ اِبْنَ عَمَّتِكَ। এটা শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন, নিজের বাগানকে পরিপূর্ণরূপে সিঞ্চন করো, তারপর পানি আটকে রেখে দাও যতোক্ষণ না পানি দেওয়াল পর্যন্ত আসে। হজরত জুবায়র রা. বলেন, সম্ভবত এ আয়াতটি তথা فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ الخ আমার ঘটনাতেই নাজিল হয়েছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[194] বিস্তারিত দ্র.- আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৯/৩৫৮, বাদায়ে, : ৪/৯৯।

শু'আইব ইবনে আবু হামজা-জুহরি-ওরওয়া ইবনে জুবায়র-জুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়রের কথা উল্লেখ করেননি। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব-লাইস-ইউনুস-জুহরি-ওরওয়া-আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র সূত্রে প্রথম হাদিসের মতো সমার্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ক্ষেতে পানি দেওয়ার পরিমাণ কি হওয়া উচিৎ

ওলামায়ে কেরাম এ হাদিস শরিফের ব্যাখ্যা দু'ভাবে দিয়েছেন। এক পদ্ধতি তো হলো, যখন কুদরতি পানি ওপর হতে আসে তখন যার কাছে সে পানি প্রথমে পৌঁছবে শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে তার এ অধিকার আছে যে প্রথমে এ পানি দ্বারা স্বীয় জমি সিঞ্চন করবে। তারপর অন্যদের জন্য ছাড়বে। তাই অনেক আলেম বলেছেন যে, প্রথম ব্যক্তির অধিকার আছে, সে শুধু নিজের জরুরত অনুযায়ী বরং দেওয়ালের ওপর পর্যন্ত পানি পূর্ণ করবে। তারপর স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দিবে। শরিয়তের আসল আদেশ এটাই। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন আনসারি অভিযোগ করলেন, তখন তিনি তার দিকে লক্ষ করে হজরত জুবায়র রা. কে বললেন, তুমি তোমার সামান্য হক ছেড়ে দাও। তুমি যখন তোমার বাগানে পানি দিয়ে ফেলেছ, তাই স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও এবং দেওয়ালের ওপর পর্যন্ত পানি পূর্ণ করার অপেক্ষা করো না। তবে যখন এ আনসারি প্রশ্ন উত্থাপন করলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা তোমার দিকে লক্ষ করে নির্দেশ দিয়েছিলাম, এবার সে লক্ষ শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জুবাইর রা.কে বললেন, দেওয়ালের ওপর পর্যন্ত পানি পূর্ণ করে নাও এবং এমনভাবে আসল আদেশ অনুযায়ী ফয়সালা করে দিয়েছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ আদেশ ছিলো সাজা স্বরূপ

হাদিস শরিফের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি আল্লামা মাওয়ারদি রহ. অবলম্বন করেছেন। সেটি হলো, আসল আদেশ সেটি যেটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার দিয়েছিলেন যে, ওপরওয়ালা ব্যক্তি স্বীয় জরুরত অনুযায়ী নিজের ক্ষেত ও বাগানে সিঞ্চন করবে, তারপর স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দিবে। দেওয়ালের ওপর পর্যন্ত পরিপূর্ণ হওয়া তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে যখন সে আনসারি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করলো, তখন তিনি শাস্তিরূপে নির্দেশ দিলেন যে, এখন আর তোমাদের যে অধিকার আছে তা দেওয়া হবে না। হজরত জুবাইর রা.কে তিনি বলে দিলেন, তুমি স্বীয় দেওয়ালের ওপর পর্যন্ত পানি পূর্ণ করে নাও। তারপর পানি পরে ছাড়।

আদালত অবমাননা ও সিদ্ধান্ত অবমাননা শাস্তির কারণ

এ জন্য আল্লামা মাওয়ারদি রহ. এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন যে, আদালত অবমাননা কিংবা বিচারকের সিদ্ধান্তের অবমাননা কিংবা এর ওপর বদ দিয়ানতির প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং এটাকে অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এই ফয়সালা শরিয়ত অনুযায়ী নয় এবং এর ওপর দলিল পেশ করে তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যে, এ সিদ্ধান্ত টি দেওয়া বদ-দিয়ানতির কারণে কিংবা স্বজনপ্রীতির কারণে হয়েছে, তাহলে এই প্রশ্ন উত্থাপন দণ্ডনীয় অপরাধ। তখন তার ওপর শাস্তি জারী করার অধিকার বিচারকের আছে।

প্রশ্ন : উত্থাপনকারি ছিলেন কে?

প্রশ্ন উত্থাপনকারি লোকটি কে ছিলো, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলো? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন দুটি মত প্রকাশ করেছেন। অনেকে বলেছেন,

লোকটি ছিলো মুনাফিক। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো প্রকৃত সাহাবি হতে এই আশা করা যায় না যে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের ওপর স্বজনপ্রীতির প্রশ্ন উত্থাপন করবেন এবং এমনভাবে অভিযোগ তুলবেন। কোনো মুসলমানেরও এই ধৃষ্টতা হতে পারে না। অবশিষ্ট আছে, আনসার শব্দটি। এর কারণ হলো, মুনাফিকরা নিজেদেরকে আনসার বলতো যে, আমরা আনসার। তাই বর্ণনাকারি رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় বাস্তবে সে সাহাবি ছিলো না, বরং মুনাফিক ছিলো।

অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, তিনি মুনাফিক ছিলেন না বরং সত্যিকার অর্থে প্রকৃত মুসলমান সাহাবি ছিলেন। তবে মানুষ হিসাবে ভুল হয়ে গিয়েছিলো এবং ভুলের মধ্যেও ব্যাখ্যা সম্ভব। অন্যথায় সত্তাগত ভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা না মানা কিংবা তাঁর প্রতি স্বজনপ্রীতির প্রশ্ন উত্থাপন করা- نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذٰلِكَ এটা মানুষকে কুফুরী পর্যন্ত পৌছাতে পারে নিম্নোক্ত আয়াত এর দলিল- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰي يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الخ (অতএব আপনার পালনকর্তার শপথ! তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিপদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক মানে না করে ......। সূরা নিসা : ৬৫) অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা মেনে নেওয়া ঈমানের একটি শর্ত। কেউ যদি এর খেলাফ করে তাহলে সে মুমিন থাকবে না। তবে এই ঘটনায় এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। অর্থাৎ, এই ফয়সালা বে-ইনসাফি কিংবা বদ-দিয়ানতির ওপর নির্ভরশীল। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো, আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুটি বৈধ পন্থা ছিলো এবং দুটি রাস্তাই ছিলো শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে বৈধ। তন্মধ্য হতে একটি রাস্তা যেটি তিনি অবলম্বন করেছিলেন, সেটি স্বীয় ফুফাতো ভাইয়ের প্রতি লক্ষ করে অবলম্বন করেছিলেন, এই খেয়াল তাদের অন্তরে পয়দা হয়েছে। তবে এই খেয়ালটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যথার্থ নয়। অবশ্য এর কারণে মানুষ কাফের হয় না। তাই সে আনসারি সাহাবিকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ يَعْتِقُ مَمَالِيْكَه عِنْدَ مَوْتِه الخ

অনুচ্ছেদ-২৭ : মৃত্যুর সময় যে তার মালিকানাধীন দাসকে মুক্ত করে (মতন পৃ. ২৫২)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضـــ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهٗ عِنْدَ مَوْتِه وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهٗ قَوْلًا شَدِيْدًا قَالَ ثُمَّ دَعَا هُمْ فَجَزَاهُمْ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.[১৯৫]

১৩৬৯। **অর্থ :** ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বর্ণনা করেন, আনসারের মধ্য হতে এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় স্বীয় ছয়টি দাস মুক্ত করে দিলেন সে ছয়টি দাস ব্যতিত তার পরিত্যাক্ত সম্পদে অন্য কোনো মাল ছিলো না। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি সে ব্যক্তির জন্য কঠোর শব্দ

---

[১৯৫] আবু দাউদ : কিতাবুল ইতক- باب فيمن ملك ذارحم محرم ইবনে মাজাহ : কিতাবুল ইতক- باب فيمن ملكذ ارحم محرم।

ব্যবহার করলেন। কারণ, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত সম্পদের সংগে ওয়ারিসদের অধিকার সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সুতরাং সমস্ত দাস মুক্ত করে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করা তার জন্য বৈধ ছিলো না। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসদেরকে ডাকলেন এবং তাদের অংশ আলাদা করলেন এবং দুটি দুটি দাসকে জোট বানিয়ে দিলেন। তারপর তাদের মাঝে লটারি করে দু'জনকে মুক্ত করে দিলেন। আর চার'জনকে রীতিমতো দাস রেখে দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। অনেক আলেম প্রমুখের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা এ ক্ষেত্রে ও অন্যত্র লটারি ব্যবহারের মত পোষণ করেন। তবে কুফাবাসী প্রমুখ অনেক আলেম লটারির মত পোষণ করেননি। তাঁরা আরো বলেছেন, প্রতিটি দাস হতে এক তৃতীয়াংশ মুক্ত করা হবে। আর তার মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ তা দ্বারা কাজ নেওয়া হবে।

আবুল মুহাল্লাবের নাম হলো, আবদুর রহমান ইবনে আমর জারমি। তিনি আবু কিলাবা ভিন্ন অন্য আরেকজন। বলা হয় মুআবিয়া ইবনে আমর। আবু কিলাবা জারমির নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ।

দরসে তিরমিযী

ওসিয়ত শুধু একতৃতীয়াংশ সম্পদে বাস্তবায়িত হবে

এ হাদিস শরিফের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে শাফেয়িয়্যা ও হাম্বলি এবং অনেক ফুকাহায়ে কেরাম এ মত অবলম্বন করেছেন যে, যদি এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার ইনতেকালের সময় স্বীয় সব দাসকে মুক্ত করে দেয় এবং তার কাছে এছাড়া অন্য কোনো মাল না থাকে, তবে যেহেতু এটি ওসিয়তের পর্যায়ভুক্ত এবং ওসিয়ত একতৃতীয়াংশে বাস্তবায়িত হবে সেহেতু একতৃতীয়াংশ দাস মুক্ত হবে। তারপর একতৃতীয়াংশ নির্ধারনের জন্য লটারি দেওয়া হবে। আর যার নাম লটারিতে আসবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যার নাম আসবে না সে দাস থাকবে। এমনভাবে এসব ফকিহ এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করেন। তবে হানাফিদের মাজহাব হলো, এই ফয়সালা লটারির মাধ্যমে হবে না বরং এর পদ্ধতি এই হবে যে, যখন সে ব্যক্তি ছয়টি দাস মুক্ত করলো তখন প্রতিটি গোলামের একতৃতীয়াংশ মুক্ত হয়ে যাবে এবং দুইতৃতীয়াংশ দাস হতে যাবে। তারপর প্রতি দাস স্বীয় দুইতৃতীয়াংশ মূল্যের জন্য কষ্ট-পরিশ্রম তথা কাজ করবে এবং সে মূল্য তার ওয়ারিসগণকে আদায় করে পূর্ণাঙ্গরূপে মুক্ত হয়ে যাবে।

এর কারণ হলো, যখন মনিব বললো যে আমার সমস্ত দাস মুক্ত, তখন তার এই বক্তব্য শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে, অথচ কোনো দাস অন্য দাস হতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ নয়। অন্যথায় প্রাধান্যদাতা কারণ ব্যতিত প্রাধান্য প্রদান আবশ্যক হবে। সুতরাং তাঁর এসব শব্দ সহকারে প্রতি গোলামের একতৃতীয়াংশ মুক্ত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট আছে, লটারি দেওয়ার বিষয়টি। যার নাম লটারিতে এসে যাবে সে পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। তাহলে এর অর্থ, যে সব গোলামের নাম লটারিতে আসেনি, সেগুলোর সে তৃতীয়াংশকে দ্বিতীয়বার দাস বানিয়েছেন। অথচ মূলনীতি হলো, মুক্তির পর গোলামি আসতে পারে না। সুতরাং যখন প্রতিটি গোলামের একতৃতীয়াংশ মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে মুক্তই থাকবে। লটারির ফলে তাকে দ্বিতীয়বার দাস বানানো যাবে না।

লটারির মাধ্যমে অধিকার সাব্যস্ত হবে কি?

অবশিষ্ট আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এসম্পর্কে হানাফিগণ বলেন যে, এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা এবং শুরুতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ফয়সালা লটারির মাধ্যমে করার অধিকার দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে অধিকারসমূহ দলিল করা কিংবা না করার ক্ষেত্রে লটারি ব্যবহার করার আদেশ মানসুখ করে দেওয়া হয়েছে। তাই ইসলামের প্রথম দিকে এ কাজের জন্য লটারির মাধ্যমে ঠিক করা হতো যে, কে হকদার এবং কে হকদার নয়। এমনকি বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদের সিদ্ধান্তও লটারির মাধ্যমে করে নেওয়া হতো। ফলে বর্বরতার যুগে তীরের মাধ্যমে সম্পদ বণ্টন করার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিলো। তবে পরবর্তীতে যখন জুয়া, গাদ্দারি এবং তীরের মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনে নিষেধাজ্ঞা এল, তখন অধিকার সাব্যস্ত করা কিংবা না করার ক্ষেত্রে লটারির ব্যবহারও মানসুখ করে দেওয়া হয়েছে।

অংশ নির্ণয়ে লটারি দেওয়া বৈধ

অবশ্য এখন লটারিকে অধিকার সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অবৈধ। তবে অংশ নির্ণয়ে লটারি দ্বারা কার্য সম্পাদন করা বৈধ। যেমন, মনে করুন দলিলাদি দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এ বাড়িটি অমুক তিন ব্যক্তির মাঝে যৌথ। তবে এখন এ বাড়ির তিন অংশের মধ্য হতে জায়েদকে কোন্ অংশ দেওয়া হবে? আমরকে কোন্ অংশ দেওয়া হবে? আর বকরকে কোনো অংশ দিবে? এ বিষয়টির এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এটির সিদ্ধান্ত করার একটি ছুরত হলো, তারা তিন জন হয়ত পরস্পরে সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করে নিবে যে, অমুক অংশ জায়েদের, অমুক অংশ আমরের, অমুক অংশ বকরের। তবে যদি এভাবে সিদ্ধান্ত করতে না পারে, তাহলে দ্বিতীয় পন্থা হলো, লটারির মাধ্যমে মিমাংসা করা। এটাকে বলা হয়, অংশ নির্ণয়। এতে লটারি দ্বারা কার্য সম্পাদন করা বৈধ।

লটারি দ্বারা ফয়সালা করা প্রসংগে

হানাফিগণ লটারি মানসুখ হওয়ার ব্যাপারেও অনেক বর্ণনা পেশ করেছেন। সেগুলো হলো- একবার হজরত আলি রা. লটারির মাধ্যমে ফয়সালা করেছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি এতো হাসলেন যে, তাঁর কিনারের দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়লো। যার অর্থ, তিনি এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এভাবে অধিকার দলিল করার ক্ষেত্রে লটারি দেওয়া অবৈধ। সুতরাং যদি কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকার প্রমাণে লটারি দিয়েছেন, তবে এটাকে সে জমানার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে, যখন লটারি দ্বারা ফয়সালা করা বৈধ ছিলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَلِكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

অনুচ্ছেদ-২৮ : যে মাহরামের মালিক হয়ে গেছে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৩)

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رَضِـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلِكَ ذَارَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.[١٩٦]

১৩৭০। **অর্থ :** সামুরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয়ে যায় সে দাস মুক্ত।

---

[১৯৫] বোখারি : কিতাবুল হিবা- باب الهبة للولد, মুসলিম : কিতাবুল হিবাত-باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আমরা মুসনাদরূপে হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানিনা। আর অনেকে এর কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন, কাতাদা-হাসান-উমর সূত্রে।

উকবা ইবনে মুকরিম আম্মি বসরি ও একাধিক রাবি-মুহাম্মদ ইবনে বকর বুরসানি-হাম্মাদ ইবনে সালামা-কাতাদা-আসিম আহওয়াল-হাসান-সামুরা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হবে সে (মাহরাম) মুক্ত।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসে "আসেম আহওয়াল-হাম্মাদ ইবনে সালামা" এর কথা মুহাম্মদ ইবনে বকর ব্যতিত অন্য কেউ উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানিনা। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

হজরত ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, যে কোনো মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয়েছে, সে আত্মীয় মুক্ত। এটি বর্ণনা করেছেন যামরা ইবনে রবিআ-সুফিয়ান সাওরি-আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার-ইবনে উমর-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে।

এ হাদিসে জামরার কোনো মুতাবে' নেই। এ হাদিসটি মুহাদ্দিসিনের মতে ভুল।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ زَرَعَ فِيْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ-২৯ : যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের জমিতে তাদের অনুমতি ব্যতিত চাষাবাদ করলো (মতন পৃ.২৫৩)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِيْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْئٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.[১৯৭]

১৩৭১। **অর্থ :** রাফে' ইবনে খাদিজ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কওমের জমিতে তাদের অনুমতি ব্যতিত চাষাবাদ করে, সে উৎপাদিত কিছুই পাবে না। অবশ্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে যা ব্যয় করেছে সে তা পাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা আবু ইসহাকের হাদিসরূপে এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে শরিক ইবনে আব্দুল্লাহর হাদিস হতে জানিনা। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। তিনি আরো বলেছেন, আবু ইসহাকের হাদিসরূপে এটি কেবল শরিকের বিবরণ হতেই জানি।

মুহাম্মদ বলেছেন, মা'কিল ইবনে মালিক বসরি-উকবা ইবনে আসাম-'আতা-রাফে' ইবনে খাদিজ-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

[১৯৭] বিস্তারিত দ্র.-হিদইয়াতুল উলামা ফী মা'রিফাতি মাজাহিবিল ফুকাহা : ৬/৪৪, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ২/৬৮।

দরসে তিরমিযী

অনুমতি ব্যতিত অন্যের জমিতে চাষাবাদ করলে উৎপন্ন ফসল কার হবে?

এ হাদিসের জাহেরি দিকের ওপর আমল করতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের জমিনে তার অনুমতি ব্যতিত চাষাবাদ করে, তাহলে উৎপন্ন ফসল জমির মালিক পাবে। আর যে চাষাবাদ করে, সে অনুরূপ পারিশ্রমিক পাবে।

হানাফিদের মাজহাব এর পরিপন্থি। তাঁরা বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের জমি চাষাবাদ করে তাহলে সে অন্যের জমি অবৈধ ভাবে ব্যবহার করে পাপের কাজ করলো। তবে উৎপন্ন ফসল সেই পাবে, যে বীজ বপন করেছে। জমির মালিক ক্ষতিপূরণ পাবে। অর্থাৎ, চাষাবাদের ফলে জমির যে ক্ষতি হলো, তার ক্ষতিপূরণ কৃষকের ওপর আসবে। অবশ্য কৃষকের মালিকানায় যে ফসল এল সেটি অপবিত্র মালিকানা। যেমন, ফাসেদ বেচা-কেনার ফলে অপবিত্র মালিকানা এসে যায়। সুতরাং এই উৎপন্ন ফসল দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য হালাল নয়। অবশ্য চাষাবাদের সময় যে পরিমাণ সে খরচ করেছে, সে পরিমাণ ফসল তার জন্য হালাল ও পবিত্র। এর চেয়ে বেশি যদিও তার মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু তা পবিত্র নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের সার নির্যাস হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের জমিতে তার অনুমতি ব্যতিত চাষাবাদ করে তাহলে প্রথমত সে জমিন ছিনিয়ে নেওয়ার গুনাই হবে। দ্বিতীয়ত এর কারণে জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তৃতীয়ত যে ফসল উৎপন্ন হবে সেগুলো যদিও তার মালিকানায় আসবে, কিন্তু এ মালিকানা হবে অপবিত্র। এই উৎপন্ন ফসল হতে উপকৃত হওয়া তার জন্য হালাল হবে না। অবশ্য ব্যয় পরিমাণ হালাল হবে।

হানাফিদের দলিল

হানাফিদের দলিল একটি বর্ণনা, যেটি প্রবল ধারণা অনুসারে মুসনাদে আহমদ এবং আবু দাউদে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি ক্ষেতের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্ষেতটি তাঁর কাছে ভালো লাগলো। তিনি জানতে পারলেন যে, ক্ষেতটি হজরত জুহাইর রা. এর। তখন তিনি ইরশাদ করলেন- مَا أَحْسَنَ زَرْعَ زُهَيْرٍ তথা জুহাইরের ক্ষেত কতইনা সুন্দর! লোকজন বললো, এটি আসলে হজরত জুহাইর রা. এর ক্ষেত নয়। বরং এই জমিটি অন্য কারো। হজরত জুহাইর রা. তাদের অনুমতি ব্যতিত চাষাবাদ করেছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উৎপন্ন ফসল জুহাইরেরই হবে। তবে জমির মালিক জমির ক্ষতিপূরণ পাবে। এ রেওয়ায়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, উৎপন্ন ফসল হজরত জুহাইর রা. এর। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছেন যে, জমি তাঁর নয়।

কিয়াসের দাবি

কিয়াসের দাবিও এটাই। কারণ, উৎপন্ন ফসল বীজ হতে উৎপাদিত হয়। বীজ ছিলো কৃষকের মালিকানাধীন। অতএব উৎপন্ন ফসলও তারই মালিকানাধীন হবে। জমি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু উৎপন্ন ফসলে জমিনের কোনো অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অবশ্য উৎপাদন লাভের জন্য যেহেতু ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তথা অন্যের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে, সেহেতু এই মালিকানায় অপবিত্রতা এসেছে। অন্যথায় উৎপন্ন ফসল কিয়াসের দাবি অনুসারেও বীজওয়ালারই হবে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

অবশিষ্ট আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিষয়টি। এর জবাব হানাফিগণ এই দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে যে বলেছেন-لَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْئٌ এর অর্থ, এই উৎপন্ন ফসল দ্বারা তার

জন্য উপকৃত হওয়া অবৈধ। যদিও সে উৎপন্ন ফসল তার মালিকানায় এসে গেছে এবং له نفقته এর অর্থ, সে যে পরিমাণ খরচ করেছে তার সমপরিমাণ উৎপন্ন ফসল দ্বারা উপকৃত হলে এটা বৈধ। এটা হালাল ও পবিত্র।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّحْلِ وَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-৩০ : দান এবং সন্তানদের মাঝে সমতা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৩)

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ رَضـ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ اِبْنًا لَهُ غُلَامًا فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ.[১৯৮]

১৩৭২। **অর্থ :** নো'মান ইবনে বশির রা. বর্ণনা করেন। হজরত নো'মান ইবনে বাশির রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলেন কম বয়স্ক সাহাবি। তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর ওপর সাক্ষী বানানোর জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি স্বীয় সকল সন্তানকে দাস দান করেছো, যেমন এ ছেলেকে দিয়েছো? তিনি বললেন, না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা ফেরত নিয়ে নাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে নো'মান ইবনে বাশির রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা সন্তানদের মধ্যে সমতা মোস্তাহাব মনে করেন। অনেকে বলেছেন, সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখবে, এমনকি চুমুর ক্ষেত্রেও। আর অনেকে বলেছেন, দান ও বদান্যতায় সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করবে। (ছেলে-মেয়ে সবাই সমান)। এটি সুফিয়ান সাওরি রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, সন্তানদের মধ্যে সমতা হলো, ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ দিবে, যেমন মিরাস বণ্টনে হয়ে থাকে। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

হজরত নো'মান ইবনে বাশির রা. বর্ণনা করেন। হজরত নো'মান ইবনে বাশির রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলেন কম বয়স্ক সাহাবি। তাঁর পিতা হজরত বাশির ইবনে সা'দ রা. প্রখ্যাত আনসারি সাহাবি ছিলেন। তিনি সে সাহাবি যিনি সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর হাতে বায়আত হয়েছিলেন। সাধারণত প্রসিদ্ধ হলো, সর্বপ্রথম হজরত উমর রা. বায়আত হয়েছিলেন, এটি ঠিক নয়। হজরত নো'মান ইবনে বাশির রা. বলেন, তাঁর পিতা অর্থাৎ, হজরত বাশির ইবনে সা'দ রা. স্বীয় এক ছেলেকে একটি দাস দান করে ছিলেন। তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর ওপর সাক্ষী বানানোর জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি স্বীয় সমস্ত সন্তানকে দাস দান করেছো, যেমন এ ছেলেকে দিয়েছো? তিনি বললেন, না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা ফেরত নিয়ে নাও। অর্থাৎ, এ উপঢৌকনকে বাস্তবায়ন করোনা। অনেক রেওয়ায়াতে এর শব্দরাজি নিম্নরূপ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৯৮] বিস্তারিত দ্র.-হিলইয়াতুল উলামা ফী মা'রিফাতি মাজাহিবিল ফুকাহা : ৬/৪৪।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমাকে এর ওপর সাক্ষী বানাতে এসেছো? আমিতো কোনো জুলুমের ওপর সাক্ষী হতে রাজি নই।

জীবদ্দশায় আওলাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব করানোর আদেশ

এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো, যখন কোনো ব্যক্তি নিজের সন্তানদেরকে কোনো দান করতে চায়, তবে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করবে। এমন যেনো না হয় যে, কোনো একজনকে অনেক দিলো, আর অপরকে মাহরূম করে দিলো। তবে মাসআলা হলো, এই সমান দেওয়া ওয়াজিব, না মোস্তাহাব? অনেক ফকিহ বলেছেন, এটা ওয়াজিব। কেউ এর খেলাফ করলে সে কঠিন গুনাহগার হবে। বরং এ হেবা ফেরৎ নেওয়াও জরুরি হবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আদেশ দিয়েছেন যে, এটাকে ফিরিয়ে নাও। আর অনেক ইসলামি আইনবিদের মাজহাব হলো, সন্তানদের মাঝে হাদিয়া প্রদানে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব। সমান না করা অনুত্তম। তবে অনেক অবস্থায় এমন সমতা রক্ষা না করা হারাম হয়ে যায় এবং সাম্য রক্ষা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর অনেক অবস্থায় সমান করা বিনা মাকরুহ বৈধ হয়ে যায়। যেমন, যদি একজন সন্তানকে হাদিয়া দিয়ে অন্যদেরকে মাহরূম করা এবং ক্ষতিগ্রস্থ করা রীতিমতো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সমান না করা হারাম হয়ে যাবে এবং যদি সন্তানদের মাঝে হাদিয়ায় সমান না করার কোনো যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান থাকে। যেমন, এক ছেলে খেদমত বেশি করে, অনুগত ও ভাগ্যবান, কিংবা এক ছেলে বেশি হাজতম্যান্দ, তখন তখন একজনকে বেশি দেওয়া এবং সমান না করা বিনা মাকরুহ বৈধ। কিংবা কোনো একজন সন্তানের মধ্যে বিশেষ গুণ বিদ্যমান। যেমন, সে দীনি কাজের জন্য নিজেকে ওয়াকফ্ করে দিয়েছে, অতএব এমন সন্তানকে বেশি দেওয়া বৈধ। এর দলিল হলো, এক রেওয়ায়াতে আছে- হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. হজরত আয়েশা রা.কে বেশি দান করার ইচ্ছা করেছেন। যদি বেশি দেওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হতো, তবে হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এমন করতেন না। এর ফলে বুঝা গেলো যে, সত্তাগত ভাবে বেশি দেওয়া বৈধ। অবশিষ্ট আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এটাকে সে ছুরতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, যখন অতিরিক্ত দান দ্বারা অন্য সন্তানদের ক্ষতি করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন, অন্যান্য রেওয়ায়াতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা রয়েছে। তিনি স্বীয় স্বামী হতে আপন ছেলেকে বেশি দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। অথচ হজরত বাশির রা. এর অন্যান্য সন্তান দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরের ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছিলেন যে, আমরা বিনতে রাওয়াহা রা. তদেরকে বেশি দেওয়ার জন্য বাধ্য করেছিলেন এবং কোনো যৌক্তিক কারণও ছিলো না। যার ফলে তাদের প্রাধান্য দেওয়া যেতো। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুভব করলেন, এ ছুরতে যেহেতু অন্যান্য সন্তানের ক্ষতি হবে সেহেতু তিনি বললেন, এ দান ফিরিয়ে নাও, আমি জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হতে চাই না।

সারকথা হলো, সমতা রক্ষা করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। আর যদি ক্ষতিগ্রস্থ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। আর যদি কোনো এক সন্তান খেদমত কিংবা ইলম কিংবা অন্য কোনো কারণে অধিক হকদার হয়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত দেওয়া অনুত্তমও নয়।

ছেলে ও মেয়ের মাঝে সমতা

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, সমতা অর্থ কি? অর্থাৎ, নারী-পুরুষ সবাই সমান হবে? না তাতে মিরাসের নিয়ম অনুসারে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ এর ওপর আমল করা হবে। এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের দুটি উক্তি আছে। কারো কারো মতে মিরাসের মূলনীতি অনুসারে দেওয়া হবে। আর কারো কারো মতে সবাইকে সমান দেওয়া হবে। তবে ফুকাহায়ে হানাফিয়ার মতে ফতওয়া হলো, মেয়ে এবং ছেলে উভয়কে সমান দেওয়া হবে। এর দলিল সে বর্ণনাটি যাতে বলা হয়েছে, সন্তান-সন্ততিদেরকে সমান দিতে হবে। আর যদি সন্তানদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

বৈধ হতো যে, যাকে ইচ্ছা বেশি দিবে, আর যাকে ইচ্ছা কম দিবে, তবে তখন মহিলা অধিক হকদার ছিলো তাকে বেশি দেওয়ার। এর দ্বারা বুঝা গেলো, যদি জীবদ্দশায় কোনো পিতা নিজের কোনো সন্তানকে কিছু দান করে তবে তখন নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য না করা চাই, সমান দেওয়া চাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ : শোফআ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৩)

عَنْ سَمُرَةَ رَضِـــ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ.[১৯৯]

১৩৭৩। **অর্থ :** সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বাড়ির প্রতিবেশী সে বাড়ির অধিক হকদার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত শারিদ, আবু রাফে' ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সামুরা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

ঈসা ইবনে ইউনুস-সাইদ ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-আনাস-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সাইদ ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-হাসান-সামুরা সূত্রেও এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

আলেমদের মতে সহিহ হলো, হাসান-সামুরা রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি। কাতাদা-আনাস রা. এর হাদিসটি আমরা কেবল ঈসা ইবনে ইউনুস সূত্রেই জানি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তাইফি-আমর ইবনে শারিদ-তাঁর পিতা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি হলো, হাসান।

ইবরাহিম ইবনে মায়সারা বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে শারিদ-আবু রাফে' নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে।

আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, আমার মতে দু'টো হাদিসই صحيح।

দরসে তিরমিযী

এ হাদিসটি এ সম্পর্কে হানাফিদের দলিল যে, যেমনভাবে শোফআর অধিকার অংশীদারের রয়েছে, এমনভাবে রয়েছে প্রতিবেশীরও অধিকার। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, আমাদের মতে শোফআ'র অধিকারি তিনজন।

১. মূল বিক্রিত জিনিসের অংশীদার। ২. বিক্রিত জিনিসের অধিকারে শরিক। অর্থাৎ, যে রাস্তা ইত্যাদিতে অংশীদার। ৩. প্রতিবেশী।

ইমামত্রয়ের মতে শোফআ'র অধিকার শুধু মূল বিক্রিত জিনিসে অংশীদারের। তাঁদের দলিল-পরবর্তীতে আসন্ন হাদিস। তাতে তিনি বলেছেন- إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ অর্থাৎ, যখন সীমানা পড়ে যায় এবং রাস্তা আলাদা হয়ে যায় তখন আর শোফআ অবশিষ্ট থাকে না।

---

[১৯৯] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ূ'- باب في الشفعة।

প্রতিবেশী শোফআর অধিকারি হবে

হানাফিদের দলিল উক্ত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তাতে তিনি বলেছেন-جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ। আরেকটি হাদিস পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে- তাতে তিনি বলেছেন- اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ يَنْتَظِرُ بِهٖ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا অর্থাৎ, প্রতিবেশী শোফআর অধিক হকদার, যদি সে অনুপস্থিত থাকে তবে অপেক্ষা করা হবে। তবে শর্ত হলো, উভয়ের রাস্তা এক হতে হবে।

এ হাদিসে সে প্রতিবেশী উদ্দেশ্য যে বিক্রিত জিনিসের অধিকারেও শরিক। ইমামত্রয় উক্ত হাদিসের এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, এর ওপর শো'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. কালাম করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এ হাদিসের বর্ণনাকারি আব্দুল মালেক ইবনে আবু সুলাইমান হতে এই রেওয়ায়াতে ভুল হয়েছে। এর উত্তর হলো, আব্দুল মালেক ইবনে আবু সুলাইমান অনেক বড় নির্ভরযোগ্য রাবি, তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ পর্যন্ত বলেছেন যে,هُوَ مِيْزَانٌ فِي الْعِلْمِ، তথা তিনি হলেন ইলমের পাল্লা। সুতরাং শুধু এই রেওয়ায়াতের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কালাম করা এবং তাঁকে মুতাকাল্লাম ফীহ (অভিযুক্ত) রাবি সাব্যস্ত করার কোনো কারণ নেই। তাই এ হাদিসটি প্রামাণ্য।

একটি প্রশ্ন ও এর জবাব

অনেকে এর ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ (প্রতিবেশী শোফআর বেশি হকদার।) যদি আপনি এ হাদিসটি সহিহ্ মানেন তাহলে এ হাদিসের পরিষ্কার অর্থ, প্রতিবেশী শরিক অপেক্ষাও বেশি হকদার হবে। কারণ, এখানে শব্দটি এসেছে اَحَقُّ। অথচ আপনার কাছেও প্রতিবেশী শরিক অপেক্ষা অধিক হকদার নয়। এই প্রশ্নের উত্তর হলো, এই হাদিসে যে اَحَقُّ শব্দ এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য" اَحَقِّيَّتُ بِالْإِضَافَةِ اِلَي الْمُشْتَرِيْ" - بِالْإِضَافَةِ اِلَي الشَّرِيْكِ। নয়। অর্থাৎ, প্রতিবেশী একজন অপরিচিত ক্রেতার তুলনায় অধিক হকদার, শরিকের তুলনায় নয়।

শাফেয়ি মাজহাবের অনেক আলেম বলেন, যে সব হাদিসে جَارٌ শব্দটি এসেছে, তা দ্বারা ওই প্রতিবেশী উদ্দেশ্য যে শরিকও, আর যে প্রতিবেশী শরিক নয় সে উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাখ্যাটি খুবই অযৌক্তিক এবং এর কোনো দলিল মওজুদ নেই। অবশিষ্ট আছে সে হাদিস যা দ্বারা ইমামত্রয় দলিল পেশ করেন যে, وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ। এর অর্থ, সীমা পড়া এবং বণ্টন হওয়া ও রাস্তা আলাদা হওয়ার পর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শোফআর অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য প্রতিবেশীর ভিত্তিতে শোফআর দাবি হলে তা এই হাদিসের পরিপন্থি নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

অনুচ্ছেদ-৩২ : অনুপস্থিতের জন্য শোফআ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৩)

عَنْ جَابِرٍ رَضِــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ يَنْتَظِرُ بِهٖ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.[২০০]

---

[২০০] ইলাউস সুনান : ১৭/৪. আল মুসনাদুল জামে' : ৯/২৩১।

১৩৭৪। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিবেশী তার শোফআর অধিক হকদার। যদি সে অনুপস্থিত থাকে তার অপেক্ষা করা হবে। তবে শর্ত হলো, উভয়ের যাতায়াতের রাস্তা এক হতে হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এ হাদিসটি আব্দুল মালেক ইবনে আবু সুলাইমান-আতা-জাবের সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানিনা। শো'বা রহ. এ হাদিসটির কারণে আব্দুল মালেক ইবনে আবু সুলাইমানের ব্যাপারে কালাম করেছেন। আব্দুল মালিক মুহাদ্দিসিনের মতে নির্ভরযোগ্য নিরাপদ।

এ হাদিসটির কারণে তার সম্পর্কে শো'বা ব্যতিত অন্য কেউ কালাম করেছেন বলে আমরা জানিনা। ওয়াকি শো'বা-আব্দুল মালেক ইবনে আবু সুলাইমান সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মুবারক- সুফিয়ান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আব্দুল মালিক আবু সুলাইমান হলেন পাল্লা। অর্থাৎ, ইলমের ক্ষেত্রে। আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। যে ব্যক্তি তার শোফআর অধিক হকদার যদিও অনুপস্থিত থাকুক না কেনো। সুতরাং যখন সে অনুপস্থিত হতে আসবে যদিও দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত থাকুক না কেনো তবুও তার জন্য শুফ'আর অধিকার রয়েছে।

بَابُ إِذَا حَدَّتِ الْحُدُوْدُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلَا شُفْعَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ : যখন সীমা পড়ে যায় এবং ভাগ হয়ে যায় তখন আর শোফআ নেই প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৪)

عَنْ جَابِرٍ رَضِـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.[২০১]

১৩৭৫। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন সীমা পড়ে যায় এবং রাস্তা আলাদা আলাদা হয়ে যায় তখন শোফআ অবশিষ্ট থাকে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেছনে এসেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেকে এটি মুরসাল আকারে আবু সালামা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনেক সাহাবির আমল এর ওপর অব্যাহত ছিলো। তন্মধ্যে রয়েছেন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব ও উসমান ইবনে আফফান রা.। এমতই পোষণ করেন, অনেক তাবিঈ ফকিহ, যেমন, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. প্রমুখ। এটি মদিনাবাসীদের মাজহাব। তন্মধ্যে রয়েছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আনসারি, রবিআ ইবনে আবু আব্দুর রহমান ও মালেক ইবনে আনাস রহ.। এ মতই পোষণ করেন, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। তাঁরা

---

[২০১] বিস্তারিত দ্র.-আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/৭৯৫, আদ-দুররুল মুখতার : ৬/২১৭, বাদায়ি' : ৫/১২, মুগনিল মুহতাজ : ২/২৯৬।

কেবল শরিকের জন্যই শোফআর মত পোষণ করেন। তাঁরা প্রতিবেশীর জন্য শোফআর মত পোষণ করেন না, যখন সে শরিক হবে না।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, শোফআর অধিকার প্রতিবেশীর জন্য রয়েছে। তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি মারফু' হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ির অধিক হকদার। তিনি আরো বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাড়ির প্রতিবেশী শোফআর অধিক হকদার। এটি সাওরি, ইবনে মুবারক ও কুফাবাসীর মত।

بَابُ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৩৪ : প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৫)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ وَالشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ.[২০২]

১৩৭৬। **অর্থ** : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শরিক শোফআর হকদার এবং শোফআ প্রতিটি জিনিসে রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি অনুরূপ জানি কেবল আবু হামজা সুককারি সূত্রে। একাধিক রাবি এ হাদিসটি আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই-ইবনে আবু মুলাইকা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

হান্নাদ-আবু বকর ইবনে আইয়াশ-আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই-ইবনে আবু মুলাইকা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে "ইবনে আব্বাস রা. হতে" কথাটি নেই। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, একাধিক বর্ণনাকারি আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই হতে। তাতে "ইবনে আব্বাস রা. হতে" কথাটি নেই। এটি আবু হামজার হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। আবু হামজা নির্ভরযোগ্য। হতে পারে ভুল হয়েছে আবু হামজা ব্যতিত অন্য কারো হতে।

হান্নাদ-আবুল আহওয়াস-আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই-ইবনে আবু মুলাইকা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে আবু বকর ইবনে আইয়াশের মতো সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ আলেম বলেছেন, শোফআ হবে কেবল বাড়ি এবং জমিতে। তারা সব জিনিসে শোফআর মত পোষণ করেননি। আর অনেক আলেম বলেছেন, শোফআ সব জিনিসেই রয়েছে। তবে প্রথম উক্তিটি বিশুদ্ধতম।

দরসে তিরমিযী

অস্থাবর সম্পত্তিতে শোফআ নেই

এ হাদিস দ্বারা অনেক আহলে জাহের যেমন, আল্লামা ইবনে হাজম রহ. এ দলিল পেশ করেছেন যে, যেমনভাবে স্থাবর সম্পত্তিতে শোফআ হয়, এমনভাবে অস্থাবর জিনিসেও হয়। সুতরাং, যদি কেউ স্বীয় সওয়ারি

---

[২০২] বোখারি : কিতাবুশ শোফআ'-الاحاديث في احكام ,باب اذا اخبره رب اللقطة بالعلامة- মুসলিম : কিতাবুল লোকতা- اللقطة।

তথা যান বিক্রি করে তবে তাতেও শোফআ জারি হবে। কারণ, হাদিসে পরিষ্কার শব্দ রয়েছে- اَلشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ তথা সব জিনিসে শোফআ রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম বলেন যে, শোফআ স্থাবর জিনিসের সংগে সংশ্লিষ্ট। অস্থাবর জিনিসে শোফআ জারি হয় না। অবশিষ্ট আছে, এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এর উত্তর হলো, اَلشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ। দ্বারা উদ্দেশ্য فِيْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُوْلَاتِ অর্থাৎ, অস্থাবর জিনিস ব্যতিত সব কিছুতে। হাদিসে যদিও ব্যাপক শব্দ রয়েছে, কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য খাস। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক যুগে কোনো একটি ঘটনাও এমন নেই, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্থাবর জিনিসে শোফআর ফয়সালা করেছেন।

আবু হামজা সুক্কারি কে?

এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারি হলেন, আবু হামজা সুক্কারি। তিনি কিছুটা দুর্বল রাবি। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়- فيه لين অর্থাৎ, স্মরণ শক্তির দিক দিয়ে তিনি বেশি নির্ভরযোগ্য নন। তাঁর উপাধি সুক্কারি কিংবা সুকরি তাই পড়েছে যে, তাঁর কথাবার্তা খুবই সুমিষ্ট হতো। তাঁর মজলিসে যারা বসতেন তারা এমন নিমগ্ন হয়ে যেতেন, যেমন নেশাজাত দ্রব্য পান করেছেন। অনেকে বলেন যে, তাঁর উপাধি সুক্কারি। সুক্কারের অর্থ, চিনি। যেহেতু তাঁর কথায় মিষ্টতা ছিলো তাই এ উপাধি পড়ে গেছে, এবং তার সম্পর্কে লিখিত আছে যে, একবার তিনি নিজের বাড়ি পরিবর্তন করার ইচ্ছা করেন, তখন সমস্ত মহল্লাবাসী তাঁর কাছে এসে বললেন, আমরা সবাই মিলে এতো টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যতো টাকা এই বাড়ির পরিবর্তে ক্রেতা দিবে। তার পরও আপনি আমাদের এই মহল্লা ছেড়ে যাবেন না। মহল্লাবাসীর বার বার অনুরোধের ফলে তিনি বাড়ি পরিবর্তনের ইচ্ছা মুলতবি করেন। এর দ্বারা অনুমান করুন মহল্লাবাসীদের সংগে তাঁর কতো গভীর সম্পর্ক ছিলো! কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে তাঁকে নরম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই তাঁর বর্ণনাগুলোর ওপর এতোটুকু নির্ভরতা নেই যতোটুকু নির্ভর করা যেতে পারে নির্ভরযোগ্য রাবিদের রেওয়ায়াতের ওপর। একারণেই ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন যে, এ হাদিস মুরসাল হওয়ার বিষয়টি আসাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقْطَةِ وَضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ : হারানো জিনিস এবং উট ও বকরি হারানেওয়ালা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৫)

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهٖ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا فَاَخَذْتُهٗ قَالَا دَعْهُ فَقُلْتُ لَا اَدَعُهٗ تَاْكُلُهُ السِّبَاعُ لَاٰخُذَنَّهٗ فَلَاَسْتَمْتِعَنَّ بِهٖ فَقَدِمْتُ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضـ فَسَاَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اَحْسَنْتَ وَجَدْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ قَالَ فَاَتَيْتُهٗ بِهَا فَقَالَ لِيْ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَمَا اَجِدُ مَنْ يَّعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهٗ بِهَا فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا اٰخَرَ فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ اَتَيْتُهٗ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا اٰخَرَ وَقَالَ اَحْصِ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَائَهَا فَاِذَا جَاءَ طَالِبُهَا فَاَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَاِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.[২০৩]

---

[২০৩] বিস্তারিত দ্র.-আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/৭৭৬. বাদায়ি' : ৬/২০২, আদ-দুররুল মুখতার : ৪/২৭৮।

১৩৭৭। **অর্থ :** সুআইদ ইবনে গাফালা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার জায়েদ ইবনে সুহান এবং সালমান ইবনে রাবিআ রা. এর সংগে সফরে কিংবা যুদ্ধে বের হলাম। পথিমধ্যে একটি পতিত বেত পেলাম। ইবনে নুমাইর স্বীয় রেওয়ায়াতে নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি উল্লেখ করলেন- فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا অর্থাৎ, আমি রাস্তায় পতিত একটি বেত তুলে নিলাম। তখন জায়েদ ইবনে সূহান এবং সালমান ইবনে রাবিআ রা. আমাকে বললেন, তা ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আমি তাকে ছাড়বো না। কারণ, হিংস্র বাঘ এটাকে খেয়ে ফেলবে। আমি এটাকে উঠিয়ে স্বয়ং এর দ্বারা উপকৃত হবো। পরবর্তীতে হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর কাছে এলাম এবং পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনালাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি একটি থলে পেয়েছিলাম যাতে একশ দিনার ছিলো। আমি সে থলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আনলাম। তিনি আমাকে বললেন, পুরো বছর তুমি এর ঘোষণা দাও যে, এ থলে কার? এবং এর আসল মালিককে তালাশ করো। আমি পুরা বছর এর ঘোষণা দিলাম। তবে এর কোনো মালিক পাওয়া গেলোনা। তারপর, সে থলে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলাম। তিনি বললেন, আরো এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো। ফলে অতিরিক্ত আরো এক বছর আমি ঘোষণা করলাম। তারপর সে থলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনলাম। তখন তিনি বললেন, অতিরিক্ত এক বছর ঘোষণা করো এবং সংগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বললেন যে, তাকে গুণে রাখো যে, এতে কত টাকা এবং সে থলে ও রশিটিও ভালো করে চিনে নাও। আর যখন এর তালাশকারি তালাশ করতে করতে তোমার কাছে আসবে এবং তোমাকে এর গণনা বাতলে দিবে, থলে ও রশির চিহ্নও বাতলে দিবে তখন তাকে তা দিয়ে দিবে। অন্যথায় তুমি নিজে তা দ্বারা উপকৃত হবে এবং ব্যবহার করবে।

এই হাদিসে লোকতা বা হারানো জিনিস সম্পর্কে আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কেউ কোনো পতিত জিনিস পায় তবে তার কি করা উচিৎ এবং সে জিনিসের আদেশ কি?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِـــ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَائَهَا وَوِكَائَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا.

১৩৭৮। **অর্থ :** জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকতা তথা হৃত বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, তুমি এক বছর পর্যন্ত এর পরিচয় করাও তথা ঘোষণা দাও। যদি সেটি চিনে ফেলা হয়, তবে তা পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় সে হৃত বস্তুটির পাত্র, রশি ও সংখ্যা তুমি চিনে রাখো। তারপর খেয়ে ফেলো। এরপর যদি এর মালিক এসে যায়, তবে তাকে তা পরিশোধ করে দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, জারুদ ইবনে মুআল্লা, ইয়াজ ইবনে হিমাদ ও জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন. জায়েদ ইবনে খালেদ রা. এর হাদিসটি এ সূত্রে حسن غريب।

আহমদ রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদিসটি বিশুদ্ধতম। এটি তার হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা প্রমুখ অনেক কোনো আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা হৃতবস্তু এক বছর ঘোষণা

দেওয়ার পর সে বস্তু চিনে এমন লোক না পেলে তা হতে উপকৃত হওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। এটি শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, এক বছর এটি পরিচয় করাবে তথা ঘোষণা দিবে। যদি এর মালিক এসে যায় তবে তো ভালো। অন্যথায় তা সদকা করে দিবে। এটি সুফিয়ান সাওরি ও আবদুল্লাহ রহ. ও কুফাবাসীর মাজহাব। তাঁরা হৃত বস্তু প্রাপকের জন্য ধনী হলে উপকৃত হওয়ার মত পোষণ করেন না।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, ধনী হলেও সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। কারণ, উবাই ইবনে কা'ব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একশত দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা সহ একটি থলে পেয়েছিলেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার ঘোষণা দিতে ও তারপর তা হতে উপকৃত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ উবাই রা. ছিলেন প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারি। ধনী সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দেন, কিন্তু এটা চিনে এমন কোনো লোক তিনি পেলেন না। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা গ্রাস করার নির্দেশ দিলেন। যদি জাকাত যার জন্য হালাল, শুধু তার জন্যই কেবল হৃত বস্তু হালাল হতো, তবে হৃতবস্তু আলি ইবনে আবু তালেব রা. এর জন্যও হালাল হতোনা। কারণ, আলি ইবনে আবু তালেব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি দিনার পেয়েছিলেন, তিনি এর ঘোষণা দিয়েও তা চেনার মতো লোক পেলেন না। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা ভক্ষণ করার নির্দেশ দিলেন। হজরত আলি রা. এর জন্য জাকাত হালাল ছিলো না।

অনেক আলেম হৃতবস্তু ঘোষণা না দিয়ে তা হতে উপকৃত হওয়ার অবকাশ দিয়েছেন, যখন হৃতবস্তু সামান্য হয়। আর অনেকে বলেছেন, যখন তা এক দিনারের কম হয়, তবে তার ঘোষণা দিবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত। এটি ইসহাক ইবনে ইবরাহিম রহ. এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

হারানো জিনিসের আদেশ

হারানো জিনিস সম্পর্কে প্রথম আদেশ হলো, যখন সে হৃত জিনিস পাবে তখন এটা সম্পর্কে সংবাদ (ব্যাপক আকারে) প্রচার করবে এবং এর ঘোষণা করবে যে, এ জিনিসটি পতিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, জিনিসটি যার সে যেনো নিয়ে যায়। অবশিষ্ট আছে, এই ঘোষণা ও প্রচার কতো সময় পর্যন্ত করা উচিৎ? এ সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেন, যে কোনো জিনিস পাওয়া যাক চাই সেটি দামি হোক কিংবা কমদামি হোক কিংবা বড়, উন্নত মানের হোক কিংবা নিম্ন মানের, সর্বাবস্থায় এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা ও প্রচার করা ওয়াজিব। এসব ইসলামি আইনবিদ পরবর্তী হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[২০৪] عَرِّفْهَا سَنَةً।

কিন্তু হানাফিদের যে উক্তিটির ওপর ফতওয়া। যেটিকে শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ.ও পছন্দ করেছেন এবং হিদায়া গ্রন্থকারেরও ঝোঁক এদিকে বুঝা যায়। সেটি হলো, শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে প্রচার ও ঘোষণার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নেই, বরং প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে প্রচারের সময় বিভিন্ন প্রকার হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে সে সময় পর্যন্ত প্রচার করা ওয়াজিব যতোক্ষণ প্রবল ধারণা এই হয় যে, এর মালিক এটা হয়ত তালাশ করবে। আর যখন প্রবল ধারণা এই হয় যে, এর মালিক এর তালাশ ছেড়ে দিয়ে থাকবে, তখন তার প্রচারও বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনকি হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কোনো মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়,

---

[২০৪] বিস্তারিত দ্র.-আল মাবসুত লিস সারাখসী : ১১/৮, বাদায়ি' : ৬/২০২, আদ-দুররুল মুখতার : ৪/২৮২।

তাহলে এর প্রচার শুধু এক বছর পর্যন্ত যথেষ্ট হবে না, বরং দুই-তিন বছর পর্যন্ত এর প্রচার করতে হবে। যেমন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রা. দ্বারা তিন বছর পর্যন্ত দিনারের থলের কথা প্রচার করিয়েছিলেন। আর যদি কোনো মামুলি জিনিস হয় যার সম্পর্কে ধারণা হলো, এর মালিক এটা এক দিনের অধিক তালাশ করবে না, তাহলে শুধু একদিনের জন্য প্রচার করাও যথেষ্ট। এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে, যদি কোনো এক ব্যক্তি রূপার একটি দানিক (প্রায় এক রতি সমান হয়ে থাকে) পরিমাণ পায়, তখন তিনি বললেন, فَلْيَنْظُرْ يَمْنَةً وَّ يَسْرَةً অর্থাৎ, ডানে বামে দেখে তখনই এলান করে দিবে এবং এটাই যথেষ্ট এরপর অতিরিক্ত প্রচারের কোনো প্রয়োজন নেই। মোটকথা, বিষয়টি মূলত নির্ভরতা এর ওপর যে, এই জিনিসটির মালিক এটির তালাশ করছে? না তালাশ খতম করে দিয়েছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত ধারণা হবে যে, সে তালাশ করে তকবে। ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রচার করা ওয়াজিব, তবে কোনো সময় নির্ধারিত নেই।

এর দলিল হলো, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা.কে তিন বছর পর্যন্ত প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং পরবর্তী হাদিস যেটি হজরত খালেদ ইবনে জায়েদ জুহানি রা. হতে বর্ণিত আছে, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছর পর্যন্ত প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অনেক বর্ণনা ও আসরে এটাও এসেছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছরও প্রচার করাননি। অনেক জায়গায় দশ দিনের আলোচনা এসেছে। অনেক জায়গায় এক মাসের, অনেক জায়গায় তিন মাসের আলোচনা এসেছে। এসব বর্ণনাকে সামনে রাখার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, শরয়ি হিসেবে প্রচারের জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই।

হারানো জিনিস কখন মালিকের হাওয়ালা করা হবে

দ্বিতীয় মাসআলাটি হলো, এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা.কে বললেন যে, যে থলে তুমি পেয়েছো তার আলামতগুলো সংরক্ষণ করো। অর্থাৎ, এর মধ্যে মওজুদ দিনারগুলোর সংখ্যা এবং এ থলে ও রশিগুলোর আলামত সংরক্ষণ করে নাও। এর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যে সব জিনিস পাওয়া গেছে এর স্বতন্ত্র আলামত সংরক্ষণ রাখ। যেমন, যদি কেউ ঘড়ি পেয়ে যায়, তাহলে এর ডিজাইন, এর ডায়াল, এর চেইন, এর রং এটা কোনো কোম্পানি হতে তৈরি, এসব জিনিস সংরক্ষিত থাকা উচিৎ। আর যখন তলবকারি এসে আলামত বর্ণনা করবে তখন সে জিনিস তাকে দিয়ে দিবে। ইমাম মালেক রহ. বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি এসে সে জিনিসের নিদর্শন বর্ণনা করবে তখন সে জিনিসটি তাকে দিয়ে দেওয়া এবং তার হাওয়ালা করা ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, এ সব আলামত বর্ণনা করা মূলত এদিকে ইঙ্গিত যে, তোমাদের এ কথার ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রশান্তি ও এতমিনান হয়ে যায় যে এ জিনিসটি বাস্তবেই তার। সুতরাং, যদি কোনো ব্যক্তি এসে নিদর্শন তো বর্ণনা করে দেয় কিন্তুতার কথার ওপর আপনার প্রশান্তি আসে না যে, এ জিনিসটি তার। বরং এই মনে হচ্ছে যে, হতে পারে এই আলামতটি সে কোথাও হতে অর্জন করেছে। সুতরাং, তখন সে জিনিসটি তার হাওয়ালা করে দেওয়া ওয়াজিব নয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে এর ওপর দলিল পেশ না করবে যে, এ জিনিসটি তার হাওয়ালা করে দেওয়া ওয়াজিব নয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে এর ওপর দলিল পেশ না করবে যে, এ জিনিসটি তার মালিকানাধীন।

হারানো জিনিসের ব্যয় খাত কোনটি?

তৃতীয় মাসআলা হলো, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী রা. হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. কে বলেছেন, যদি প্রচারের সময় মালিক এসে যায়, তাহলে তার হাওয়ালা করে দাও। আর যদি প্রচারের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি না আসে তবে তোমরা স্বয়ং এর দ্বারা উপকৃত হও।

এ হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এবং অন্যান্য হিজাজি ফুকাহায়ে কেরাম বলেন যে, হৃত জিনিস উঠানেওয়ালা চাই ধনী হোক কিংবা ফকির,

সর্বাবস্থাতেই প্রচারের পর সে হৃত বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায় এবং তার জন্য তা দ্বারা ফায়দা লাভ করা বৈধ। অবশ্য হৃতবস্তু ব্যবহার করার পর যদি মালিক এসে যায়, তাহলে সেটাকে ফেরৎ দেওয়া জরুরি হবে। আর যদি সে জিনিস খরচ হয়ে যায়, তবে তার জরিমানা মালিককে আদায় করতে হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যদি সে জিনিস উঠানেওয়ালা ব্যক্তি গরিব এবং জাকাতের যোগ্য হয়, তখন তো তার জন্য স্বয়ং ব্যবহার করা বৈধ। আর যদি সে বিত্তশালী হয়, তবে তার নিজের জন্য সেটা ব্যবহার করা অবৈধ। অবশ্য তার এই এখতিয়ার আছে, ইচ্ছা করলে সে জিনিসটি সর্বদার জন্য নিজের কাছে আমানত রেখে দিবে। যখনি তার মালিক এসে যাবে তখন তা তাকে দিয়ে দিবে, আর ইচ্ছে করলে সদকা করে দিবে। অবশ্য সদকা করার পর মালিক যদি উসুল করার জন্য এসে যায়, তাহলে তখন মালিকের এখতিয়ার থাকবে, চাই সে ব্যক্তির সদকাকে বাস্তবায়িত করবে, তখন সদকা করনেওয়ালার সওয়াব মালিক পেয়ে যাবে। দায়িত্বে জরিমানা আদায় করা ওয়াজিব হবে। অবশ্য সদকা করার সওয়াব সে পাবে।

হানাফিদের দলিল

হানাফিদের দলিল হিসেবে কিছু মারফূ' হাদিস পেশ করা হয়, কিন্তু যে সব মারফূ' হাদিসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, মালদার ব্যক্তির দায়িত্বে সদকা করা ওয়াজিব এবং ব্যক্তি স্বয়ং ব্যবহার করতে পারবে না, এমন হাদিস সনদ হিসেবে দুর্বল। অবশ্য একটি হাদিস সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী। যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ২৩৬ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ। মুসলমানের হারানো বস্তু আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

হানাফিগণ এ হাদিসের এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, যদি সে সামান উঠানেওয়ালা ব্যক্তি বিত্তশালী হয় তাহলে তার জন্য এই দ্রব্য ব্যবহার করা অবৈধ। যদি ব্যবহার করে তবে সে এমন হবে যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ খাচ্ছে। তবে এ হাদিসটি হানাফিদের দাবির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। কারণ, এ হাদিসের অর্থ এটাও বর্ণনা করা হয় যে, কোনো প্রচার ও ঘোষণা দেওয়া ব্যতিত সে জিনিসটি ব্যবহার করবে না, বরং প্রথমে এর ঘোষণা দিবে। হাদিসের এই অর্থ শাফেয়িগণ বর্ণনা করেন এবং হাদিসের শব্দরাজিতে এই অর্থের অবকাশ আছে।

কিন্তু অনেক সাহাবির আসর রয়েছে যেগুলো এ সব হাদিসের বিশুদ্ধতা দলিল করে। এসব আসরে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ধনী ব্যক্তি পতিত মাল পায়, তাহলে তার জন্য উচিৎ হলো, তা সদকা করে দেওয়া। এ সব আসার সে সব সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত তারা বলেন- হজরত উমর রা., হজরত আলি রা., হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা., হজরত আয়িশা রা., হজরত উম্মে সালামা রা.। এ সব সাহাবায়ে কেরাম হতে যে সব আসর বর্ণিত আছে সেগুলোতে সে সব আদেশই বিদ্যমান যেগুলো হানাফিগণ বর্ণনা করেন। অর্থাৎ, ধনীর জন্য স্বয়ং ব্যবহার করা অবৈধ। বরং সদকা করা ওয়াজিব। এ সব আসর মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা রহ. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক রহ. এবং মুসতাদরাকে হাকেম ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে এবং আমি তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছি। এসব আসরের কারণে এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের ফলে এসব হাদিসে শক্তি এসে গেছে, তাই এগুলো দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ।

শাফেয়িদের দলিল

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর প্রথম দলিল এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর হাদিস। এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং উবাই ইবনে কা'ব রা. কে একশত দিনার দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বস্তুত : হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. ধনী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য হতেন। কোনো ফকির এবং জাকাতের উপযুক্ত ছিলেন না। সুতরাং, যখন তিনি তাঁকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন তখন এটি এর স্পষ্ট দলিল যে, ধনীর জন্য হৃত মাল দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ।

হানাফিদের পক্ষ হতে এ দলিলের এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. নিঃসন্দেহে ধনী সাহাবিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তবে সব সময় ধনী ছিলেন না। বরং একটি সময় তাঁর ওপর এরকম অতিক্রান্ত হয়েছিলো যখন ছিলো দরিদ্রতা ও ক্ষুধার্ত থাকার কাল। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য দান করেছেন। এর দলিল হলো, হজরত তালহা রা. যখন স্বীয় বাগান দান করার ইচ্ছা করেছেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কাকে সদকা করবো? তখন তিনি বললেন, আমার মত হলো, তুমি এটি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সদকা করে দাও। বর্ণনা সমূহে এসেছে যে, তিনি স্বীয় এই বাগান নিজ আত্মীয়দেরকে দিয়েছেন এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. ও হাসসান ইবনে সাবেত রা.কে সদকা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তখন ধনী ছিলেন না। অন্যথায় তাদেরকে সদকা দান করতেন না। তাই এটা পুরোপুরি সম্ভব যে, যখন হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. কর্তৃক একশত দিনার পাওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো তখন তিনি ধনী ছিলেন না, বরং গরিব ছিলেন। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একশত দিনার দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

শাফেয়িদের দ্বিতীয় দলিল হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. এর একটি বর্ণনা। তাতে রয়েছে নিম্নেযুক্ত শব্দ- وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا যার শাব্দিক অর্থ, যদি এই দ্রব্যের মালিক না আসে তাহলে তুমি জানো এবং তোমার সে সামানপত্র জানে। শাফেয়িগণ এর এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, তারপর, নিজে তা ব্যবহার করো। তবে হানাফিগণ বলেন যে, فَشَأْنَكَ بِهَا এর অর্থ এই নয় যে, তুমি ব্যবহার করো। বরং এর অর্থ, যদি মালিক না আসে তবে শরয়ি আহকাম অনুযায়ী আমল করো। সুতরাং যদি গরিব হও তাহলে স্বয়ং ব্যবহার করতে পারো, আর যদি ধনী হও তাহলে সদকা করে দাও।

হজরত আলি রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল

ইমাম তিরমিযী রহ. হজরত আলি রা. এর একটি ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। ঘটনাটি সামনে আসছে। সেটি হলো, হজরত আলি রা. কোথাও হতে একটি দিনার পেয়েছিলেন। তিনি এর ঘোষণা দিয়েছেন। যখন এর মালিক পেলেন না তখন হজরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রা.কে সে দিনার (খরচ করে) খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি প্রাপ্ত হারানো বস্তু সদকা করা ওয়াজিব হতো, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রা.কে খাওয়ার অনুমতি দিতেন না। কারণ, হজরত আলি রা. ছিলেন বনু হাশিমের সদস্য। আর বনু হাশিমের জন্য সদকা খাওয়া অবৈধ। সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাকে খাওয়ার অনুমতি প্রদান এর দলিল যে, এই দিনার সদকা হিসেবে হজরত আলি রা.কে দেওয়া হয়নি। বরং তাই দেওয়া হয়েছিলো যে, হারানো বস্তু প্রাপকের ধনী এবং জাকাতের যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্ত হারানো বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার আছে।

হজরত আলি রা. এর ঘটনার পূর্ণ বিবরণ

এই প্রমানের উত্তর হলো, এই ঘটনাটি কোনো ক্রমেই শাফেয়িদের দলিল হতে পারে না। কারণ, এখানে পূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ নেই। আবু দাউদ শরিফে পূর্ণ ঘটনাটি নিম্নরূপ রয়েছে। একবার হজরত ফাতেমা রা. এর ঘরে খাবার কিছু ছিলো না। হজরত হাসান রা. এবং হজরত হোসাইন রা. দু'জন ছিলেন তখন ছোট শিশু। ক্ষুধার তাড়নায় তারা দু'জন কাঁদছিলেন। হজরত আলি রা. ঘরে এসে এ অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ ঘর হতে বেরিয়ে পড়লেন শিশুদের জন্য খাওয়ার কোনো জিনিস তালাশ করার মানসে। পথিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন একটি দিনার পড়ে আছে। তিনি আশে পাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দিনারটি কার? তখন কোনো মালিক পেলেন না। তিনি সে দিনার তুলে ঘরে আনলেন। হজরত ফাতেমা রা.কে বললেন, আমি এভাবে দিনারটি পতিত অবস্থায় পেলাম। হজরত ফাতেমা রা. বললেন, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একটি

সহায়তা। আপনি একটি কাজ করুন, এখানে একজন ইহুদির দোকান আছে, সেখান হতে আটা ক্রয় করে আনুন। হজরত আলি রা. সে ইহুদির কাছে গেলেন তার কাছ হতে আটা ক্রয় করলেন এবং দিনার দিয়ে বললেন যে, এ হতে তোমার মূল্য পরিশোধ করে রাখো। সে ইহুদি জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি সে লোকের জামাতা, যিনি নিজেকে নবী দাবি করেন? হজরত আলি রা. বললেন, হ্যাঁ। সে ইহুদি বললো, তবে তো আমি আপনার কাছ হতে পয়সা নিবো না। আপনি এমনিতেই সে আটা নিয়ে যান। পরে হজরত আলি রা. আটাও নিয়ে এলেন, আবার স্বর্ণমুদ্রাও ফেরত নিয়ে এলেন। তারপর হজরত ফাতেমা রা. বললেন, এবার আপনি এ দিনার নিয়ে অমুক কসাইয়ের কাছে চলে যান। তার কাছ হতে সামান্য গোশত ক্রয় করে আনুন। হজরত আলি রা. কসাইয়ের কাছে গিয়ে গোশত দিতে বললেন। সে বললো এর মূল্য এক দিরহাম। ফলে তিনি এক দিরহামের গোশত ক্রয় করলেন এবং এক দিনার সে কসাইয়ের কাছে বন্দক রেখে দিলেন এবং তাকে বললেন, যখন আমি তোমাকে এক দিরহাম এনে দিবো তখন এই দিনার ফেরত নিয়ে যাবো- এই বলে তিনি গোশত নিয়ে ঘরে তাশরিফ আনলেন। হজরত ফাতেমা রা. রুটি ও তরকারি তৈরি করলেন। তাঁরা খানা খেতে বসলেন। ইতোমধ্যে হজরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরিফ আনলেন, হজরত আলি রা. ও হজরত ফাতেমা রা. পূর্ণ ঘটনা শুনালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এই খানা আমাদের জন্য খাওয়া বৈধ কি না? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, বৈধ।

তাঁরা খানা খাচ্ছিলেন। তখন বাইর থেকে একটি ছেলে আওয়াজ দিয়ে যাচ্ছিলো যে, আমার স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে গেছে, কেউ পেলে দিয়ে দিন। হজরত আলি রা. বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সে জবাব দিলো, অমুক স্থানে আমার দিনারটি হারিয়ে গেছে। সেটি তালাশ করছি। হজরত আলি রা. তাকে বললেন, একটু দাঁড়াও। তারপর তিনি ভেতরে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, সে দিনারের মালিক এসে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে কসাইয়ের কাছে সে দিনার বন্দক রেখে এসেছো তার কাছে যাও। তাকে আমার পক্ষ হতে বলো, দিরহাম দেওয়ার জিম্মাদার আমি, তুমি স্বর্ণমুদ্রাটি ফেরত দাও। ফলে হজরত আলি রা. সে কসাইয়ের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিরহাম পরিশোধ করার জিম্মাদারি নিচ্ছেন, তুমি সে দিনারটি ফেরত দিয়ে দাও। ফলে কসাই সে দিনার ফেরত দিয়ে দেয়। হজরত আলি রা. সে দিনার এনে সে ছেলেটিকে দিয়ে দেন। এ হলো, এই দিনারের বিস্তারিত ঘটনা।

এই ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়

এই ঘটনায় আপনি দেখেছেন যে, দিনার (খরচ করে) খাওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। বেশির চেয়ে বেশি এই হলো যে, আটা মুফত পাওয়া গেলো, আর গোশত পাওয়া গেলো শুধু এক দিরহামে। দিনারটি কসাইয়ের কাছে শুধু বন্দকরূপে রাখা হলো। গোশত সেই দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করা হয়নি। পরবর্তীতে সে দিনারও ছাড়িয়ে আনা হয়েছে এবং মূল মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অতএব এই ঘটনা দ্বারা শাফেয়িদের দলিল প্রথমতো এ কারণে ঠিক নয় যে, এতে দিনার (খরচ করে) খাওয়ার উল্লেখ কোথাও নেই।

দ্বিতীয়তো, কোনো প্রাপ্তহৃত বস্তু খাওয়ার বৈধতা এটি একটি আলাদা বিষয়। আর জামিন হওয়ার শর্তে খাওয়ার ব্যাপারে মালিকের সম্মতির ধারণা প্রবল হওয়া আলাদা বিষয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হানাফিরা যে বলেন, হারানো বস্তুর প্রাপক যদি ধনী হয় তাহলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য অবৈধ। এর অর্থ, হৃতবস্তু প্রাপকের জন্য। সেই হৃতবস্তুকে নিজের জিনিস মনে করে খাওয়া অবৈধ। তবে যদি হৃতবস্তুর প্রাপক এই দ্রব্যটিকে এই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ব্যবহার করে যে, যদি আসল মালিক এ সম্পর্কে অবহিত হয় তবে সে তাকে তা ব্যবহার করার অনুমতি দিবে এবং আমি এই শর্তে ব্যবহার করছি যে, যখন মালিকের প্রয়োজন হবে তখন আমি এর মূল্য পরিশোধ করবো। তখন সে দ্রব্য ব্যবহার করা বৈধ।

হজরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন, হজরত আলি রা. এর অবস্থা ছিলো এই যে, ঘরে ছিলো ক্ষুধা-দারিদ্র্য। ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদছিলো তখন কোনো পাষাণ হৃদয় অপেক্ষা পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তিও এমন হবে না যে বলবে, যে দিনার তুমি পেয়েছ এটা খাওয়া অবৈধ। এমনকি ইহুদির মতো কৃপণ ব্যক্তিও বললো, আটা মুফত নিয়ে যাও। সুতরাং কোনো মুসলমান হতে তা আশা করা যায় না। হজরত আলি রা.ও খেয়ে ফেলতেন তবুও জামানতের শর্তে তার জন্য তা খাওয়া বৈধ ছিলো। সুতরাং এঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

বনু হাশিমের জন্য সদকার আদেশ

তৃতীয় কথা হলো, বনু হাশিমের জন্য সদকা হালাল নয়- এ বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ হলো, ওয়াজিব সদকা তাদের জন্য হালাল নয়। তবে নফল সদকার বনু হাশিমের জন্য হানাফিদের মতেও বৈধ। বস্তুত : লোকতা তথা হৃত প্রাপ্ত বস্তু সদকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং ধনী নন এমন কোনো বনু হাশিমের জন্য প্রাপ্ত হারানো বস্তু খাওয়া বৈধ। সুতরাং এ ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَائَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَضَالَّةُ الْاِبِلِ؟ قَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوْ اِحْمَرَّتْ وَجْهُهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَاءُهَا حَتّٰى يَلْقٰى رَبَّهَا.[২০৫]

১৩৭৯। **অর্থ :** জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রাপ্ত হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি বললেন, এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দাও। তারপর এর রশি ও থলে আর এর পাত্র সংরক্ষণ করো এবং এটা খরচ করে ফেলো। যখন এর মালিক এসে যাবে তখন তা তাকে ফেরত দাও। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! হারানো বকরি পাওয়া যায়? জবাবে তিনি বললেন, সেটিকে ধরে রাখো। কারণ, সেটি হয়ত তোমাদের কিংবা তোমাদের ভাইয়ের। হয়ত বাঘ এটিকে খেয়ে ফেলবে। প্রশ্নকারি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এমনভাবে হারানো উট পাওয়া যায় তাহলে কি করবো? এ প্রশ্ন শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ হলেন, এমনকি তাঁর গণ্ড মুবারক লাল হয়ে গেলো। তোমার এর কি প্রয়োজন? আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জুতাও তৈরি করেছেন, আবার তৃষ্ণা নিবারণের উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। এমনকি সেটি স্বীয় মালিকের সংগে গিয়ে মিললো।

দরসে তিরমিযী

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রাপ্ত হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি বললেন, এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দাও। তারপর এর রশি ও থলে আর এর পাত্র সংরক্ষণ করো এবং এটা খরচ করে ফেলো। যখন এর মালিক এসে যাবে তখন তা তাকে ফেরত দাও (যদি সে জিনিসটি থাকে, অন্যথায় এর ক্ষতি পূরণ আদায় করো)। পশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! হারানো বকরি পাওয়া যায়? জবাবে তিনি বললেন, সেটিকে ধরে রাখ। কারণ, সেটি হয়ত তোমাদের কিংবা তোমাদের ভাইয়ের। হয়ত বাঘ এটিকে খেয়ে ফেলবে (অর্থাৎ, যদি বকরি পাওয়া যায় তবে সেটিকে ধরে রাখা উচিৎ এবং এর সম্পর্কে প্রচার করে এর মালিক পর্যন্ত পৌছানোর

---

[২০৫] বিস্তারিত দ্র.-আল মাবসূত : ১২/২৮, আদ-দুররুল মুখতার, আদ-দুররুল মুখতার : ৪/৩৩৭, মুগনিল মুহতাজ : ২/৩৮৯, আল ইনসাফ : ৭/১০০।

চেষ্টা করা উচিৎ) প্রশ্নকারি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এমনভাবে হারানো উট পাওয়া যায় তাহলে কি করবো? এ প্রশ্ন শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ হলেন, এমনকি তাঁর গণ্ড মুবারক লাল হয়ে গেলো। (গোস্বার কারণ, এটি কোনো জিজ্ঞাস্য বিষয় নয়। এটা তো নিজে নিজে বুঝে নেওয়া উচিৎ ছিলো) তোমার এর কি প্রয়োজন? আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জুতাও তৈরি করেছেন, আবার তৃষ্ণা নিবারণের উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, উট চলতে কারো মুক্ষাপেক্ষী নয়, পানি পান করার ক্ষেত্রেও কারো মুক্ষাপেক্ষী নয়) এমনকি সেটি স্বীয় মালিকের সংগে গিয়ে মিললো। সুতরাং যদি উট পাওয়া যায় তাহলে এটাকে ধরার কোনো প্রয়োজন নেই। এটাকে যেনো স্বাধীন থাকতে দেওয়া হয়।

কোনো জিনিস তুলে নেওয়া উচিৎ

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, প্রাপ্ত হৃতবস্তু তুলে নেওয়া সংক্রান্ত এ আদেশটির কারণ রয়েছে। সে কারণটি হলো, যে মাল ধ্বংস হওয়া কিংবা চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে সে মাল উঠিয়ে নেওয়া উচিৎ। তারপর তার প্রচার করা উচিৎ। আর যদি ধ্বংস হওয়ার আশংকা কিংবা চুরি হওয়ার ভয় না থাকে। বরং খেয়াল হয় যে, মালিক তালাশ করতে করতে আসবে এবং সেটা তুলে নিবে, তখন তা তুলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ইমাম সাহেব রহ. কে এক বৃদ্ধা ধোঁকা দিয়েছে

ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে শুধুমাত্র একজন বৃদ্ধা ব্যতিত আজ পর্যন্ত কেউ ধোঁকা দেয়নি। ঘটনাটি এমন- একবার আমি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, দেখলাম এক বুড়ি অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কিসের প্রয়োজন? সে বৃদ্ধা জমিনের ওপর কাছে কাছেই পতিত একটি থলের দিকে ইঙ্গিত করলো, তারপর সেখান হতে রওয়ানা করলো। ফলে বাধ্য হয়ে সে থলে আমাকে উঠাতে হলো, তারপর এর ব্যাপারে আমাকে ঘোষণা দিতে হলো। সে বুড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো তাই যে, এ থলে অন্যদের কাছে অর্পণ করে স্বীয় দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হব। এভাবে সে নিজের জিম্মাদারি আমার ওপর অর্পণ করলো এবং সে বুড়ি এ মাসআলাও জানতো যে, এ থলেটি এমনভাবে ছেড়ে চলে যাওয়াও অবৈধ। কারণ, তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। এমনভাবে সে মহিলা আমাকে ধোঁকা দিলো।

যদি মামুলি জিনিস পতিত অবস্থায় পায় তাহলে?

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيْرَةً أَنْ يَّنْتَفِعَ بِهَا وَلَا يُعَرِّفُهَا

যদি হৃতপ্রাপ্ত বস্তু মামুলি জিনিস হয় তাহলে এর প্রচার করারও প্রয়োজন নেই। যেমন, একটি খেজুর পাওয়া গেলো তবে এর প্রচার ও ঘোষণার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এটিকে তুলে খেয়ে ফেলা বৈধ। হজরত ফারুকে আজম রা. এর ঘটনাবলিতে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, একটি খেজুর সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছে যে, এ খেজুর যার হয় সে যেনো নিয়ে নেয়। হজরত উমর রা. যেয়ে তাতে একটি বেত্রাঘাত করলেন এবং বললেন, এভাবে তুমি তোমার তাকওয়া প্রকাশ করে ঘুরছ? মোটকথা, যদি এমন কোনো দ্রব্য পাওয়া যায়, যেটি সম্পর্কে প্রবল ধারণা হলো যে, শুধু মালিক এটা তালাশ করবে তা নয়; বরং মালিক এ ব্যাপারে খুশি হবে যে, সে জিনিসটি কারো কাজে লেগেছে। সুতরাং তখন প্রচার ও ঘোষণার প্রয়োজন নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْفِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ : ওয়াক্‌ফ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِــ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا

يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَ فِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ اَنَّهُ قَرَاَهَا فِيْ قِطْعَةِ اَدِيْمٍ اَحْمَرَ غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالًا.[২০৬]

১৩৮০। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত উমর রা. খায়বরে একটি জমি পেয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! খায়বারে আমি এমন একটি সম্পদ পেয়েছি যে, এর পূর্বে এর চেয়ে উত্তম সম্পদ আমি পাইনি। এ জমি সম্পর্কে আপনার কি আদেশ? আমি এ জমিটি কি করবো? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে এর মূল জমিটি ওয়াক্‌ফ করে দাও এবং তা সদকা করে দাও। তারপর ওমর রা. এভাবে ওয়াক্‌ফ করলেন- মূল জমি বিক্রি করা যাবে না। হেবাও করা যাবে না এবং ওয়ারিসদের মাঝেও বন্টিত হবে না। তা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ফকির-মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস মুক্তকরণ, আল্লাহর পথে, পথিক-মুসাফির এবং মেহমানের খরচ বাবদ ব্যয় করা হবে। যে ব্যক্তি এর মুতাওয়াল্লি হবে, সে এর আয় থেকে ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করতে পারবে। বন্ধু-বান্ধবদেরও খাওয়াতে পারবে। কিন্তু সঞ্চয় করে রাখতে পারবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইসমাইল রহ. বলেছেন, আমি ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে হতে এটি পড়েছি। তাতে ছিলো- غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالًا (সম্পদ জমাকারি নয়)।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। পূর্ববর্তীদের মাঝে জমি ওয়াক্‌ফ ইত্যাদির অনুমতি সম্পর্কে কোনো এখতেলাফ আমরা জানি না।

দরসে তিরমিযী

হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজরত উমর রা. খায়বরে একটি জমি পেয়েছিলেন। খায়বর বিজয়ের পর সেখানকার জমিগুলো মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করা হয়েছিলো। তখন একটি জমি হজরত উমর রা. এর ভাগে পড়েছিলো। অনেক রেওয়ায়াতে সে জমির নাম 'সুমাগ' এসেছে। হজরত উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! খায়বারে আমি এমন একটি সম্পদ পেয়েছি যে, এর পূর্বে এর চেয়ে উত্তম সম্পদ আমি পাইনি। এ জমি সম্পর্কে আপনার কি আদেশ? আমি এ জমিটি কি করবো? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে এর মূল জমিটি ওয়াক্‌ফ করে দাও এবং তা সদকা করে দাও। এই শব্দটিকে حَبَسْتَ আর ইচ্ছা করলে حَبَّسْتَও পড়তে পারেন। যদি حَبَسْتَ হয়, তবে এর আভিধানিক অর্থ হবে আটকে রাখা। এ আটকে রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ওয়াক্‌ফ করা। আর যদি তাশদিদ সহকারে পড়েন তাহলে এটি হবে حَبَّسَ يُحَبِّسُ تَحْبِيْسًا হতে। এর অর্থ, ওয়াক্‌ফ

---

[২০৬] মুসলিম : কিতাবুল ওয়াসিয়্যা- باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته, আবু দাউদ : কিতাবুল ওয়াসায়া- باب ما جاء في الصدقة على الميت।

করা। যাই হোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি চাইলে এর মূল জিনিসটিকে আটকে রাখো অর্থাৎ, ওয়াক্ফ করে দাও এবং এর লাভ বা মুনাফা সদকা করে দাও। ওয়াক্ফকে হাব্স তথা আটকে রাখা এ কারণে বলে যে, এই জমির মালিকানা সর্বদার জন্য আটকে রাখা হয়েছে। এবার এটি অন্য কারো মালিকানায় যাবে না। এর মুনাফা তো সদকা হয়ে যাবে, কিন্তু এর মূল জমিটি আবদ্ধ থাকবে। অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের বক্তব্য হলো, এটি আল্লাহর মালিকানায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ওয়াক্ফকারির মালিকানা হতে বেরিয়ে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন যে, আবদ্ধ হওয়ার অর্থ, ওয়াক্ফকারির মালিকানার ওপর আবদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, এই জমিতে ওয়াক্ফকারির মালিকানা স্থির আছে। অবশ্য এর মুনাফা সে সব লোকের জন্য সদকা হয়ে গেছে যাদের জন্য সে ওয়াক্ফ করেছে।

মোটকথা, হজরত উমর রা. এই জমিটি সদকা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, মূল জমি ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন আর মুনাফা সদকা করে দিয়েছেন। ওয়াক্ফের মধ্যে এই শর্ত রেখেছেন যে, মূল জমিটি কখনও বিক্রি করা যাবে না এবং হেবা করা যাবে না। এমনিভাবে এই জমিটি উত্তরাধিকারে বণ্টিত হবে না। অবশ্য এর মুনাফা গরিব-ফকিরদের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে। এর প্রথম উদ্দেশ্য তো জেহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। অবশ্য হজকেও এর মধ্যে শামিল করা হয়। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি জেহাদে যায় কিন্তু তার কাছে এ পরিমাণ অর্থ নেই যে, সে জেহাদ, সওয়ারি এবং অস্ত্র-সস্ত্র ক্রয়ে বহন করতে পারে। তাহলে তাকেও এ হতে দেওয়া হবে। এমনভাবে জরুরতমান্দ মুসাফির এবং মেহমানদের ক্ষেত্রেও ব্যয় করা যেতে পারে।

যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা ফকির হওয়া জরুরি নয়

যখন কোনো জিনিস ওয়াক্ফ করা হয় তখন তাতে যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের ফকির হওয়া জরুরি নয়-যাকে জাকাত দান করা হয়েছে তার জন্য ফকির হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি ওয়াক্ফকারি যাদের ওয়াক্ফ করেছে তাদের মধ্যে সক্ষম লোকদেরকেও শামিল করে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, কোনো ব্যক্তি জমি ওয়াক্ফ করতে গিয়ে বলে দিলো যে, এর প্রথম উৎপন্ন ফসল আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করা হবে, এরপর গরিব-ফকিরদেরকে দেওয়া হবে, তবে এটা বৈধ। সুতরাং ধনীদের জন্য ওয়াক্ফ করা যায়। তবে শর্ত হলো, এই ওয়াকফের সর্বশেষ খাত হবে ফকিররা। কিংবা এমন কোনো পক্ষ যারা অচল নয়, তাদের জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ

ওয়াকফের মুতাওয়াল্লির জন্য ওয়াকফের আয় হতে খাওয়া বৈধ

পরবর্তীতে বলেছেন, لَا جُنَاحَ الخ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সে ওয়াকফের মুতাওয়াল্লি ও তত্ত্বাবধায়ক হবে তার জন্য এ ওয়াকফের আয় হতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খাওয়াতে কোনো পাপ নেই। অর্থাৎ, যে রাত-দিন এ ওয়াকফের ইনতেজামে রত আছে, তার জন্য সে ওয়াক্ফের আয়ের কিছু অংশ নিজের জন্য ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই। তবে শর্ত হলো, সেটা ইনসাফের সংগে প্রসিদ্ধ তরিকায় কিংবা নিয়ম ও প্রচলিত দস্তুর মুতাবিক হতে হবে।

أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا কিংবা স্বীয় বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াবে। অবশ্য এর মাধ্যমে সে মালদার হবে না। অর্থাৎ, ওয়াকফের আয় মুতাওয়াল্লি স্বীয় ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থায় ব্যয় করতে পারে এবং স্বীয় বন্ধু-বান্ধব ও মেহমানদেরকে ও ইনসাফের সংগে মধ্য পন্থায় খাওয়াতে পারে। তবে যেনো এটাকে নিজের বিত্তশালী হওয়ার মাধ্যম না বানায়। তাই স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত তার জন্য নেওয়া অবৈধ।

قَالَ الخ ইবনে আউন বলেন, আমি একথাটি মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. এর কাছে উল্লেখ করেছি যে, আমাকে হজরত নাফে' রহ. এ হাদিসটি শুনিয়েছেন, তখন হজরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. বললেন যে, তুমি যে শব্দ ব্যবহার করেছ-غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ এ হাদিসটুকু غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا স্মরণ আছে। যেনো এর শাব্দিক অনুবাদ হলো, সে নিজের সম্পদের মূল আঁকড়ে ধরে থাকবে না। أَثْلٌ বলে গোড়াকে تَأَثِّيْلًا أَثْلٌ এর অর্থ, কোনো আমল এমনভাবে করা যেটি মূলের আকার ধারণ করে। ইমরাউল কায়সের কাব্য রয়েছে- وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُتَأَثِّلُ

اِمَثَالِيْ-এর অর্থ, মূল ধারণকারি। কাব্যের অর্থ, এমন বড়ত্ব যেটি মূল ধারণ করে আছে। সেখান পর্যন্ত আমার মতো মানুষও পৌঁছে যায়। ইবনে আউন রহ.বলেন, এ হাদিসটি পরবর্তীতে আমাকে অন্য আরেক ব্যক্তিও শুনিয়েছেন এবং সে লোকটি বললো, তিনি একটি লাল চামড়ার টুকরায় লিখিত এই ইবারতটি পড়েছেন- غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.। যেনো হজরত উমর রা. সে জমি ওয়াক্ফ করার পর ওয়াক্ফনামা একটি চামড়ার টুকরার ওপর লিখে দিয়েছিলেন। এতে غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا বিশিষ্ট বর্ণনাটি বিশুদ্ধতম।

ওয়াকফের হাকিকত

ওয়াকফের হাকিকত সম্পর্কে সামান্য মতপার্থক্য বর্ণনা করা হয়। সাধারণত বলা হয়, ওয়াকফের মাধ্যমে ওয়াক্ফকৃত জিনিস ওয়াক্ফকর্তার মালিকানা হতে বেরিয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় এসে যায়। তাই এর ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, উত্তরাধিকার বৈধ হয় না। এটি হলো অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের মত। যাতে ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. ও অন্তর্ভুক্ত এবং ওয়াকফের পর ওয়াক্ফকারির জন্য না তা ফেরৎ নেওয়া বৈধ, না হেবা করা বৈধ। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দিকে এ উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত যে, তাঁর মতে ওয়াক্ফ চিরস্থায়ী নয়। আর ওয়াক্ফ করার ফলে ওয়াক্ফকৃত জিনিস ওয়াক্ফকর্তার মালিকানা হতে বেরিয়ে যায় না। বরং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ওয়াক্ফ কর্তারই মালিকানায় থাকে এবং এ ওয়াক্ফকর্তার জন্য ফেরত নেওয়া বৈধও আছে।

ইমাম আবু হানিফা এবং চিরস্থায়ী ওয়াক্ফ

কিন্তু বাস্তবতা হলো, লোকজন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব যথার্থ রূপে বুঝতে পারেনি। ইমাম সাহেব রহ. এটা বলেন না যে, কোনো ওয়াক্ফ চিরস্থায়ী হয় না। বরং তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি মূল জমি ওয়াক্ফ করে তাহলে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে এবং তা ওয়াক্ফকারির মালিকানা হতে বেরিয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে যদি কেউ মূল জমি ওয়াক্ফ না করে বরং এর মুনাফা ওয়াক্ফ করে যেমন, সে বললো, এ জমির মুনাফা ফকিরদের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তাহলে এটি দুই অবস্থা হতে শূন্য নয় যদি সে একথা বলার সময় এই ওয়াক্ফ স্বীয় মৃত্যু পরবর্তী সময়ের দিকে সম্বন্ধ যুক্ত হয়। যেমন, বলে- اِنْ مُتُّ فَمَنَافِعُ اَرْضِيْ هٰذِهٖ مَوْقُوْفَةٌ عَلٰي مَسَاكِيْنَ

যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমার এই জমির মুনাফা মিসকিনদের জন্য ওয়াক্ফ, তখনও ইমাম সাহেব রহ. এর মতে এই জমির মুনাফা চিরস্থায়ী ভাবে যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের জন্য হবে। ওপরযুক্ত তিনটি ছুরতে ইমাম সাহেব রহ. এর মতেও ওয়াক্ফকর্তার জন্য ওয়াক্ফ হতে ফিরে আসা বৈধ নাই।

চতুর্থ ছুরত হলো, ওয়াক্ফকারি মূল জিনিস ওয়াক্ফ করেনি বরং মুনাফা ওয়াক্ফ করেছে এবং এর মুনাফাকে তার মৃত্যুর সময়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেনি এবং কোনো বিচারকও এর মুনাফাকে চিরস্থায়ী হওয়ার

করা হয়েছে তারা শুধু ততোক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে, যতোক্ষণের জন্য ওয়াক্ফকর্তা সীমা নির্ধারণ করে দিবে এবং ওয়াক্ফকর্তার প্রত্যাবর্তনেরও (ফেরত নেওয়ারও) এখতিয়ার থাকবে। সে বলতে পারে, এখন আমি স্বীয় মুনাফা ফেরত নিচ্ছি। ইমাম সাহেব রহ. এর সহিহ্ মাজহাব এটি।

সে তিনটি আমল যেগুলোর সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضــ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ.[২০৭]

১৩৮১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মানুষ মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল ব্যতিত- সদকায়ে জারিয়া, সে ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, নেক সন্তান যারা তার জন্য দোয়া করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

এ হাদিসে সদকায়ে জারিয়ার উল্লেখ রেয়েছে। এটা সাধারণত ওয়াক্ফের মাধ্যমেই হয়। তাই এ হাদিসটিকে ওয়াক্ফ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। সাধারণ সদকাতে এটা হয় যে, একবার সদকা করে দিলো, ব্যস খতম হয়ে গেলো। তবে সদকায়ে জারিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তীতেও জারি থাকে। যেমন, মসজিদ বানিয়ে দিলো, মুসাফির খানা তৈরি করলো, কিংবা কূপ ওয়াক্ফ করে দিলো। এগুলো সব সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত লোকজন ওয়াকফের মাসআলাগুলোতে খুবই উদাসীন থাকে। ওয়াকফের মাসায়িল জানে না। যেমন, কখন ওয়াকফের জিনিস বিক্রি করা বৈধ। কখন অবৈধ। কখন তা বদল করা বৈধ, কখন অবৈধ। এর বিধি-বিধান কি? আমাদের ওলামায়ে কেরাম যাদের সম্পর্ক বেশির ভাগ ওয়াকফের সংগে থাকে কিংবা মসজিদ-মাদরাসার বা খানকার সংগে, অতএব তাঁদের জন্য এসব মাসায়িল ভালো ভাবে পড়া ও বুঝা উচিত। কারণ, এগুলো সব সাধারণত ওয়াক্ফ হয়ে থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ أَنَّ جُرْحَهَا جُبَارٌ

অনুচ্ছেদ-৩৭ : বোবা জন্তুর আঘাত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.[২০৮]

১৩৮২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, কূপে পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতে পড়াতে দণ্ড নেই। আর রেকাজে এক-পঞ্চমাংশ (জাকাত) ধার্য হবে।

---

[২০৭] বিস্তারিত দ্র.- বাদায়ি' : ৭/২৭২, আদ-দুররুল মুখতার : ৬/৬০৩, মুগনিল মুহতাজ : ৪/২০৪. কাশশাফুল কিনা' : ৪/১৩৯।

[২০৮] বিস্তারিত দ্র.-আদ-দুররুল মুখতার : ২/৩১৮. বাদায়ি' : ২/৬৫-৬৮, আশ শরহুস সগির ১/৬৫০-৬৫৬, মুগনিল মুহতাজ : ১/২১১।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, .হজরত জাবের, আমর ইবনে আউন ইবনে আউফ মুজানি ও উবাদা ইবনে সাবেত রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিসটি বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

কুতাইবা-রাইস-ইবনে শিহাব-সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আবু সালাম ইবনে আবদুর রহমান-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সনদে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আনসারি-মা'ন-মালেক ইবনে আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ এর ব্যাখ্যা বলতে চেয়েছেন যে, এটি নিরর্থক, তাতে কোনো দিয়ত নেই।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ এর ব্যাখ্যা অনেক আলেম দিয়েছেন যে, আজমা হলো, মালিক হতে ছুটে যাওয়া প্রাণি। কাজেই ছুটে যাওয়ার সময় কাউকে এ জন্তু কোনো বিপদে ফেললে মালিকের ওপর জরিমানা আসবে না। اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ এর অর্থ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যখন কেউ কোনো খনি খনন করে তারপর তাতে কোনো মানুষ পড়ে (মরে যায়) তবে খনির মালিকের ওপর জরিমানা নেই। وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ। রিকাজ হলো, যে সম্পদ বর্বরতার যুগের লোকজন কর্তৃক প্রোথিত রূপে পাওয়া যায়। সুতরাং কেউ যদি রিকাজ পায় তবে সরকার প্রধানের কাছে তার এক পঞ্চমাংশ পরিশোধ করবে। অবশিষ্ট হবে তার।

দরসে তিরমিযী

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اَلْعَجْمَاءُ الخ – اَلْعَجْمَاءُ এর অর্থ, প্রাণি। এটি أَعْجَمُ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। اعجم শব্দের অর্থ, বোবা-যেটি কথা বলতে পারে না। এটি বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণির বিপরীত। মানুষ যেহেতু কথা বলতে সক্ষম সে জন্য মানুষ حَيْوَانِ نَاطِق তথা বাকশক্তি বিশিষ্ট প্রাণি। জন্তু যেহেতু কথা বলতে পারে না তাই এটি عَجْمَاءُ তথা বোবা। جُبَارٌ এর অর্থ, বেকার তথা যার কোনো দিয়ত কিংবা কিসাস কিংবা বিনিময় নেই। হাদিসের অর্থ এই হলো, যদি প্রাণি কাউকে জখম করে তবে সেটি বেকার। এর কোনো জরিমানা কারো ওপর আসবে না।

পশু যদি ক্ষতি করে তাহলে এর ক্ষতিপূরণ মালিকের ওপর আসবে কিনা?

এই মাসআলাটির এই ছুরত তো সর্ব সম্মত যে, যখন জানোয়ারের সংগে কোনো মানুষ না থাকে বরং জানোয়ার একাকি দৌড়ে যাচ্ছিলো, আর কাউকে আহত করলো, তবে মালিকের ওপর জরিমানা আসবে না। অবশ্য ইমাম শাফেয়ি রহ. এতে তাফসিল করেন, যদি জানোয়ার দিনের বেলায় কারো ক্ষতি করে, তাহলে মালিকের ওপর জরিমানা নেই। তবে যদি রাত্রি বেলা পশু কারো ক্ষতি করে, তাহলে মালিকের ওপর জরিমানা আসবে। এর কারণ, এই বর্ণনা করেন যে, দিনের বেলা সমস্ত জানোয়ার কোনো কাজের জন্য কিংবা চরানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু রাত্রি বেলা মালিকের ওপর ওয়াজিব হলো, স্বীয় পশু বেঁধে রাখা এবং তার হেফাজত করা। সুতরাং যদি রাত্রিবেলা পশু কারো ওপর আক্রমণ করে, তাহলে এর অর্থ, মালিক স্বীয় হেফাজতের দায়িত্বে ত্রুটি করেছে। সুতরাং সে এর জামিন হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, রাত্র এবং দিনে কোনো পার্থক্য নেই। যে সময় বরং যখন মালিকের দায়িত্বে স্বীয় জনোয়ারকে বেঁধে রাখা ওরফে জরুরি মনে করা হয়, তখন যদি পশু কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে মালিক জামিন হবে। চাই দিনেরবেলা হোক বা রাত্রিবেলা। তবে যদি মালিকের পক্ষ হতে কোনো ত্রুটি না থাকে তবে মালিকের ওপর কোনো জরিমানা আসবে না। এর দলিল আবু দাউদ শরিফে হজরত বারা ইবনে আজেব রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। একবার একব্যক্তির জানোয়ার অন্য আরেকজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মালিক তার কাছে ছিলো না। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই মুকাদ্দমা পৌছলো, তখন তিনি এই ফয়সালা করলেন- যেহেতু রাত্রিবেলা এই জানোয়ারের মালিকের ওপর এর হেফাজত করা ওয়াজিব ছিলো, সে এর হেফাজতে যেহেতু ত্রুটি করেছে, সেহেতু তার ওপর জরিমানা আসবে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের সময়ের উল্লেখ করেছেন, সেহেতু রাত্রিকালের জরিমানা আসবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার কারণের দিকে তাকিয়েছেন যে, এ হাদিসে জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার কারণ রাত নয়; বরং মূল কারণ মালিকের ত্রুটি। সুতরাং যেখানে মালিকের পক্ষ হতে ত্রুটি পাওয়া যাবে সে ছুরতে জরিমানা আসবে। চাই দিনের বেলা হোক কিংবা রাত্রি বেলা। এ ছুরতটি তখন যখন ক্ষতি করার সময় জন্তুর সংগে কোনো লোক সামনে বা পেছনে হাঁকানো বা চালিয়ে নেওয়ার মতো উপস্থিত না থাকবে।

কিন্তু যদি জানোয়ার তখন ক্ষতি করে যে, হয়ত তার ওপর কোনো ব্যক্তি সওয়ার কিংবা সেটাকে সামনে হতে কোনো ব্যক্তি চালিয়ে নিচ্ছে কিংবা পেছন হতে হাঁকিয়ে নিচ্ছে, তাহলে তখন সে সওয়ার কিংবা চালানেওয়ালা কিংবা হাঁকনেওয়ালা ব্যক্তি জামিন হবে। তবে শর্ত হলো, এমন ক্ষতি করতে হবে যা হতে বাঁচা সম্ভব ছিলো। যদি বাঁচা সম্ভব না হয় তবে এ সংক্রান্ত তাফসিল ইসলামি আইনের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান আছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক ছুরতে নিঃশর্ত ভাবে জরিমানা আসবে আর অনেক ছুরতে জরিমানা আসবে না। সুতরাং যদি পেছনের পা দিয়ে ক্ষতি করে তাহলে সওয়ারি ও সামনের চালকের ওপর জরিমানা আসবে না। পেছনের চালাকের ওপর আসবে। এর মূলনীতি হলো, যদি জানোয়ার এমন কোনো ক্ষতি করে যা হতে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিলো তার জরিমানা সওয়ারি কিংবা সামনের চালক কিংবা পেছনের চালানেওয়ালার ওপর আসবে, অন্যথায় নয়।

অতএব যদি প্রাণি সামনে হতে কারো ক্ষতি করে যেমন, মুখ, শিং এবং সামনের পা দ্বারা ক্ষতি করলো, তাহলে এমতবস্থায় সওয়ারি ও সামনের চালক জরিমানা দিবে। কারণ, জন্তুর সামনের অংশ তার কাবুতে রয়েছে। সে তা দেখছে। যদি সে বাঁচাতে চাইতো, তবে বাঁচাতে পারত। তবে যদি জানোয়ার পেছন হতে কাউকে লাথি মারে কিংবা লেজের মাধ্যমে ক্ষতি করে তবে তখন আরোহি এবং সামনে হতে চালানেওয়ালার ওপর আসবে না। কারণ, সওয়ারি ও সামনে হতে চালকের জন্য জন্তুর পেছনের অংশের তত্ত্বাবধান সম্ভব নয়।

গাড়িতে একসিডেন্টের ছুরতে জরিমানা

আমাদের বর্তমান যুগে সে সব যান প্রচলিত আছে। যেমন, সাইকেল, মটর সাইকেল, রিক্সা, গাড়ি, কার, বাস, ট্রাক ইত্যাদি এসবের আদেশ জন্তুর ওপর আরোহির মতো। সুতরাং এসব যানবাহন দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হলে আরোহির ওপর জরিমানা আসবে। অবশ্য এসব যানবাহনে সামনে পেছনের ক্ষতিতে কোনো তফাৎ নেই। যেমন তফাৎ রয়েছে জানোয়ারের ক্ষেত্রে। কারণ, জন্তু স্বইচ্ছায় গতিশীল। সুতরাং যদি জানোয়ার পেছন হতে কাউকে লাথি মারে তবে এটাকে আরোহির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতে পারেন না। তবে এর পরিপন্থি গাড়ি। এটি সেচ্ছায় গতিশীল নয়। সুতরাং গাড়ির গতি আরোহির দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। সুতরাং সর্বাবস্থায় তার ওপর জরিমানা আসবে।

وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ এর অর্থ

وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ তথা কুয়াও বেকার। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় মালিকানাধীন জমিতে কূপ খনন করে এবং কোনো ব্যক্তি এই কুয়াতে পড়ে যায় তবে সে কূপ খননকারি জামিন বা দায়ী হবে না। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শাসকের অনুমতি নিয়ে এমন কোনো জায়গায় কূপ খনন করে, যা দ্বারা লোকজনের পানির পিপাসা মিটানো উদ্দেশ্য এবং সেটি রাস্তাও নয়, যদি এতে কোনো ব্যক্তি পড়ে মরে যায় তাহলে খননকারি জামিন বা দায়ী হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি এমন জায়গায় কূপ খনন করে যেটি সাধারণ রাস্তা এবং তার মালিকানাধীনও নয়, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিও নেই, তাহলে কূপ খননকারি সীমালঘনকারি। সীমালঘনের কারণে সে জরিমানা দিবে।

প্রত্যক্ষকর্তা ও কারণের ওপর জরিমানার মূলনীতি

মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি ধ্বংস কিংবা ক্ষতিকারক হয় সে সর্বাবস্থায় জামিন বা দায়ী নয়। চাই তার পক্ষ হতে সীমালঙ্ঘন পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক। আর যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ কর্তা নয় বরং কারণ, অর্থাৎ, সে কোনো কারণ সৃষ্টি করেছে আর অন্য কোনো ব্যক্তিও তাতে দখল দিয়েছে, তখন তার ওপর জরিমানা আসবে যখন সে সীমাঙঘনকারি হয়, অন্যথায় নয়। বস্তুত কূপ খননকারি কারণ। সুতরাং সে ততোক্ষণ পর্যন্ত দায়ী হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ হতে সীমালঙঘন না পাওয়া যাবে। যখন সীমালঙঘন পাওয়া যাবে তখন তার ওপর জরিমানা আসবে।

বর্তমান যুগের ট্রাফিকে প্রত্যক্ষ কর্তা নির্ণয়করণ

কিন্তু ওপরযুক্ত মূলনীতিকে বর্তমান যুগের ট্রাফিক দুর্ঘটনার ওপর মিলানোর জন্য এর শাখা প্রশাখাগুলোকে ভালো করে বুঝার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে আরবি ভাষায় আমার একটি পুস্তিকা রয়েছে। এর নাম হলো, 'হাওয়াদিসুল মুরুর।' অর্থাৎ, ট্রাফিক দুর্ঘটনা। এই পুস্তিকায় আমি সবিস্তারে আলোচনা করেছি যে, কোনো ছুরতে আরোহির ওপর জরিমানা আসবে আর কোনো ছুরতে আসবে না এবং এই ফিকহি মূলনীতিগুলো এর সংগে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় ও মিলানো যায়। যার সারমর্ম হলো, এই মূলনীতি স্বস্থানে ঠিক আছে যে, প্রত্যক্ষ কর্তা সর্বাবস্থায়-ই দায়ী হয়, কিন্তু তার জন্য প্রত্যক্ষ কর্তা হওয়া জরুরি। এবার মনে করুন, এক ব্যক্তি যথার্থ পদ্ধতিতে ট্রাফিক নিয়ম মাফিক কার চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি শুধু এক ফিট দূরে কারের সামনে দৌড়ে গিয়ে মরে যায়। তখন এই প্রত্যক্ষ কর্মকে গাড়ির ড্রাইভারের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা যাবে না। বরং বলা যাবে, সে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর্মের সম্বোধন তার সত্তার দিকে হবে, ড্রাইভারের দিকে হবে না। সুতরাং ড্রাইভারের ওপর জরিমানা আসবে না।

اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ এর অর্থ

اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ তথা খনিও বেকার। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি বৈধ পদ্ধতিতে কোনো খনি খনন করে, এবার খনিতে পড়ে কোনো ব্যক্তি মরে যায় তবে তার রক্তও নিরর্থক। কিংবা খনিতে কাজ করার জন্য কাউকে চাকর রেখেছে কাজ করার সময় ওপর হতে পাথর পড়ে সে মরে গেলো তাহলে খনির মালিকের ওপর জরিমানা আসবে না।

وَفِي الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ এর অর্থ

وَفِي الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ। তথা রিকাজ সে মালকে বলে যেটি জমিতে প্রোথিত করা হয়েছে। চাই সেটি খনি হোক কিংবা জমিনে পুঁতে রাখা গুপ্তধন হোক। এতে একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব। এটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দিয়ে দেওয়া হবে।

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ এর সংগে পূর্বেকার সম্পর্ক

এবার প্রশ্ন হলো, এই শেষ বাক্যটির সম্পর্ক এর পূর্বেকার বাক্যগুলির সংগে কিসের? কারণ, পূর্বেকার বাক্যগুলোতে দিয়ত ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার আদেশ সংক্রান্ত বিবরণ হচ্ছে। অথচ এক পঞ্চমাংশের সম্পর্ক জাকাতের সংগে, কিংবা গনিমতের সম্পদের সংগে।

এই প্রশ্নের জবাব হলো, এই হাদিসের পূর্ণ দৃশ্যপট বা প্রেক্ষাপট ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন। এই প্রেক্ষাপট দ্বারা যোগসূত্র বুঝা যায়। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. হাদিস বর্ণনা করেন যে, বর্বরতার যুগে কারো জানোয়ার কোনো মানুষের ক্ষতি করলে জানোয়ারের মালিকের ওপর এই জরিমানা হতো যে, সে জন্তু যার ক্ষতি করেছে তার কাছে অর্পণ করে দেওয়া হতো। আর যদি কারো কূপ দ্বারা কোনো মানুষের ক্ষতি হতো তাহলে সে কূপ তার হয়ে যেত। যদি কারো খনি দ্বারা অন্যের ক্ষতি হতো তবে সে খনি হয়ে যেত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির। এটা ছিলো বর্বরতার যুগের মূলনীতি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলি যুগের এই মূলনীতি খতম করার জন্য এই বলেছেন- الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিবরণ দিয়েছেন যে, খনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে না বরং সেটা অর্থহীন। সেহেতু এর সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, খনির ওপর শরয়ি দায়িত্ব শুধু এতোটুকু যে তা হতে একপঞ্চমাংশ আদায় করে দিবে। এই বাক্যের সংগে এর পূর্বের বাক্যের সম্পর্ক শুধু এতোটুকু।

রেকাজ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

রিকাজ সংক্রান্ত মাসআলায় হানাফি এবং শাফেয়িদের মাঝে প্রসিদ্ধ মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফিদের মতে রিকাজের অর্থে দুটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত। একটি খনি অপরটি গুপ্তধন। সুতরাং হানাফিদের মতে খনিতেও একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব। আর যদি কেউ প্রোথিত গুপ্তধন পেয়ে যায় তবে তাতেও একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব। রিকাজ শব্দটি উভয়টিকে শামিল করে। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, রিকাজের অর্থে শুধু গুপ্তধন অন্তর্ভুক্ত খনি অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তাঁর মতে গুপ্তধনে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। আর যদি খনি কারো মলিকানাধীন হয় তবে এর একপঞ্চমাংশ বের করে দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব নয়। তিনি বলেন, রিকাজ শব্দটি শুধু গুপ্তধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, খনির জন্য ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং রিকাজের প্রয়োগ খনির ক্ষেত্রে হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব অভিধান, বর্ণনা ও দিরায়াত সর্বদিক দিয়ে প্রধান। আভিধানিকভাবে একারণে প্রধান যে, সমস্ত অভিধানবিদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রিকাজ শব্দটি রিক্‌জুন শব্দ হতে উদ্ভূত। রিকযুনের অর্থ, কোনো জিনিস জমিতে গেড়ে দেওয়া, প্রোথিত করা। সুতরাং যে জিসি-ই জমিতে গাড়া হয় তার ওপর রিকাজ শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমনভাবে গুপ্তধন জমিনে প্রোথিত হয়, এমনভাবে খনিও জমিনে প্রোথিত গুপ্ত সম্পদ উভয়কে বলে। আল্লামা ইফরিকি রহ. লিসানুল আরবে, ইবনে ফারিস মু'জামু মাকালিসিল লুগাতে এবং জাওহারি সিহাহে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং অভিধানগত ভাবে উভয়টিই রিকাজের অন্তর্ভুক্ত।

হানাফি মাজহাবের প্রাধান্যের কারণ সমূহ

বর্ণনাগত ভাবে হানাফি মাজহাব এ কারণে প্রধান যে, ইমাম আবু উবাইদ রহ. কিতাবুল আমওয়ালে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন- [২০৯] سُئِلَ عَنِ الْمَالِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যেটি এমন অনাবাদি স্থানে পাওয়া যায়, যার কোনো মালিক জানা নেই। খারাব শব্দের অর্থ, অনাবাদি জায়গা। আদি শব্দটি কওমে আদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

---

[২০৯] বিস্তারিত দ্র.-বাদায়ি' : ৬/১৯৩, আদ-দুররুল মুখতার : ৬/৪৩২, আশ শরহুল কাবির : ৪/৬৯।

অর্থাৎ কওমে আদের সময় হতে এই জমি এমনভাবে লাওয়ারিশ চলে আসছে। এর কোনো মালিক জানা নেই। এই প্রশ্নের জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ এই মালে যেটি অনাবাদি, যেটি লাওয়ারিশ জমিতে পাওয়া যায় এবং রিকাজে একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব। এই হাদিসে ফীহি শব্দের জমির তথা সর্বনাম কানজুনের দিকে ফিরছে। আর রিকাজ শব্দটির আতফ হলো, কানজের ওপর। আতফ ভিন্নতা বুঝায়। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেলো, এই হাদিসে রিকাজের অর্থ খনি। যেনো রিকাজ শব্দটির প্রয়োগ খনির ওপরও হয়। এ হাদিসটি এর সহায়ক।

দিরায়াতগত ভাবে হানাফিদের মাজহাব এ জন্য প্রধান যে, যে কারণ গুপ্তধনে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার, সে কারণটি খনিতে একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ারও। আর সে কারণটি হলো, এটি কাফেরদের পরিত্যক্ত সম্পদ। কারণ, যে কোনো রাষ্ট্র হয়। বস্তুত কাফের যে গুপ্তধন ছেড়ে যায় সেটি গনিমতের সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে গনিমতের সম্পদে একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব। সুতরাং গুপ্তধনে একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব এবং খনিও কাফেরদের পরিত্যক্ত সম্পদ। কারণ, এগুলো তাদের যুগ হতেই এখানে মওজুদ। এ কারণে গুপ্তধনের ওপর একপঞ্চমাংশ তখনই ওয়াজিব হয় যখন নিদর্শনাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, সেটি কোনো মুসলমান কর্তৃক প্রোথিত, তবে এর আদেশ হলো লোকতা বা প্রাপ্ত হৃত সম্পদের। এর ওপর প্রাপ্ত হৃত সম্পদের বিধি-বিধান জারি হবে। সুতরাং খনি তো কুদরতি ভাবে জমির অংশ এবং নিশ্চিতরূপে কাফেরদের যুগ হতে চলে আসছে। সুতরাং এর ওপরও একপঞ্চমাংশ হওয়া উচিৎ। কারণ, যে কারণটি গুপ্তধনে পাওয়া যায় সেটি খনিতেও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং অভিধান, বর্ণনা, দেরায়াত সর্ব দিক দিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব প্রধান।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ اِحْيَاءِ اَرْضِ الْمَوَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ : অনাবাদি জমি আবাদ করণ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৬)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.[২১০]

১৩৮৩। **অর্থ :** সাইদ ইবনে জায়েদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মৃত ভূমি তথা অনাবাদি জমিকে জীবিত করে তথা আবাদ করে সেটি তার। কোনো জুলুমকারির চাষাবাদের কোনো অধিকার নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন মুরসাল রূপে হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সনদে।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, সরকার প্রধানের অনুমতি ব্যতিত অনাবাদি জমি তার জন্য আবাদ করার অধিকার আছে। আর অনেকে বলেছেন, সরকার প্রধানের অনুমতি ব্যতিত আবাদ করার অধিকার তার নেই। তবে প্রথম উক্তিটি বিশুদ্ধতম।

---

[২১০] আবু দাউদ : কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারা-باب في اقطاع الارضين।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, কাসীরের দাদা আমর ইবনে আউফ মুজানি ও সামুরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু মূসা মুহাম্মদ ইবন মুসান্না বলেন, আমি আবুল ওয়ালিদ তায়ালিসিকে وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ বাক্যটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বললেন, ইরকে জালেম হলো, সে ছিনতাইকারি যে, বিনা অধিকারে কোনো জিনিস নিয়ে নেয়। আমি বললাম, সে কি সেই ব্যক্তি যে অন্যের জমিতে চারা লাগায়? তিনি তখন বললেন, সে সেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِـــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.

১৩৮৪। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে অনাবাদি কোনো জমি আবাদ করবে সেটি তার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

أَرْضٌ مَيِّتَةٌ أَوْ أَرْضٌ مَوَاتٌ : এমন জমিকে বলা হয় যেটি মালিকানাধীন নয় এবং অনাবাদি। অর্থাৎ, কেউ তাতে কোনো ইমারত বা বাড়ি-ঘর করেনি, না তাতে কোনো ফসল এবং বাগান কেউ লাগিয়েছে, না কারো কোনো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জমি সম্পর্কে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, এমন অনাবাদি জমিকে যে ব্যক্তি আবাদ করবে সে এর মালিক হয়ে যাবে।

অনাবাদি জমি আবাদ করার ব্যাপারে ইসলামি আইনবিদদের মতপার্থক্য

এই মাসআলাতে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাব হলো, এ আদেশটি ব্যাপক। চাই আবাদকারি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি নিয়ে আবাদ করুক বা অনুমতি ছাড়া, উভয় অবস্থাতে আবাদকারি মালিক হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিত আবাদ করে তাহলে মালিক হবে না। ইমাম সাহেব রহ. বলেন, যদিও আবাদ করা মালিকানার কারণ কিন্তু তাতে লোকজনের ঝগড়া বিবাদের আশংকা আছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি জমি আবাদ করার জন্য দু'ব্যক্তি পৌছে গেলো এবং পরস্পরে ঝগড়া হলো সে স্থলে কোনো ইমারত বানাবে কিংবা তাকে সমান করে তাতে চাষাবাদ করবে, কিংবা তাতে গাছ লাগাবে এর ফলে احياء তথা আবাদ করা সাব্যস্ত হয় এবং কোনো মানুষ জমির মালিক হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জমি আবাদ করেনি বরং তাহজির করে নেয়, অর্থাৎ, এই জমিনের আশেপাশে চতুরদিকে পাথর লাগিয়ে তা ঘেরাও করে, কিন্তু না তাতে ইমারত করেছে, না বৃক্ষ লাগিয়েছে, চাষাবাদ করেছে, তাহলে তখন শুধু তাহজিরের (দেওয়াল প্রদানের) ফলে মালিকানা প্রমাণিত হবে না। তবে যারা ঘেরাও দিবে তাদের হক প্রমাণিত হয়ে যায়। সুতরাং ঘেরাও দেওয়ার পর আবাদ করার অধিকার তারই হবে যে ঘেরাও দিয়েছে। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে তা আবাদ করতে পারে না। অবশ্য তাহজির তথা ঘেরাওদাতার এই জমি আবাদের অধিকার শুধু তিন বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যদি তিন বছরের ভেতরে সে এ জমি আবাদ করে নেয় তবে সে মালিক হয়ে যাবে। আর যদি তিন বছর পর্যন্ত আবাদ না করে তাহলে তার অধিকার শেষ হয়ে যাবে। এবার এ জমি আবাদ করার অধিকার অন্যদের হয়ে যাবে।

এমনিতে তো শরিয়তের সমস্ত লেনদেনে হিকমতপূর্ণ আইন-কানুন রয়েছে। তবে অনাবাদি জমি আবাদ করার ব্যাপারে শরিয়ত এমন ব্যবস্থা নির্ণয় করেছে যে, এর মাধ্যমে লোকজনের প্রয়োজনও পূর্ণ হয় এবং জমিও

আবাদ হয়। আবার উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। তবে আবাদ করা ব্যতিত অনাবাদি জমির মালিক হওয়ার কোনো পন্থা নেই। সুতরাং সীমান্ত এবং পাঞ্জাব এলাকাগুলোতে অধীভুক্ত (اراضي شاملات) জমিগুলোতে যে প্রচলন অব্যাহত আছে যে, সে জমি যে গ্রামের আশেপাশে হয় সেটাকে শামিলও বলা হয় সে গ্রামটি সর্দারদের মালিকানা মনে করা হয়। অথচ এ সমস্ত শামিল ভূমিকে সে সব সরদার আবাদ করেননি, এ প্রচলন শরিয়ত পরিপন্থি। শামিল জমিগুলোর শরয়ি মর্যাদা সম্পর্কে আমার একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে, যাতে আমি এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি যে, আবাদ করা ব্যতিত মালিকানা হতে পারে না। সুতরাং সরদারদেরকে সেসব জমির যে মালিক মনে করা হয় এটা ঠিক নয়। বরং সেটি গ্রামবাসীদের যৌথ এবং বৈধ সাধারণ জমি। আর এই জমিতে যে সব স্বউৎপন্ন জিনিস পয়দা হয় তাতে সবাই শরিক, তাতে সরদারদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

গ্রামের প্রয়োজন বিশিষ্ট জমি আবাদ করা অবৈধ

অনাবাদি জমি আবাদ করার অধিকার তখন আছে যখন সে জমির সংগে জনপদ ও গ্রামের প্রয়োজন ও অধিকার সংশ্লিষ্ট না হবে। যেমন, গ্রামের সংগে লাগানো কিছু জমি এমন রয়েছে, যাতে লোকজন মৃতদেরকে দাফন করে, কিংবা সেখান হতে জ্বালানি কাঠ কেটে আনে, কিংবা নিজেদের জানোয়ার তাতে চড়ায়। যেহেতু এই জনপদের প্রয়োজন এ জমির সংগে সংশ্লিষ্ট, অতএব এমন জমি আবাদ করে মানুষ মালিক হতে পারে না। অবশ্য প্রয়োজনের সংগে সংশ্লিষ্ট জমি ছেড়ে পরবর্তী অংশ আবাদ করতে পারে। এটা বৈধ।

وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ এর অর্থ

وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ এ ইবারতটিকে দু'ভাবে পড়া হয়েছে। ১. আ'রকে জালেমকে সিফত মওসূফ বানিয়ে। ২. আ'রকে জালেমকে ইজাফতের পদ্ধতিতে। এর অর্থ, কোনো জালিমের কৃষিকাজের কারণে এর অধিকার সৃষ্টি হয়না। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি জুলুম করে অন্যায় ভাবে অন্য কারো মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদ করে তাহলে চাষাবাদ করার ফলে চাষীর কোনো হক জমির ওপর আরোপিত হয় না। এটি বলার উদ্দেশ্য হলো, চাষাবাদ করা মালিকানার কারণ তখন হয় যখন কোনো অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ করা হয়। তবে যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে ফসল করে তাহলে তা হতে মালিকানা অধিকার প্রমাণিত হয় না। আরক শব্দের বাহ্যিক অর্থ, রগ বা শিরা। আরক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জমিনে চাষাবাদ করা। অর্থাৎ, জুলুমকারি চাষাবাদের কোনো অধিকার নেই। কিংবা জুলুমকারির চাষাবাদের কোনো অধিকার নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ : জায়গির বা জমিদারি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৬)

عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا اَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ اَتَدْرِيْ مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ اِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَاَلَهُ عَمَّا يُحْمٰى مِنَ الْاَرَاكِ قَالَ مَالَمْ تَنَلْهُ خِفَافَ الْاِبِلِ فَاَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَ قَالَ نَعَمْ.[২১১]

---

[২১১] বোখারি কিতাবুল হারস ওয়াল মুজারায়া'-باب فضل الزرع والغرس اذا اكل عنه , মুসলিম : কিতাবুর মুসাকাত- باب فضل الغرس والزرع।

১৩৮৫। অর্থ : আবইয়াজ ইবনে হাম্মাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে লবণ খনির বন্দোবস্ত তথা জমিদারির আবেদন করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জমিদারি তাকে দান করেন। যখন তিনি ফিরে আসতে লাগলেন তখন মজলিসে বসা একজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানেন যে, আপনি তাকে জমিদারির কি জিনিস দিয়েছেন? আপনি তাকে একটি তৈরি পানি দিয়েছেন। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জমিদারি তার থেকে ফেরত নিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারি বলেন, আরাক গাছের কোনো জমি রক্ষিত করা যায়, তাও তিনি তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন- উটের ক্ষুর নাগাল পায় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আবু আমর-মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কায়েস আল মারিবী এ সনদে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। মারিব ইয়ামানের একটি অঞ্চল।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ওয়াইল ও আসমা বিনতে আবু বকর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবইয়াজ ইবনে হাম্মালের হাদিসটি حسن غريب।

বন্দোবস্ত বা জমিদারির ক্ষেত্রে সাহাবা প্রমুখ আলেমের আমল এর ওপর অব্যাহত। তাঁরা সরকার প্রধান কর্তৃক জমিদারি প্রদান বৈধ মনে করেন, যার জন্য তিনি ভালো মনে করেন।

দরসে তিরমিযী

আবইয়াজ ইবনে হাম্মাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে লবণ খনির বন্দোবস্ত তথা জমিদারির আবেদন করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জমিদারি তাকে দান করেন। যখন তিনি ফিরে আসতে লাগলেন তখন মজলিসে বসা একজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানেন যে, আপনি তাকে জমিদারির কি জিনিস দিয়েছেন? আপনি তাকে একটি তৈরি পানি দিয়েছেন। عِدٌّ এর অর্থ, তৈরি। অর্থাৎ, আপনি তাকে এমন দৌলত দান করেছেন যা অর্জনের জন্য তার কোনো কষ্ট করতে হবে না। বরং সেটি তৈরি লবণ। শুধু যেয়ে বের করতে আরম্ভ করবে। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জমিদারি তার হতে ফেরৎ নিয়ে নিলেন। আসলে ব্যাপারটি ছিলো এই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল ছিলো সে লবণের খনি হতে লবণ বের করা ও এগুলো তৈরি করার জন্য প্রচুর মেহনত করতে হবে। জমি আবাদ করতে হবে, তখন এই খনি উপকৃত হবার যোগ্য হবে। এ কারণে প্রথমেই তিনি সে খনি তাকে দিয়ে দেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন জানা গেলো যে সেটি তৈরি খনি। তা হতে লবণ বের করার জন্য কোনো বেশি মেহনত করতে হবে না। যেহেতু এমন খনির সংগে সাধারণ মুসলমানদের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। কোনো একজনকে দিয়ে অন্যদেরকে তা হতে বঞ্চিত করা সঙ্গত নয়, সেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খনি তার হতে ফেরৎ নিয়ে নেন।

قَطَائِعُ শব্দ قَطِيْعَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ জায়গির তথা বন্দোবস্ত। অর্থাৎ, যে জমি কোনো সরকার প্রধান কোনো ব্যক্তিকে দান রূপে দিয়ে দেয়। সে জমিকে قَطِيْعَةٌ বলে, রাষ্ট্রপ্রধানের এ আমলকে اِقْطَاع তথা জায়গির বা বন্দোবস্ত দান বলে। অর্থাৎ, সরকার প্রধান কিংবা আদেশত কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে দান রূপে দিয়ে দেওয়া।

হাদিস বর্ণনা করার একটি পদ্ধতি হলো আরজ

قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَكُمْ এ রেওয়ায়াতে আপনি দেখছেন, এতে সাধারণ হাদিসগুলির মতো حَدَّثَنَا فُلَانٌ শব্দে হাদিস শুরু করা হয়নি। এর কারণ হলো, যে হাদিসে حَدَّثَنَا فُلَانٌ আসবে তাতে উস্তাদ স্বীয় শাগরিদকে

হাদিস পড়ে শুনান এবং স্বীয় সনদ বর্ণনা করেন যে, আমি এ হাদিস অমুক হতে শুনেছি আর তিনি অমুক হতে শুনেছেন। তবে যখন শাগরিদ উস্তাদের সামনে হাদিস পড়েন তখন শাগরিদ নিম্নেযুক্ত শব্দে শুরু করেন- (حدثكم فلان) অমুক আপনাকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেহেতু এ হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহ. স্বীয় উস্তাদ কুতাইবা ইবনে সাইদ রহ. এর কাছে পড়েছেন এবং বলেছেন حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ অর্থাৎ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আপনাকে এ হাদিস শুনিয়েছেন, এ কারণেই শেষে উস্তাদ স্বীকার করেন যে, হ্যাঁ, এ হাদিসটি আমার কাছে পৌছেছে এই পদ্ধতিতে। যেমন, এ হাদিসের শেষে এসেছে, فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ نَعَمْ। এমনভাবে এ হাদিস বর্ণনা করাকে আরজ বলে।

হাদিসের দ্বিতীয় বাক্য

وَسَأَلَهُ عَنْ مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এ প্রশ্ন হয়তো হজরত আবইয়াজ ইবনে হাম্মাল রা. করেছিলেন কিংবা যিনি মজলিসে বসে ছিলেন তিনি করেছিলেন যে, পিলু গাছের জঙ্গল যদি কেউ সংরক্ষণ করে নেয় তবে তার আদেশ কি? আরাক হলো, পিলু গাছ যা দ্বারা মিসওয়াক তৈরি করে। এ বৃক্ষ নিজে নিজে উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও এ গাছের জঙ্গল হয়। প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য ছিলো যে এলাকায় পিলু গাছ উৎপন্ন হয় এবং সে জমি অমালিকানাধীন ও অনাবাদি হয়। তবে কি কেউ জমি আবাদ করে সে জমির মালিক হতে পারে, নাকি হতে পারে না? জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الْإِبِلِ অর্থাৎ, সে জমি আবাদ করে মালিক হওয়া বৈধ যতোক্ষণ পর্যন্ত সে জমি পর্যন্ত উটের পা না পৌছে। এর অর্থ, জনপদের প্রয়োজন এ জমির সংগে সংশ্লিষ্ট না হয় এবং জনপদে অবস্থানকারি উট সে জমিনে যেয়ে চরে না। তবে যদি গ্রামের লোক সে জমিনে স্বীয় উট চরায় এবং যার ফলে পিলু গাছ তাদের প্রয়োজনের সংগে সংশ্লিষ্ট, তবে তখন জমি আবাদ করে এর মালিক হওয়া অবৈধ। তবে যদি সে জমি এমন জায়গায় থাকে যেখানে উটের পা না পৌছে। অর্থাৎ, জনপদের উট সেখানে চরার জন্য যায় না, তাহলে সে জমি আবাদ করে এর মালিক হওয়া বৈধ।

শরয়ি মতে জায়গির (জমিদারি) দেওয়া বৈধ

এ হাদিসের সংগে দু'টি মাসআলা সংশ্লিষ্ট। ১. এ হাদিস দ্বারা জমিদারি প্রদানের বৈধতা বুঝা যায়। সরকার প্রধানের অধিকার আছে, তিনি কাউকে কোনো জমির জমিদারি দিয়ে দিতে পারেন। এর দ্বারা এই বিভ্রান্তি না হওয়া চাই যে, আমাদের এখানে যে জমিদারি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এটাকে এর সমস্ত তাফসিল সহকারে শরিয়ত গ্রহণ করেছে। ব্যাপার হলো, হাদিসে যে জায়গা জমিদারি দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে তাতে এবং বর্তমান জমিদারি ব্যবস্থায় বিরাট পার্থক্য আছে। শরিয়তে জমিদারি প্রদানের যে বৈধতা রয়েছে এর তাফসিল হলো, ইমাম কোনো ব্যক্তিকে দু'ভাবে জমিদারি দিতে পারেন- ১. কোনো সরকারি জমি সরকারের মালিকানাধীন আছে সেটা কোনো ব্যক্তিকে জমিদারি হিসেবে দিতে পারেন, এটা বৈধ। আর যাকে জমিদারি দেওয়া হয়েছে সে এর মালিক হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ইমাম তথা রাষ্ট্রনায়ক মৃত জমি তথা অনাবাদি জমি হতে কোনো অংশ কাউকে জমিদারি হিসেবে দিবে। এতেও মূলনীতি হলো, যদি সে ব্যক্তি তিন বছরের মধ্যে সে জমি আবাদ করে তবে সেটি তার হয়ে যাবে। তবে যদি সে তিন বছরের মধ্যে আবাদ করতে না পারে তবে তার হতে ফেরৎ নেওয়া হবে এবং এই জমিদারি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, জমি আবাদ করা। যাতে সে ব্যক্তি এ জমি আবাদ করে এবং এর জমিদারি প্রদান তখন বৈধ, যখন সে ইমাম তথা রাষ্ট্রনায়ক সাধারণের ফায়দা অনুযায়ী সেটাকে জমিদারি দেয়। সুতরাং অন্য কোনো ব্যক্তির হক মেরে কিংবা ঘুষ নিয়ে কিংবা শুধু কাউকে সম্মান করার জন্য এবং অন্যদের হক বাতিল করার জন্য জমিদারি প্রদান রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য শরিয়ত মতে অবৈধ।

বর্তমান জমিদারি ব্যবস্থার ইতিহাস ও এর সূচনা

এর পরিপন্থি আমাদের এখানে যে জমিদারি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এটি সম্পূর্ণ শরিয়ত বিরোধী। এর সূচনা হয়েছিলো ইউরোপ হতে। প্রথম যুগে এর পদ্ধতি ছিলো জমিদারকে কোনো জমি জমিদারি হিসেবে দেওয়া হতো না; বরং জমির কোনো অংশ সম্পর্কে এতোটুকু বলে দেওয়া হতো যে, এই জমির ওপর আরোপিত লগ্নি কিংবা ট্যাক্স উসুল করার অধিকার তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এবার ভবিষ্যতে এই জমির কৃষক সরকারকে ট্যাক্স পরিশোধ করার পরিবর্তে তোমাকে পরিশোধ করবে। তারপর এই লগ্নি বা ট্যাক্স নির্ণয়ের এখতিয়ার হতো সে জমিদারের। সে জমিদার নির্ণয় করতো কোনো কৃষক কি পরিমাণ লগ্নি আদায় করবে। সে কৃষকদের কাছে হতে লগ্নি আদায় করার অধিকারও সে জমিদারের হতো এর ফলে সে কৃষক সে জমিদারের অধীনস্থ হয়ে যেত। সে জমিদারও সে কৃষকদের সংগে এমন ব্যবহার করতো যেমন একজন মুনিব একজন গোলামের সংগে করে। কৃষক নিজেকে তাই বাধ্য অপারগ পেত যে, এই জমিদার ট্যাক্স আদায়কারি, সেই তা নির্ধারণকারি। কৃষক আশংকা করতো, যদি আমরা তাদের হুকুমের বিরোধিতা করি তাহলে তারা ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিবে কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে আমাদের পেরেশান করবে। সুতরাং সে কৃষকরা সেসব জমিদারদের হাতে সম্পূর্ণ লাগামহীন (বেদাম) দাস হয়ে যেত। ফলে আস্তে আস্তে এটাই হলো যে, সে জমিদাররা তাদের মনিব স্বীকৃত হলো এবং কৃষকরা তাদের রায়ত ও দাস বনে গেলো।

এবং না শুধু এই যে, তাদের হতে বেগার নিতো; বরং যখন যুদ্ধ হতো তখন সে জমিদাররা স্বীয় কৃষকদেরকে সিপাহি রূপেও ব্যবহার করতো। এমনকি অনেক সময় সরকার সে জমিদারদের সংগে এই চুক্তি করার ব্যাপারে বাধ্য হতো যে, আমরা তোমাদের এই জমিদারি দিচ্ছি এবং যুদ্ধের সময় তোমরা পাঁচ হাজার মানুষ যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরি করে দিবে বা দশ হাজার মানুষ আমাদের তৈরি করে দিবে। ফলে যে জমিদার পাঁচ হাজার ব্যক্তি তৈরি করে দেওয়ার পাবন্দ হতো তাকে পাঁচ হাজারি জমিদার আর যে জমিদার সরকারকে যুদ্ধের জন্য লোক তৈরি করে দিত।

ক্রমশ : সে সব জমিদার সরকারকেও চোখ রাঙাতে শুরু করে এবং স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতো যে, আমাদের কথা মানুন অন্যথায় আমাদের কাছে দশ হাজার সৈন্য আছে তাদের নিয়ে আমরা আপনাদের ওপর চড়াও হব। এমনভাবে এই জমিদাররা সরকারের ওপরও প্রভাবশালী হতো। একদিকে তো প্রজাদের ওপর জুলুম করতো অপরদিকে তাদেরকে নিজেদের সৈন্য বানিয়ে রাখতো এবং এর মাধ্যমে সরকার হতে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করতো।

যেহেতু এসব জমিদার সে সব কৃষকদের হতে বেগার নিতো আর এই বেগার নেওয়ার কাজ ততোক্ষণ পর্যন্ত চলত যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা মুর্খ অবুঝ ও বেওকুফ থাকতো। সেহেতু যে জমিদাররা চাইতো, এই কৃষকরা যেনো শিক্ষা হতে বঞ্চিত থাকে। কারণ, তারা যদি শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে তাহলে এরা আমাদের কথা মানবে না, আমাদের গোলামি করবে না। এর প্রভাব স্বয়ং আমাদের দেশে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। বেলুচিস্তানে বড় বড় নেতা স্বীয় এলাকায় না কোনো স্কুল তৈরি করতে দেয়, না সড়ক তৈরি করতে, না হাসপাতাল বানাতে দেয় এবং সে সব কাজ করতে দেয় না যার মাধ্যমে জাতির মাঝে বুঝ-জ্ঞান ও অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কারণ, এসব সরদার জানে যদি তাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি হয় জ্ঞান পয়দা হয় তাহলে এর আমাদের গোলামি হতে মুক্ত হয়ে যাবে। এসব এই জমিদারির প্রভাব যা ইউরোপ হতে চালু হয়েছিলো এবং ধীরে ধীরে এসব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে।

শরিয়তে জমিদারির অর্থ

শরিয়তে এ ধরনের জমিদারির কোনো বৈধতা নেই; বরং শরিয়তে জমিদারির অর্থ কাউকে জমি দেওয়া। যখন সে ব্যক্তি জমি আবাদ করবে তখন সে এর মালিক হয়ে যাবে। আর যদি আবাদ না করে তাহলে মালিকও

হবে না। আর যদি কৃষকের মাধ্যমে জমি আবাদ করে তবে তখন তার ও কৃষকের অধিকার সমান। এই কৃষক হতে বেগার নেওয়া তার জন্য অবৈধ। সুতরাং বর্তমান যুগে যে জমিদারি ব্যবস্থা আছে, এ সম্পর্কে এটা মনে করা যে, শরিয়তে এটাকে বৈধ বলে, এটি দুরুস্ত নেই। বরং উভয়ের মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য আছে। তবে যারা বাস্তব অবস্থা বুঝেনি এবং উভয় প্রকার জমিদারিতে পার্থক্য অনুভব করতে পারেন নি তারা যখন দেখল জমিদারি ব্যবস্থার ফলে সীমাহীন সমস্যা ও ফাসাদ বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়, ফলে তারা বলতে শুরু করলো ইসলামে জমিদারি প্রদানের বৈধতাই নেই। আর জমিদারি প্রদানের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে দিলো। অথচ অগনিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জমিদারি দেওয়া বৈধ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা.কে হাদরামাউতে জমিদারি দান করেছিলেন। হজরত তামিমেদারি রা. ও সিদ্দিকে আকবর রা. এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে দান করেছেন। খিলাফতে রাশেদার যুগে বড় বড় জমিদারি লোকজনকে দেওয়া হয়েছে। যাতে এসব লোক এই জমিকে আবাদ করে এবং বেকার জমিগুলো কাজে লাগে। সুতরাং শরিয়ত মতে জমিদারি দেওয়া অবৈধ। একথা বলা শরয়ি মতে অবৈধ।

জমিকে জাতীয় মালিকানায় নেওয়ার মাসআলা

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, এ হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবইয়াজ ইবনে হাম্মাল রা. কে প্রথমে জমিদারি দান করেছিলেন। পরে আরেকজনের বলার কারণে সে জমিদারি তার হতে ফেরৎ নিয়েছেন। এঘটনা দ্বারা অনেকে দলিল পেশ করেছেন যে, যদি কোনো জমি কারো মালিকানাধীন থাকে তবে সরকারের অধিকার আছে, সে যখন চায় সে জমিকে জাতীয় মালিকানায় নিয়ে নিতে পারবে। এই দলিল সে যুগে খুব জোরে শোরে পেশ করা হতো যখন পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বড় চর্চা ছিলো। এখন তো সমাজতন্ত্রের হাতে প্রায় মরে গেছে সেহেতু এখন আর সে জোর শোরও অবশিষ্ট নেই। এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা এই দলিল পেশ করা ঠিক নয়। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবইয়াজ ইবনে হাম্মাল রা. হতে যে জমি ফেরৎ নিয়েছিলেন, সেটি তাঁর মালিকানায় চলে আসার পূর্বেই ফেরৎ নিয়ে ছিলেন। কারণ, সে জমিদারি তাঁর মালিকানায় তখন আসতো যখন সে এর ওপর কব্জা করেনিতেন এবং তিনি জমি আবাদের জন্য কোনো কার্যক্রমও করেননি। তাই এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয় যে, মালিকানা ফেরৎ নেওয়া যায়।

হজরত বিলাল ইবনে হারেস আল মুজানি রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ

হজরত বিলাল ইবনে হারেস মুজানি রা. এর ঘটনা দ্বারাও দলিল পেশ করা হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জমিদারিও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এর দ্বারাও দলিল পেশ করা ঠিক নয়। কারণ, তার সংগে ব্যাপারটি হয়েছিলো এই যে, তাঁকে অনাবাদি জমি দেওয়া হয়েছিলো। তবে তিনি তা আবাদ করতে পারেন নি। তাই নিয়ম মাফিক তার হতে সে জমি ফেরৎ নেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির মালিকানা কোনো জমিতে প্রমাণিত হয়েছে, তারপর তার হতে তা ফেরৎ নেওয়া হয়েছে। এমন কোনো ঘটনা না প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় সংঘটিত হয়েছিলো, না খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে। সুতরাং জমিদারি ফেরৎ নিয়ে নেওয়া তথা বাজেয়াপ্ত করা শরয়ি মতে অবৈধ। এ সম্পর্কে যতো নজির পেশ করা হয় সেগুলো সব ভুল বুঝাবুঝি কিংবা ধোঁকার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়েও আমার একটি গ্রন্থ ছেপে এসেছে, যার নাম হলো- مِلْكِيَتِ زَمِيْن اور اُسْكِي تَحْدِيْد। যে যুগে সমাজতন্ত্রের জোর ছিলো, তখন বারবার একথা উঠতো যে, জমির মালিকানা হতে পারে কিনা এবং তা সীমিত করার কতোটুকু অনুমতি আছে? এ বিষয়ের ওপর এ পর্যন্ত যতোগুলো মেট্রিয়েল্‌স এসেছে এবং এর ওপর যতো দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয় সেগুলো সম্পর্কে এ কিতাবে সবিস্তারে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। প্রয়োজন কালে তা দেখা যেতে পারে।

হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. কে হাদরামাউতে জমিদারি প্রদানের ঘটনা

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضـــ لِيَقْطَعَهَا إِيَّاهُ.[২১২]

১৩৮৬। **অর্থ :** ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাদরামাউতে এক টুকরো জমি জমিদারি হিসেবে দান করেছিলেন। হজরত মুআবিয়া রা.কে তার সংগে তিনি পাঠিয়েছিলেন সে জমি তার কাছে অর্পণ করার জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হাদরামাউতের বড় নবাব এবং শীর্ষ নেতা ছিলেন। তাঁর ঘটনা লিখেছেন যে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মুআবিয়া রা.কে হাদরামাউত অভিমুখে প্রেরণ করছেন তখন হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. উটের ওপর আরোহি ছিলেন। হজরত আমিরে মুআবিয়া রা.এর কাছে কোনো সওয়ারি ছিলো না। তিনি তার সংগে পায়দল রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে যখন ময়দানে সূর্যের তাপ উত্তপ্ত হয়ে গেলো, গরম বৃদ্ধি পেলো, তখন হজরত মুআবিয়া রা. এর পা জ্বালা করতে আরম্ভ করলো। তিনি হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা.কে বললেন, প্রচণ্ড গরমে আমার পা জ্বলছে। আপনি আমাকে আপনার উটের ওপর পেছনে আরোহণ করিয়ে নিন। তাহলে আমি গরম হতে বাঁচতে পারবো। তখন তিনি জবাবে বললেন- لَسْتَ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوْكِ তথা তুমি সম্রাটদের সংগে তাদের পেছনে বসার যোগ্য নও। সুতরাং তুমি আমার উটের যে ছায়া জমির ওপর পড়ছে সে ছায়ায় পা রেখে ছায়ায় ছায়ায় চলতে চলতে আমার সংগে এসে যাও। ফলে হজরত মুআবিয়া রা. মদিনা মুনাওয়ারা হতে ইয়ামান পর্যন্ত পূর্ণ রাস্তা এভাবে অতিক্রম করলেন। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সংগে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে যেয়ে তিনি তাকে জমি দিয়ে তারপর ফেরৎ চলে এলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এমন করলেন যে, হজরত মুআবিয়া রা. স্বয়ং খলিফা হয়ে গেলেন। তখন এই হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হজরত মুআবিয়া রা. এর সংগে সাক্ষাতের জন্য ইয়ামান হতে দামেশক চলে এলেন। তখন মুআবিয়া রা. বাইরে বেরিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করলেন ও সদ্ব্যবহার করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْغَرْسِ

অনুচ্ছেদ-৪০ : বৃক্ষরোপণের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৭)

عَنْ أَنَسٍ رَضـــ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.[২১৩]

১৩৮৭। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান কোনো বৃক্ষচারা রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল করে, তারপর তা হতে কোনো মানুষ বা পাখি বা কোনো প্রাণি ভক্ষণ করে তখন এগুলো সব তার জন্য সদকা লেখা হয়।

---

[২১২] বোখারি : কিতাবুল মুজারাআ'-باب المزارعة, আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'- باب في المساقاة।

[২১৩] বিস্তারিত দ্র. আল মাজমু' : ১৪/৩১৭. আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৫/৪৮২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম :১/৪৩৩।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আইয়ুব, জাবের, ইবনে মুবাশশির ও জায়েদ ইবনে খালেদ রা. হতে, এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

কারণ হওয়ার ফলে নিয়ত ব্যতিতও সওয়াব অর্জিত হয়

এ হাদিস দ্বারা মাওলানা আশরাফ আলি থানভী রহ. একটি মাসআলার ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, অনেক সময় কারণ হলে, নিয়ত ব্যতিতও সওয়াব অর্জিত হয়। এতে নিয়তের অস্তিত্ব শর্ত নয়। এবার যদি কেউ বৃক্ষচারা রোপণ করে তাবে যদিও এর নিয়ত না হোক যে, এ হতে পাখি, প্রাণি এবং মানুষ খাবে, কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তি এদের খাওয়ার কারণ হলো, সেহেতু তাদের খাওয়ার ফলে এ ব্যক্তির সদকা লেখা হবে এবং সওয়াব হবে। এতে বুঝা গেলো, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নেকির কারণ হয়, যদিও নেকির কারণ হওয়ার নিয়ত না থাকুক, তবুও আল্লাহর রহমতে এর ফলে সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪১ : বর্গাচাষ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৭)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِـــ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.[215]

১৩৮৮। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারবাসীদের সংগে অর্ধ উৎপাদনের ওপর লেনদেন করেছেন। চাই তা ফলের হোক কিংবা ফসলের।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আনাস, ইবনে আব্বাস, জায়েদ ইবনে সাবেত ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা অর্ধেক, একতৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের ওপর বর্গাচাষে কোনো অসুবিধা মনে করেননি। আর অনেকে জমির মালিকের পক্ষ হতে বীজের (বীজ দানের) বিষয়টি অবলম্বন করেছেন। এটি আহমদ এ ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেক আলেম এক তৃতীয়াংশ দ্বারা খেজুর গাছ (বাগান) বর্গাচাষে কোনো অসুবিধা মনে করেননি। এটি মালেক ইবনে আনাস ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে কোনো রকম বর্গাচাষ স্বর্ণ কিংবা রূপার বিনিময়ে জমি ভাড়া নেওয়া ব্যতিত অন্য কোনো পন্থায় সহিহ হবে বলে মনে করেননি।

দরসে তিরমিযী

জমিকে কৃষিকাজের জন্য ভাড়া দেওয়া

এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, কোনো জমি অন্যকে কৃষিকাজের জন্য দেওয়ার কয়েকটি ছুরত হতে পারে। প্রথম পদ্ধতি হলো, মালিক স্বীয় জমি কৃষককে ভাড়া দিবে এবং তার কাছ হতে নির্দিষ্ট ভাড়া উসুল করবে। এই ভাড়া নগদ অর্থ হিসেবে হবে, উৎপাদিত ফসল হিসেবে নয় এবং জমির মালিকের উৎপাদিত ফসলের সংগে

---

[215] বিস্তারিত দ্র.-বাদায়ি' : ৬/১৭৯-১৮১, আদ-দুররুল মুখতার : ৬/২৭৫, মুগনিল মুহতাজ : ২/৩২৫, আশ শরহুস সগির : ৩/৪৯৮।

কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ইমাম চতুষ্টয়ের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, এ ছুরতটি বৈধ। শুধু আল্লামা ইবনে হাজম রহ. এর মতে এ ছুরতটি অবৈধ। আর এর দলিল এই দেন যে, অনেক রেওয়ায়াতে হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম كِرَاءُ الْأَرْضِ(জমি ভাড়া প্রদান) হতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত কিরাউল আরদ্ এর অর্থ, টাকা-পয়সার মাধ্যমে জমি ভাড়া দেওয়া। তবে এ দলিল ঠিক নয়। কারণ, মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ রা. পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, اَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا অর্থাৎ, দিরহামের মাধ্যমে জমি ভাড়া দিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেননি। সুতরাং হাদিসে যেখানে কিরাউল আরদ্ শব্দ এসেছে তা দ্বারা বর্গাচাষের সে বিশেষ পদ্ধতি উদ্দেশ্য যেটি অবৈধ। যেটি ইনশাআল্লাহ এখনই আরজ করবো। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজম রহ. কর্তৃক জমি ভাড়া দেওয়া অবৈধ উক্তি করা ঠিক নয়।

জমি বর্গাচাষে দেওয়া এবং এর তিনটি পদ্ধতি

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, জমি অন্যকে এই শর্তে প্রদান করা যে, উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ হবে জমিদারের, আর কিছু অংশ হবে কৃষকের। এরও তিনটি ছুরত হতে পারে। ১. পদ্ধতি হলো, জমি এবং উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত করে নিব। যেমন বলবে, যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হবে তন্মধ্য হতে ২০ মন মাল আমি নিবো। আর বাকি তোমাদের হবে। এ পদ্ধতিটি সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ। কারণ, ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হবে তা জানা নাই। হতে পারে সর্বমোট ফসল উৎপন্নই হলো ২০ মন। আবার ২০ মনও না হওয়া সম্ভব। তখন কৃষক কিছুই পাবে না। সুতরাং শরিয়ত মতে এ পদ্ধতিটি অবৈধ।

এ পদ্ধতিটিও অবৈধ

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, জমিদার জমির একটি নির্দিষ্ট অংশের ফসল নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিবে। বলবে, এ অংশে যে ফসল উৎপন্ন হবে তা হবে আমার, আর অন্য অংশে যা উৎপন্ন হবে তা হবে তোমার। সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, এই ক্ষেত হতে পানির যে সব নালা অতিক্রম করছিলো সে সব নালার আশেপাশের অংশটি জমিদার নিজের জন্য খাস করে নিবে। আর বাকি অংশের উৎপন্ন ফসলকে কৃষকের জন্য খাস করে দিবে। এ পদ্ধতিটিও সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ। কারণ, হতে পারে ফসল শুধু সে অংশেই উৎপন্ন হবে যেটি পানির নিকটবর্তী আর অন্যান্য অংশে কোনো ফসলই হলো না। এমনভাবে কৃষক কিছুই পেলো না। তাই শরিয়ত মতে এ পদ্ধতিটিও অবৈধ।

এ পদ্ধতিটিও বৈধ

তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো, জমিদার উৎপন্ন ফসলের একটি সংগত অংশ নিজের জন্য নির্ধারিত করে দিবে। মনে করুন, যতো ফসল উৎপন্ন হবে এর এক চতুর্থাংশ আমি নেবো। আর তিনচতুর্থাংশ হবে তোমাদের। কিংবা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক হবে আমার আর অর্ধেক হবে তোমাদের। কিংবা এক তৃতীয়াংশ আমার আর দুইতৃতীয়াংশ হবে তোমার। এ ছুরতকে مُزَارَعَةٌ بِالْحِصَّةِ الْمُشَاعَةِ مُزَارَعَةٌ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ يَا বলে। এর বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এ পদ্ধতিটিও ব্যাপক আকারে না জায়েজ। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ও আরো অনেক ফকিহ্ এটাকে বৈধ বলেন। অবশ্য অনেক ফকিহ্ এটাকে ব্যাপক আকারে বৈধ বলেন। আর অনেক ইসলামি আইনবিদ মুসাকাতের অধীনস্থ হয়ে বৈধ বলেন এবং আলাদাভাবে অবৈধ বলেন। মোটকথা, অধিকাংশ ফকিহ্ এই পদ্ধতির বৈধতার মোটামুটি প্রবক্তা।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল

ইমাম আবু হানিফা রহ. সে সব হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যে গুলো হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ রা. হতে বর্ণিত আছে, যেগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্গাচাষ করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদে হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ রা. এর হাদিস রয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

যে ব্যক্তি মুখাবারা তথা বর্গাচাষ বর্জন না করবে সে যেনো আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা শুনে নেয়। এ সব হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম আবু হানিফা র. বলেন যে, বর্গাচাষ অবৈধ।

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের প্রমাণ

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারবাসীদের সংগে যে চুক্তি করেছিলেন, সেটি ছিলো বর্গাচাষের পারস্পরিক চুক্তি। পারস্পরিক চুক্তি এই ছিলো যে, খায়বারবাসী সে সব জমি চাষাবাদ করবে এবং বাগানগুলোতে পানি দিবে, যে ফল এবং ফসল উৎপাদিত হবে এর অর্ধাংশ তাদের হবে, আর অর্ধাংশ হবে মুসলমানদের। সুতরাং যেহেতু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্গাচাষ করেছেন, অতএব এর অবৈধ হওয়ার কোনো অর্থ নেই।

হানাফিদের পক্ষ হতে খায়বর সংক্রান্ত লেন-দেনের জবাব

ইমাম আবু হানিফা রহ. খায়বরের লেনদেনের এই ব্যাখ্যা করেন যে, এটা বর্গাচাষের লেনদেন ছিলোনা। বরং এটি ছিলো খারাজে মুকাসামা। অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরবাসীর ওপর ট্যাক্স নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, তোমরা জমিতে চাষাবাদ কর আর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক ট্যাক্সরূপে আমাদের পরিশোধ করো। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পর জানা যায় যে, খায়বরের ঘটনাকে খারাজে মুকাসামার ওপর প্রয়োগ করা খুবই অযৌক্তিক। কারণ, এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, খায়বরের জমি শক্তি প্রয়োগে বিজিত হয়েছিলো, সন্ধির মাধ্যমে নয়। মূলনীতি হলো, যে সব ভূমি শক্তি প্রয়োগে জোরপূর্বক বিজিত হয় সে সব জমি গণিমত অর্জনকারিদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। যেহেতু খায়বর শক্তি প্রয়োগে বিজিত হয়েছিলো সেহেতু এর জমিগুলো মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। বণ্টনের পর মুসলমানগণ সে জমিগুলোর মালিক হয়ে যায়। যখন মুসলমানগণ মালিক হয়ে গেলেন তখন সে সব জমির ওপর ট্যাক্স আরোপের কোনো প্রশ্নই ছিলো না। কারণ, ট্যাক্স তখনি আরোপিত হয় যখন মালিক হয় অমুসলিম। বরং ছুরত এই হয়েছিলো যে, যখন খায়বর বিজিত হয়েছিলো তখন ইহুদিরা বলেছিলো, এসব জমি তো আপনাদের হয়ে গেছে, কিন্তু এসব জমি ব্যবহার করার কলাকৌশল আপনারা এতটা জানেন না যতোটা আমরা জানি। সুতরাং যদি আপনি এ জমি আমাদেরকেই চাষাবাদের জন্য দিয়ে দেন তবে আপনার জন্যই ভালো হবে এবং আমাদের জন্য ভালো হবে। ফলে সিদ্ধান্ত হলো, এসব জমি ইহুদিদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা রাখবে বাকি অর্ধেক মুসলমানদেরকে দিবে। এই তাফসিল দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বস্তুত এই লেনদেন ছিলো বর্গাচাষের। খারাজে মুকাসামার লেনদেন ছিলো না। খারাজে মুকাসামা তখন হতো, যখন এসব জমির ওপর ইহুদিদের মালিকানা অবশিষ্ট রাখা হতো। সমস্ত বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত যে, এসব জমিতে ইহুদিদের মালিকানা অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এর সমর্থন এ ঘটনা দ্বারাও হয় যে, যখন তারা গড়বড়-বিশৃংখলা শুরু করে দিয়েছিলো, তখন হজরত ফারুকে আজম রা. তাদেরকে তাইমার দিকে দেশান্তর করেন। যদি তাদের মালিকানা হতো তাহলে তাদের হতে জমি ছিনিয়ে তাদেরকে দেশান্তর করার কোনো বৈধতা থাকতো না। সুতরাং দলিলাদির শক্তি এদিকেই যে, বর্গাচাষ বৈধ। ফলে হানাফিগণও এ মাসআলাতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাবের পরিবর্তে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মাজহাবের ওপর ফতওয়া দিয়েছেন।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৪২ : (মতন পৃ. ২৪৩)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِـــ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا اِذَا كَانَتْ لِاَحَدِنَا اَرْضٌ اَنْ يُّعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا اَوْبِدَرَاهِمَ وَقَالَ اِذَا كَانَتْ لِاَحَدِكُمْ اَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ اَوْ لِيَزْرَعْهَا .[২১৫]

---

[২১৫] বোখারি : কিতাবুল লোকতা-باب ضالة الابل, মুসলিম : কিতাবুল লোকতা-باب الفرق بين لقطة الابل وغيرها।

১৩৮৯। **অর্থ :** রাফে' ইবনে খাদিজ রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি লেনদেন হতে নিষিদ্ধ করেছেন, যেটি আমাদের জন্য উপকারি ছিলো। সেটি হলো, যখন আমাদের মধ্য হতে কারো জমি হতো তখন সেটিকে এর অনেক উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে কিংবা টাকা পয়সার বিনিময়ে দিয়ে দিত। তা হতে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। তবে এ হাদিসটি দলিল করছে যে, এ নিষিদ্ধ তাহরীমী ছিলো না। বরং ছিলো তানজিহি। কারণ, এ হাদিসে টাকা-পয়সার ও উল্লেখ রয়েছে যে, দিরহামের ওপর প্রদান করা হতে নিষেধ করেছেন। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ.ও দিরহামের ওপর প্রদানকে বৈধ বলেন, অতএব এ হাদিসে দিরহামের নিষিদ্ধতাকে হুরমতে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু দিরহামগুলোকে হুরমতে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেহেতু بِبَعْضِ خَرَاجِهَا তেও সে আদেশই হবে।

দরসে তিরমিযী

অবশ্য ওপরযুক্ত হাদিসটিকে নাসায়ি রহ. শব্দগত ভাবে মা'লুল বলেছেন। আবু বকর ইবনে আইয়াশের হিফজের ব্যাপারে কালাম রয়েছে।

তারপর তিনি বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্য হতে কারো জমি হয়, তাহলে স্বীয় ভাইকে ধাররূপে চাষাবাদের জন্য দিয়ে দিবে। কিংবা নিজেই চাষাবাদ করবে। অর্থাৎ, এই জমি ভাড়া নেওয়া কিংবা এর উৎপন্ন ফসলের অংশ হওয়া পছন্দীয় কাজ নয়, বরং উত্তম হলো, এমনিতেই ধাররূপে জমি দেওয়া। তবে আমি আরজ করছি যে, এই নিষিদ্ধতা মাক হিসেবে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারবাসীদের সংগে বর্গাচাষের লেনদেন করেছেন এবং এটাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা সমাজতন্ত্রের বৈধতার ওপর দলিল পেশ করা ঠিক না

সমাজতান্ত্রিক মন-মানসিকতা সম্পন্ন অনেক লোক এ হাদিস দ্বারা জমির মালিকানা না হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেন যে, জমি কারো মালিকানা নয়। কারণ, এ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বীয় ভাইকে এমনিতেই ধাররূপে দিয়ে দাও। এ হতে ভাড়া বা উৎপন্ন ফসল নিয়োনা। এ দলিল ঠিক নয়। কারণ, এ হাদিসটি জমির মালিকানা আরো বেশি দলিল করেছে। কারণ, তিনি বলেছেন, فَلْيَمْنَحْهَا-مَنِيْحَةً বলে ধারকে। আর ধারতো সে জিনিসই দেওয়া হবে, যেটি মানুষের নিজস্ব মালিকানায় থাকবে। সুতরাং এ হাদিস দ্বারা জমির মালিকানা প্রমাণিত হয়। এর পরিপন্থি নয়।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلٰكِنْ اَمَرَ اَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.[٢١٦]

১৩৯০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্গাচাষকে হারাম বলেননি। তবে এই আদেশ দিয়েছেন যেনো একজন অপরজনের সংগে নম্র আচরণ করে

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত হতে حسن صحيح সূত্রে বর্ণিত।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিসটি বর্ণিত আছে। রাফে' রা. এর হাদিসটিতে ইজতেরাব রয়েছে। এ হাদিসটি রাফে' ইবনে খাদিজ-তার চাচা সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার সূত্রে জুহাইর ইবনে রাফে' হতেও বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তার একজন চাচা। এ হাদিসটি তার সূত্রে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে।

تمت بالخير

---

[২১৬] আবু দাউদ : কিতাবুল বুয়ু'-باب في الشفعة, ইবনে মাজাহ : কিতাবুশ শোফআ'-باب الشفعة بالجوار